ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

অর্থাৎ

শ্রীমদ্ভাগবতম্ মহাপুরাণম্।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীতম্।

শ্রীধরস্বামি কৃত টীকা সমেতম্।

প্রথমস্কন্ধঃ।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নেন

ব্যাখ্যাতং প্রকাশিতঞ্চ।

দ্বিতীয় সংস্করণং

মুর্শিদাবাদ।

বহরম্পুর খাগড়াস্থ

[redacted] রাধারমণ যন্ত্রে

শ্রীনটবর প্রামাণিকেন

মুদ্রিতম্।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গ দেশে প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকের ক্রমে ২ অভাব হইয়া উঠিতেছে এবং ধর্ম্মের ও জ্ঞানের খর্ব্বতা সহকারে দুর্ব্বোধ গ্রন্থ গুলিতে সাধারণের অধিকার লোপ হইতেছে। তদ্দর্শনে বিজ্ঞজন গণেরা বহুবিধ গ্রন্থ ব্যাখ্যা সহ প্রকাশ করিতেছেন, তদ্দ্বারা সাধারণের অশেষ উপকার হইতেছে। আমিও তাঁহাদিগের অনুসরণে এই বৃহদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলাম। কিন্তু সাধারণের উৎসাহ ব্যতীত এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। ইহার এক এক খণ্ড গ্রহণ করিয়া মহোদয়গণ পাঠ করিলে উপকৃত এবং যত্ন সফল বোধ করিব।

পরন্তু রাজশাহী চক্রের কমিশনরের সেরেস্তাদার সাধারণ হিতাকাঙ্ক্ষী বাবু প্যারীমোহন সেন মহাশয় আমাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করায় তাঁহার অভিপ্রায় অবলম্বন করিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

ইহাতে মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল শ্লোক, শ্রীধরস্বামি কৃত "ভাবার্থদীপিকা" টীকা এবং মূলের বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হইল। এই রূপ সঙ্কলন জন্য ইহার "ভাগবততত্ত্ববোধিকা" নাম দেওয়া হইল।

১২৭৮ }
বৈশাখ }

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

প্রথমস্কন্ধঃ ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা-
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১ ॥

ওঁ নমো ভগবতে পরম হংসাস্বাদিত চরণ কমল চিন্মকরন্দায় ভক্তজনমানস নিবাসায় শ্রীকৃষ্ণায় ॥ বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি । যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিত্তং নৃসিংহমহং ভজে ॥ বিশ্বসর্গ বিসর্গাদি নবলক্ষণ লক্ষিতং । শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পর ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ । মাধবোমাধবাবীশৌ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনৌ । বন্দে পরস্পরাত্মানৌ পরস্পরনতিপ্রিয়ৌ । সম্প্রদায়ানুরোধেন পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারতঃ । শ্রীভাগবতভাবার্থদীপিকেয়ং প্রতন্যতে ॥ ক্বাহং মন্দমতিঃ ক্বেদং মথনং ক্ষীরবারিধেঃ । কিং তত্র পরমাণুর্বৈ যত্র মজ্জতি মন্দরঃ ॥

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় যাঁহা হইতে হইতেছে, যে হেতু তিনি সৃষ্ট-বস্তু মাত্রে সদ্রূপে

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং। যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং ॥ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ সুরতরুস্তারাঙ্কুরঃ সজ্জনিঃ স্কন্ধৈর্দ্বাদশভিস্ততঃ প্রবিলসদ্ভক্ত্যালবালোদয়ঃ। দ্বাত্রিংশত্রিশতঞ্চ যস্য বিলসচ্ছাখা সহস্রাণ্যলং পর্ণাত্যষ্ট দশেষ্টদাতি সুলভো বর্ব্বর্ত্তি সর্ব্বোপরি ॥ ০ ॥

অথ নানাপুরাণ শাস্ত্র প্রবন্ধৈশ্চিত্ত প্রসত্তিমলভমানস্তত্রতত্রাপরিতুষ্যন্নারদোপদেশতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গুণবর্ণন প্রধানং শ্রীভাগবত শাস্ত্রং প্রারিপ্সুর্বেদব্যাসস্তৎ প্রতিপাদ্য পরদেবতানুস্মরণ লক্ষণং মঙ্গলমাচরতি জন্মাদ্যস্যেতি। পরং পরমেশ্বরং ধীমহীতি ধ্যায়তের্লিঙ্ ছান্দসং ধ্যায়েম ইত্যর্থঃ বহুবচনং শিষ্যাভিপ্রায়কং। তমেব স্বরূপতটস্থলক্ষণাভ্যামুপলয়তি। তত্র স্বরূপলক্ষণং সত্যমিতি। সত্যত্বে হেতুঃ যত্র যস্মিন্ ত্রয়ানাং মায়াগুণানাং তমোরজঃ সত্বানাং সর্গোভূতেন্দ্রিয়দেবতারূপোঽমৃষা সত্যঃ যৎ সত্যতয়া মিথ্যাসর্গোপি সত্যবৎ প্রতীয়তে তং পরং সত্যমিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো ব্যত্যাসঃ অন্যস্মিন্নন্যাবভাসঃ। স যথাধিষ্ঠান সত্তয়া সত্যবৎ প্রতীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ তত্র তেজসি বারি বুদ্ধির্মরীচিকায়াং প্রসিদ্ধা মৃদি কাচাদৌ বারি বুদ্ধিরিত্যাদি যথাযথমূহ্যং। যদ্বা তস্যৈব পরমার্থ সত্যত্ব প্রতিপাদনায় তদিতরস্য মিথ্যাত্বমুক্তং। যত্র মৃষৈবায়ং ত্রিসর্গো ন বস্তুতঃ সন্নিতি। যত্রেত্যনেন প্রাপ্তমুপাধিসম্বন্ধং বারয়তি স্বেনৈব ধাম্না মহসা নিরস্তঃ কুহকং কপটং যস্মিন্ তং। তটস্থ লক্ষণমাহ জন্মাদীতি। অস্য বিশ্বস্য জন্ম স্থিতি ভঙ্গং যতো ভবতি তং ধীমহি তত্র হেতুঃ অন্বয়াদিতরতশ্চ অর্থেষু কার্য্যেষু পরমেশ্বরস্য সদ্রূপেণান্বয়াৎ অকার্য্যেভ্যঃ খপুষ্পাদিভ্যস্তদ্ব্যতিরেকাচ্চ। যদ্বা অন্বয়শব্দেনানুবৃত্তিঃ ইতরশব্দেন ব্যাবৃত্তিঃ অনুবৃত্তত্বাৎ সদ্রূপং ব্রহ্ম কারণং মৃৎ সুবর্ণাদিবৎ। ব্যাবৃত্তত্বাৎ বিশ্বং কার্য্যং ঘটকুণ্ডলাদিবদিত্যর্থঃ। যদ্বা সাবয়বত্বাদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং

বর্ত্তমান থাকাতেই সে সকলের সত্তা স্বীকার করা যাইতেছে, এবং ব্যতিরেক হেতু অবস্তু খপুষ্পাদিতে তাঁহার অন্বয় নাই, অথবা

যদন্ত জন্মাদি তদ্ভবতোভবতীতি সম্বন্ধঃ। তথাচ শ্রুতিঃ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তীত্যাদ্যা। স্মৃতিশ্চ যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদি যুগাগমে। যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে ইত্যাদি। তর্হি কিং প্রধানং জগৎকারণত্বাৎ ধ্যেয়মিত্যভিপ্রেতং নেত্যাহ অভিজ্ঞো যস্তৎ স ঐক্ষত লোকান্নু স্বজা স ইমান্ লোকানসৃজতেত্যাদি শ্রুতেঃ ঈক্ষতের্নাশব্দমিতি ন্যায়াচ্চ। তর্হি কিং জীবঃ স্যান্নেত্যাহ স্বরাট্ স্বেনৈব রাজতে যস্তং সতসিদ্ধ জ্ঞানমিত্যর্থঃ। তর্হি কিং ব্রহ্মা। হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেকে আসীৎ ইতি শ্রুতেঃ। নেত্যাহ তেনে ইতি আদিকবয়ে ব্রহ্মণেপি ব্রহ্ম বেদং যস্তেনে প্রকাশিতবান্। যো ব্রাহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈবেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ তমিত্যাদি শ্রুতেঃ। নন্থ ব্রহ্মণোঽন্যতো বেদাধ্যয়নমপ্রসিদ্ধং সত্যং তত্তু হৃদা মনসৈব তেনে। অনেন বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্ত্তকত্বেন গায়ত্র্যর্থোদর্শিতঃ বক্ষ্যতি হি প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতাঽজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি। সলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ সমে ঋষীণা মৃষভঃ প্রসীদতামিতি। নন্থ ব্রহ্মা সুপ্তপ্রতিবুদ্ধ ন্যায়েন স্বয়মেব বেদমুপলভতা। নেত্যাহ যদ্যস্মিন্ ব্রহ্মণি সূরয়োপি মুহ্যন্তি। তস্মাদ্ব্রহ্মণোপি পরাধীন জ্ঞানত্বাৎ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানঃ পরমেশ্বর এব জগৎকারণং। অতএব সত্যঃ অসতঃ সত্তা প্রদত্বাচ্চ পরমার্থ সত্যঃ সর্ব্বজ্ঞত্বেনচ নিরস্ত কুহকঃ তং ধীমহীতি গায়ত্র্যা প্রারম্ভেনচ গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মবিদ্যা রূপমেতৎ পুরাণমিতি দর্শিতং। যথোক্তং মৎস্য পুরাণে পুরাণদান প্রস্তাবে যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্ম বিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে। লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহ সমন্বিতং। প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং স যাতি পরমং পদং। অষ্টাদশ

অন্বয় শব্দে অনুবৃত্তি, ইতর শব্দে ব্যাবৃত্তি, অনুবৃত্ত হেতু মৃত্তিকা সুবর্ণের ন্যায় জগৎ কার্য্য, কিম্বা জগৎ সাবয়ব হেতু জন্মাদি যাঁহা হইতে হইতেছে, সুতরাং যিনি জগতের সৃজনাদির হেতু, এবং অভিজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, তদ্রূপ স্বরাট্ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাং

সহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রকীর্ত্তিতং। পুরাণান্তরেচ। গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রোদ্বাদশস্কন্ধঃ সম্মিতঃ। হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্র বধস্তথা। গায়ত্র্যাচ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুরিতি। পদ্মপুরাণেচ অম্বরীষং প্রতি গোতম বচনং। অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু। পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়মিতি। অতএব ভাগবতং নামান্যদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ং ॥ ১ ॥

ইদানীং শ্রোতৃপ্রবর্ত্তনায় শ্রীভাগবতস্য কাণ্ডত্রয় বিষয়েভ্যঃ সর্ব্ব শাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠং দর্শয়তি ধর্ম্ম ইতি অত্র শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে পরমোধর্ম্মো নিরূপ্যতে।

জ্ঞান, আর যে বেদে জ্ঞানি সকল মুগ্ধ হন, সেই বেদ যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, অপর তেজঃ জল ও মৃত্তিকার বিকার কাচ এই তিনের পরস্পর ব্যত্যাস অর্থাৎ এক বস্তুতে অন্য বস্তু বলিয়া যে প্রতিতী, যথা, তেজে জল জ্ঞান, জলে পাষাণ জ্ঞান এবং কাচে জল বুদ্ধি, ইত্যাদি ভ্রম যেমন অধিষ্ঠানের সত্যতা জন্য সত্য বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ যাঁহার সত্যতায় সত্ব রজঃ তমো গুণত্রয়ের ভূত ইন্দ্রিয় দেবতা সৃষ্টি, বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও সত্য রূপে প্রতীতি হইতেছে, অথবা তেজে জলভ্রম ইত্যাদি যেমন বাস্তবিক অলীক তদ্রূপ যাঁহা ব্যতিরেকে এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলই মিথ্যা, এবং স্বীয় তেজঃ প্রভাবে যাঁহাতে কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধি সম্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে, সেই সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি ॥ ১ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে ফলাভিসন্ধিরূপ কপট এবং মোক্ষ স্পৃহা নিরাশ করিয়া, সর্ব্বভূত বৎসল নির্ম্মৎসর ব্যক্তি

যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণং।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতং ॥ ৩৫ ॥
কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াসকৃৎ।

নম্বুচ জ্ঞানেনাজ্ঞান প্রাপ্ত কর্ম্মনাশঃ তচ্চ জ্ঞানং ভক্তি যোগাদ্ভবতি কথং কর্ম্মণা কর্ম্মনাশঃ স্যাত্তত্রাহ যদিতি ॥ ৩৫ ॥

ভগবদর্পণেন ক্রিয়মাণং কর্ম্ম ভক্তি যোগং জনয়তীতি সদাচারেণ দর্শয়তি কুর্ব্বাণা ইতি যত্র যদা ভগবতঃ শিক্ষয়া কর্ম্মাণি কুর্ব্বণা ভবন্তি। তদা কৃষ্ণস্য গুণ নামানি গৃণন্তি। অনুস্মরন্তিচ কৃষ্ণমিত্যর্থঃ। ইয়ং ভগবচ্ছিক্ষয়া যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদ-

অহে ব্যাস! এরূপ আশঙ্কা করিও না যে জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান প্রাপ্ত কর্ম্মের নাশ হয়, এবং সেই জ্ঞান ভক্তি যোগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, কি প্রকারে কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মের নাশ সম্ভবিবে! উত্তর, এই কর্ম্মভূমিতে ভগবৎ পরিতোষণ নিমিত্ত যে কর্ম্ম কৃত হয় ভক্তিযোগ এবং জ্ঞান তাহার অধীন, অর্থাৎ ভগবত্তুষ্টি জনক কর্ম্ম দ্বারা ভক্তি হয়, ভক্তি হইলেই জ্ঞান জন্মে ॥ ৩৫ ॥

কেননা জীব সকল যৎকালে ভগবৎ শিক্ষায় অর্থাৎ ভগবান্ অর্জ্জুনের প্রতি (যৎকরোষি যদশ্নাসি) ইত্যাদি বচনে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন তদনুসারে কর্ম্ম সকল করে, তৎকালে অনুরাগী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও নামাদি কীর্ত্তন এবং স্মরণ

গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ ॥ ৩৬ ॥
ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায়চ ॥ ৩৭ ॥
ইতি মূর্ত্ত্যভিধ্যানেন মন্ত্র মূর্ত্তিমমূর্ত্তিকং।
যজতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যক্ দর্শনঃ পুমান্ ॥ ৩৮ ॥
ইমং স্বনিগমং ব্রহ্মন্নবেত্য মদনুষ্ঠিতং।

র্পণমিতি ॥ ৩৬ ॥

কীর্ত্তন স্মরণ রূপ ভক্তি হেতুত্বমুক্তং জ্ঞান হেতুত্বমাহ ওঁ নম ইতি দ্বাভ্যাং। নমোধীমহি নমনং কুর্ব্বীমহি ॥ ৩৭ ॥

অমূর্ত্তিকং মন্ত্রোক্ত মূর্ত্তি ব্যতিরিক্ত মূর্ত্তি শূন্যং পূজয়তি স পুমান্ সম্যগ্দর্শনো- ভবতি ॥ ৩৮ ॥

এবঞ্চ কৃতবতি ময়ি হরিঃ স্বসদৃশং জ্ঞানাদিকং দত্তবানিত্যাহ ইমং স্বনিগমং

করিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

অপর, ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ বাসুদেব প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণ, এই চতুর্ব্যূহ রূপ ভগবান্‌কে মনের দ্বারা নমস্কার বিধান করি ॥ ৩৭ ॥

এই রূপ স্মরণ করত যে ব্যক্তি মন্ত্র মূর্ত্তি ভিন্ন মূর্ত্ত্যন্তর রহিত যজ্ঞ পুরুষের পূজা করেন সেই ব্যক্তিই সম্যগ্দর্শী অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানবান্ ॥ ৩৮ ॥

হে ব্রহ্মন্ ব্যাসদেব! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপে স্বীয় উপদেশ মৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অবগত হইয়া আমাকে জ্ঞান রূপ

অদাম্মে জ্ঞানমৈশ্বর্য্যং স্বস্মিন্ ভাবঞ্চ কেশবঃ ॥ ৩৯ ॥
ত্বমপ্যদভ্রশ্রুতবিশ্রুতং বিভোঃ
সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতং ।
প্রখ্যাহি দুঃখৈর্ম্মুহুরর্দ্দিতাত্মনাং
সংক্লেশনির্ব্বাণমুশন্তি নান্যথা ॥ ৪০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে ব্যাস নারদ সম্বাদে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

স্বোপদেশং ময়ানুষ্ঠিতং অবেত্য জ্ঞাত্বা ভাবং প্রীতিঞ্চ ॥ ৩৯ ॥

অতস্ত্বমপ্যেবং কুর্ব্বিত্যাহ ত্বমিতি। অদভ্রং অনল্পং শ্রুতং যস্য হে অদভ্রশ্রুত বিভোর্ব্বিশ্রুতং যশঃ প্রখ্যাহি কথয়। যেন বিশ্রুতেন বুদ্ধেন বিদাং বিদুষাং বুভুৎসিতং বোদ্ধুমিচ্ছা সমাপ্যতে তৎ। যতোদুঃখৈঃ পীড়িতানাং ক্লেশশান্তিঃ প্রকারান্তরেণ নমন্যন্তে ॥ ৪০ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমে পঞ্চমঃ ॥ * ॥

ঐশ্বর্য্য এবং স্ব বিষয়ে প্রীতি প্রদান করেন ॥ ৩৯ ॥

হে ব্যাসদেব! তুমি মহাযশস্বী বিভু পরমেশ্বরের যশঃ প্রকৃষ্ট রূপে কীর্ত্তন কর, তাহাতে পণ্ডিত সকলের বভুৎসা অর্থাৎ জ্ঞানেচ্ছা সমাপ্ত হয়, তদ্ব্যতীত বারম্বার দুঃসহ দুঃখে পীড়িত জীব সকলের ক্লেশ নিবারণের অন্য আর উপায় নাই ॥ ৪০ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমে পঞ্চম ॥

শ্রীসূত উবাচ।

এবং নিশম্য ভগবান্ দেবর্ষের্জন্ম কর্ম্মচ।

ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ তং ব্রহ্মন্ ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ॥

শ্রীব্যাস উবাচ॥ ১॥

ভিক্ষুভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেষ্টৃভিস্তব।

বর্ত্তমানো বয়স্যাদ্যে ততঃ কিমকরোদ্ভবান্॥ ২॥

ব্যাসস্য প্রত্যয়ার্থং ষষ্ঠে প্রাগ্‌জন্ম সম্ভবং। স্বভাগ্যং নারদঃ প্রাহ কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনোদ্ভবং॥ ১॥

স্বয়মপিত থাচিকীর্ষু গুরূপদেশানন্তরং ভাবি তচ্চরিতং পৃচ্ছতি ভিক্ষুভিরিতি ত্রিভিঃ। বিপ্রবসিতে দূরদেশ গমনে কৃতে সতি। বিজ্ঞানস্যোপদেষ্টৃভিঃ॥ ২॥

ষষ্ঠাধ্যায়ে ভগবৎ পরিচর্য্যার অসাধারণ ফল জনকতা বিষয়ে বেদব্যাসের প্রত্যয় জন্মাইবার নিমিত্ত নারদ কর্ত্তৃক কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন জনিত পূর্ব্ব জন্ম সম্ভূত স্বীয় সৌভাগ্য বর্ণন॥ ০॥

সূত কহিলেন। হে ব্রহ্মন্! সত্যবতী নন্দন ভগবান্ বেদব্যাস দেবর্ষি নারদের জন্ম এবং কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ১॥

হে দেবর্ষে! আপনকার বিজ্ঞানোপদেশক ভিক্ষুকগণ দূর দেশে গমন করিলে আপনি প্রথম বয়সে বর্ত্তমান হইয়া কি করিয়াছিলেন॥ ২॥

স্বায়ম্ভুব কয়া বৃত্ত্যা বর্ত্তিতং তে পরং বয়ঃ।
কথং বেদমুদাস্রাক্ষীঃ কালে প্রাপ্তে কলেবরং ॥ ৩ ॥
প্রাক্‌কল্পবিষয়ামেতাং স্মৃতিং তে মুনিসত্তম।
ন হ্যেষ ব্যবধাৎ কাল এষ সর্ব্ব নিরাকৃতিঃ ॥
শ্রীনারদ উবাচ ॥ ৪ ॥
ভিক্ষুভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেষ্টৃভির্ম্মম।
বর্ত্তমানো বয়স্যাদ্যে তত এতদকারষং ॥ ৫ ॥

হে স্বায়ম্ভুব তে ত্বয়া পরং বয়ঃ উত্তরমায়ুঃ বর্ত্তিতং নীতং। ইদং ইতি দাসীপুত্রভূতং কলেবরং উৎসৃষ্টবানসি ॥ ৩ ॥

এষকল্পান্ত লক্ষণোকালঃ তে স্মৃতিং কথং নব্যবধাৎ ন খণ্ডিতবান্। অত্রা-গমাভাব ম্বার্থঃ। যত এষ সর্ব্বস্ত নিরাকৃতিঃ অপলাপো যস্মাৎ সঃ ॥ ৪ ॥

অকারষং কৃতবানহং রেফ ষকারয়ো র্বিশ্লেষ শ্ছন্দোহুরোধেন ॥ ৫ ॥

হে ব্রহ্মতনয়! আপনি স্বীয় উত্তর আয়ুঃ কি বৃত্তি দ্বারা ক্ষেপণ করিয়াছিলেন এবং তাহার পরবর্ত্তি বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে কি রূপেই বা অবজ্ঞেয় দাসী পুত্র রূপ আপনার কলে-বর পরিত্যাগ করেন? ॥ ৩ ॥

হে মুনি সত্তম! ঐ কল্পান্ত লক্ষিত কাল সকলকেই নষ্ট করিয়া থাকে, কি নিমিত্ত আপনকার জন্মান্তরীয় স্মৃতির খণ্ডন করে নাই? ॥ ৪ ॥

নারদ উত্তর করিলেন। আমার বিজ্ঞানোপদেশক বিপ্রগণ দেশান্তর গমন করিলে পর আমি প্রথম বয়সে বর্ত্তমান হইয়া এই কর্ম্ম করিয়াছিলাম। ৫ ॥

একাত্মজা মে জননী যোষিন্মূঢ়াচ কিঙ্করী।
ময্যাত্মজেঽনন্যগতৌ চক্রে স্নেহানুবন্ধনং ॥ ৬ ॥
সাঽস্বতন্ত্রা ন কল্পাসীদ্যোগক্ষেমং মমেচ্ছতী।
ঈশস্যহি বশে লোকো যোষা দারুময়ী যথা ॥ ৭ ॥
অহঞ্চ তদ্ব্রহ্মকুলে উষিবাং স্তদপেক্ষয়া।

তত্র তাবৎ কিঞ্চিৎ কালং তত্রৈব মাতৃস্নেহেন যন্ত্রিতো হ্যবসমিত্যাহ একেতি ত্রিভিঃ। এক এবাহমাত্মজো যস্যাঃ সা। যোষিদিতি মূঢ়েতি স্নেহানুবন্ধে হেতুঃ ॥ ৬ ॥

কিঙ্করীত্যস্যার্থং প্রপঞ্চয়তি সেতি। অস্বতন্ত্রা সা অতো নকল্পা নসমর্থাসীৎ। দারুময়ী যোষেত্যাতি পারবশ্যে দৃষ্টান্তঃ ॥ ৭ ॥

তদেবং সা স্নেহঞ্চক্রে অহঞ্চ দিগাদিষ্বনভিজ্ঞঃ অতস্তত্রৈব হ্যবসমিত্যাহ। অহঞ্চ

আমার জননী এক পুত্রা তাহাতে স্ত্রী জাতি, অতি মূঢ় অথচ পরবশ, আমার অন্য গতি না দেখিয়া আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ॥ ৬ ॥

আমার মাতা পরাধীনা ছিলেন, সুতরাং আমার রক্ষণাবেক্ষণে ইচ্ছা থাকিলেও তাহাতে সমর্থ হইতেন না, কারণ লোক মাত্রই প্রভুর বশীভূত, যেমন পুত্তলিকা কুহকের অধীন তদ্রূপ ॥ ৭ ॥

আমিও তাঁহার স্নেহানুবন্ধ অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ কবে

দিগ্দেশ কালাব্যুৎপন্নো বালকঃ পঞ্চহায়নঃ ॥ ৮ ॥
একদা নির্গতাং গেহাদ্দুহন্তীং নিশি গাং পথি।
সর্পোঽদশৎপদাস্পৃষ্টঃ কৃপণাং কালচোদিতঃ ॥ ৯ ॥
তদা তদহমীশস্য ভক্তানাং শমভীপ্সতঃ।
অনুগ্রহং মন্যমানঃ প্রাতিষ্ঠং দিশমুত্তরাং ॥ ১০ ॥

তস্মিন্ ব্রহ্মকুলে তস্যা মাতুঃ স্নেহানুবন্ধস্যাপেক্ষয়া কদা বিরমেদিতি প্রতীক্ষয়েত্যর্থঃ উষিবান্ বাসং কৃতবান্ পঞ্চহায়নঃ পঞ্চবর্ষঃ ॥ ৮ ॥

গেহাৎ নির্গতাং গাং দুহন্তীং হেতো শতৃ প্রত্যয়ঃ দোগ্ধুং নির্গতামিত্যর্থঃ। পদা পাদেন আস্পৃষ্টঃ ঈষদাক্রান্তঃ অদশৎ অখাদৎ ॥ ৯ ॥

তস্মাতু মরণং। শং কল্যাণমভীপ্সতঃ ঈশস্যানুগ্রহং মন্যমানঃ প্রাতিষ্ঠং প্রস্থিতোঽস্মি ॥ ১০ ॥

উপরতা হইবেন, এই প্রতীক্ষা করিয়া সেই ব্রাহ্মণ কুলে বাস করিতে লাগিলাম কিন্তু তখন আমার দিগ্দেশ কাল ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা হয় নাই পঞ্চবর্ষীয় বালক ছিলাম ॥ ৮ ॥

একদা আমার ঐ মাতা রাত্রি যোগে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া গো দোহনার্থ গমন করিলেন। পথমধ্যে কাল প্রেরিত সর্প আসিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ মাত্রে দংশন করিল, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল ॥ ৯ ॥

তখন আমি তাঁহার মরণকে ভক্তজন মঙ্গলেচ্ছু ভগবানের অনুগ্রহ জানিয়া উত্তর দিকে প্রস্থান করিলাম ॥ ১০ ॥

স্ফীতান্ জনপদাংস্তত্র পুরগ্রাম ব্রজাকরান্।
খেট খর্ব্বট বাটীংশ্চ বনান্যুপবনানিচ ॥ ১১ ॥
চিত্রধাতু বিচিত্রাদ্রীনিভভগ্ন ভুজদ্রুমান্।

স্ফীতান্ জনপদানতিক্রম্য যাতঃ সন্ মহদ্বিপিনমদ্রাক্ষমিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। জনপদাদিষু নানা গুণদোষ যুক্তেষু সমদৃষ্টিঃ সন্ গতোহস্মিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। স্ফীতান্ সমৃদ্ধান্ জনপদান্ দেশান্। তত্র তস্যাং দিশি পুর গ্রাম ব্রজাকরান্। তত্র পুরাণি রাজধান্যঃ গ্রামা ভৃগুপ্রোক্তাঃ। বিপ্রাশ্চ বিপ্রভৃত্যাশ্চ যত্রচৈব বসন্তি তে। সতু গ্রাম ইতি প্রোক্তঃ শূদ্রাণাং বাস এবচেতি। ব্রজা গোকুলানি। আকরা রত্নাদ্যুৎপত্তি স্থানানি তান্। খেটাঃ কর্ষক গ্রামাঃ। খর্ব্বটাঃ গিরিতট গ্রামাঃ। ভৃগুপ্রোক্তা বা একতো যত্রতু গ্রামো নগরং চৈকতঃ স্থিতং। মিশ্রস্তু খর্ব্বটং নাম নদীগিরি সমাশ্রয়মিতি। বাট্যঃ পূগ পুষ্পবাট্যস্তাঃ বনানি স্বতঃসিদ্ধ বৃক্ষাণাং সমূহাঃ উপবনানি রোপিত বৃক্ষাণাং সমূহাঃ তানিচ ॥ ১১ ॥

চিত্রৈর্ধাতুভিঃ সুবর্ণ রজতাদ্যৈঃ বিচিত্রানদ্রীংশ্চ ইভৈর্ভগ্না ভুজাঃ শাখা

ঐ দিকের পথে যাইতে যাইতে সমৃদ্ধিশালি জনপদ, রাজধানী, গ্রাম, গোকুল, রত্নাদির আকর, কর্ষক গ্রাম, গিরিতট বর্ত্তি গ্রাম, গুবাক ও পুষ্পবাটী, এবং বন,উপবন, ॥ ১১ ॥

তথা স্বর্ণরৌপ্য ধাতু সমূহে সুশোভিত বিচিত্র পর্ব্বত এবং হস্তিকর্ত্তৃক ভগ্নশাখ বৃক্ষ, নির্ম্মল জলবিশিষ্ট জলাশয়, এবং

জলাশয়াঞ্ছিব জলান্নলিনী সুরসেবিতাঃ।
চিত্রস্বনৈঃ পত্ররথৈ র্বিভ্রমদ্ভ্রমরশ্রিয়ঃ। ১২॥
নলবেণুশরস্তম্ব কুশকীচক গহ্বরং।
এক এবাতি যাতোহমদ্রাক্ষং বিপিনং মহৎ।
ঘোরংপ্রতিভয়াকারং ব্যালোলূক শিবাজিরং॥ ১৩॥

যেষাং তে ক্রমা যেষু তান্। শিবানি ভদ্রানি জলানি যেষাং তান্। নলিনীঃ সরসীঃ চিত্রাঃ স্বনা যেষাং তৈঃ পত্ররথৈঃ পক্ষিভিঃ তন্নাদঃ প্রবুদ্ধৈ রিতস্ততো বিভ্রমদ্ভির্ভ্রমরৈঃ শ্রীঃ শোভা যাসাং তা নলিনীঃ॥ ১২॥

অতিযাতঃ অতিক্রম্য গতঃ সন্ মহদ্বিপিনং বনমদ্রাক্ষং। কীদৃশং নলবেণু শরস্তম্বৈঃ কুশৈঃ কীচকৈশ্চ গহ্বরং দুর্গং। তত্র বেণু জাতয় এব বিপুলান্তরাল গর্ভাঃ কীচকাঃ বেণবো নিশ্ছিদ্রাঃ। ঘোরং দুঃসহং প্রতি ভয়াকারঃ ভয়ঙ্কর রূপং ব্যালাদীনামজিরং ক্রীড়া স্থানং॥ ১৩॥

বিচিত্র শব্দায় মান পক্ষিবৃন্দের সহিত মধুলোলুপ মধুকরের শোভা বিশিষ্ট সুরসেবিত সরসী॥ ১২॥

আমি একাকী এই সকল স্থান অতিক্রম পূর্ব্বক গমন করিয়া নল, বেণু, শরস্তম্ব, কুশ, কীচকাদি দ্বারা দুর্গম, এবং সর্প উলুক শৃগাল প্রভৃতির ক্রীড়া স্থান দুঃসহ ভয়ঙ্কর মহদ্বন দর্শন করিলাম॥ ১৩॥

পরিশ্রান্তেন্দ্রিয়াত্মাহং তৃট্‌পরীতো বুভুক্ষিতঃ।
স্নাত্বা পিত্বা হ্রদে নদ্যা উপস্পৃষ্টোগতশ্রমঃ॥ ১৪॥
তস্মিন্নির্ম্মনুজে রণ্যে পিপপলোপস্থ আশ্রিতঃ।
আত্মনাত্মস্থমাত্মানং যথাশ্রুতমচিন্তয়ং॥ ১৫॥
ধ্যায়তশ্চরণাম্ভোজং ভাবনির্জ্জিত চেতসা।

পরিশ্রান্তানীন্দ্রিয়াণি আত্মা দেহশ্চ যস্য তৃষা পরীতো ব্যাপ্তঃ। উপস্পৃষ্ট আচান্তঃ॥ ১৪॥

পিপ্পলোপস্থে অশ্বত্থমূলে আশ্রিতঃ উপবিষ্টঃ আত্মনা বুদ্ধ্যা আত্মস্থং হৃদিস্থং আত্মানং পরমাত্মানং॥ ১৫॥

ভাবেন ভক্ত্যা নির্জ্জিতং বশীকৃতং যচ্চেতস্তেন ঔৎকণ্ঠ্যেনাশ্রুকলা বুক্তে

পরে অত্যন্ত শ্রান্তি বশতঃ বিকলেন্দ্রিয় এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হওয়াতে এক হ্রদে স্নান ও জল পান করিয়া নদীতে আচমন পূর্ব্বক গতশ্রম হইলাম॥ ১৪॥

তদনন্তর সেই জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া আমার উপদেষ্টৃ ব্রাহ্মণ গণের মুখে যে রূপ শ্রুত হইয়াছিলাম বুদ্ধি দ্বারা আপনার হৃদয়স্থ পরমাত্মাকে সেই রূপে চিন্তা করিতে লাগিলাম॥ ১৫॥

ভক্তি বশীভূত চিত্ত দ্বারা ভগবান্ হরির চরণারবিন্দ ধ্যান

ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য হৃদ্যাসীন্মে শনৈর্হরিঃ ॥ ১৬ ॥
প্রেমাতিভর নির্ভিন্ন পুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতঃ।
আনন্দ সংপ্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে ॥ ১৭ ॥
রূপং ভগবতো যত্তন্মনঃ কান্তং শুচাপহং।
অপশ্যন্ সহসোত্তস্থে বৈক্লব্যাদ্দুর্ম্মনা ইব ॥ ১৮ ॥

অক্ষিণী যস্য ॥ ১৬ ॥

প্রেম্ণোঽতিভরেণ নির্ভিন্নপুলকানি অঙ্গানি যস্য। আনন্দনাং সংপ্লবে মহাপ্লবে পরমানন্দে। উভয়ং আত্মানং পরঞ্চ ॥ ১৭ ॥

মনসঃ কান্তমভীষ্টং। শুচা শোক স্তামপহন্তীতি তথা তৎ উত্তস্থে ব্যুত্থিতবানস্মি ॥ ১৮ ॥

করাতে উৎকণ্ঠা হেতু আমার লোচন দ্বয় অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল এবং ক্রমে ক্রমে হৃদয়ে হরি আসিয়া আবির্ভূত হইলেন ॥ ১৬ ॥

হে মুনে ব্যাসদেব! তাঁহার দর্শন পাইলে প্রেমভরে আমার শরীর পুলকে পরিপূর্ণ হইল এবং অতিশয় সুখ অনুভব হওয়াতে পরমানন্দ রসে মূর্চ্ছিত হইয়া আত্মা পরমাত্মা উভয়কেই আর দেখিতে পাইলাম না অর্থাৎ আত্ম স্মৃতি ও ভগবৎ স্মৃতি দুইটীই নিবৃত্তি হইল ॥ ১৭ ॥

আমি কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত থাকায় ভগবানের সেই মনোরঞ্জন শোকনাশন যে রূপ তাহা না দেখিতে পাওয়াতে আমার হৃদয় ব্যাকুল হইল, দুর্ম্মনার ন্যায় হইয়া বহির্বিষয়ে সমনস্ক হইলাম ॥ ১৮ ॥

দিদৃক্ষু স্তদহং ভূয়ঃ প্রণিধায় মনোহৃদি।
বীক্ষমাণোপি নাপশ্যমবিতৃপ্ত ইবাতুরঃ॥ ১৯॥
এবং যতন্তং বিজনে মামাহাগোচরোগিরাং।
গম্ভীর শ্লক্ষয়া বাচা শুচঃ প্রশময়ন্নিব॥ ২০॥
হন্তাস্মিন্ যন্মনি ভবান্ মামাংদ্রষ্টু মিহার্হতি।

হৃদি মনঃ প্রণিধায় স্থিরীকৃত্য। অবিতৃপ্তোহং আতুর ইব অভবমিতি শেষঃ॥ ১৯॥

গিরামগোচরঃ সন্ বচনস্যাঽবিষয় ভূত ঈশ্বরঃ॥ ২০॥

হন্তেতি সানুকম্প সম্বোধনে। মা ইতি মাং দ্রষ্টুং মার্হতি নার্হতি যতোঽবিপক্কা অদগ্ধাঃ কষায়া মলাঃ কামাদয়ো যেষাং কুযোগিনাং অনিষ্পন্ন

এবং দর্শনেচ্ছায় পুনর্ব্বার হৃদয়ে মনঃ সমাধান করিলাম কিন্তু বারম্বার যত্ন করিয়াও আর দর্শন পাইলাম না, তাহাতে অবিতৃপ্ত এবং আতুরের ন্যায় হইলাম॥ ১৯॥

নির্জ্জন বনে বসিয়া ভগবদ্দর্শনার্থ এই রূপে বারম্বার যত্ন করিতে থাকিলে বাক্যের অগোচর সেই ঈশ্বর গম্ভীর সুমধুর বাণী দ্বারা তাঁহার অদর্শন জন্য যে দুঃখ জন্মিয়া ছিল, তাহা বিমোচন করত আমাকে কহিলেন॥ ২০॥

নারদ! ইহ জন্মে এই জগন্মধ্যে তুমি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না কারণ যাহাদের কামাদি দুর্ব্বাসনা দগ্ধ

অবিপক্ক কষায়াণাং দুর্দ্দশোঽহং কুযোগিনাং ॥ ২১ ॥
শকৃদ্‌যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কাময়তে নঘ।
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ব্বান্ মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্ ॥ ২২ ॥
সৎ সেবয়া দীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ।
হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি ॥ ২৩ ॥

যোগানাং ॥ ২১ ॥

কুতস্তর্হি দৃষ্টোসি তত্রাহ সকৃৎ দর্শিতং ময়েতি যৎ এতৎ কামায় ম অনুরাগায়। তৎ কামেন কিমিত্যত আহ মৎ কামঃ পুমান্। হৃচ্ছায়ান্ কামান্ ॥ ২২ ॥

অদীর্ঘয়াপি সতাং সেবয়া অবদ্যং নিন্দ্যং লোকং দেহং। মজ্জনতাং মৎ পার্ষদতাং গন্তাসি ॥ ২৩ ॥

হয় নাই তাদৃশ কুযোগিগণের সম্বন্ধে আমি অতি দুর্দ্দর্শ অর্থাৎ কুযোগিরা আমার দর্শন পায় না ॥ ২১ ॥ ॥

তবে যে একবার তোমাকে আমার রূপ দর্শন করাইলাম সে কেবল আমার প্রতি তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত কেন না, আমাতে অনুরাগ জন্মিলে সাধু জন ক্রমশঃ কাম ক্রোধাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন ॥ ২২ ॥

হে নারদ! অদীর্ঘকাল সাধু সেবা দ্বারা আমাতে আপনার বুদ্ধি দৃঢ়া কর, তাহা হইলেই এই নিন্দনীয় লোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার পার্ষদ হইতে পারিবে ॥ ২৩ ॥

মতির্ময়ি নিবদ্ধেয়ং নবিপদ্যেত কর্হিচিৎ।
প্রজাসর্গ নিরোধেপি স্মৃতিশ্চ মদনুগ্রহাৎ ॥ ২৪ ॥
এতাবদুক্ত্বোপররামতন্মহ
দ্ভূতং নভোলিঙ্গমলিঙ্গমীশ্বরং।
অহঞ্চতস্মৈ মহতাং মহীয়সে
শীর্ষ্ণাবনামং বিদধেনুকম্পিতঃ ॥ ২৫ ॥
নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্

প্রজানাং সর্গে সৃষ্টৌ। নিরোধে সংহারেপি। প্রজাসর্গস্য নিরোধ ইতি বা ॥ ২৪ ॥

তৎ প্রসিদ্ধং মহদ্ভূতং। অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদ ইত্যাদি শ্রুতেঃ। কীদৃক্ ইশ্বরং সর্ব্বনিয়ন্তৃ নভসি লিঙ্গং মূর্ত্তির্যস্য তন্নভোলিঙ্গং। সন্নিহিতমপি ন লিঙ্গ্যতে ইত্যলিঙ্গং তস্মৈ অদৃষ্টায় অবনামং প্রণামং বিদধে কৃতবানহং। তেনানুকম্পিতঃ সন্ ॥ ২৫ ॥

আমাতে বুদ্ধি নিবদ্ধা হইলে আর কখন তাহার বিচ্ছেদ হইবে না, আমার অনুগ্রহে প্রলয়ের পরেও তোমার স্মৃতি থাকিবে ॥ ২৪ ॥

আকাশ বৎ অশরীরী সেই ভগবান্ ঈশ্বর ইহা কহিয়া বিরত হইলেন, আমিও তাঁহা কর্ত্তৃক অনুকম্পিত হইয়া সেই মহৎ সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমাত্মাকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিলাম ॥ ২৫ ॥

অনন্তর আমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত স্বরূপ সেই

গুহ্যানি ভদ্রানি কৃতানিচ স্মরন্।
গাংপর্য্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ
কালংপ্রতীক্ষমমদো বিমৎসরঃ॥ ২৬॥
এবং কৃষ্ণমতের্ব্রহ্মন্নাসক্তস্যামলাত্মনঃ॥
কালঃ প্রাদুরভূৎকালে তড়িৎ সৌদামনী যথা॥ ২৭
প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুং।

হ্ তত্রপঃ ত্যক্তলজ্জঃ বিমৎসরো জাতোস্মীতি শেষঃ॥ ২৬॥

কালে স্বাবসরে কালোমৃত্যুঃ প্রাদুরভূৎ আবির্ব্বভূব। অকস্মাৎ প্রাদু-র্ভাবে দৃষ্টান্তঃ বিদ্যুদিবেতি সৌদামনীতি বিশেষণং স্ফুটত্ব প্রদর্শনার্থং সুদামা মালা তত্র ভবা সৌদামনী মালাকারেত্যর্থঃ। যদ্বা সুদামা পর্ব্বতঃ তেনৈক. দিগিতি সূত্রেণ অণ্ স্ফটিক ময় পর্ব্বত প্রান্তভাগ ভবাহি বিদ্যুদতি স্ফুটা ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ। যদ্বা তডিদিত্যন্তিক ইত্যর্থঃ তডিদন্তিক ব্রজয়োরিতি নৈরুক্ত স্মরণাৎ॥ ২৭॥

ভগবানের গুহ্য নাম উচ্চারণ ও তাঁহার শুভ কর্ম্ম সকল স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন আরম্ভ করিলাম এবং নির-হঙ্কার ও মাৎসর শূন্য হইয়া পরিতুষ্ট মনে কাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম॥ ২৬॥

হে ব্রহ্মন্! আমি এই রূপে কৃষ্ণভক্ত ও তদাসক্ত চিত্ত এবং নির্ম্মলাত্মা হইয়া থাকিলে যথাযোগ্য সময়ে বিদ্যুৎমালার ন্যায় হঠাৎ আমার মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ২৭॥

আরব্ধ কর্ম্ম নির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকং ॥ ২৮ ॥
কল্পান্ত ইদমাদায় শয়ানে ঽম্ভস্যুদন্বতঃ।
শিশয়িষোরনু প্রাণং বিবিশেঽন্তরহং বিভোঃ ॥ ২৯ ॥

প্রযুজ্যমানে ইত্যস্যায়মর্থঃ হিত্বাবদ্য মিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসীতি। যা ভাগবতী ভগবৎ পার্ষদ রূপা শুদ্ধা সত্বময়ী তনুঃ তাং প্রতিশ্রুতাং ভগবতা ময়ি প্রযুজ্যমানে নীয়মানে। আরব্ধং যৎ কর্ম্ম তন্নির্ব্বাণং সমাপ্তং যস্য। আরব্ধ কর্ম্মণো নির্ব্বাণমিব নির্ব্বাণং যস্যেতি বা। স পঞ্চভূতাত্মকো দেহোন্যপতৎ। অনেন পার্ষদ তনূনানকর্ম্মারব্ধত্বং শুদ্ধত্বং নিত্যত্বঞ্চ সূচিতং ভবতি ॥ ২৮ ॥

ইদং ত্রৈলোক্যং আদায় উপসংহৃত্য উদন্বত একার্ণবস্যাম্ভসি শয়ানে শ্রীনারায়ণে। শিশয়িষোঃ শয়নং কর্ত্তুমিচ্ছো র্বিভোর্ব্রহ্মণঃ অন্তর্ম্মধ্যং অনু প্রাণং নিশ্বাসেন সহ বিবেশে প্রবিষ্টোঽহং। ততোঽবতীর্য্য বিশ্বাত্মা দেহমাবিশ্য চক্রিণঃ। অবাপ বৈষ্ণবীং নিদ্রামেকীভূয়াথ বিষ্ণুনেতি কূর্ম্মোক্তেঃ। স্বায়নে অম্ভসীতি পাঠে স্বায়নে স্বস্যাশ্রয়ে অম্ভসি শিশয়িষোর্ব্রহ্মণ ইতি শ্রীনারায়ণেনাভেদ বিবক্ষয়োক্ত মিতি গময়িতব্যং ॥ ২৯ ॥

অনন্তর ভগবান্ পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত শুদ্ধসত্ব রূপ পার্ষদ শরীর আমাতে সংযোগ করিলে আরব্ধ কর্ম্ম সকলের ভোগ শেষ হওয়াতে আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ পতিত হইল ॥ ২৮ ॥

ভগবান্ নারায়ণ কল্পান্তে যখন এই বিশ্ব সংহার করিয়া সমুদ্র জলে শয়ন করেন তখন আমি তাঁহার নিশ্বাস যোগে তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম ॥ ২৯ ॥

সহস্রযুগপর্য্যন্ত উত্থায়েদং সিসৃক্ষতঃ।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ঃ প্রাণেভ্যোঽহঞ্চ জজ্ঞিরে ॥ ৩০ ॥
অন্তর্বহিংশ্চ লোকাংস্ত্রীন্ পর্য্যেম্যস্কন্দিতব্রতঃ।
অনুগ্রহান্মহাবিষ্ণোরবিঘাতগতিঃ ক্বচিৎ ॥ ৩১ ॥
দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাং।

প্রাণেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ অহং মরীচি মিশ্রাস্তন্মুখা ঋষয়শ্চ জজ্ঞিরে ॥ ৩০ ॥
যে কর্ম্মিণস্তেবহির্যান্তি তপ আদিভির্ব্রহ্মলোকং গতাস্তে অন্ত র্যান্তি অহন্তু মহাবিষ্ণোরনুগ্রহাৎ অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতঃ সন্নন্তর্ব্বহিশ্চ পর্য্যেমি পর্য্যাটামি ক্বচিদপি অবিঘাতা অপ্রতিহতা গতির্যস্য সঃ ॥ ৩১ ॥
কিমিতি পর্য্যটসি ঈশ্বরাজ্ঞয়া লোক মঙ্গলার্থ মিত্যাহ চতুর্ভিঃ। দেবেন

সহস্র যুগের পর অর্থাৎ প্রলয়াবসানে ভগবান্ যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া যখন পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাহার ইন্দ্রিয়গণ হইতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং আমিও উৎপন্ন হইলাম ॥ ৩০ ॥

হে বেদব্যাস! আমি তদবধি অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করত মহাবিষ্ণুর অনুগ্রহে ত্রিলোকীর অন্তর ও বাহ্যে পর্য্যটন করি, কোন স্থানেই আমার গতির ব্যাঘাত নাই ॥ ৩১ ॥

স্বরব্রহ্মে অর্থাৎ সপ্তস্বরে বিভূষিত দেবদত্ত এই বীণার মূর্চ্ছনা

মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহং ॥ ৩২ ॥
প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ।
আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি ॥ ৩৩ ॥
এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ।

ঈশ্বরেন দত্তাঃ স্বরাঃ নিষাদর্ষভ গান্ধার ষড়্জ মধ্যম ধৈবতাঃ। পঞ্চমশ্চ ইতি সপ্তঃ। তএব ব্রহ্ম ব্রহ্মাভিব্যঞ্জকত্বাৎ তেন বিভূষিতাং। স্বতঃসিদ্ধ সপ্ত-স্বরামিত্যর্থঃ। মূর্চ্ছয়িত্বা মূর্চ্ছনালাপবতীং কৃত্বা ॥ ৩২ ॥

স্ব প্রয়োজনমাহ প্রাগায়ত ইতি ॥ ৩৩ ॥

পরঃ প্রয়োজনমাহ এতদতি। মাত্রা বিষয়াস্তেষাং স্পর্শা ভোগা স্তেষামি চ্ছয়া আতুরাণি চিত্তানি যেষাং তেষাং হরিচর্য্যানুবর্ণনং যৎ এতদেব ভবসিন্ধোঃ প্লবঃ পোতঃ ন কেবলং শ্রুতি প্রামাণেন কিন্তু অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং দৃষ্ট

পূর্ব্বক হরি কথা গান করত সর্ব্বত্রই গমন করিয়া থাকি ॥ ৩২ ॥

যাঁহার পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা নির্গত হইয়াছিলেন, আর যাঁহার যশঃ অতি প্রিয়, এ রূপ যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার লীলা সকল গান করিবার সময়ে তিনি যেন আহূতের ন্যায় হইয়া শীঘ্র আমার হৃদয়ে আসিয়া দর্শন দেন ॥ ৩৩ ॥

পুনঃ ২ বিষয় ভোগ বাসনায় আতুর চিত্ত জীবদিগের ভব-সিন্ধু পার বিষয়ে এই হরি লীলা কীর্ত্তনই ভেলা স্বরূপ, ইহা

ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্য্যানুবর্ণনং ॥ ৩৪ ॥
যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতোমুহুঃ ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥ ৩৫ ॥
সর্ব্বং তদিদমাখ্যাতং যৎ স্পৃষ্টোহং ত্বয়ানঘ ।
জন্ম কর্ম্ম রহস্যং মে ভবতশ্চাত্মতোষণং ॥ ৩৬ ॥
শ্রীসূত উবাচ ॥

এবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

এতদেবেত্যুক্তমবধারণমন্বভাবেন দৃঢ়য়তি যমাদিভি স্তথা ন শাম্যতি যথা মুকুন্দসেবয়া অদ্ধা সাক্ষাৎ আত্মা মনঃ শাম্যতি। কথঞ্চিন্মুকুন্দ সেবা মাত্রেণ শাম্যতি কিং পুনস্তদ্গুণ বর্ণনেনেতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

ভবতো মনঃ পরিতোষ কারণঞ্চ ব্যাখ্যাতং ॥ ৩৬ ॥

আমন্ত্র্য অনুজ্ঞপ্য যাদৃচ্ছিকঃ স্ব প্রয়োজন সংকল্প শূন্যঃ ॥ ৩৭ ॥

আমি সুন্দর রূপে বিবেচনা করিয়াছি ॥ ৩৪ ॥

নিয়ত কামলোভে আসক্ত চিত্ত ব্যক্তি মুকুন্দ সেবা দ্বারা যে রূপ সাক্ষাৎ শমতা প্রাপ্ত হয়, যম নিয়মাদি যোগ পথ দ্বারাও তদ্রূপ আত্মার শান্তি হয় না ॥ ৩৫ ॥

হে অপাপ বেদব্যাস! আমার জন্ম ও কর্ম্মের বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তোমার মনস্তুষ্টির নিমিত্তে তাহা এই সকলি কহিলাম ॥ ৩৬ ॥

সূত কহিলেন বাসবী নন্দন বেদব্যাসের সহিত এই রূপ

এবং সম্ভাষ্য ভগবান্নারদো বাসবীসুতং।

আমন্ত্র্য বীণাং রণয়ন্ যযৌ যাদৃচ্ছিকো মুনিঃ ॥ ৩৭ ॥

অহো দেবর্ষির্ধন্যোঽয়ং যঃ কীর্ত্তিং শার্ঙ্গধন্বনঃ।

গায়ন্মাদ্যন্নিদং তন্ত্র্যা রময়ত্যাতুরং জগৎ ॥ ৩৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে ব্যাস নারদ সম্বাদে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

শ্রীশৌনক উবাচ ॥

হরি কথা গায়ক ভাগ্যং শ্লাঘতে অহো ইতি। মাদ্যন্ হৃষ্যন্। তন্ত্র্যা বীনয়া ॥ ৩৮ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমে ষষ্ঠঃ ॥ * ॥

অথ ভাগবত শ্রোতুর্জ্জন্মবক্তুং পরীক্ষিতঃ। সুপ্তবাল বধাৎ দ্রোণে র্দণ্ডঃ

সম্ভাষণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ নারদ বীণা যন্ত্রে হরি কথা গান করত যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিলেন ॥ ৩৭ ॥

অহো! ঐ দেবর্ষি নারদ মুনি ধন্য, তিনি বীণা দ্বারা শার্ঙ্গধন্বা ভগবানের লীলা গান করত স্বয়ং হর্ষান্বিত হইয়া এই আতুর জগৎকে হর্ষ যুক্ত করিতেন ॥ ৩৮ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমে ষষ্ঠাধ্যায় ॥ * ॥

সপ্তমাধ্যায়ে ভাগবত শ্রোতা রাজা পরীক্ষিতের জন্ম বিবরণ

নির্গতে নারদে সূত ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
শ্রুতবাং স্তদভিপ্রেতং ততঃ কিমকরোদ্বিভুঃ ॥ ১ ॥
শ্রীসূত উবাচ।
ব্রহ্মণদ্যাং সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে।
শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত ঋষীণাং সত্রবর্দ্ধনঃ ॥ ২ ॥
তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদরীষণ্ডমণ্ডিতে।

সপ্তম উচ্যতে ॥ ০ ॥

তস্য নারদস্য অভিপ্রেতং শ্রুতবান্ সন্ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মণদ্যাং ব্রাহ্মণৈরন্বিতায়াং বা সত্রং কর্ম্ম বর্দ্ধয়তীতি তথা ॥ ২ ॥

বদরীণাং ষণ্ডেন সমূহেন মণ্ডিতে মনঃ। প্রণিদধ্যৌ স্থিরী চকার। সমাধি

বলিবার নিমিত্ত নিদ্রিত বালক বধ জন্য অশ্বত্থামার দণ্ড বর্ণন ॥ ০ ॥

শৌনক কহিলেন। হে সূত! নারদ ঋষি গমন করিলে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বাদরায়ণ বেদব্যাস কি করিয়াছিলেন? ॥ ১ ॥

সূত উত্তর করিলেন। ব্রহ্মনদী সরস্বতীর প্রসিদ্ধ পশ্চিম তীরে ঋষি সকলে যজ্ঞ বৃদ্ধি কারক শম্যাপ্রাস নামে প্রসিদ্ধ যে আশ্রম আছে ॥ ২ ॥

বদরী বৃক্ষ সমূহে শোভিত সেই আশ্রমে ভগবান্ বেদব্যাস

আসীনোঽপ উপস্পৃশ্য প্রণিদধ্যৌ মনঃ স্বয়ং ॥ ৩ ॥
ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং ॥ ৪ ॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥ ৫ ॥

নাম্ন স্মরেতি নারদোপ দিষ্টং ধ্যানং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

প্রণিহিতে নিশ্চলে অত্র হেতু ভক্তিযোগেন অমলে। পূর্ব্বং প্রথমং পুরুষমীশ্বরমপশ্যৎ। পূর্ণমিতি বা পাঠঃ। তদপাশ্রয়াং ঈশ্বরাশ্রয়াং তদধীনাং মায়াঞ্চাপশ্যৎ ॥ ৪ ॥

ঈশমায়া কৃতাঞ্চ জীবানাং সংসৃতিমপশ্যৎ ইত্যাহ যয়া মায়য়া তৎকৃতং ত্রিগুণাত্মাভিমানকৃতং অনর্থং কর্তৃত্বাদিকঞ্চ প্রাপ্নোতি ॥ ৫ ॥

উপবেশন পূর্ব্বক আচমন করিয়া সমাধি দ্বারা ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত হইলেন ॥ ৩ ॥

ভক্তিযোগ দ্বারা নির্ম্মল চিত্ত সম্যক্ রূপে সুস্থির হইলে, প্রথমতঃ পূর্ণস্বরূপ পুরুর তদনন্তর তদধীনা মায়া তাঁহার দর্শন গোচর হইলেন ॥ ৪ ॥

অপর যে মায়ায় সংমোহিত জীব সকল স্বয়ং গুণাতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক জ্ঞান করে এবং গুণকৃত কর্তৃত্বাদি প্রাপ্ত হয় তাহাও দেখিতে পাইলেন ॥ ৫ ॥

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে ।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাং ॥ ৬ ॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পরম পূরুষে ।

অনর্থমুপশময়তি যোঽধোক্ষজে সাক্ষাদ্ভক্তিযোগঃ তঞ্চাপশ্যৎ এতৎ সর্ব্বং স্বয়ং দৃষ্ট্বা এবমজানতো লোকস্যার্থে সাত্বত সংহিতাং শ্রীভাগবতাখ্যাং চক্রে। তদনেন শ্লোকত্রয়েন শ্রীভাগবতার্থঃ সংক্ষেপেণ দর্শিতঃ। এতদুক্তং ভবতি বিদ্যাশক্ত্যা মায়া নিরস্তা নিত্যাবির্ভূত পরমানন্দ স্বরূপঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরীশ্বরঃ তন্মায়য়া সম্মোহিতঃ তিরোভূত স্বরূপঃ তদ্বিপরীত ধর্ম্মা জীবঃ তস্য চেশ্বরস্য ভক্ত্যা লব্ধ জ্ঞানেন মোক্ষ ইতি তদুক্তং বিষ্ণু স্বামিনা হ্লাদিন্যা সম্বিদা শ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যা সম্বৃতোজীবঃ সংক্লেশ নিকরাকরঃ। তথা। স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ। স্বাবির্ভূত পরানন্দঃ স্বাবির্ভূত সুদুঃখভূঃ। স্বাদৃগুত্থ বিপর্য্যাস ভব ভেষজ ভীগুচঃ। তন্মায়য়া জুষ-য়াস্তে তমিমং নৃহরিং নুম ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

সংহিতায়া অনর্থোপশমকত্বং দর্শয়তি যস্যাং শ্রূয়মাণায়ামেব কিং পুনঃ শ্রুতায়ামিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অপিচ অধোক্ষজ ভগবানে যে ভক্তি যোগ করিলে অনর্থের উপশম হয় তাহাও দৃষ্টি গোচর হইল। এই সকল স্বয়ং অবলোকন করিয়া অজ্ঞানি লোকদিগের হিতার্থ এই শ্রীমদ্ভা-গবত রূপ সাত্বত সংহিতা রচনা করিলেন ॥ ৬ ॥

এই সংহিতা শ্রবণ করিলে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শোক,

ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥ ৭ ॥
স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্যচাত্মজং।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিং ॥ ৮ ॥
শ্রীশৌনক উবাচ ॥
স বৈ নিবৃত্তিনিরতঃ সর্ব্বত্রোপেক্ষকো মুনিঃ।
কস্য বা বৃহতীমেতামাত্মারামঃ সমভ্যসৎ ॥ ৯ ॥
শ্রীসূত উবাচ ॥
আত্মারামাশ্চ মুনয়োনির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।

অনুক্রম্য শোধয়িত্বা ॥ ৮ ॥
কস্য বা হেতোঃ বৃহতীং বিস্তৃতাং ॥ ৯ ॥
নির্গ্রন্থা গ্রন্থেভ্যো নির্গতাঃ। তদুক্তং গীতাসু। যদা তে মোহ কলিলং

মোহ, ভয়, নাশিনী ভক্তি উৎপন্না হয় ॥ ৭ ॥

তিনি এই সংহিতা রচনা করিয়া এবং যথাক্রমে ইহার শ্লোক সকল সংশোধিত করিয়া, বিষয় তৃষ্ণা রহিত স্ব পুত্র শুকদেবকে প্রথমতঃ অধ্যয়ন করাইলেন ॥ ৮ ॥

শৌনক মুনি এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন শুকদেব ঋষি নিবৃত্তি নিরত সুতরাং সকল বিষয়েই উপেক্ষা করিতেন এবং পরমাত্ম বিষয়ক চিন্তা দ্বারা সর্ব্বদাই আত্মাতে সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি কি হেতু ঐ বিস্তীর্ণা সংহিতা অভ্যাস করেন ॥ ৯ ॥

সূত কহিলেন। আত্মারাম মুনি সকলের কোন প্রকার

কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত গুণোহরিঃ ॥ ১০ ॥
হরে র্গুণাক্ষিপ্তমিতি র্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥
পরীক্ষিতোঽথ রাজর্ষের্জন্ম কর্ম্ম বিলাপনং ।

কলিলং বুদ্ধির্ব্যতি তরিষ্যতি । তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চেতি। যদ্বা গ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ নিবৃত্ত হৃদয় গ্রন্থয় ইত্যর্থঃ। নন্থ মুক্তানাং কিং ভক্ত্যেতি সর্ব্বাক্ষেপ পরিহারার্থমাহ ইত্থম্ভূত গুণোহরিরিতি ॥ ১০ ॥

ভক্তিং কুর্ব্বন্তু নাম এতৎ শাস্ত্রাভ্যাসে শুকস্য কিং কারণমিত্যাহ হরেরিতি। অধ্যগাদধীতবান্। বিষ্ণুজনাঃ প্রিয়া যস্যেতি ব্যখ্যানাদি প্রসঙ্গেন তৎ সঙ্গতি কাম ইতি ভাবঃ। এতেন তস্য পুত্রো মহাযোগীত্যাদিনা শুকস্য ব্যাখ্যানে প্রবৃত্তিঃ কথমিতি যৎ স্পৃষ্টং তস্যোত্তর মুক্তং ॥ ১১ ॥

যদন্যৎ স্পৃষ্টং পরীক্ষিতঃ প্রায়োপবেশেন শ্রবণং কথমিতি তস্য জন্ম মহাশ্চর্য্যমিত্যাদিনা তস্যোত্তরং বক্তুমাহ পরীক্ষিত ইতি। বিলাপনং মুক্তিং

হৃদয়গ্রন্থি না থাকিলেও তাঁহারাও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধি রহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন, হরির তাদৃশ অসাধারণ গুণ যে, মুক্ত অমুক্ত সকলেই তদর্থ সমুৎসুক হন্ ॥ ১০ ॥

বিষ্ণুভক্তপ্রিয় ভগবান্ ব্যাসনন্দন হরির গুণে আকৃষ্ট হৃদয় হইয়াই এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ বৃহদাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

হে ঋষিগণ ! আমি আপনাদের নিকট রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম্ম ও মৃত্যুর বিবরণ এবং পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থান বর্ণন করিতেছি, যাহাতেই কৃষ্ণকথা সমূহের উদয়

সংস্থাঞ্চ পাণ্ডুপুত্রাণাং বক্ষ্যে কৃষ্ণকথোদয়ং ॥ ১২ ॥
যদা মৃধে কৌরবসৃঞ্জয়ানাং
বীরেষথো বীরগতিং গতেষু।
বৃকোদরাবিদ্ধ গদাভিমর্ষ
ভগ্নোরুদণ্ডে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রে ॥ ১৩ ॥
ভর্ত্তুঃ প্রিয়ং দ্রৌণিরিতি স্ম পশ্যন্

মৃত্যুং বা। সংস্থাং মহাপ্রস্থানং শ্রীকৃষ্ণ কথানামুদয়ো যথাভবতি তথা ॥ ১২ ॥
তত্র পরীক্ষিতো জন্ম নিরূপয়িষ্যন্ আদৌ তাবৎ গর্ভস্থ এবাশ্বত্থাম্নো ব্রহ্মাস্ত্রাৎ শ্রীকৃষ্ণেন রক্ষিত ইতি বক্তুং কথাং প্রস্তৌতি যদেত্যাদিনা। যদা দ্রৌণি রশ্বত্থামা কৃষ্ণাসুতানাং দ্রৌপদী পুত্রাণাং শিরাংস্যুপাহরৎ তদা তন্মাতা অরুদৎ। তাঞ্চ সান্ত্বয়ন্ কিরীটমালী অর্জ্জুনঃ আহেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিমিতি বালানাং শিরাংসি উপাহৃতবান্ ইত্যপেক্ষায়ামাহ মৃধে যুদ্ধে। যদ্যপি পাণ্ডবা অপি কৌরবা এব তথাপি সৃঞ্জয়বংশজো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ পাণ্ডবানাং সেনাপতিঃ ইতি সৃঞ্জয়ানামিত্যুক্তং। বীরগতিং স্বর্গং অথো অনন্তরং বৃকোদরেণ আবিদ্ধায়াঃ ক্ষিপ্তায়াঃ গদায়াঃ অভিমর্ষেণ ঘাতেন ভগ্নাবূরুদণ্ডৌ যস্য তথাভূতে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রে দুর্য্যোধনে সতি ॥ ১৩ ॥
ভর্ত্তুর্দুর্য্যোধনস্য। স্মেতি বিতর্কে। ইত্যেবং প্রিয়ং স্যাদিতি পশ্যন্ তস্য

হইবে ॥ ১২ ॥

কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধে যখন কৌরব সৃঞ্জয় বংশজ বীরবর্গ স্বর্গ গমন করিল, এবং ভীম কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত গদাঘাতে ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্য্যোধনের ঊরুদণ্ডভঙ্গ হইল ॥ ১৩ ॥

তখন দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা, এ কর্ম্ম দুর্য্যোধনের প্রিয়

কৃষ্ণাসুতানাং স্বপতাং শিরাংসি।
উপাহরদ্বিপ্রিয়মেব তস্য
জুগুপ্সিতং কর্ম্ম বিগর্হয়ন্তি ॥ ১৪ ॥
মাতা সুতানাংনিধনং শিশূনাং
নিশম্য ঘোরং পরিতপ্যমানা।
তদারুদৎ বাষ্পকলাকুলাক্ষী
তাংসান্ত্বয়ন্নাহ কিরীটমালী ॥ ১৫ ॥
তদা শুচস্তে প্রমৃজামি ভদ্রে

বিপ্রিয়মেবেতি ব্যাক্যান্তরং। বিপ্রিয়ত্বে হেতুঃ জুগুপ্সিতমিতি ॥ ১৪ ॥

ঘোরং দুঃসহং যথা ভবতি বাষ্পস্য কলাভির্বিন্দুভিঃ আকুলে ব্যাপ্তে অক্ষিণী যস্যাঃ সা। কিরীটস্যোকত্বেপি তস্যাগ্রাণাং বাহুল্যাৎ কিরীটমালীত্যুক্তং ॥ ১৫ ॥

শুচঃ শোকাশ্রূণি প্রমৃজামি পরিমার্জয়ামি যৎ যদা ব্রহ্মবন্ধো ব্রাহ্মণাধমস্য

হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া নিশীথে নিদ্রাগত দ্রৌপদীর পঞ্চ নন্দনের মস্তক চ্ছেদন করিয়া আনিল, কিন্তু ঐ কর্ম্ম দুর্য্যোধনের বস্তুতঃ অতি অপ্রিয়, নিন্দনীয় কর্ম্মকে সকলেই ঘৃণা করে ॥ ১৪ ॥

দ্রৌপদী আপনার পুত্রগণের নিধন শুনিয়া দুঃসহ তাপে তাপিতান্তর, এবং বাষ্পাকুল লোচন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে সান্ত্বনা করতঃ কহিলেন ॥ ১৫ ॥

হে ভদ্রে! আমি গাণ্ডীব মুক্ত বাণ দ্বারা ঐ আততায়ি নিন্দিত ব্রাহ্মণ অশ্বত্থার মস্তক ছিন্ন করিয়া তোমার নিকট

যদ্ব্রহ্মবন্ধোঃ শির আততায়িনঃ।
গাণ্ডীব মুক্তৈর্বিশিখৈরুপাহরে
ত্বাক্রম্য যৎ স্নাস্যসি দগ্ধপুত্রা ॥ ১৬ ॥
ইতি প্রিয়াং বল্গু বিচিত্র জল্পৈঃ
সসান্ত্বয়িত্বাচ্যুত মিত্র সূতঃ।
অন্বাদ্রবৎ দংশিত উগ্রধন্বা
কপিধ্বজোগুরুপুত্রং রথেন ॥ ১৭ ॥

আততায়িন ইতি। অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্র পাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্র দার হরশ্চৈব ষড়েতে আততায়িন ইতি স্মরণাৎ। অত্রতু আততায়ী শস্ত্রপাণিঃ তেনচ পুত্রহন্তৃত্বং লক্ষ্যতে। গাণ্ডীবাদ্ধনুষোমুক্তৈ র্বিশিখৈ র্বাণৈ রুপাহরে ত্বৎসমীপমানয়ামি। তচ্ছিরঃ আক্রম্য আসনং বিধায় দগ্ধপুত্রা সতী ॥ ১৬ ॥

বল্গবো রম্যা বিচিত্রা জল্পা ভাষণানি তৈঃ সঃ অর্জ্জুনঃ অচ্যুত এব মিত্রং সূতশ্চ যস্য। দংশিতঃ বদ্ধকবচঃ। উগ্রং ধনুশ্চাপোযস্য। কপির্হনুমান্ ধ্বজেযস্য। গুরোঃ পুত্রং রথেন অনু আদ্রবৎ অন্বধাবৎ ॥ ১৭ ॥

আনয়ন করিয়া দিতেছি তুমি তাহার ঐ মস্তকের উপর আরোহণ করিয়া স্নান করিও, বোধ করি ইহা করিলে তোমার শোক নিবারণ হইবে ॥ ১৬ ॥

অর্জ্জুন এইরূপ নানাবিধ মনোহর বাক্য দ্বারা প্রিয়াকে সান্ত্বনা করিয়া কবচ পরিধান করিলেন এবং ভয়ানক ধনুঃ গ্রহণ পূর্ব্বক কপিধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া পলায়মান গুরু পুত্র অশ্বত্থামার পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইলেন ॥ ১৭ ॥

তমাপতন্তং সবিলোক্য দূরাৎ
কুমারহোদ্বিগ্নমনা রথেন।
পরাদ্রবৎ প্রাণপরীপ্সুরুর্ব্ব্যাং

আপতন্তং ধাবন্তং স দ্রৌণিঃ কুমারহা বালঘাতী উদ্বিগ্নমনাঃ কম্পিতহৃদয়ঃ। প্রাণপরীপ্সুঃ প্রাণান্ রক্ষিতুমিচ্ছুঃ। নতু কীর্ত্তিং। যাবদ্গমং যথাবদ্গন্তুং শক্যং। তাবদুর্ব্ব্যাং পরাদ্রবৎ অপলায়ত। কোব্রহ্মা মৃগোভূত্বা সুতাং জভিতুমুদ্যতঃ সন্ রুদ্রস্য ভয়াৎ যথা পলায়তেস্ম। অর্ক ইতি পাঠে বামন পুরাণ কথা সূচিতা। তথাহি বিদ্যুন্মালী নাম কশ্চিদ্রাক্ষসো মাহেশ্বরঃ তস্মৈ রুদ্রেণ সৌবর্ণং বিমানং দত্তং। ততো হসাবর্কস্য পৃষ্ঠতো ভ্রমন্ বিমানদীপ্ত্যা রাত্রিং বিলোপিতবান্। ততোহর্কেণ নিজ তেজসা দ্রাবয়িত্বা তদ্বিমানং পাতিতং। তচ্ছ্রুত্বা কুপিতে রুদ্রে

বালাঘাতী অশ্বত্থামা ধাবমান অর্জ্জুনকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া কম্পিত হৃদয় হইল, এবং প্রাণ রক্ষার্থ কৃতযত্ন হইয়া যথাশক্তি পলায়ন করিতে লাগিল, যেমন রুদ্রে স্বকন্যাগমনোদ্যত ব্রহ্মাকে ত্রিশূল দ্বারা বধ করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা মৃগ রূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, তদ্বৎ। অথবা যেমন সূর্য্য রুদ্র ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বিদ্যুন্মালী নামক কোন রাক্ষস মহাদেবের আরাধনা করিয়া স্বর্ণ নির্ম্মিত বিমান প্রাপ্ত হয়, অনন্তর সেই বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সূর্য্যের পশ্চাৎ বর্ত্তী হইয়া ভ্রমণ করত রাত্রি বিলোপন করিতেছিল, তাহাতে সূর্য্য নিজ তেজঃ দ্বারা বিদ্রাবণ করিয়া বিমানকে নিপাতিত করেন, এতৎ শ্রবণে ভগবান্ রুদ্র কোপান্বিত হইয়া সূর্য্যের প্রতি সকোপ দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে

যাবদ্‌গমং রুদ্রভয়াদ্যথা কঃ ॥ ১৮ ॥
যদাঽশরণমাত্মানমৈক্ষত শ্রান্তবাজিনং।
অস্ত্রং ব্রহ্ম শিরোমেনে আত্মত্রাণং দ্বিজাত্মজঃ ॥ ১৯ ॥
অথোপস্পৃশ্য সলিলং সন্দধে তৎ সমাহিতঃ।
অজানন্নপি সংহারং প্রাণকৃচ্ছ্র উপস্থিতে ॥ ২০ ॥

ভয়াদর্কঃ পলায়ত্‌। ততো রুদ্রস্য ক্রূরয়া দৃষ্ট্যা দন্দহ্যমানঃ পতন্‌ বারাণস্যাং পতিতো লোলার্কনাম্না বিখ্যাতঃ ॥ ১৮ ॥

অশরণং রক্ষক রহিতং। নম্ন পলায়নমেব রক্ষকমস্তি নতত্রাপি কুণ্ঠিত-ত্বাদিত্যাহ শ্রান্তবাজিনো যস্য। ব্রহ্মশিরোঽস্ত্রং ব্রহ্মাস্ত্রং। দ্বিজাত্মজ ইতি অবীর্য দর্শিতামাহ ॥ ১৯ ॥

তদ্ব্রহ্মাস্ত্রং সমাহিতঃ কৃতধ্যানঃ উপসংহারমজানতোপি সন্ধানে হেতুঃ প্রাণ কৃচ্ছ্র ইতি ॥ ২০ ॥

দিবাকর দহ্যমান হইয়া বারাণসীতে পতিত হয়েন তন্নিমিত্তই তাঁহার লোলার্ক নাম হয়, তদ্রূপ ॥ ১৮ ॥

কিন্তু দ্বিজাত্মজ যখন দেখিল আর আমার ত্রাণকর্ত্তা কেহ নাই এবং অশ্ব সকল শ্রান্তি বশতঃ দ্রুত গমনে অক্ষম হইল তখন ব্রহ্মাস্ত্রকেই আপনার ত্রাণকর্ত্তা বিবেচনা করিল ॥ ১৯ ॥

অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্রের উপসংহার জানিত না, কিন্তু কি করে প্রাণাপদ উপস্থিত, অতএব আচমন পূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে তাহাই সন্ধান করিল ॥ ২০ ॥

ততঃ প্রাদুষ্কৃতং তেজঃ প্রচণ্ডং সর্ব্বতোদিশং।
প্রাণাপদমভিপ্রেক্ষ্য বিষ্ণুং জিষ্ণুরুবাচহ ॥
শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ ॥ ২১ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামভয়ঙ্কর।
ত্বমেকো দহ্যমানানামপবর্গোসি সংসৃতেঃ ॥ ২২ ॥
ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং বুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥ ২৩ ॥

ততোঽস্মাৎ সর্ব্বতোদিশং প্রাদুষ্কৃতং প্রকটীকৃতং তেজঃ অভিপ্রেক্ষ্য ততঃ প্রাণাপদঞ্চাভিপ্রেক্ষ্য ॥ ২১ ॥

প্রস্তুতং বিজ্ঞাপয়িতুং প্রথমং স্তৌতি কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি চতুর্ভিঃ। সংসৃতেঃ হেতো দহ্যমানানাং তস্যা অপবর্গঃ অপবর্জয়িতা নাশক ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

যতস্ত্বমীশ্বরঃ সাক্ষাৎ। কুতঃ যতঃ প্রকৃতেঃ পরঃপুরুষঃ তৎ কুতঃ যত আদ্যঃ কারণং। কারণত্বেপ্যবিকারিতামাহ মায়াং ব্যুদস্য অভিভূয় কৈবল্য স্বরূপে আত্মন্যেব স্থিত ইতি ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইলে তদীয় প্রচণ্ড তেজে দিক্ সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তাহাতে অর্জ্জুন নিজ প্রাণের আপদ উপস্থিত দেখিয়া সভয় বচনে শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন ॥ ২১ ॥

হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! হে ভক্তজন ভয়-ভঞ্জন! তুমিই এই সংসার চক্রে দহ্যমান জীব সকলের ক্লেশ নাশক ॥ ২২ ॥

তুমিই আদিপুরুষ, তুমিই সাক্ষাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর এবং প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, তুমিই চিচ্ছক্তি দ্বারা মায়ার অবির্ভাব করিয়া পরমানন্দ রূপে অবস্থিত ॥ ২৩ ॥

সএব জীব লোকস্য মায়ামোহিতচেতসঃ।
বিধৎসে স্বেন বীর্য্যেণ শ্রেয়ো ধর্ম্মাদি লক্ষণং ॥ ২৪ ॥
তথায়ঞ্চাবতারস্তে ভুবোভার জিহীর্ষয়া।
স্বানাঞ্চানন্য ভাবানামনুধ্যানায়চাসকৃৎ ॥ ২৫ ॥
কিমিদং স্বিৎ কুতোবেতি দেবদেব নবেদ্ম্যহং।
সর্ব্বতো মুখমায়াতি তেজঃ পরমদারুণং ॥
শ্রীভগবানুবাচ ॥ ২৬ ॥

ত্রিবর্গ দাতা ত্বমেব ইত্যাহ স ইতি। যস্ত্বং মায়ামভিভূয় স্থিতঃ সএব মায়াভিভূতস্য জনস্য ধর্ম্মাদি ফলমুপাসিতঃ সন্ বিধৎসে বীর্য্যেণ প্রভাবেন ॥ ২৪ ॥

তথাচানেনাবতারেণ তব সাধু পক্ষপাতো লক্ষ্যতে ইত্যাহ তথেতি। কিং ভূভার হরণং মদিচ্ছামাত্রেণ ন ভবতি তত্রাহ স্বানাং জ্ঞাতীনাং অনুধ্যানায়চ তথা অনন্য ভাবানামেকান্ত ভক্তানাং চ ॥ ২৫ ॥

এবং স্তুত্বা প্রস্তুতং বিজ্ঞাপয়তি কিং কিমাত্মকমিদং কুতোবা আয়াতীতি স্বিদ্বিতর্কে ॥ ২৬ ॥

অপর তুমি স্বয়ং মায়া সম্বন্ধ রহিত হইয়াও স্বীয় বীর্য্য দ্বারা মায়া মুগ্ধ জীব সকলের ধর্ম্মাদি ফল বিধান কর ॥ ২৪ ॥

তোমার এই অবতার পৃথিবীর ভার হরণার্থ এবং বন্ধু বর্গ ও একান্ত ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ অনুধ্যান করিয়া কৃতার্থ হইবে এতদর্থ ॥ ২৫ ॥

অতএব হে দেবদেব কৃষ্ণ! সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপি অতি ভয়ানক এই তেজঃ কোথা হইতে আসিতেছে এবং কি প্রকারে হইল? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, ইহা কি? বলুন ॥ ২৬ ॥

বেত্থেদং দ্রোণপুত্রস্য ব্রাহ্মমস্ত্রং প্রদর্শিতং।
নৈবাসৌ বেদ সংহারং প্রাণবধ উপস্থিতে ॥ ২৭ ॥
নহ্যস্যান্য তমং কিঞ্চিদস্ত্রং প্রত্যবকর্ষণং।
জহ্যস্ত্রতেজ উন্নদ্ধমস্ত্রজ্ঞোহ্যস্ত্রতেজসা ॥
শ্রীসূত উবাচ ॥ ২৮ ॥
শ্রুত্বা ভগবতা প্রোক্তং ফাল্গুনঃ পরবীরহা।

ইদং দ্রোণপুত্রস্য ব্রাহ্মমস্ত্রং তেনচ প্রাণবাধে প্রদর্শিতং কেবলং নতু তৎ প্রয়োগকুশল ইত্যর্থঃ। যতোঽসাবুপসংহারং ন বেদন জানাতি এতচ্চ ত্বং বেত্থ জানাসি ॥ ২৭ ॥

প্রত্যবকর্ষণং ক্লশময়করণং নিবর্ত্তকমিত্যর্থঃ। অতস্তদস্ত্রতেজঃ উন্নদ্ধং উৎকটং ব্রহ্মাস্ত্র তেজসৈব জহি ঘাতয়। ত্বং প্রযুক্তক্ষাস্ত্রং তদুপসংহৃত্য স্বয়মুপশাম্যেৎ যতস্ত্বং অস্ত্রজ্ঞোসি ॥ ২৮ ॥

পরে শত্রবঃ ত এব বীরাস্তান্ হন্তীতি তথা ফাল্গুনোঽর্জ্জুনঃ অপঃ স্পৃষ্ট্বা আচ

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে অর্জ্জুন! ইহা ব্রহ্মাস্ত্র, প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা ইহা প্রয়োগ করিয়াছে কিন্তু সে ইহার উপসংহার জানে না ॥ ২৭ ॥

হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মাস্ত্র ভিন্ন এ ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতি নিবর্ত্তক অন্য কোন অস্ত্র নাই, তুমি অস্ত্রজ্ঞ, অতএব নিজ অস্ত্র তেজঃ দ্বারা এই উৎকট অস্ত্র নিবারণ কর ॥ ২৮ ॥

সূত কহিলেন,—এই প্রকার উপদেশ বাক্য শ্রবণানন্তর শত্রুঘাতী বীর অর্জ্জুন আচমন পর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ

স্পৃষ্ট্বাপস্তং পরিক্রম্য ব্রাহ্মং ব্রাহ্মায় সন্দধে ॥ ২৯ ॥
সংহৃত্যান্যোন্যমুভয়োস্তেজসী শরসম্বৃতে।
আবৃত্য রোদসী খঞ্চ ববৃধাতেঽর্ক বহ্নিবৎ ॥ ৩০ ॥
দৃষ্ট্বাস্ত্র তেজস্তু তয়োস্ত্রীল্লোঁকান্ প্রদহন্মহৎ।
দহ্যমানাঃপ্রজাঃ সর্ব্বাঃ সাম্বর্ত্তকমমংসত ॥ ৩১ ॥
প্রজোপদ্রবমালক্ষ্য লোকব্যতিকরঞ্চ তং।

ম্য তং শ্রীকৃষ্ণং পরিক্রম্য প্রদক্ষিণীকৃত্য ব্রাহ্মায় ব্রহ্মাস্ত্রং নিবর্ত্তয়িতুং ॥ ২৯ ॥

ততশ্চ উভয়োর্ব্রহ্মাস্ত্রয়োস্তেজসী শরৈঃ সম্বৃতে সংবেষ্টিতে পরস্পরং মিলিত্বা ববৃধাতে অবর্দ্ধেতাং কিং কৃত্বা রোদসী দ্যাবা পৃথিব্যৌ খমন্তরীক্ষঞ্চ আবৃত্য যথা প্রলয়ে সঙ্কর্ষণ মুখাগ্নিঃ উপরিস্থিতোঽর্কশ্চ সংহত্য বর্দ্ধেতে তদ্বৎ ॥ ৩০ ॥

তয়োর্দ্রৌণি ফাল্গুনয়োঃ তেন দহ্যমানাঃ সাংবর্ত্তকং প্রলয়াগ্নিমমংসত মেনিরে ॥ ৩১ ॥

লোকানাং ব্যতিকরং ব্যত্যয়ং নাশমিত্যর্থঃ। বাসুদেবস্য মতঞ্চালক্ষ্য

করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণার্থ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন ॥ ২৯ ॥

তাহাতে উভয় ব্রহ্মাস্ত্রের তেজঃ বাণ দ্বারা বেষ্টিত এবং পরস্পর মিলিত হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য এবং অন্তরীক্ষ আবরণ করত প্রলয় কালীন সূর্য্যের তেজঃ ও পাতালস্থ সঙ্কর্ষণ দেবের মুখাগ্নির ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ৩০

প্রজাগণ অশ্বত্থামার ও অর্জ্জুনের ব্রহ্মাস্ত্র তেজঃ দ্বারা ত্রিলোকী দগ্ধ হইতে দেখিয়া দহ্যমান হওত প্রলয়াগ্নি জ্ঞান করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

অর্জ্জুন প্রজাসকলের উপদ্রব এবং স্বর্গাদি ত্রিলোকের

মতঞ্চ বাসুদেবস্য সংজহারার্জ্জুনোদ্বয়ং ॥ ৩২ ॥
তত আসাদ্য তরসা দারুণং গৌতমীসুতং ।
ববন্ধামর্ষ তাম্রাক্ষঃ পশুং রসনয়া যথা ॥ ৩৩ ॥
শিবিরায় নিনীয়ন্তং রজ্জ্বা বদ্ধা রিপুং বলাৎ ।
প্রাহার্জ্জুনং প্রকুপিতো ভগবানম্বুজেক্ষণঃ ॥ ৩৪ ॥
মৈনং পর্থার্হসি ত্রাতুং ব্রহ্মবন্ধুমিমংজহি ।

ব্রহ্মাস্ত্র দ্বয়ং উপসংহৃতবান্ ॥৩২ ॥

গোতম বংশজা গৌতমী কৃপী তস্যাঃ সুতং অমর্ষেণ কোপেন তাম্রে অক্ষিণী যস্য সঃ । নিষ্কৃপত্বে দৃষ্টান্তঃ পশুং যথেতি তস্য বন্ধনং ধর্ম্ম ইত্যত্র বা দৃষ্টান্তঃ যথা যাজ্ঞিক পশুমিতি রসনয়া রজ্জ্বা ॥ ৩৩ ॥

শোক রোষাদি যুক্তস্যাপ্যর্জ্জুনস্য ধর্ম্মনিষ্ঠাখ্যাপনায় শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং তদাহ-ষড্ভিঃ শিবিরায় রাজনিবেশায় নেতুমিচ্ছন্তং প্রকুপিত ইবেতি ॥ ৩৪ ॥

অনাগসঃ নিরপরাধান্ ॥ ৩৫ ॥

বিনাশ অবলোকন করিয়া বাসুদেবের অভিপ্রায় মত উভয় অস্ত্রেরই উপসংহার করিলেন ॥ ৩২ ॥

তদনন্তর ক্রোধে তাম্র লোচন হইয়া সেই দারুণ স্বভাব কৃপীপুত্র অশ্বত্থামাকে পশুবন্ধনের ন্যায় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

তাহাকে বল পূর্ব্বক শিবিরের প্রতি লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে পদ্মলোচন ভগবান্ কুপিত হইয়া অর্জ্জুনকে কহিতে-লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

হে অর্জ্জুন ! এ দ্বিজাধমকে রক্ষা করা উচিত হয় না,

যোঽসাবনাগসঃ সুপ্তানবধীন্নিশি বালকান্ ॥ ৩৫ ॥
মত্তং প্রমত্তমুন্মত্তং সুপ্তং বালং স্ত্রিয়ং জড়ং।
প্রপন্নং বিরথং ভীতং নরিপুং হন্তি ধর্ম্মবিৎ ॥ ৩৬॥
স্ব প্রাণান্ যঃ পরপ্রাণৈঃ প্রপুষ্ণাত্যঘৃণঃ খলঃ।
তদ্বধস্তস্যহি শ্রেয়ো যদ্দোষাদযাত্যধঃ পুমান্ ॥

রিপোরপি সুপ্তস্য বালস্যচ বধো ন ধর্ম্ম ইত্যন্যার্থৈ দর্শয়তি। মত্তং মদ্যাদিনা। প্রমত্তমনবহিতং। উন্মত্তং গ্রহবাতাদিনা। জড়ং অমুদ্যমং প্রপন্নং শরণাগতং। বিরথং ভগ্নরথং ॥ ৩৬ ॥

তদ্বধো দণ্ডরূপঃ তস্যৈব শ্রেয়ঃ পুরুষার্থঃ। যদ্বতো দণ্ড প্রায়চিত্ত রহিতাৎ দোষাৎ সপুমান্ অধোযাতীতি। তথাচ স্মরন্তি। রাজভির্ধৃত দণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ। বিধুত কল্মষা যান্তি স্বর্গং সুকৃতিনোযথা ॥ ৩৭

ইহার প্রাণ বধ কর, দ্রৌপদীর বালক গুলি নিশাভাগে নিদ্রা যাইতে ছিল কোন অপরাধ করে নাই, এ তাহাদের প্রাণ বধ করিয়াছে ॥ ৩৫ ॥

শত্রুও যদি মদ্যাদিপানে মত্ত কিম্বা মনবহিত অথবা গ্রহ বাতাদি দ্বারা উন্মত্ত থাকে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি কদাপি তাহার উপরে অস্ত্র প্রহার করেন না। অপর নিদ্রিত, বালক, স্ত্রী, জড় শরণাপন্ন, বিরথ, এবং ভীত ইহারা সর্বদাই অবধ্য ॥ ৩৬ ॥

হে অর্জ্জুন। যে নির্দ্দয় খল ব্যক্তি পর প্রাণ দ্বারা আপনার প্রাণের পোষণ করে তাহাকে বধ করাই তাহার পক্ষে মঙ্গল কেননা তাহাই তাহার পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত, নতুবা সেই দোষে তাহার অধঃপতন হইবে। আর হে অর্জ্জন, তুমিও দ্রৌপদীর

প্রতিশ্রুতঞ্চ ভবতা পাঞ্চাল্যৈ শৃণ্বতো মম।
আহরিষ্যে শিরস্তস্য যস্তে মানিনি পুত্রহা॥
তদসৌ বধ্যতাং পাপ আততায্যাত্ম বন্ধুহা।
ভর্ত্তুশ্চ, বিপ্রিয়ং বীর কৃতবান্ কুলপাংশনঃ॥ ৩৭॥
এবং পরীক্ষতা ধর্ম্মং পার্থঃ কৃষ্ণেন চোদিতঃ।
নৈচ্ছদ্ধন্তুং গুরুসুতং যদ্যপ্যাত্মহনং মহান্॥ ৩৮॥
অথোপেত্য স্বশিবিরং গোবিন্দপ্রিয়সারথিঃ।

যদ্যপি চোদিতঃ তথাপি হন্তুং নৈচ্ছৎ আত্মহনং পুত্রহন্তারমপি যতো-মহান্॥ ৩৮॥

গোবিন্দঃ প্রিয়ঃ সারথিশ্চ যস্য। আত্মজান্ শোচন্তৌ॥ ৩৯॥

নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছ যে, হে মানিনি। যে ব্যক্তি তোমার পুত্র গণের বধ করিয়াছে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া তোমাকে আনিয়া দিব. আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি। অতএব এই পাপী তোমার বন্ধুগণের নিধনকারী এবং আততায়ী এখনি ইহার প্রাণ বধ কর, এ কুলাঙ্গার ঐ কর্ম্মে কেবল তোমাদেরই অনিষ্ট করিয়াছে এমত নয়, আপন প্রভু দুর্য্যোধনেরও অপ্রিয় করিয়াছে॥ ৩৭॥

যদিও শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম পরীক্ষার জন্য এইরূপ প্রবৃত্তি দিতে থাকিলেন তথাপি অর্জ্জুন আপনার মহত্ত্ব প্রযুক্ত গুরুপুত্র অশ্বথামা পুত্রহন্তা হইলেও তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না॥ ৩৮॥

অনন্তর অর্জ্জুন নিজ শিবিরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দ্রৌপদী

ন্যবেদয়ত্তং প্রিয়ায়ৈ শোচন্ত্যায়াত্মজান্ হতান্ ॥ ৩৯ ॥
তথাহৃতং পশুবৎ পাশবদ্ধমবাঙ্মুখং কর্ম্ম
জুগুপ্সিতেন। নিরীক্ষ্য কৃষ্ণাপকৃতং গুরোঃ
সুতং বাম স্বভাবা কৃপয়া ননামচ ॥ ৪০ ॥
উবাচ চাসহন্ত্যস্য বন্ধনানয়নংসতী।
মুচ্যতাং মুচ্যতামেষ ব্রাহ্মণো নিতরাং গুরুঃ ॥ ৪১ ॥
সরহস্যো ধনুর্ব্বেদঃ সবিসর্গোপসংযমঃ।

তথা পরিভবেন আহৃতমানীতং কর্ম্মণো জুগুপ্সিতেন দোষেণ অবাঙ্মুখং অপকৃতং অপকারিণং। কৃপয়া নিরীক্ষ্য বামঃ শোভনঃ স্বভাবো যস্যাঃ সাঃ ননামচ উবাচ চেতি চকারাভ্যাং সম্ভ্রমঃ সূচিতঃ ॥ ৪০ ॥

বন্ধনেনানয়নমসহমানা ॥ ৪১ ॥

সরহস্যো গোপ্যমন্ত্র সহিতঃ। বিসর্গোঽস্ত্র প্রয়োগঃ। উপসংযমঃ উপসং-

---

যে স্থানে বসিয়া আপন সন্তান গণের নিমিত্ত শোক করিতে-ছিলেন তথায় গেলেন এবং আনীত পুত্র হন্তাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

দ্রৌপদী গুরু পুত্র অশ্বত্থামাকে পশুবৎ পাশবদ্ধ এবং আপনার কৃত কর্ম্মের দোষে অবাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া সে অপকারী হইলেও আপনার শোভন স্বভাব বশতঃ কৃপা-ন্বিতা হইয়া তাহাকে নমস্কার করিলেন ॥ ৪০ ॥

এবং তাহার বন্ধন দ্বারা আনয়ন অসহমানা হইয়া সসম্ভ্রম বচনে কহিলেন এ কি করিয়াছে? ইনি ব্রাহ্মণ, আমাদের গুরু, শীঘ্র মোচন কর, মোচন কর ॥ ৪১ ॥

প্রভো! যাঁহার অনুগ্রহে আপনি ধনুর্ব্বেদে সুশিক্ষিত এবং

অস্ত্রগ্রামশ্চ ভবতা শিক্ষিতো যদনুগ্রাহাৎ ॥ ৪২ ॥
স এব ভগবান্ দ্রোণঃ প্রজারূপেণ বর্ত্ততে।
তস্যাত্মনোর্দ্ধং পত্ন্যাস্তে নান্বগাদ্বীরসূঃ কৃপী ॥ ৪৩ ॥
তদ্ধর্ম্মজ্ঞ মহাভাগ ভবদ্ভির্গৌরবং কুলং।
বৃজিনং নার্হতিপ্রাপ্তুং পূজ্যং বন্দ্যমভীক্ষ্ণশঃ ॥ ৪৪ ॥

হারঃ তাভ্যাং সহিতোঽস্ত্র সমূহঃ ॥ ৪২ ॥

কিঞ্চ তস্য দ্রোণস্যাত্মনো দেহস্যার্দ্ধঃ কৃপী আস্তে। অর্দ্ধত্বে হেতুঃ পত্নী অর্দ্ধো বা এষ আত্মনো যৎ পত্নীতি শ্রুতেঃ। জায়াপতী অগ্নিমাদধীয়াতামিত্যাদি শ্রুতেঃ। উভয়োরেকাকারকত্বাবগমাচ্চ। ননু ভর্ত্তরি মৃতে কথং সা জীবতি তত্রাহ নান্বগাৎ ভর্ত্তারং যতো বীরসূঃ পুত্রবতী ॥ ৪৩ ॥

তৎ তস্মাৎ গৌরবং গুরোঃ কুলং ভবদ্ভিঃ কর্ত্তৃভির্বৃজিনং দুঃখং প্রাপ্তুং নার্হতি কিন্তু পূজ্যং বন্দ্যং চ ॥ ৪৪ ॥

গোপনীয় মন্ত্রের সহিত অস্ত্র প্রয়োগ ও অস্ত্রোপসংহার বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ৪২ ॥

ইনি তাঁহার পুত্র, ইনি যখন আছেন তখন প্রজারূপে ভগবান্ দ্রোণাচার্য্যই বর্ত্তমান, অপর তাঁহার দেহার্দ্ধ পত্নী কৃপীও জীবিতা আছেন. গুরুপত্নী বীরপ্রসবিনী, একারণ স্বামির অনুমরণ করেন নাই ॥ ৪৩ ॥

অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ ! হে মহাভাগ ! গুরু কুলকে দুঃখিত করা আপনাদের উচিত হয় না, সতত পূজ্য এবং বন্দনীয় করাই কর্ত্তব্য ॥ ৪৪ ॥

মারোদীদস্য জননী গৌতমী পতিদেবতা ।
যথাহং মৃতবৎসার্ত্তা রোদিম্যশ্রুমুখী মুহুঃ ॥ ৪৫ ॥
যৈঃ কোপিতং ব্রহ্মকুলং রাজন্যৈরকৃতাত্মভিঃ ।
তৎকলং প্রদহত্যাশু সানুবন্ধং শুচার্পিতং ॥
শ্রীসূত উবাচ ॥ ৪৬ ॥
ধর্ম্ম্যং নায্যং সকরণং নির্ব্যলীকং সমং মহৎ ।

মৃতবৎসা মৃতপুত্রা ॥ ৪৫ ॥

বিপক্ষে দোষমাহ যৈরিতি । তেষাং রাজন্যানাং কুলং কর্ম্ম কথম্ভূতং সানুবন্ধং সপরিবারং শুচা শোকেনার্পিতং ব্যাপ্তঞ্চ । ব্রহ্মকুলং কর্ত্তৃপদ ইতি ॥ ৪৬ ॥

ধর্ম্ম্য মিত্যাদয়ো বচসঃ ষড়্গুণাঃ পূর্ব্বশ্লোক ষট্‌কে দ্রষ্টব্যাঃ । তত্র ধর্ম্মং ধর্ম্মাদানপেতং মুচ্যতামিতি । নায্যং ন্যায়াদনপেতং সরহস্য ইত্যাদি ।

প্রভো ! আমি যেমন মৃতবৎসা হইয়া পুত্র শোকে কাতর হওত অশ্রু বিসর্জন পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ রোদন করিতেছি, ইহার জননী পতিব্রতা আচার্য্য পত্নী রূপী যেন তদ্রূপ রোদন না করেন ॥ ৪৫ ॥

অধিকন্তু ব্রহ্ম হিংসা অতি ভয়ানক, যে সকল ক্ষত্রিয় রোষ পরবশ হইয়া ব্রহ্ম কুলের কোপ জন্মান্, কোপিত ব্রহ্মকুল তাঁহাদিগকে সবংশে শোকাকুল করিয়া দগ্ধ করেন ॥ ৪৬ ॥

সূত কহিলেন । হে দ্বিজগণ ! ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর এই প্রকার ধর্ম্মযুক্ত, ন্যায় সঙ্গত, করুণান্বিত, এবং

রাজা ধর্ম্মসুতোরাজ্ঞ্যাঃ প্রত্যনন্দদ্বচো দ্বিজাঃ ॥ ৪৭ ॥
নকুলঃ সহদেবশ্চ যুযুধানো ধনঞ্জয়ঃ।
ভগবান্ দেবকীপুত্রো যেচান্যে যাশ্চ যোষিতঃ ॥ ৪৮ ॥
তত্রাহামর্ষিতো ভীমস্তস্য শ্রেয়ান্ বধঃ স্মৃতঃ।
ন ভর্ত্তুর্নাত্মনশ্চার্থে যোঽহন্ সুপ্তান্ শিশূন্ বৃথা ॥ ৪৯ ॥

সকরুণং তস্যাত্মনোঽর্দ্ধং পত্নীতি নির্ব্ব্যলীকং তদ্ধর্ম্মজ্ঞেতি। সমং মারোদী দিতি দুঃখ সাম্যোক্তেঃ মহৎ যৈঃ কোপিতমিতি নিষ্ঠুরোক্ত্যা হিতোপদেশাৎ। এবং ভূতং রাজ্ঞ্যা বচঃ হে দ্বিজা প্রত্যনন্দৎ অনুমোদিতবান্ ॥ ৪৭ ॥

নকুলাদয়শ্চ প্রত্যনন্দন্। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ ॥ ৪৮ ॥

তস্য তথাবিধস্য দ্রোণেঃ বধ এব শ্রেষ্ঠঃ অন্যথা তস্য নরক পাত প্রসঙ্গাৎ তদাহ ন ভর্ত্তুরিতি অহন্ জঘান ॥ ৪৯ ॥

নির্ব্ব্যলীক, সম ও মহৎ বাক্যে অনুমোদন করিলেন ॥ ৪৭ ॥

অপর নকুল, সহদেব, সাত্যকি, অর্জ্জুন, এবং শ্রীকৃষ্ণ তথা অন্যান্য পুরুষ ও স্ত্রীগণ যাঁহারা সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদেরও ঐ কথায় মহা ২ সন্তোষ হইল ॥ ৪৮ ॥

কিন্তু ভীম সাতিশয় রোষ প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন, এ দুরাত্মার বধ করাই শ্রেয়ঃ তাহাতেই ইহার নরক নিস্তার হইবে, এ দ্বিজবন্ধু নিশীথে নিদ্রিত শিশুগণকে নিরর্থক বধ করিয়াছে, তাহাতে ইহার আপনার অথবা নিজ প্রভু দুর্য্যোধনের কি প্রয়োজন সিদ্ধি হইল ? ॥ ৪৯ ॥

নিশম্য ভীম গদিতং দ্রৌপদ্যাশ্চ চতুর্ভুজঃ।
আলোক্য বদনং সখ্যুরিদমাহ হসন্নিব॥
শ্রীভগবানুবাচ॥ ৫০॥
ব্রহ্মবন্ধু র্ন হন্তব্য আততায়ী বধার্হণঃ।
ময়ৈবোভয়মাম্নাতং পরিপাহ্যনুশাসনং॥ ৫১॥

চতুর্ভুজোক্তে রয়ং ভাবঃ ভীমে তং হন্তুং প্রবৃত্তে দ্রৌপদ্যাঞ্চ সহসা তন্নিবারণে প্রবৃত্তায়াং উভয়োঃ সম্বরণায়াবিষ্কৃত ইতি সন্দিহানস্য সখ্যুরর্জ্জুনস্য॥ ৫০॥
ধার্হণঃ বধার্হঃ ময়ৈব শাস্ত্রকৃতা। ব্রাহ্মণো ন হিংস্তব্য ইতি। তথা আততায়িনমায়ান্তমপি বেদান্ত পারগং। জিঘাং সন্তং জিঘাং সীয়ান্নতেন ব্রহ্মহা ভবেদিতি চ বদতা তদুভয়মপ্যনুসাশনং পরিপালয়॥ ৫১॥

ভীম এবং দ্রৌপদীর ঐ সকল বাক্য শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের বোধ হইল ভীম যেন অশ্বত্থামার প্রাণ বিনাশ জন্য উদ্যত হইতেছেন এবং দ্রৌপদী তন্নিবারণার্থ প্রবৃত্ত হইলেন, অতএব উভয়কে সম্বরণ করিবার নিমিত্ত চারিহস্ত আবিষ্কার করিয়া সন্দিহানচিত্ত অর্জ্জুনের বদন অবলোকন করত হাস্য প্রকাশের ন্যায় অর্থাৎ হে সখে! অদ্য তোমার বুদ্ধির সূক্ষ্মতার পরীক্ষা করিব, এই অভিপ্রায় প্রকাস করত হাস্য মুখে কহিতে লাগিলেন॥ ৫০॥

ব্রাহ্মণ অধম হইলেও বধ যোগ্য নয় এবং আততায়ীকে বধ করিবে আমি দুই প্রকারই উপদেশ করিয়াছি, আমার ঐ দুই প্রকার অনুশাসন যাহাতে রক্ষা পায় তদনুরূপ কার্য্য কর॥৫১

কুরু প্রতিশ্রুতং সত্যং যত্তৎ সান্ত্বয়তা প্রিয়াং ।
প্রিয়ঞ্চ ভীমসেনস্য পাঞ্চাল্যা মহ্যমেবচ ॥
শ্রীসূত উবাচ ॥ ৫২ ॥
অর্জ্জুনঃ সহসাজ্ঞায় হরের্হার্দ্দমথাসিনা ।
মণিং জহার মূর্দ্ধন্যং দ্বিজস্য সহ মূর্দ্ধজং ॥ ৫৩ ॥

তবচ প্রতিজ্ঞাং প্রপূরয়েত্যাহ প্রিয়াং সান্ত্বয়তা তয়া যৎ প্রতিশ্রুতং হননং তচ্চ সত্যং কুরু প্রিয়ঞ্চ কুরু। মহ্যং মম। তত্র বধে ভীমস্য প্রিয়ং ভবতি অবধে দ্রৌপদ্যাঃ। দ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ৫২ ॥

হার্দ্দমভিপ্রায়ং আজ্ঞায় জ্ঞাত্বা নহ্যশকামুভয়ং বিদধ্যাদতোয়মভিপ্রায় ইতি জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ। অসিনা খড়্গেন মূর্দ্ধন্যং মূর্দ্ধনি জাতং সহ মূর্দ্ধজং কেশং ॥৫৩

অপর তুমি দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিবার সময় যে প্রতিশ্রুত হইয়াছ অর্থাৎ “ হে মানিনি ! তোমার পুত্রহন্তার শিরশ্ছেদ করিয়া আনিয়া দিব ” তাহাও সত্যকর। ঐ দুই আজ্ঞা পালন করিলে ভীমসেনের দ্রৌপদীর এবং আমার তিন জনেরই প্রিয় হইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অবধ্য আমার এ আজ্ঞা যদি পালন কর তাহা হইলে দ্রৌপদীর সন্তোষ হইবে, আততায়ী বধার্হ এতদাজ্ঞা পালন করিলে ভীম মহা আহ্লাদিত হইবেন, যদি অবধ্য এবং বধার্হ, দুই বাক্য রাখিয়া অঙ্গীকার পালন কর তাহ হইলে আমার পরম সন্তোষ জন্মিবেক ॥ ৫২ ॥

অর্জ্জুন এই বাক্য শুনিয়া বিবেচনা করিলেন এক ব্যক্তির বধ ও অবধ কি প্রকারে সম্ভব হইবে অতএব শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় বুঝিয়া খড়্গ দ্বারা অশ্বত্থামার মূর্দ্ধজ কেশ সহিত মস্তকের । ছেদন করিয়া লইলেন ॥ ৫৩ ॥

বিমুচ্য রসনা বদ্ধং বালহত্যা হতপ্রভং।
তেজসা মণিনা হীনং শিবিরান্নিরযাপয়ৎ ॥ ৫৪ ॥
বপনং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যাপণং তথা।
এষহি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোস্তি দৈহিকঃ ॥ ৫৫ ॥
পুত্রশোকাতুরাঃ সর্ব্বে পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণয়া।
স্বানাং মৃতানাং যৎকৃত্যং চক্রুর্নির্হরণাদিকং ॥ ৫৬ ॥

মণিনাচ হীনং নিরযাপযৎ নিঃসারিতবান্ ॥ ৫৪ ॥
অনেনচ শ্রীকৃষ্ণোক্তং সর্ব্বং সম্পাদিতবানিত্যাহ বপনমিতি ॥ ৫৫ ॥
নির্হরণং দাহার্থং নয়নং ॥ ৫৬ ॥

সে একে বালহত্যা করিয়া হতপ্রভ হইয়াছিল, তদুপরি আপনার তেজঃ স্বরূপ মণি বিহীন হইল। যাহাহউক, অর্জ্জুন তদনন্তর তাহার বন্ধন মোচন করিয়া শিবির হইতে দূর করিয়া দিলেন ॥ ৫৪ ॥

ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণের সকল বাক্য পালন হইল, যেহেতু শিরোমুণ্ডন, ধনগ্রহণ, এবং স্বস্থান হইতে নির্ব্বাসন, এই করিলেই বধার্হ ব্রাহ্মণদিগের দণ্ড হয়, এতদ্ভিন্ন দৈহিক বধ দণ্ড নাই ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত শোকাতুর হইয়া মৃত জ্ঞাতি দিগের শবনির্হরণাদি যে২ ক্রিয়া করিতে হয় তৎ সমুদায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে দ্রোণিদণ্ডঃ সপ্তমোধ্যায়ঃ ॥ ॥ ৭ ॥ ॥

শ্রীসূত উবাচ ॥

অথ তে সম্পরেতানাং স্বানামুদকমিচ্ছতাং।
দাতুং সকৃষ্ণা গঙ্গায়াং পুরস্কৃত্য যুযুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১ ॥
তে নিনীয়োদকং সর্ব্বে বিলপ্যচ ভৃশং পুনঃ।

॥ ॥ ইতি প্রথমে সপ্তমঃ ॥ ॥

অষ্টমে কুপিত দ্রোণেরস্ত্রাদ্রক্ষা পরীক্ষিতঃ। কৃষ্ণেন তৎ স্তুতিঃ কুন্ত্যা রাজ্ঞঃ শোকশ্চ কীর্ত্ত্যতে ॥ ০ ॥

তে পাণ্ডবাঃ সংপরেতানাং মৃতানাং গঙ্গায়ামুদকং দাতুং সকৃষ্ণাঃ কৃষ্ণেন সহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ স্ত্রীঃ পুরস্কৃত্য অগ্রতঃ কৃত্বা তস্মিন্ কার্য্যে স্ত্রীপুরঃসরত্ব বিধানাৎ ॥ ১ ॥

উদকং নিনীয় দত্ত্বা হরিপাদাব্জরজোভিঃ পূতায়া সরিৎ গঙ্গা তস্যা জলে।

॥ ॥ ইতি প্রথমে সপ্তমাধ্যায় ॥ ॥

অষ্টমাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কুপিত অশ্বত্থামার অস্ত্র হইতে পরীক্ষিতের রক্ষা এবং কুন্তীর স্তব ও রাজা যুধিষ্ঠিরের শোক বর্ণন ॥ ০ ॥

সূত কহিলেন অনন্তর পাণ্ডবগণ উদকাভিলাষি মৃত জ্ঞাতি দিগের উদক দান নিমিত্ত স্ত্রীলোকদিগকে অগ্রে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত গঙ্গায় গমন করিলেন ॥ ১ ॥

এবং বহুতর বিলাপ করিয়া উদক দান পূর্ব্বক হরিপাদাব্জ

আপ্লুতা হরিপাদাব্জরজঃপূতসরিজ্জলে ॥ ২ ॥
তত্রাসীনং কুরুপতিং ধৃতরাষ্ট্রং সহানুজং।
গান্ধারীং পুত্রশোকার্ত্তাং পৃথাং কৃষ্ণাঞ্চ মাধবঃ ॥ ৩ ॥
সান্ত্বয়ামাস মুনিভির্হতবন্ধূন্ শুচার্পিতান্।
ভূতেষু কালস্য গতিং দর্শয়ন্নপ্রতিক্রিয়াং ॥ ৪ ॥
সাধয়িত্বাজাতশত্রোঃ স্বরাজ্যং কিতবৈর্হৃতং।

পুনর্গ্রহণাদাদাবপি স্নাতা ইতি গম্যতে ॥ ২ ॥

কুরুপতিং যুধিষ্ঠিরং সহানুজং ভীমাদিভিঃ সহিতং ॥ ৩ ॥

মুনিভিঃ সহ ॥ ৪ ॥

কিতবৈর্ধূর্ত্তৈর্দুর্য্যোধনাদিভিঃ দ্রৌপদ্যাঃ কচ গ্রহণাদিনা ক্ষতং নষ্টমায়ু-

---

ধূলি দ্বারা পবিত্রিতা জাহ্নবীর জলে পুনঃ পুনঃ স্নান করিলেন ॥ ২ ॥

ঐ স্থানে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমাদির সহিত বিমনা হইয়া বসিয়াছিলেন আর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী. এবং দ্রৌপদী পুত্রশোকে কাতর হইতেছিলেন অতএব শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৩ ॥

মুনিগণের সহিত বন্ধু নিধন জন্য শোকাকুল ঐ সকল ব্যক্তিকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং প্রাণিমাত্রের প্রতি কালের গতির যে প্রতিক্রিয়া হয় না তাহাও বুঝাইয়া কহিলেন ॥ ৪ ॥

ধূর্ত্ত দুর্য্যোধনাদি অজাত শত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য হরণ করিয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাহার পুনরুদ্ধার হইল, আর দ্রৌপদীর কেশ স্পর্শ দ্বারা যে সকল অসৎ নৃপতির পরমায়ুঃ

ঘাতয়িত্বাঽসতো রাজ্ঞঃ কচস্পর্শ ক্ষতায়ুষঃ ॥ ৫ ॥
যাজয়িত্বাশ্বমেধৈস্তং ত্রিভিরুত্তমকল্পকৈঃ।
তদ্যশঃ পাবনং দিক্ষু শতমন্যোরিবাতনোৎ ॥ ৬ ॥
আমন্ত্র্য পাণ্ডুপুত্ত্রাংশ্চ সৈনেয়োদ্ধবসংযুতঃ।
দ্বৈপায়নাদিভির্বিপ্রৈঃ পূজিতৈঃ প্রতিপূজিতঃ ॥
গন্তুংকৃতমতির্ব্রহ্মান্ দ্বারকাং রথমাস্থিতঃ।

বৈষাং তান্ ॥ ৫ ॥

যাজয়িত্বেত্যাদিনা ভাবি কথা সংক্ষেপঃ শতমন্যোঃ শতক্রতোরিব ॥ ৬ ॥

সৈনেয়ঃ সিনের্নপ্তা সাত্যকিঃ তেনচোদ্ধবেন সংযুতঃ রথমাস্থিতঃ সন্

ক্ষীণ হইয়াছিল তাঁহা হইতে তাহাদেরও বিনাশ সাধন হইল ॥ ৫ ॥

ভগবান্ এই রূপে রাজা যুধিষ্ঠিরকে পুনর্ব্বার সিংহাসনস্থ করিয়া পরে উত্তম কল্প তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত করত শতক্রতু ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার যশঃ সর্ব্বদিকে বিস্তার করিলেন ॥ ৬ ॥

অনন্তর তিনি স্বীয় পুরী দ্বারকায় পুনর্যাত্রা করিতে ইচ্ছা করিয়া পাণ্ডবদিগকে সম্ভাষা এবং ব্যাস প্রভৃতি বিপ্রগণকে পূজা করিলেন, তাঁহাতে তাঁহারাও তাঁহার প্রতিপূজা করিলেন। পরে সাত্যকি এবং উদ্ধবের সহিত রথে আরোহণ পুরঃসর গমন করেন ইতিমধ্যে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল পরীক্ষিতের মাতা উত্তরা ভয় বিহ্বল হইয়া সম্মুখে ধাবমানা হইয়া আসি-

উপলেভেঽভিধাবন্তীমুত্তরাং ভয় বিহ্বলাং ॥ ৭ ॥
পাহি পাহি মহাযোগিন্ দেবদেব জগৎপতে।
নান্যং তদভয়ং পশ্যে যত্র মৃত্যুঃ পরস্পরং ॥ ৮ ॥
অভিদ্রবতিমামীশ শরস্তপ্তায়সো বিভো।
কামং দহতু মাং নাথ মামে গর্ব্ভো নিপাত্যতাং ॥
শ্রীসূত উবাচ ॥ ৯ ॥

উত্তরাং পরীক্ষিন্মাতরং অভিমুখং ধাবন্তীং উপলেভে দদর্শ ॥ ৭ ॥

উত্তরা শ্রীকৃষ্ণং প্রার্থয়তে পাহি পাহীতি দ্বাভ্যাং। অন্যস্তু প্রার্থনা যোগ্যো নাস্তীত্যাহ ত্বৎ ত্বত্তঃ অন্যং অভয়ং ভয়রহিতং নপশ্যামি। যত্র লোকে পরস্পরং মৃত্যুর্ভবতি ॥ ৮ ॥

অত্র প্রস্তুতং ভয়মাবেদয়তি অভিদ্রবতি অভিমুখমায়াতি তপ্তমায়সং লৌহময়ং শল্যং যস্য সঃ। অতিকার্পণ্যমাহ কামমিতি। কামং যথেষ্টং ॥ ৯ ॥

তেছেন ॥ ৭ ॥

এই বাক্য তাঁহার বদন হইতে নির্গত হইতেছে হে মহাযোগিন! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! আমাকে রক্ষা করুন্ রক্ষাকরুন্, আপনা ভিন্ন আর কাহাকেও নির্ভয় দেখি না এ সংসারে পরস্পর সকলেরই মৃত্যু সম্ভাবনা আছে আপনি আমাকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ৮ ॥

হে প্রভো! উত্তপ্ত শল্যযুক্ত এই শর আমার অভিমুখে বেগে আসিতেছে. হে নাথ! আমাকে যদৃচ্ছাক্রমে দগ্ধ করুক তাহাতে কোন দুঃখ নাই আমার গর্ব্ভটী যেন নিপাত না করে ॥ ৯ ॥

উপধার্য্য বচস্তস্যা ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
অপাণ্ডবমিদং কর্ত্তুং দ্রোণেরস্ত্রমবুধ্যত ॥ ১০ ॥
তর্হ্যেবাথ মুনিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবাঃ পঞ্চশায়কান্।
আত্মনোভিমুখান্ দীপ্তানালক্ষ্যাস্ত্রাণ্যুপাদধুঃ ॥ ১১ ॥
ব্যসনং বীক্ষ্য তত্তেষামনন্য বিষয়াত্মনাং।
সুদর্শনেন স্বাস্ত্রেণ স্বানাং রক্ষাং ব্যধাদ্বিভুঃ ॥ ১২ ॥

পরাভবেনাতি কুপিতস্য দ্রোণেঃ অপাণ্ডবং পাণ্ডবশূন্যমিদং বিশ্বং কর্ত্তুং প্রবৃত্তং ব্রহ্মাস্ত্রমবুধ্যত ॥ ১০ ॥

অতএব বহুমুখং ব্রহ্মাস্ত্রং তদাগতমিত্যাহ তর্হীতি ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মাস্ত্রস্য অস্ত্রান্তরৈ রনিবর্ত্ত্যত্বাৎ দুষ্পরিহরং ব্যসনং বীক্ষ্য। ন অন্য বিষয় আত্মা যেষাং স্বৈকনিষ্ঠানামিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

সূত কহিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ উত্তরার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বোধ করিলেন অশ্বত্থমা এই ব্রহ্মাণ্ডকে পাণ্ডবশূন্য করিবার নিমিত্ত অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনাদের অভিমুখে পঞ্চশায়ক আসিতে দেখিয়া পাণ্ডবেরা ঐ সময় পাঁচ জনে পাঁচটী অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন পাণ্ডবগণের দুষ্পপরিহার ব্যসন উপস্থিত, ইহাঁরা প্রত্যেকেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন বটে কিন্তু অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে, অন্য অস্ত্রে ঐ মহাস্ত্রের নিবারণ হইবে না অতএব আপনার অস্ত্র সুদর্শন প্রয়োগ করিয়া তাহার দ্বারা আপনার আশ্রিত পাণ্ডবদিগের রক্ষা করিলেন ॥ ১২ ॥

অন্তঃস্থঃ সর্ব্ব ভূতানামাত্মা যোগেশ্বরোহরিঃ।
স্বমায়য়া বৃণোদ্গর্ভং বৈরাট্যা কুরুতন্তবে ॥ ১৩ ॥
যদ্যপ্যস্ত্রং ব্রহ্মশিরস্ত্বমোঘং চাপ্রতিক্রিয়ং।
বৈষ্ণবং তেজ আসাদ্য সম শাম্যদ্‌ভৃগূদ্বহ ॥ ১৪ ॥
মামংস্থা হ্যেতদাশ্চর্য্যং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়েহচ্যুতে।
য ইদং মায়য়া দেব্যা সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ ॥ ১৫ ॥

বৈরাট্যা উত্তরায়াঃ অন্তঃ স্থঃ সন্ গর্ভমাবৃতবান্। তত্র হেতুঃ যঃ আত্মা অন্তর্যামী যোগেশ্বর ইতি বহিস্থিতস্যাপি প্রবেশ দুর্ঘটনার্থমুক্তং। কুরূণাং তন্তবে সন্তানায় পাণ্ডবানামপি কুরুবংশজত্বাদেবমুক্তং ॥ ১৩ ॥
অমোঘং অপ্রতিক্রিয়ঞ্চ সমশাম্যৎ সংশান্তমাসীৎ ॥ ১৪ ॥
এতদ্ব্রহ্মাস্ত্র শমনং আশ্চর্য্যং মামংস্থা ন মন্যস্ব ॥ ১৫ ॥

এবং আপনি মহাযোগী তথা সকল প্রাণির অন্তর্যামী এ প্রযুক্ত যোগ বলে উত্তরার শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কুরুর বংশ রক্ষা নিমিত্ত আত্ম মায়া দ্বারা উত্তরার গর্ব্ভ আবৃত করিয়া রাখিলেন ॥ ১৩ ॥

হে ভৃগুকুল তিলক শৌনক! যদিও অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘ এবং অপ্রতিক্রিয় ছিল তথাপি বৈষ্ণব তেজঃ প্রাপ্ত হইয়া তাহার উপশম হইল ॥ ১৪ ॥

হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মাস্ত্রের শান্তি হইতে পারে না মনে করিয়া এ বিষয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকল আশ্চর্য্যের স্বরূপ, তাঁহার জন্মাদি নাই, তিনি আপন মায়া দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন অতএব তিনি কি না করিতে পারেন? ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মতেজো বিনির্ম্মুক্তৈরাত্মজৈঃ সহ কৃষ্ণয়া।
প্রয়াণাভি মুখং কৃষ্ণমিদমাহ পৃথা সতী॥
শ্রীকুন্ত্যুবাচ॥ ১৬॥
নমস্যে পুরুষং ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরং।
অলক্ষ্যং সর্ব্ব ভূতানামন্তর্ব্বহিরবস্থিতং॥ ১৭॥
মায়া জবনীকাচ্ছন্ন মজ্ঞাধোক্ষজ মব্যয়ং।

কৃষ্ণয়াচ সহ॥ ১৬॥

ত্বা ত্বাং নমস্যে নমস্করোমি। নন্মু কনিষ্ঠং মাং কথং নমস্করোসি তত্রাহ আদ্যং পুরুষং কুতঃ প্রকৃতেঃ পরং তৎ কুতঃ ঈশ্বরং প্রকৃতেরপি নিয়ন্তারং অতএব সর্ব্বভূতানামন্তর্ব্বহিশ্চ পূর্ণত্বেনাবস্থিতং তথাপ্যলক্ষ্যং॥ ১৭॥

তত্র হেতুঃ মায়ৈব জবনিকা তিরস্করিণী রূপা তয়া আচ্ছন্নং। অতোহং

শ্রীকৃষ্ণ এই রূপ ব্রহ্মাস্ত্রের তেজঃ হইতে পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিয়া আপন স্থানে প্রয়াণার্থ উন্মুখ হইলেন তাহাতে কুন্তী দেবী পঞ্চ পুত্র এবং দ্রৌপদীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন॥ ১৬॥

কুন্তী কহিলেন হে কৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি আমার বয়ঃকনিষ্ঠ ভ্রাত্রেয় নহ, তুমি আদি পুরুষ এবং প্রকৃতির পর ঈশ্বর, অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়ন্তা। আর তুমি সকল প্রাণির অন্তর এবং বাহ্যে অবস্থিত আছ কিন্তু তোমাকে কেহ দেখিতে পায় না॥ ১৭॥

হে কৃষ্ণ! তুমি মায়া রূপ তিরস্করিণী দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছ, ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান দ্বারা তোমাকে জানা যায় না,

ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা ॥ ১৮ ॥
তথা পরমহংসানামুনীনামমলাত্মনাং।
ভক্তিযোগ বিধানার্থং কথং পশ্যেমহি স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায়চ।

মজ্ঞা ভক্তি যোগানভিজ্ঞা কেবলং নমস্যামি। অথঃ অক্ষজং জ্ঞানং যস্মাত্তং। অব্যয়ং অপরিচ্ছিন্নং তৎ প্রপঞ্চয়তি মূঢ়দৃশা দেহাভিমানিনা পুংসা ত্বং ন লক্ষ্যসে ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চ পরম হংসানাং আত্মানাত্ম বিবেকিনাং। ততো মুনীনাং মনন শীলানামপি। ততশ্চামলাত্মনাং নিবৃত্ত রাগাদীনামপি তথা তেন নিজ মহিম্না ন লক্ষ্যসে। অতো ভক্তিযোগং বিধাতুং ত্বাং বয়ং স্ত্রিয়ঃ কথং হি পশ্যেম। যদ্বা পরম হংসানামপি ভক্তিযোগ বিধানার্থং ত্বাং আত্মারামান্ মুনীনপি অচিন্ত্য নিজগুণৈরাকৃষ্য ভক্তিযোগং কারয়িতুং অবতীর্ণমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

জ্ঞানভক্ত্যো রশক্যত্বমুক্ত্বা পুনঃ কেবলং নমস্করোতি কৃষ্ণায়েতি দ্বাভ্যাং ॥১৯

এবং তুমি অপরিচ্ছিন্ন, মূঢ় দৃষ্টি মনুষ্য যেমন নাট্যধর নটকে চিনিতে পারে না, তাহার ন্যায় দেহাভিমানি পুরুষ তোমাকে জানিতে পারে না. অতএব আমি অজ্ঞ স্বভাব হইয়া তোমাকে কি রূপে জ্ঞাত হইব ॥ ১৮ ॥

অপর তোমার এতাদৃশ মহত্ত্ব, যে আত্মানাত্ম বিবেকি পরমহংস তথা মননশীল রাগ দ্বেষ রহিত মুনিগণও তোমাকে দেখিতে পান্ না, এ কারণ তাঁহাদের ভক্তি যোগ বিধানার্থ তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, আমরা স্ত্রী জাতি তোমাকে দেখিতে পাইব সম্ভাবনা কি ? ॥ ১৯ ॥

অতএব জ্ঞান বা ভক্তি কোন উপায়ে তোমাকে জানিতে

নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ ২০ ॥
নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে ॥ ২১ ॥
যথা হৃষীকেশ খলেন দেবকী কংসেন রুদ্ধাতি

পঙ্কজং নাভৌ যস্য। পঙ্কজানাং মালাস্তি যস্য। পঙ্কজবৎ প্রসন্নে নেত্রে যস্য। পঙ্কজাঙ্কিতা অঙ্ঘ্রী যস্য তস্মৈ ॥ ২১ ॥

তৎ কৃতোপকারাননুস্মরতি যথেতি দ্বাভ্যাং। অয়মর্থঃ মাতৃতোপি মযাধিকা তব প্রীতিঃ। তথাহি হে হৃষীকেশ যথা দেবকী কংসেন রুদ্ধা ত্বয়া বিমোচিতা। অহঞ্চ কিং তথৈব মোচিতেতি কাক্বা মহান্ বিশেষ উক্তঃ।

পারা যায় না, তদর্থ চেষ্টা না করিয়া কেবল নমস্কার করি। তুমি কৃষ্ণ, বাসুদেব, দেবকীনন্দন, নন্দগোপ কুমার, এবং গোবিন্দ, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২০ ॥

হে ভগবন্! তোমার নাভিতে পদ্ম এবং গলদেশে পদ্ম মালা তোমার লোচনদ্বয় পদ্মবৎ প্রসন্ন এবং তোমার পদদ্বয় পঙ্কজ চিহ্নে চিহ্নিত, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২১ ॥

হে হৃষীকেশ! তোমার মাতা দেবকী পুত্র শোকে আকুল হইয়া দুরাত্মা কংস কর্ত্তৃক কারাগারে অবরুদ্ধা ছিলেন, তাঁহাকে যেমন তুমি ঐ খলের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিলে, আমাকে আত্মজগণ সহিত বারম্বার অনেকানেক বিপদ হইতে তদ্রূপ পরিত্রাণ করিয়াছ, কিন্তু তোমার মাতা অপেক্ষাও আমাতে অধিক স্নেহ দেখিয়াছি, যেহেতু তিনি বহুকাল কারা-

চিরং শুচার্পিতা। বিমোচিতাহহঞ্চসহা
ত্মজা বিভো ত্বয়ৈব নাথেন মুহুর্বিপদ্গণাৎ ॥ ২২ ॥
বিষান্মহাগ্নেঃ পুরুষাদ দর্শনাদসৎ সভায়াঃ
বনবাস কৃচ্ছ্রতঃ। মৃধে মৃধেঽনেক মহা-
রথাস্ত্রতো দ্রৌণ্যস্ত্রতশ্চাস্ম হরেঽভিরক্ষিতাঃ ॥ ২৩ ॥

তং দর্শয়তি সা অতিচিরং রুদ্ধাসতী তস্মাদেব সকৃদ্বিমোচিতা। তথা শুচা-র্পিতাচ সতী। নচ তস্যাঃ পুত্রা রক্ষিতাঃ। অস্তিচান্যো নাথস্তস্যাঃ। অতস্তু বিপদ্ গণাৎ তত্রাপি মুহুঃ শীঘ্রং চ সাত্মজাচ। ত্বয়ৈব নাথেনেতি ॥ ২২ ॥

বিপদ্গণমেব দর্শয়তি বিষাৎ ভীমস্য বিষমোদক দানাৎ। মহাগ্নেঃ জতু গৃহ দাহাৎ। পুরুষাদা হিড়িম্বাদয়ো রাক্ষসাঃ তেষাং দর্শনাৎ অসৎ সভায়া দ্যূতস্থানাৎ। অভিতোরক্ষিতাঃ আস্ম অভবামঃ ॥ ২৩ ॥

রুদ্ধা ছিলেন, এবং তাঁহার অনেক আশ্রয়ও ছিল, বহু বিলম্বে তোমা হইতে মোচন হয়, তাহাতেও পুত্র রক্ষা হয় নাই, আমার অন্য আশ্রয় নাই, বহু ২ আপদ আপতিত হইয়াছিল তুমি শীঘ্রই তত্তাবৎ হইতে রক্ষা করিয়াছ ॥ ২২ ॥

হে কৃষ্ণ! দুরাত্মা দুর্য্যোধন ভীমকে নষ্ট করিবার মানসে বিষপ্রক্ষিত মোদক দিলে তুমি তাহা হইতে রক্ষা করিয়াছ আমরা জতু গৃহে দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইতাম তুমিই তাহা হইতে উদ্ধার কর। অপর হিড়িম্বাদি রাক্ষস গণের সম্মুখ হইতে, দ্যূত সভা হইতে, বনবাসের কষ্ট হইতে এবং প্রতিযুদ্ধে অনেক মহারথি গণের অস্ত্র হইতে, তোমার দ্বারাই রক্ষিত হই, সম্প্রতি অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতেও তুমিই রক্ষা করিলে ॥ ২৩ ॥

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্‌গুরোঃ।
ভবতো দর্শনং যৎস্যাদপুনর্ভব দর্শনং ॥ ২৪ ॥
জন্মৈশ্বর্য্য শ্রুত শ্রীভিরেধমান মদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরং ॥ ২৫ ॥
নমোঽকিঞ্চন বিত্তায় নিবৃত্ত গুণ বৃত্তয়ে।

যদ্যাস্থ বিপৎসু। কীদৃশং দর্শনং নাস্তি পুনরপি ভবদর্শনং যস্মাৎ তৎ ॥ ২৪ ॥

সম্পদস্তু শ্রেয়ঃ পরিপন্থিন্য ইত্যাহ। জন্ম সৎকুলে। জন্মাদিভি রেধমানো মদো যস্ত সঃ অভিধাতুং শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দেতি বক্তুমপি অকিঞ্চনানাং গোচরং বিষয় ভূতং॥ ২৫ ॥

প্রস্তুত মনোরথ পূরণায় প্রণমতি নম ইতি। অকিঞ্চনা ভক্তা এব বিত্তং সর্ব্বস্বং যস্য তস্মৈ। ততঃ কিং নিবৃত্তা গুণবৃত্তয়ো ধর্ম্মার্থ কাম বিষয়া যস্মাৎ

হে জগদ্‌গুরো! আমাদের নিরন্তর বিপদই হউক, যেহেতু তাহাতে তোমার দর্শন লাভ হয়, যে ব্যক্তি তোমার দর্শন পায় তাহাকে পুনর্ব্বার এই সংসার দর্শন করিতে হয় না ॥২৪

হে ভগবন্! লোক মাত্রের সম্পদই দুঃখের কারণ হয়, কেননা সৎকুলে জন্ম এবং ঐশ্বর্য্য, বহু শাস্ত্র শ্রবণ ও ধনৈশ্বর্য্য প্রভৃতিতে পুরুষের মদই বৃদ্ধি পায় সুতরাং সে তোমার হে শ্রীকৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! ইত্যাদি নামও উচ্চারণ করিতে পারে না যে হেতু তুমি অকিঞ্চনেরই ধন ॥ ২৫ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! ভক্তজনই তোমার সর্ব্বস্ব, ধর্ম্ম অর্থ কাম এ সকল বিষয়ে তোমার অভিলাষ নাই, তুমি আত্মারাম এবং

আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ ॥ ২৬ ॥
মন্যে ত্বাং কালমীশানমনাদি নিধনং বিভুং।
সমং চরন্তং সর্ব্বত্র ভূতানাং যম্মিথঃ কলিঃ ॥ ২৭ ॥
ন বেদ কশ্চিদ্ভগবন্ চিকীর্ষিতং তবেহমানস্য

তস্মৈ। তৎ কুতঃ শান্তায় রাগাদি রহিতায়। কিঞ্চ কৈবল্যং দাতুং সমর্থায় ॥ ২৬ ॥

নমু দেবকী পুত্রং মাং কথমেবং স্তৌষি তত্রাহ মন্যেত্বাং কালং নতু দেবকীপুত্রং। তত্র হেতবঃ ঈশানং নিয়ন্তারং। অনাদি নিধনমাদ্যন্ত শূন্যং। বিভুং প্রভুং। সম যথা ভবতি তথা সর্ব্বত্র চরন্তং। নমু পার্থ সারথে র্মম কথং সাম্যং তত্রাহ যদ্যত ত্বত্তো নিমিত্ত ভূতাৎ ভূতানামেব মিথঃ কলিঃ কলহো ভবতি নতু মত ত্বয়ি প্রসিদ্ধং বৈষম্যং ॥ ২৭ ॥

নমু নিগ্রহানুগ্রহরূপং ময়ি প্রসিদ্ধং বৈষম্যং অত আহ নবেদেতি। নৃণাং

শান্ত অর্থাৎ রাগাদি রহিত আর তুমিই লোক সকলকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাক অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ২৬ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি দেবকীর পুত্র নহ, আমি তোমাকে সর্ব্ব নিয়ন্তা অদ্যন্ত শূন্য এবং বিভু ও কাল স্বরূপ বোধ করি, আর তুমি সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান আছ, জীব সকল তোমাকে নিমিত্ত করিয়া পরস্পর কলহ করিয়া থাকে বস্তুতঃ তোমাতে কলহের বৈষম্য মাত্র নাই ॥ ২৭ ॥

হে ভগবন্! লীলা বশতঃ মানব গণের সদৃশ করণে প্রবৃত্ত হইয়া কি করিতে অভিলাষ কর কোন ব্যক্তি তাহা জানিতে পারে না, অপর তোমার প্রিয় ও অপ্রিয় কেহ নাই

নৃণাং বিড়ম্বনং। ন যস্য কশ্চিদ্দয়িতো
স্তিকর্হি চিদ্বেষ্যশ্চ যস্মিন্ বিষমা মতির্নৃণাং ॥ ২৮ ॥
জন্ম কর্ম্ম চ বিশ্বাত্মন্নজস্যাকর্ত্তুরাত্মনঃ।
তির্য্যঙ্নৃষিষু যাদঃসু তদত্যন্ত বিড়ম্বনং ॥ ২৯ ॥
গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্

বিড়ম্বনমনুকরণমীহমানস্য কুর্ব্বতঃ যস্মিন্ ত্বয়ি বিষমা মতিঃ অনুগ্রহ নিগ্রহ রূপা ভবতি ॥ ২৮ ॥

অজস্য জন্ম। অকর্ত্তুঃ কর্ম্ম। তির্য্যক্ষু বরাহাদি রূপেণ। নৃষু রামাদি রূপেণ। ঋষিষু নরনারায়ণাদি রূপেণ। যাদঃসু মৎস্যাদি রূপেণ ॥ ২৯ ॥

নরবিড়ম্বনমত্যাশ্চর্য্যমিত্যাহ গোপী যশোদা ত্বয়ি কৃতাগসি দধিভাণ্ড

ইহাতে তোমার অনুগ্রহ এবং নিগ্রহ রূপ বিষম বুদ্ধি যে আছে তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? ॥ ২৮ ॥

হে বিশ্বাত্মন্! তুমি অজ অর্থাৎ তোমার জন্ম নাই তথাচ পশু যোনিতে বরাহাদি রূপে এবং মানব যোনিতে রামাদি রূপে তথা ঋষি মধ্যে নরনারায়ণাদি রূপে এবং জলজন্তু মধ্যে মৎস্যাদি রূপে তোমার জন্ম দেখিতে পাই, অপর তুমি অকর্ত্তা অথচ দৃষ্ট হয়, বিশ্ব সৃষ্ট্যাদি সকল তোমার কর্ম্ম, এ সকল কি? এ সমস্ত যে অত্যন্ত আশ্চর্য্য! ॥ ২৯ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি দধিভাণ্ড স্ফোটন করিয়া অপরাধ করিলে তোমার মাতা যশোদা তোমার বন্ধন জন্য রজ্জু গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময় তোমার যে অবস্থা হয় তাহা আমার স্মৃতি-

যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষং।
বক্ত্রং নিনীয় ভয় ভাবনয়া স্থিতস্য
সামাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি॥ ৩০॥
কেচিদাহু রজং জাতং পুণ্যশ্লোকস্য কীর্ত্তয়ে।

স্ফোটনং কৃতবতি যাবৎ দাম রজ্জুঃ আদদে জগ্রাহ তাবৎ তৎক্ষণমেব তে তব যা দশা অবস্থা সা মাং বিমোহয়তি। কিম্ভূতস্য অশ্রুভিঃ কলিলং ব্যামিশ্রং অঞ্জনং যয়োঃ তেচ তে সম্ভ্রমে ব্যাকুলে অক্ষিণী যস্মিন্ তদ্বক্ত্রং নিনীয় অধঃকৃত্বা তাড়য়িষ্যতীতি ভয়স্য ভাবনয়া স্থিতস্য। যৎ যতঃ ত্বত্তঃ ভীরপি স্বয়ং বিভেতি তস্য তে দশা॥ ৩০॥

অতএব জগন্মোহন তয়া দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ তব জন্মাদি বহুধা বর্ণয়ন্তীত্যাহ কেচিদিতি চতুর্ভিঃ। পুণ্যশ্লোকস্য প্রিয়স্য যুধিষ্ঠিরস্য কীর্ত্তয়ে। যদোরেব

পথে আরূঢ় হইয়া আমাকে বিমোহিত করিতেছে, যশোদাকে দেখিয়া তোমার লোচনদ্বয় ভয়ে ব্যাকুল এবং তত্রস্থ অঞ্জন অশ্রু জলে মিশ্রিত হইয়াছিল, আর যে ভয় তোমা হইতে ভয় পায় সেই ভয়ের ভাবনায় অর্থাৎ যশোদার তাড়ন চিন্তায় ভীত হওত তুমি অধোবদন হইয়াছিলে॥ ৩০॥

অতএব তোমার জন্মাদি জগতের মোহন, এ প্রযুক্ত দুর্জ্ঞেয়, অনেকে অনেক প্রকারে তাহা বর্ণনা করে। কেহ কেহ কহিয়া থাকে, যেমন মলয় পর্ব্বতের কীর্ত্তি বিস্তার নিমিত্ত তাহাতে চন্দন তরু জন্ম গ্রহণ করে তদ্বৎ তুমি অজ হইলেও

যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায়ে মলয়স্যেব চন্দনং ॥ ৩১ ॥
অপরে বসুদেবস্য দেবক্যাং যাচিতোভ্যগাৎ।
অজ স্ত্বমস্য ক্ষেমায় বধায়চ সুরদ্বিষাং ॥ ৩২ ॥
ভারাবতরণায়ান্যে ভুবো নাব ইবোদধৌ।
সীদন্ত্যা ভূরি ভারেণ জাতোহ্যাত্মভুবার্থিতঃ ॥ ৩৩ ॥
ভবেহস্মিন্ ক্লিশ্যমানানামবিদ্যা কাম কর্ম্মভিঃ।

কীর্ত্তয়ে ইতি বা অন্ববায়ে বংশে মলয়স্য কীর্ত্তয়ে চন্দনং যথা ॥ ৩১ ॥

তথা বসুদেবস্য দেবক্যাং ভার্য্যায়াং অতএব ত্বমভ্যগাৎ পুত্রত্বমিতি শেষঃ প্রথম পুরুষত্বার্ষঃ। অর্ভত্বমিতি পাঠঃ সুগমঃ। তাভ্যামেব পূর্ব্বং সুতপঃ পৃশ্নি রূপাভ্যাং যাচিতঃ সন্। অস্য জগতঃ ক্ষেমায় ॥ ৩২ ॥

আত্মভুবেতি ব্রহ্ম প্রার্থনস্য প্রাধান্য বিবক্ষয়া মতান্তরং ॥ ৩৩ ॥

যুধিষ্ঠিরের কীর্ত্তি প্রচার অথবা প্রিয়তম যদুরাজের কীর্ত্তি বিস্তার নিমিত্ত যদুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৩১ ॥

অপর কতকগুলি লোকে বলেন বসুদেব দেবকী পূর্ব্ব জন্মে সুতপঃ এবং পৃশ্নি রূপ হইয়া তোমাকে পুত্রত্ব স্বীকার করিতে যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তুমি অজ হইলেও এই জগতের ক্ষেম এবং দেবদ্বেষি অসুরগণের বধ নিমিত্ত, বসুদেব পত্নী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের পুত্র হও ॥৩২

অন্য লোকে কহিয়া থাকেন মহাসাগরে তরণীর ন্যায় ভূরি ভারে এই অবনী অবসন্না হইতেছিল, ইহার ভারাবতরণ নিমিত্ত ব্রহ্মার প্রার্থনায় তুমি জন্ম গ্রহণ কর ॥ ৩৩ ॥

শ্রবণ স্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি কেচন॥ ৩৪ ॥
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ স্মরন্তি নন্দ
ন্তি তবেহিতং জনাঃ। তএব পশ্যন্ত্যচিরে
ণ তাবকং ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজং॥ ৩৫ ॥
অপ্যদ্য নস্ত্বং স্বকৃতেহিত প্রভো জিহাসসি

পরমানন্দ স্বরূপাজ্ঞানমবিদ্যা। ততো দেহাদ্যভিমানাৎ কামঃ তত কর্ম্মাণি তৈঃ ক্লিশ্যমানানাং তন্নিবৃত্তয়ে শ্রবণাদ্যর্হাণি কর্ম্মাণি করিষ্যন্॥ ৩৪ ॥
অস্য পক্ষস্য সিদ্ধান্ততামভিপ্রেত্য শ্রবণাদিফলমাহ শৃণ্বন্তীতি। নন্দন্তি অন্যৈঃ কীর্ত্তমানমভিনন্দন্তি যে জনাঃ ঈহিতং চরিতং। তাবকং ত্বদীয়ং পদাম্বুজং তএব পশ্যন্ত্যেব অচিরেণৈবেতি সর্ব্বত্রাবধারণাৎ। কীদৃশং ভব প্রবাহস্য জন্ম পরম্পরায়া উপরমো যস্মিন্ তৎ॥ ৩৫ ॥
ইদানীং তবাস্মৎ পরিত্যাগোঽনুচিত ইত্যাশয়েনাহ অপীতি চতুর্ভিঃ।

আর কতকগুলি লোকে বলেন এই সংসারে পরমানন্দ স্বরূপের অবারণ রূপা অবিদ্যা এবং তদুপন্ন কাম ও কর্ম্মাদি দ্বারা জীব সকল ক্লিশ্যমান হইতেছিল তাহাদের ক্লেশ নিবারণ নিমিত্ত শ্রবণ, স্মরণ এবং অর্চ্চন প্রভৃতির উপযুক্ত কর্ম্ম সকল করিবে বলিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ॥ ৩৪ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল ব্যক্তি তোমার চরিত্র শ্রবণ বা গান বা উচ্চারণ অথবা সর্ব্বদা স্মরণ করেন কিম্বা অন্যে কীর্ত্তন করিলে তাহাতে যাঁহাদের আনন্দ হয়, তাঁহারা অচিরেই জন্ম পরম্পরা নিবারক তোমার চরণারবিন্দ দেখিতে পান্॥ ৩৫ ॥

স্বিৎস্বহৃদোনুজীবিনঃ। যেষাং নচান্যদ্ভবতঃ
পদাম্বুজাৎপরায়ণং রাজস্বু যোজিতাংহসাং ॥ ৩৬ ॥
কে বয়ং নাম রূপাভ্যাং যদুভিঃ সহ পাণ্ডবাঃ।

হে প্রভো স্বহৃদোঽনুজীবিনশ্চ নোঽদ্যাপি স্বিৎ কিং স্বিৎ ত্বং জিহাসসি। যেষামস্মাকং অন্যৎ পরায়ণং নৈবাস্তি। কুতঃ রাজস্বু যোজিতমংহো দুঃখং যৈস্তেষাং স্বানাং কৃতমীহিতং অপেক্ষিতং যেন তস্য সম্বোধনং স্বকৃতেহিত ইতি বিসর্গান্ত পাঠে ত্বং পদ বিশেষণং ॥ ৩৬ ॥

ননু তব বন্ধবো যাদবাঃ পুত্রাশ্চ পাণ্ডবাঃ শূরাঃ সমর্থাশ্চ তৎ কিং কার্পণ্যং ভাষসে অত আহ কে ইতি। যর্হি ভবতো হৃদর্শনং যদা ত্বমস্মান্ নপশ্যসি তদা নাম্না বিখ্যাত্যা রূপেণ সমৃদ্ধ্যাচ যদুভিঃ সহিতাঃ পাণ্ডবা নাম কে বয়ং ন কেপি অতি তুচ্ছা ইত্যর্থঃ। হৃষীকাণামীশিতুঃ জীবস্যাদর্শনে সতি যথা ন

হে প্রভো! তুমি আত্মীয়গণের বাঞ্ছিত পূর্ণ করিয়া থাক, আজি কি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া দ্বারকা যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ? আমরা তোমার স্বহৃদ ও অনুজীবী, এক্ষণে রাজগণের দুঃখ উৎপাদন করাতে তোমার পাদপদ্ম ভিন্ন আমাদের অন্য আশ্রয় নাই, এতদবস্থায় কি ত্যাগ করা উচিত? ॥ ৩৬ ॥

হে কৃষ্ণ! যাদবগণ আমার বন্ধু এবং পাণ্ডবেরা আমার সন্তান, তাহারা কেহ দুর্ব্বল নয়. বর্ত্তমানও আছে সত্য, কিন্তু যদি তোমার অদর্শন হয় অর্থাৎ তুমি যদি আমাদিগকে না দেখ তবে আমাদের খ্যাতি ও সমৃদ্ধি কিছুই থাকিবেক না এবং যদু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমরাই বা কোথায় থাকিব, জীব

ভবতো দর্শনং যর্হি হৃষীকাণামিবেশিতুঃ ॥ ৩৭ ॥
নেয়ং শোভিষ্যতে তত্র যথেদানীং গদাধর।
ত্বৎ পদৈরঙ্কিতা ভাতি স্বলক্ষণ বিলক্ষিতৈঃ ॥ ৩৮ ॥
ইমে জনপদাঃ স্বৃদ্ধাঃ সুপক্বৌষধি বীরুধঃ।
বনাদ্রি নদ্যুদন্বন্তোহ্যেধন্তে তব বীক্ষিতাঃ ॥ ৩৯ ॥

কিঞ্চিন্নামচ রূপঞ্চ তদ্বৎ ॥ ৩৭ ॥

কিঞ্চ যথেদানীমিয়মস্মৎ পালা ভূমিঃ স্বৈরসাধারণৈ র্ব্বজ্রাংকুশাদিভি র্লক্ষণৈ র্বিলক্ষিতৈঃ চিহ্নিতৈ স্তৎপদৈ রঙ্কিতা সতি ভাতি তত্র তদা ত্বয়ি নির্গতে সতি ন শোভিষ্যতে ॥ ৩৮ ॥

অপিচ ইমে জন পদা দেশাঃ স্বৃদ্ধাঃ সুসমৃদ্ধয়ঃ সন্তঃ ॥ ৩৯ ॥

না থাকিলে যেমন শরীরের নাম রূপ কিছুই থাকে না তদ্রূপ আমরা সকলেই তুচ্ছ হইব ॥ ৩৭ ॥

অপর হে গদাধর! আমাদিগের এই নিবাস ভূমি অসাধারণ বজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত ভবচ্চরণ দ্বারা অঙ্কিতা হইয়া এক্ষণে যে প্রকার শোভা পাইতেছে, তুমি নির্গত হইলে ইহার তদ্রূপ শোভা থাকিবেক না ॥ ৩৮ ॥

অপিচ তোমার দর্শনেই এই জনপদ সকল সমৃদ্ধিশালী এবং ধান্যাদি ওষধি ও লতা সকল যথা সময়ে সুফল ও সুপক্ব হইতেছে, তথা বন পর্ব্বত সরিৎ সাগর সমস্তই বৃদ্ধি পাইতেছে, তুমি এস্থান হইতে গমন করিলে ঐ সকলের কি এই প্রকার শোভা থাকিবে? ॥ ৩৯ ॥

অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ বিমূর্ত্তে স্বকেষু মে।
স্নেহপাশমিমংছিন্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু॥ ৪০॥
ত্বয়ি মেঽনন্য বিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি॥ ৪১॥
শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবিনী ধ্রুগ্রাজন্যবংশ

গমনে পাণ্ডবানামকুশলং অগমনেচ যাদবানাং ইত্যুভয়তো ব্যাকুল চিত্তা সতী তেষু স্নেহ নিবৃত্তিং প্রার্থয়তে অথেতি। বিশ্বেশেত্যাদি সম্বোধনানি. স্নেহ ছেদে সামর্থ্য খ্যাপনায় দৃঢ়ং সন্তং॥ ৪০॥

ততঃ কিং অত আহ ত্বয়ীতি। অনন্য বিষয়া সতী মে মতিঃ রতিমুদ্বহতাৎ অনবিচ্ছিন্নাং প্রীতিং করোত্বিত্যর্থঃ। ওঘং প্লবং যথা গঙ্গা প্রতিবন্ধং ন গণয়তি এবং মতিরপি বিঘ্নান্ নগণয়ত্বিতি ভাবঃ॥ ৪১॥

হে কৃষ্ণ! তোমার গমন এবং অগমন উভয়ই আমার পক্ষে অনিষ্টকর, কেননা গমনে পাণ্ডবদিগের অকুশল, অগমনে যাদবদিগের অমঙ্গল, অতএব হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্বমূর্ত্তে! আমি অতি ব্যাকুল হইয়া তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি, পাণ্ডব এবং যাদবগণের প্রতি আমার যে দৃঢ় স্নেহ আছে সেই স্নেহরূপ পাশ ছেদন করিয়া দাও॥ ৪০॥

আর হে মধুপতে! আমার মতি অনন্য বিষয়া হইয়া তোমাতে অনবচ্ছিন্না প্রীতি করুক, তাহা হইলে গঙ্গা যেমন সাগরে পতন সময়ে প্লবকে বিঘ্ন বলিয়া গণনা করে না তদ্রূপ আমার মতিও কোন প্রতিবন্ধক গণনা করিবেক না॥ ৪১॥

দহনানপবর্গবীর্য্য। গোবিন্দ গোদ্বিজ সুরার্ত্তি
হরাবতার যোগেশ্বরাখিল গুরো ভগবন্নমস্তে ॥ ৪২॥
শ্রীসূত উবাচ ॥
পৃথয়েত্থং কলপদৈঃ পরিণূতাখিলোদয়ঃ।
মন্দং জহাস বৈকুণ্ঠোমোহয়ন্নিব মায়য়া ॥ ৪৩ ॥

এবমভ্যর্থ্য পুনঃ প্রণমতি হে শ্রীকৃষ্ণ তে নমঃ। উপকারমনুস্মরন্তী বহুধা সম্বোধয়তি কৃষ্ণসখ অর্জ্জুনস্য সখে। বৃষ্ণীনাং ঋষভ শ্রেষ্ঠ অবনৌ ভূমৌ দ্রুহ্যন্তি যে রাজন্যাঃ তেষাং বংশস্য দহন এবমপি অনপবর্গ বীর্য্য অক্ষীণ প্রভাব। গোবিন্দ প্রাপ্ত কামধেন্বৈশ্বর্য্য। গো দ্বিজ সুরাণাং আর্ত্তিহরোঽবতারো যস্য ইতি ॥ ৪২ ॥

কলানি মধুরাণি পদানি যেষু তৈর্বাক্যৈঃ পরিণুতোঽখিল উদয়ো মহিমা যস্য সঃ নু স্তুতা নিত্যস্মাং পরিণুতেতি বক্তব্যে দীর্ঘশ্ছন্দোঽনুরোধেন। মন্দ-

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অর্জ্জুনসখ! হে বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ! তুমি অবনীমণ্ডলের দ্রোহকারি ক্ষত্রিয় বংশের নিহন্তা, তোমার প্রভাব অক্ষীণ, কামধেনুর ঐশ্বর্য্য তোমার করস্থ, তুমি কেবল গো, দ্বিজ, দেবতাদিগের দুঃখ বিনাশ নিমিত্ত অবতার গ্রহণ কর। হে যোগেশ্বর! হে অখিল গুরো! হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪২ ॥

সূত কহিলেন। হে ঋষিগণ! কুন্তী এই প্রকার মধুর পদ যুক্ত বাক্য দ্বারা অখিল মহিমার স্তব করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিলেন, সেই হাস্যই মায়া, তাহাতে যেন সক-

তাং বাঢ়মিত্যুপামন্ত্র্য প্রবিশ্য গজসাহ্বয়ং।
স্ত্রিয়শ্চ স্বপুরং যাস্যন্ প্রেম্না রাজ্ঞা নিবারিতঃ॥ ৪৪॥
ব্যাসাদ্যৈরীশ্বরেহাজ্ঞৈঃ কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা।

মীষৎ। তস্য হাস এব মায়া বক্ষ্যতিহি হাসো জনোন্মাদকরীচ মায়েতি॥ ৪৩

ত্বয়ি মেহনন্যা বিষয়া ইতি যৎ প্রার্থিতং তদ্বাঢ়মিত্যঙ্গীকৃত্য। রথস্থানাৎ গজাহ্বয়মাগত্য পশ্চাত্তাঞ্চ অন্যাশ্চ সুভদ্রাদ্যাঃ স্ত্রিয় উপামন্ত্র্য অনুজ্ঞাপ্য স্বপুরং যাস্যন্ রাজ্ঞা যুধিষ্ঠিরেণ প্রেম্না অত্রৈব কিঞ্চিৎ কালং নিবসেতি সং প্রার্থ্য নিবারিতঃ॥ ৪৪॥

অথ ভীষ্ম নির্য্যাণোৎসবং বক্তুং উপোদ্ঘাত কথাং প্রস্তৌতি। ব্যাসাদ্যৈঃ প্রবোধিতোপি শুচা ব্যাপ্তঃ সন্ নাবুধ্যত বিবেকং ন প্রাপ। কুতঃ ঈশ্বরে হায়া অজ্ঞৈঃ স্বভক্ত ভীষ্ম নির্য্যাণ মহোৎসবায় রাজ্ঞা সহ কুরুক্ষেত্রং গন্তব্যং

লের মোহ জন্মিল॥ ৪৩॥

অনন্তর কুন্তীর প্রার্থিত সিদ্ধি বিষয় অঙ্গীকার করিয়া রথ স্থান হইতে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন, তদনন্তর কুন্তী এবং সুভদ্রা প্রভৃতি অন্যান্য স্ত্রীদিগের নিকট বিদায় লইয়া আপনার পুরে গমন করেন ইত্যবসরে রাজা যুধিষ্ঠির স্নেহ প্রযুক্ত "এই স্থানেই কিছুকাল বাস কর" এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন॥ ৪৪॥

রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতি বন্ধু বিনাশ জন্য শোকাভিভূত হইয়াছিলেন, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ বহু ২ ইতিহাস দ্বারা প্রবোধ দিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় জানিতেন না অর্থাৎ ভগবানের এই মানস ছিল যে রাজার সহিত কুরু-

প্রবোধিতোপীতিহাসৈর্নাবুধ্যত শুচার্পিতঃ ॥ ৪৫ ॥
আহ রাজা ধর্ম্মসুতশ্চিন্তয়ন্ সুহৃদাং বধং।
প্রাকৃতেনাত্মনা বিপ্রাঃ স্নেহ মোহবশং গতঃ ॥ ৪৬ ॥
অহো মে পশ্যতাজ্ঞানং হৃদি রূঢ়ং দুরাত্মনঃ।

তন্মুখেনৈবায়ং প্রবোধনীয় ইতিহীশ্বরাভিপ্রায় কার্য্যদ্বয় বিধায়কঃ তমজানন্নি রিত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণেনাপি প্রবোধিতো নাবুধ্যতে। তত্র হেতু অদ্ভুত কর্ম্মণা যথা কুরু পাণ্ডব সন্ধানার্থং গতোপি যথোচিতমেব বদন্নপি বিগ্রহমেব দৃঢ়ীকৃতবান্ এবমত্রাপি প্রবোধয়ন্নপ্যবোধমেব দৃঢ়ী চকারেত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

অবোধনেব প্রপয়ঞ্চতি আহ ইতি ষড়্‌ভিঃ প্রাকৃতেন অবিবেক ব্যাপ্তেন আত্মনা চিত্তেন। হে বিপ্রাঃ ॥ ৪৬ ॥

পারক্যস্থ শ্বশৃগালাদ্যাহারস্য অর্থে মে ময়া অক্ষৌহিণী অক্ষৌহিণ্যঃ অক্ষৌহিণী প্রমাণং ব্যাসেনোক্তং। অক্ষৌহিণী প্রসংখ্যাতা রথানাং দ্বিজ সত্তমাঃ। সংখ্যা গণন তত্ত্বজ্ঞৈঃ সহস্রাণ্যেক বিংশতিঃ। শতান্যুপরিচাষ্টৌচ তথা ভূয়শ্চ সপ্ততিঃ। গজানাঞ্চ প্রসংখ্যানমেতদেব প্রকীর্ত্তিতং। জ্ঞেয়ং শত

ক্ষেত্রে গমন করিয়া ভীষ্ম নির্ব্বাণ মহোৎসব দেখিব, সেখানে তিনিই রাজাকে সান্ত্বনা করিবেন, অতএব তাঁহাদের এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধ বচনেও রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ উদিত হইল না ॥ ৪৫

তিনি সুহৃদ্গণের নিধন অনুধ্যান করিয়া অবিবেক যুক্ত চিত্তে স্নেহ এবং মোহের বশতাপন্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥

অহো। আমি অতি দুরাত্মা, আমার হৃদয়স্থিত অজ্ঞান অব-

পারক্যস্যৈব দেহস্য বহ্বো মেঽক্ষৌহিণী হতাঃ ॥ ৪৭ ॥
বালদ্বিজ সুহৃন্মিত্র পিতৃ ভ্রাতৃ গুরুদ্রুহঃ ।
ন মে স্যান্নিরয়ান্মোক্ষোহ্যপি বর্ষাযুতাযুতৈঃ ॥ ৪৮ ॥
নৈনো রাজ্ঞঃ প্রজাভর্ত্তু ধর্ম্মোযুদ্ধে বধদ্বিষাং ।

সহস্রং তু সহস্রাণি নবৈবতু। নরাণামপি পঞ্চাশৎ শতানি ত্রীণি চৈবহি। পঞ্চষষ্টি সহস্রাণি তথা শ্বানাং শতানিচ। দশোত্তরাণি ষট্ প্রাহুঃ সংখ্যা তত্ত্ববিদোজনাঃ। এতামক্ষৌণীং প্রাহুর্যথা বদিহ সংখ্যয়েতি ॥ ৪৭ ॥

সুহৃদঃ সম্বন্ধিনঃ মিত্রাণি সখায়ঃ। পিতরঃ পিতৃব্যাঃ ॥ ৪৮ ॥

দ্বিষাং বধঃ এনঃ পাপং ন ভবতীতি যৎ শাসনং শিক্ষারূপং বচঃ কুতো ন কল্পতে যতস্তদ্বচঃ প্রজা ভর্ত্তুরেব। অয়ং ভাবঃ স্ব প্রজানামন্যতোবধে প্রসক্তে তদ্বধোঽনুজ্ঞাতঃ। দুর্য্যোধনেনতু প্রজায়াং পাল্যমানায়াং ময়া কেবলং রাজ্য

লোকন কর। এই দেহ পরিণামে কুক্কুর শৃগালাদির খাদ্য হইবে ইহার নিমিত্ত বহু ২ অক্ষৌহিণী সেনা নষ্ট করিলাম ॥ ৪৭ ॥

এবং বালক, দ্বিজ, সুহৃৎ, মিত্র, পিতৃবর্গ, ভ্রাতৃ, গুরু, এ সকলের ও দ্রোহ করিয়াছি, বহু ২ নিযুত বর্ষেও এতৎ পাপ জন্য নরক হইতে আমার নিস্তার হইবে না ॥ ৪৮ ॥

ধর্ম্মযুদ্ধে শত্রু বধ করাতে প্রজাপালক রাজার পাপ হয় না এই যে শাসন বচন আছে তাহাতে আমার মনে প্রবোধ হয় না, ফলতঃ অন্য হইতে স্বীয় প্রজার বধ প্রসক্তি হইলেই তদ্বধের বিধান শাস্ত্রে আছে, দুর্য্যোধন হইতে প্রজা জনের কোন অনিষ্ট হয় নাই সে তাহাদিগকে যথানিয়মে পালন করিতেছিল, আমি কেবল রাজ্য লোভে তাহাকে নষ্ট

ইতি মে ন তু বোধায় কল্পতে শাসনং বচঃ ॥ ৪৯ ॥
স্ত্রীণাং মদ্ধতবন্ধূনাং দ্রোহোযোসাবিহোত্থিতঃ।
কর্ম্মভির্গৃহমেধীয়ৈর্নাহং কল্পো ব্যপোহিতুং ॥ ৫০ ॥
যথা পঙ্কেন পঙ্কাম্ভঃ সুরয়া বা সুরাকৃতং।

লোভেন হতত্বাৎ পাপমেবেদমিতি ॥ ৪৯ ॥

নমু শশ্বৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মণা প্রায়শ্চিত্তেন শুদ্ধির্ভবিষ্যতীতি কিঞ্চ যুদ্ধে পুংসাং বধো ভবতু নাম ধর্ম্মং স্ত্রীণান্তু ময়া হতা বান্ধবো যাসাং তাসাং যোঽসৌ দ্রোহোঽস্মদ্দিষ্টোপ্যুত্থিতঃ তং ব্যপোহিতুং অপাকর্ত্তুং কল্পঃ সমর্থো নাহং গৃহমেধিয়ৈঃ গৃহাশ্রম বিহিতৈঃ ॥ ৫০ ॥

নমুচ সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি ব্রহ্মহত্যাং তরতি যোঽশ্বমেধেন যজতে ইতি শ্রুতেঃ। অতঃ পাপমশ্বমেধেন নঙ্ক্ষ্যেদেবেত্যাশঙ্কা অবিবেক বিজৃম্ভিতং হেতু বাদ মাশ্রিত্য নিরাকরোতি যথা পঙ্কেন পঙ্কাম্ভো ন মৃজ্যতে যথা সুরা-লেশকৃত মপাবিত্র্যং বহ্ব্যা সুরয়া ন মৃজ্যতে। তথৈব ভূতহত্যা

করিয়াছি অতএব আমার নিষ্কৃতি হইবে না ॥ ৪৯ ॥

আর আমার দ্বারা অনেক স্ত্রীলোকের বন্ধু বান্ধব নিহত হইয়াছে তাহাতে আমা হইতে তাহাদের যে অনিষ্ট উপস্থিত হইয়াছে বোধ হয় গৃহাশ্রম বিহিত কর্ম্ম দ্বারা তজ্জন্য অধর্ম্মও মোচন করিতে সমর্থ হইব না ॥ ৫০ ॥

যেমন পঙ্কের জল পঙ্ক দ্বারা নির্ম্মল হইতে পারে না এবং সুরা বিন্দুস্পৃষ্ট অপবিত্র জল রাশি সুরা দ্বারা পবিত্রী কৃত হইতে পারে না তাহার ন্যায়, একটী প্রাণি বধ

ভূতহত্যাং তথৈবৈকাং ন যজ্ঞৈর্মাষ্টু মর্হতি ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে কুন্তীস্তবো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥*॥ ৮ ॥ * ॥

শ্রীসূত উবাচ।

ইতি ভীতঃ প্রজাদ্রোহাৎ সর্ব্বধর্ম্ম বিবিৎসয়া।
ততো বিনশনং প্রাগাদ্যত্র দেবব্রতো পতৎ ॥ ১ ॥

নেকং প্রমাদতো জাতাং বুদ্ধি পূর্ব্বক হিংসা প্রায়ৈর্যজ্ঞৈর্মাষ্টুংশোধয়িতুং নার্হতীতি ॥ ৫১ ॥ ইতি প্রথমে অষ্টমঃ ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

যুধিষ্ঠিরায় ভীষ্মেণ সর্ব্ব ধর্ম্ম নিরূপণং। কৃষ্ণস্তুতিশ্চ মুক্তিশ্চ নবমে তস্য বর্ণ্যতে ॥ ০ ॥

যদর্থং তস্যাহবিবেকঃ শ্রীকৃষ্ণেন সম্বর্দ্ধিত স্তদ্ধর্ম্মমতি ইতীতি সর্ব্বেষাং ধর্ম্মাণাং বিবিৎসয়া বেদিতুমিচ্ছয়া। বিনশনং কুরুক্ষেত্রং দেবব্রতো ভীষ্মঃ ॥ ১ ॥

প্রমাদ প্রযুক্ত ঘটিলে, বুদ্ধি পূর্ব্বক হিংসা প্রায় যজ্ঞাদি দ্বারা সেই পাপের মোচন হয় না ॥ ৫১ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমে অষ্টম ॥ * ॥

নবমাধ্যায়ে—যুধিষ্ঠিরের নিকট ভীষ্ম কর্ত্তৃক সমস্ত ধর্ম্ম নিরূপণ এবং শ্রীকৃষ্ণের স্তব ও তাঁহার মুক্তি বর্ণন ॥ ০ ॥

সূত কহিলেন।

এইরূপে প্রজাদ্রোহ নিমিত্ত অধর্ম্ম আশঙ্কা করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরে মনে মহাভয় উপস্থিত হইল, এজন্য সমস্ত ধর্ম্ম জানিতে অভিলাষ করিয়া কুরুক্ষেত্রের যে স্থানে দেবব্রত

তদা তে ভ্রাতরঃ সর্ব্বে সদশ্বৈঃ স্বর্ণভূষিতৈঃ।
অন্বগচ্ছন্ রথৈ র্বিপ্রা ব্যাস ধৌম্যাদয়স্তথা।
ভগবানপি বিপ্রর্ষে রথেন সধনঞ্জয়ঃ।
স তৈর্ব্যরোচত নৃপঃ কুবের ইব গুহ্যকৈঃ।
দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভূমৌ দিবশ্চ্যুতমিবামরং।
প্রণেমুঃ পাণ্ডবা ভীষ্মং সানুগাঃ সহ চক্রিণা ॥ ২ ॥
তত্র ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষয়শ্চ সত্তম।

সদশ্বৈঃ শ্রেষ্ঠাশ্বৈর্যুক্তৈঃ রথৈঃ ॥ ২ ॥
তত্র তদা ত্বভ্যাগমন্ তৎক্ষণমেবাগতা ইত্যর্থঃ ভরতপুঙ্গবং ভীষ্মং ॥ ৩ ॥

ভীষ্ম শর শয্যায় পতিত আছেন তথায় গমন করিলেন ॥ ১ ॥

সেই সময় তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ উত্তম অশ্বযুক্ত এবং স্বর্ণভূষিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামী হইলেন, এবং ব্যাস, ধৌম্য প্রভৃতি বিপ্র সকলও সেই রূপ গমন করিলেন। হে শৌনক! অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহিত রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ২ যাইতে লাগিলেন, তাঁহারা রাজাকে বেষ্টন করিয়া গমন করাতে গুহ্যকগণে পরিবৃত কুবেরের ন্যায় তাঁহার শোভা হইল। সকলে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভীষ্ম স্বর্গচ্যুত অমরের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া রহিয়াছেন। পাণ্ডবগণ অনুচরবর্গ এবং চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন ॥ ২ ॥

হে সাধো! সেই সময়ে ভরতবংশাবতংশ ভীষ্মদেবকে

রাজর্ষয়শ্চ তত্রাসন্ দ্রষ্টুং ভরতপুঙ্গবং ॥ ৩ ॥
পূর্ব্বতো নারদো ধৌম্যো ভগবান্ বাদরায়ণঃ ।
বৃহদশ্বো ভরদ্বাজঃ সশিষ্যো রেণকাসুতঃ ।
বশিষ্ঠ ইন্দ্রপ্রমদস্ত্রিতো গৃৎসমদোঽসিতঃ ।
কাক্ষীবান্ গোতমোঽত্রিশ্চ কৌশিকোঽথ সুদর্শনঃ ॥ ৪ ॥
অন্যেচ মুনয়ো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মরাতাদয়োঽমলাঃ !
শিষ্যৈরুপেতা আজগ্মুঃ কশ্যপাঙ্গিরসাদয়ঃ ॥ ৫ ॥
তান্ সমেতান্মহাভাগানুপলভ্য বসূত্তমঃ ।

রেণুকাসুতঃ পরশুরামঃ ॥ ৪ ॥
ব্রহ্মরাতঃ শুকঃ আঙ্গিরসো বৃহস্পতিঃ ॥ ৫ ॥
বসত্তমো ভীষ্মঃ ॥ ৬ ॥

দেখিবার জন্য সমস্ত ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, এবং রাজর্ষি সকলও আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥

অর্থাৎ পর্ব্বত নামা ঋষি, নারদ, ধৌম্য, ভগবান্ বেদব্যাস বৃহদশ্ব, ভরদ্বাজ এবং শিষ্যগণের সহিত রেণুকানন্দন পরশুরাম, বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমদ, ত্রিত, গৃৎস, মদ, অসিত, কাক্ষীবান্, গৌতম, অত্রি, কৌশিক ও সুদর্শন ॥ ৪ ॥

এবং শুক প্রভৃতি অমল ঋষিগণ, তথা কশ্যপ ও বৃহস্পতি ইহাঁরা শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ বসুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব দেশকাল বিভাগ জ্ঞানে সুনিপুণ, ঐ সকল মহাভাগ্যবান্ ঋষিগণকে একত্র সমবেত দেখিয়া

পূজয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞো দেশকাল বিভাগবিৎ ॥ ৬ ॥
কৃষ্ণঞ্চ তৎ প্রভাবজ্ঞ আসীনং জগদীশ্বরং।
হৃদিস্থং পূজয়ামাস মায়য়োপাত্ত বিগ্রহং ॥ ৭ ॥
পাণ্ডুপুত্রানুপাসীনান্ প্রশ্রয় প্রেম সঙ্গতান্।
অভ্যাচষ্টানুরাগাস্রৈরন্ধীভূতেন চক্ষুষা ॥ ৮ ॥
অহোকষ্টমহোঽন্যায্যং যদয়ূয়ং ধর্ম্মনন্দনাঃ।

হৃদিস্থং সন্তং পুরত আসীনং পূজয়ামাস ॥ ৭ ॥

উপাসীনান্ সমীপে উপবিষ্টান্ প্রশ্রয়ো বিনয়ঃ। প্রেম স্নেহঃ। তাভ্যাং সঙ্গতান্ উপগন্নান্। সন্নতানিতি পাঠে তাভ্যামবনতানভ্যাচষ্ট অভ্যভাষত। অনুরাগাস্রৈঃ স্নেহাশ্রুভিঃ অন্ধীভূতেন চক্ষুষা উপলক্ষিতঃ দদর্শেতি বা ॥ ৮ ॥

অভিভাষণমাহ অহোইত্যেকাদশভিঃ। হে ধর্ম্মনন্দনাঃ ক্লিষ্টং যথা ভবত্যেবং জীবিতুং নার্হথ যূয়মিতি যৎ এতদহোকষ্টং জুগুপ্সিতং আহো অন্যায্যং

যথাবিধি পূজা করিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব তাঁহার ভালরূপে বোধ ছিল, ভগবান্ তাঁহার হৃদয়স্থিত হইয়াও মায়ার দ্বারা শরীর পরিগ্রহ পূর্ব্বক সম্মুখে আসীন হইলে তাঁহারও পূজা করিলেন ॥ ৭ ॥

পাণ্ডবেরা বিনয় এবং স্নেহ সম্পন্ন হইয়া তাঁহার নিকট উপবিষ্ট ছিলেন, অনুরাগ বশতঃ স্নেহাশ্রু দ্বারা অন্ধীভূতলোচনে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন ॥ ৮ ॥

অহে ধর্ম্মনন্দন সকল! তোমরা ক্লেশ প্রকাশ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে অযোগ্য হইয়াছ, এ বড় ঘৃণায় বিষয়? যে হেতু বিপ্রধর্ম্ম এবং শ্রীকৃষ্ণ এই দুই আশ্রয় থাকিতে এমত

জীবিতুং নার্হথক্লিষ্টং বিপ্রধর্ম্মাচ্যুতাশ্রয়াঃ ॥ ৯ ॥
সংস্থিতেঽতি রথে পাণ্ডৌ পৃথা বাল প্রজাবধূঃ ।
যুস্মৎকৃতে বহূন্ ক্লেশান্ প্রাপ্তা তোকবতী মুহুঃ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বং কালকৃতং মন্যে ভবতাঞ্চ যদপ্রিয়ং ।
সপালো যদ্বশেলোকো বায়োরিব ঘনাবলিঃ ॥ ১১ ॥
যত্র ধর্ম্ম সুতোরাজা গদা পাণির্ব্বৃকোদরঃ ।

চৈতৎ । যতোযূয়ং বিপ্রধর্ম্মোঽচ্যুতশ্চ আশ্রয়ো যেষাংতে ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ সংস্থিতে মৃতে বালাঃ প্রজাঃ যস্যাঃ সাবধূশ্চেতিঃ দৈন্যং দর্শিতং । তোকান্যঽপত্যানি তদ্বতী অপত্যৈঃ সহক্লেশান্ প্রাপ্তেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কাল কৃতত্বেন শোকং বারয়তি সর্ব্বমিতি দ্বাভ্যাং। ভবতামপি যদ্বশে যস্য বশবর্ত্তী ॥ ১১ ॥

অহো দুর্ঘট ঘটনা পটুঃ কাল ইত্যাহ যত্রেতি । কৃষ্ণোঽর্জ্জুনঃ অস্ত্রী ধন্বী ।

নির্ব্বিঘ্ন হওয়া তোমাদের যোগ্য হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

আর দেখ তোমাদের পিতা অতিরথ পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে বধূ কুন্তী শিশুসন্তানের জননী হইয়া তোমাদের নিমিত্ত বহু ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১০ ॥

তোমাদিগেরও অপ্রিয় হইল ? হে রাজন্! কাল কর্ত্তৃক সকলি হইয়া থাকে ইহা বোধ করি, বৎস ! কালই সকলের পালক, কারণ যেমন মেঘ সমূহ বায়ুর বশবর্ত্তী তদ্রূপ লোক মাত্রই কালের অধীন ॥ ১১ ॥

কি আশ্চর্য্য ! কাল কি দুর্ঘটন ঘটনায় পটু ! যে স্থানে স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র রাজা এবং ভীম গদাধারী, অর্জ্জুন ধনুর্ধারী,

কৃষ্ণোঽস্ত্রী গাণ্ডিবং চাপং সুহৃৎকৃষ্ণস্ততোবিপৎ ॥ ১২ ॥
নহ্যস্য কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতং
যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োপিহি ॥ ১৩ ॥
তস্মাদিদং দৈবতন্ত্রং ব্যবস্য ভরতর্ষভ।
তস্যানুবিহিতো নাথানাথাঃ পাহিপ্রজাঃ প্রভো ॥ ১৪ ॥
এষবৈ ভগবান্ সাক্ষাদাদ্যো নারায়ণঃ পুমান্।

ততস্তত্রাপি বিপৎ। পুণ্য শারীরবল শস্ত্র নৈপুণ্য দৈব সম্পত্ত্যাবপীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥
নম্বু কৃষ্ণং কথং কালোঽতিক্রমেদিত্যপেক্ষায়ামাহ নহীতি। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্যেতি অঙ্গুল্যাদর্শয়তি বিধিৎসিতং কর্তুমিষ্টং যস্য বিধিৎসিতস্য বিজিজ্ঞাসয়া ॥১৩
দৈবতন্ত্রমীশ্বরাধীনং ব্যবস্য নিশ্চিত্য তস্যেশ্বরস্যানুবিহিতঃ অনুবর্ত্তীসন্ কর্ত্তরিক্তঃ। হে নাথ কুল পরম্পরাগত স্বামিন্। প্রভো সমর্থ অনাথাঃ প্রজাঃ পাহি ॥ ১৪ ॥
অনুবিধেয়ঃ পরমেশ্বরশ্চ শ্রীকৃষ্ণ এবেত্যাহ এষএব ভগবান্ সর্ব্বেশ্বরঃ। যতঃ

গাণ্ডীব ধনুঃ, এবং শ্রীকৃষ্ণ সহায়, সে স্থানেও বিপদ হইয়াছিল ॥ ১২ ॥

হে রাজন্! এই যে শ্রীকৃষ্ণ কি করিতে ইচ্ছা করেন কোন ব্যক্তির তাহা জানিবার শক্তি নাই, পণ্ডিতেরাও তাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়া মুগ্ধ হন্ ॥ ১৩ ॥

এ জন্য হে ভরতকুল প্রদীপ! এবিষয় দৈবের অধীন ইহা নিশ্চয় করিয়া সেই দেবের অনুবর্ত্তী হও। হে নাথ! হে প্রভো! অনাথ প্রজাগণকে রক্ষা কর ॥ ১৪ ॥

এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ আদিপুরুষ এবং নারায়ণ

মোহয়ন্ মায়য়ালোকং গূঢ়শ্চরতি বৃষ্ণিষু ।। ১৫ ।।
অস্যানুভাবং ভগবান্ বেদ গুহ্যতমং শিবঃ।
দেবর্ষির্নারদঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ কপিলোনৃপ ।। ১৬ ।।
যং মন্যসে মাতুলেয়ং প্রিয়ং মিত্রং সুহৃত্তমং ।
অকরোঃ সচিবং দূতং সৌহৃদাদথ সারথিং ॥ ১৭ ॥
সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশোহ্যদ্বয়স্যানহঙ্কৃতেঃ ।

আদ্যঃ পুমান্। তচ্চ কুতঃ যতো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ ॥ ১৫ ॥
তদুপপাদয়তি অস্যেতি অনুভাবং প্রভাবং ॥ ১৬ ॥
ত্বমজ্ঞানাৎ যমেবং মন্যসে। মাতুল্যাঃ দেবক্যাঃ সুতং প্রিয়ং প্রীতিবিষয়ং। মিত্রং প্রীতিকর্ত্তারং। সুহৃত্তমঃ উপকারানপেক্ষ্যোপকারকং। সৌহৃদাৎ বিশ্বাসাৎ। অকরোঃ কৃতবানসি। সচিবং মন্ত্রিণং ॥ ১৭ ॥
ননীশ্বরশ্চেৎ কথং নীচে সারথ্যাদৌ প্রবৃত্তঃ তত্রাহ সর্ব্বেতি। তৎকৃতং নীচোচ্চ কর্ম্মকৃতং। মমযোগ্যমযোগ্যমিতি মতিবৈষম্যং কচিদপি নাস্তি।

ইনি মায়া দ্বারা লোক সকলকে মুগ্ধ করত বৃষ্ণিদের মধ্যে গুপ্ত ভাবে রহিয়াছেন ইনি দৈব, ইহাঁরই অনুবৃত্তি করিও ।। ১৫ ।।

হে নৃপ! ভগবান্ শিব এবং দেবর্ষি নারদ ও সাক্ষাৎ ভগবান্ কপিলদেব ইহাঁর গুহ্যতম প্রভাব অবগত আছেন ।। ১৬।।

তুমি অজ্ঞান প্রযুক্ত তাঁহাকে মাতুলানী দেবকীর পুত্র প্রিয় এবং মিত্র তথা উপকারক বলিয়া মানিতেছ, আর বিশ্বাস বশতঃ যাঁহাকে দূত এবং মন্ত্রী ও সারথি করিয়াছ ইনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ।। ১৭ ।।

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাত্মা, সমদর্শী, অদ্বয়, অনহঙ্কৃতি এবং রাগাদি

তৎ কৃতং মতিবৈষম্যং নিরবদ্যস্য নক্কচিৎ ॥ ১৮ ॥
তথাপ্যেকান্ত ভক্তেষু পশ্য ভূপানুকম্পিতং।
যন্মেসূংস্ত্যজতঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণো দর্শনমাগতঃ ॥ ১৯ ॥
ভক্ত্যাবেশ্য মনো যস্মিন্ বাচা যন্নাম কীর্ত্তয়ন্।
ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কাম কর্ম্মভিঃ ॥ ২০ ॥
শ্রীসূত উবাচ ॥
সদেব দেবো ভগবান্ প্রতীক্ষতাং।

কুতঃ নিরবদ্যস্য রাগাদি শূন্যস্য। তৎকুতঃ অনহংকৃতেঃ। তচ্চকুতঃ অদ্বয়স্য। তদপিকুতঃ সমদৃশঃ। তত্রাপি হেতুঃ সর্ব্বস্যাত্মনঃ যথেষ্টং বা হেতুমন্তাবঃ ॥ ১৮
তথাপি সমত্বেপি হে নৃপ অনুকম্পিতমনুকম্পাং ॥ ১৯ ॥
ইদানীং দেহত্যাগ পর্য্যন্তং শ্রীকৃষ্ণাবস্থানং প্রার্থয়তে ভক্তোক্তিদ্বাভ্যাং ॥ ২০ ॥
যাবদিতি বিলম্বং দ্যোতয়তি। অহং হিণোমি ত্যজামীতি স্বাতন্ত্র্যং। ইদমি-

শূন্য, ইহার নীচোচ্চ কর্ম্ম দ্বারা মতির বৈষম্য অর্থাৎ ইহা আমার যোগ্য ইহা অযোগ্য এমত বৈষম্য বুদ্ধি নাই সুতরাং দৌত্য প্রভৃতি কার্য্যে দোষ বোধ করেন নাই ॥ ১৮ ॥

হেরাজন্। সর্ব্বত্র সমান হইলেও একান্ত ভক্তের প্রতি ইহাঁর অনুকম্পা দেখ, আমি প্রাণত্যাগ করিব বলিয়া আমার সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক দর্শন দিলেন ॥ ১৯ ॥

যোগি গণ ভক্তি পূর্ব্বক যাঁহাতে মনোনিবেশ এবং বাক্যদ্বারা যাঁহার নাম কীর্ত্তন করত কলেবর পরিত্যাগ করিয়া কামকৃত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥ ২০ ॥

সেই চতুর্ভুজ দেবদেব এই ভগবান্, অন্য লোকে ইহাঁর

কলেবরং যাবদিদং হিনোম্যহং।
সপ্রসন্ন হাসারুণলোচনোল্লস
ন্মুখাম্বুজো ধ্যানপথশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ২১ ॥
যুধিষ্ঠির স্তদাকর্ণ্য শয়ানং শরপঞ্জরে।
অপৃচ্ছদ্বিবিধান্ ধর্ম্মান্ ঋষীণামনুশৃণ্বতাং ॥ ২২ ॥
পুরুষ স্বভাব বিহিতান্ যথাবর্ণং যথাশ্রমং।

ধ্যানাম্বেষেন জ্ঞাতং। প্রসন্ন হাসেন অরুণলোচনাভ্যাঞ্চ উল্লসং শোভমানং মুখাম্বুজং যস্য ধ্যানস্য পন্থা বিষয়ঃ যোহন্যৈরন্তশ্চিন্ত্যতে দেবনং সোহগ্রতঃ স্থিতঃ সন্ মাংপ্রতীক্ষতামিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

তৎ সানুকম্পং বাক্যমাকর্ণ্য ॥ ২২ ॥

পুরুষস্য স্বভাবেন বিহিতান্ নরজাতি সাধারণান্ ধর্ম্মান্ বর্ণয়ামাসেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। যথাবর্ণং বর্ণধর্ম্মান্ যথাশ্রমং আশ্রম ধর্ম্মাংশ্চ। বৈরাগ্য রাগাভ্যা

কেবল চিন্তা মাত্র করিতে পারে, ইনি প্রসন্ন হাস্য এবং অরুণ বর্ণ লোচনে শোভায়মান বদন হইয়া আমার অগ্রে অবস্থিতি করত সেই পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করুন্ যাবৎ আমি কলেবর পরিত্যাগ করি ॥ ২১ ॥

সূত কহিলেন। শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মের এতাদৃশ সানুকম্প বচন শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির শ্রবণকারি ঋষিগণ সমক্ষে তাঁহাকে বিবিধ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২২ ॥

তাহাতে ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের শ্রবণাভিলাষ দেখিয়া প্রথমতঃ পুরুষদিগের স্বভাব বিহিত বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম এবং সে সকলের বৈরাগ্য দ্বারা নিবৃত্তি এবং অনুরাগ দ্বারা প্রবৃত্তি

বৈরাগ্য রাগোপধিভ্যামাম্নাতোভয়লক্ষণান্ ॥ ২৩ ॥
দানধর্ম্মান্ রাজধর্ম্মান্ মোক্ষধর্ম্মান্ বিভাগশঃ।
স্ত্রীধর্ম্মান্ ভ বদ্ধর্ম্মান্ সমাস ব্যাস যোগতঃ ॥ ২৪ ॥
ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষাংশ্চ সহোপায়ান্ যথা মুনে।
নানাখ্যানেতিহাসেষু বর্ণয়ামাস তত্ত্ববিৎ ॥ ২৫ ॥
ধ প্রবদতস্তস্য সকালঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।

মুপাধিভ্যাং ক্রমেণাম্নাতমুভয়ং নিবৃত্তি প্রবৃত্তি রূপং লক্ষণং যেষাং তান্ ॥ ২৩ ॥

পুনস্তত্রৈব বিশেষমাহ দানেতি। মোক্ষ ধর্ম্মান্ শমদমাদীন্। ভগবদ্ধর্ম্মান্ হরিতোষকান্ দ্বাদশ্যাদি নিয়ম রূপান্। সমাস ব্যাসৌ সংক্ষেপ বিস্তারৌ তাবেব যোগাবুপায়ৌ ততস্তাভ্যাং ॥ ২৪ ॥

ধর্ম্মাদীংশ্চ যথাধিকারং প্রতি নিয়তোপায়সহিতান্। যথা যথাবৎ। নানাখ্যানেষু যথা সন্তি তথা বর্ণয়ামাস ॥ ২৫ ॥

ছন্দেন ইচ্ছয়া মৃত্যুর্যস্য ॥ ২৬ ॥

লক্ষণ বর্ণন করিলেন ॥ ২৩ ॥

অনন্তর বিভাগক্রমে দানধর্ম্ম রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম, স্ত্রীধর্ম্ম এবং হরিপরিতোষজনক দ্বাদশ্যাদি নিয়ম স্বরূপ ভগবদ্ধর্ম্ম এই সকল সংক্ষেপ ও বিস্তার রূপে বর্ণন করিলেন ॥ ২৪ ॥

তৎপরে অধিকারির প্রতি নিয়ত উপায় সহিত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এবং মোক্ষ রূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের বিবরণ নানা আখ্যানে ইতিহাস মধ্যে যেরূপ বর্ণিত আছে, তদ্রূপ বর্ণন করিলেন ॥ ২৫ ॥

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট ঐ প্রকার ধর্ম্ম বর্ণন করিতে

যো যোগিনশ্ছন্দমৃত্যো র্বাঞ্ছিতস্তূত্তরায়ণঃ ॥ ২৬ ॥
তদোপসংহৃত্যগিরঃ সহস্রণী র্বিমুক্তসঙ্গং
মন আদিপুরুষে। কৃষ্ণে লসৎ পীতপটে
চতুর্ভুজে পুরঃস্থিতেঽমীলিত দৃগ্ব্যধারয়ৎ ॥ ২৭ ॥
বিশুদ্ধয়া ধারণয়া হতাশুভ স্তদীক্ষয়ৈবাশু
গতায়ুধশ্রমঃ। নিবৃত্ত সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিভ্রম

সহস্রণীর্যুদ্ধেসমীপস্থান্ সহস্রং রথিনোনয়তি পালয়তীতি সহস্রণীর্ভীষ্মঃ সহস্রিণীরিতি পাঠে সহস্রার্থবতীর্গীরঃ। লসন্তৌ পাতৌ পটৌ যস্য তস্য তস্মিন্। অমীলিত দৃগেব মনোব্যধারয়ৎ ॥ ২৭ ॥

অনয়ৈব বিশুদ্ধয়া ধারণয়া হতমশুভং যস্য সঃ। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যেক্ষয়া কৃপা-দৃষ্ট্যৈবগত আয়ুধ শ্রমো যস্য সঃ। অতএব নিবৃত্তঃ সর্বেন্দ্রিয় বৃত্তীনাং বিভ্রমঃ

প্রবৃত্ত থাকিলে, ইচ্ছা মৃত্যু যোগিগণের প্রার্থনীয় যে উত্তরায়ণ কাল, তাহা আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৬ ॥

তখন আপনি সহস্র সহস্র অর্থ বিশিষ্ট যে বাক্য বলিতে ছিলেন, তাহার উপসংহার করিয়া সম্মুখস্থিত পীতাম্বরধারি চতুর্ভুজ আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে অসঙ্গ মনঃ ধারণ করিলেন, কিন্তু তিনি এইরূপে ধ্যানস্থ হইলেও শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ তাঁহার নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইল না ॥ ২৭ ॥

এই প্রকার বিশুদ্ধ ধারণা দ্বারাই সমস্ত অমঙ্গল নিবৃত্তি হইয়া গেল এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপা দৃষ্টিপাতে অস্ত্র জন্য বেদনার উপশম হইল, সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বিভ্রম, অর্থাৎ বিবিধ

স্তুষ্টাব জন্যং বিসৃজন্ জনার্দ্দনং ॥
শ্রীভীষ্ম উবাচ ॥ ২৮ ॥
ইতিমতি রুপকল্পিতা বিতৃষ্ণা ভগবতি
সাত্বত পুঙ্গবে বিভূম্নি। স্বসুখ মুপগতে
ক্বচিদ্বিহর্ত্তুং প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্ভবপ্রবাহঃ ॥ ২৯ ॥

বিবিধং ভ্রমণং যস্মাৎ সঃ। জন্যং দেহং ॥ ২৮ ॥

পরম ফল রূপাং শ্রীকৃষ্ণে রতিং পার্থয়িতুং প্রথমং স্বকৃত মতিমর্পয়তি। ইতি নানা ধর্ম্মাদ্যুপায়ৈর্মতির্মনো ধারণ লক্ষণা উপকল্পিতা সমর্পিতা। ক সাত্বতানাং পুঙ্গবে শ্রেষ্ঠে ভগবতি। বিতৃষ্ণা নিষ্কামা। অবিতৃষ্ণেতি বা চ্ছেদঃ অবিতৃপ্তা ইত্যর্থঃ। বিগতো ভূমা যস্মিন্ তস্মিন্ সমপেক্ষাস্তত্র মহত্বং নাস্তীত্যর্থঃ। তদৈব পরৈশ্বর্য্যমাহ স্ব সুখং স্বরূপভূতং পরমানন্দং উপগতে প্রাপ্তবত্যেব। ক্বচিৎ কদাচিৎ বিহর্ত্তুং ক্রীড়িতুং প্রকৃতিমুপেয়ুষি স্বীকৃতবতি নতু স্বরূপ তিরোধানেন জীববৎ পারতন্ত্র্যমিত্যর্থঃ। বিহর্ত্তু মিত্যুক্তং প্রপঞ্চয়তি যদ্যতঃ প্রকৃতেঃ প্রবাহঃ সৃষ্টি পরম্পরা ভবতি ॥ ২৯ ॥

ভ্রমণ নিবৃত্তি পাইল, অনন্তর তিনি দেহ ত্যাগের ইচ্ছা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব আরম্ভ করিলেন ॥ ২৮ ॥

ভীষ্ম কহিতে লাগিলেন বিবিধ ধর্ম্মাদি উপায় দ্বারা মনোধারণ রূপা বিষয় রাগ রহিতা যে মতি সাধন করিয়াছি তাহা সাত্বতশ্রেষ্ঠ অতি মহত্ব বিশিষ্ট এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিলাম, ইনি নিজ স্বরূপ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন, কদাচিৎ বিহার বাসনায় প্রকৃতি স্বীকার করেন, সেই প্রকৃতি হইতেই জগতের সৃষ্টি পরম্পারা হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

ত্রিভুবন কমনং তমালবর্ণং রবিকরগৌর
বরাম্বরং দধানে। বপুরলক কুলাবৃত
ননাব্জং বিজয়সখেরতিরস্তু মেহনবদ্যা ॥ ৩০ ॥
যুধি তুরগরজো বিধূম্র বিশ্বক্কচ লুলিতশ্রম
বার্য্যলঙ্কৃতাস্যে। মম নিশিত শরৈর্বিভিদ্য

ইদানীং শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিং বর্ণয়ন্ রতিং পার্থয়তে ত্রিভুবন কমনং ত্রিলোক্যামেক মেব যৎ কমনীয়ং তদ্বপুর্দ্দাধানে রতির্মেঽস্তু। তমালবন্নীলো বর্ণো যস্য তৎ প্রাতঃকালীনা রবেঃ কিরণাইব স্বতএব গৌরে পীতে বরে নির্ম্মলে অম্বরে যস্মিন্ তৎ। অলককুলৈরুপর্য্যাবৃতমাননাব্জং যস্মিন্ তৎ বিজয়সখে পার্থসারথৌ অন বদ্যা অহৈতুকী ফলাভিসন্ধি রহিতা রতি রস্তু ॥ ৩০ ॥

বজয় সখত্ব মেবাহু বর্ণয়ন্ রতিং পার্থয়তে যুধি যুদ্ধে তুরগাণাং খুররজঃ তৈন বিধূম্রা ধূসরাস্তে চ তে বিষক্ষ ইতস্ততশ্চলন্তঃ চারু কুন্তলা স্তৈর্লুলিতং বিকীর্ণং

এই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সখা ইনি ত্রিভুবনের কমনীয় তমালের ন্যায় মনোহর বপুঃ ধারণ করিয়াছেন, ইহাঁর শরীর প্রাতঃকালীন রবি কিরণের ন্যায় রমণীয় উৎকৃষ্ট পীত বসনে শোভমান এবং ইহাঁর মুখ কমল অলকাকুলে পরিবৃত, ইহাঁতে আমার ফলাভিসন্ধি রহিতা অমল গতি হউক ॥ ৩০ ॥

ইনি অর্জ্জুনের সখ্য পরতন্ত্র হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলে, তাহাতে তত্রস্থ অশ্বের খুরোদ্ধৃত ধূলির দ্বারা ধূসর বর্ণ কুন্তলে এবং পরিশ্রম জন্য স্বেদ বিন্দুকণায় ইহাঁর মুখ কমল সঙ্কুল হয় তথাচ ভক্তবাৎসল্য প্রকাশ জন্য তাহা অলঙ্কৃতির ন্যায় শোভিত হইয়াছিল, এবং আমার তীক্ষ্ণশরে ইহাঁর

মানত্বচি বিলসৎ কবচেঽস্তুকৃষ্ণ আত্মা ॥ ৩১ ॥
সপদি সখিবচো নিশম্য মধ্যে নিজপরয়ো
র্বলয়োঃ রথং নিবেশ্য। স্থিতবতি পর সৈনি

শ্রমবারি স্বেদ বিন্দু রূপং তেন ভক্তবাৎসল্য দ্যোতকেনালঙ্কৃতমাস্যং যস্য তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে মম আত্মা মনোঽস্তু রমতামিত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভুতে মদীয় নিশিতৈ স্তীক্ষ্ণৈঃ শরৈর্বিভিদ্যমানা ত্বক্ যস্য। শরৈরেব বিলসৎ কবচং যস্য তস্মিন্ ॥ ৩১

কিঞ্চ সপদীতি সেনয়োঃ রুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয়মেঽচ্যুত। যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ইতি সখ্যুরর্জ্জুনস্য বচো নিশম্য সপদি তৎক্ষণ মেব স্ব পরয়োর্ব্বলয়োর্মধ্যে স্থিতে পার্থসখে রতিরস্তু। তত্র স্থিত্বা কৃতং সখ্যং দর্শয়তি পরস্য দুর্য্যোধনস্য সৈনিকানামায়ুরক্ষ্ণা কালদৃষ্ট্যা হৃতবতি অসৌ দ্রোণঃ অসৌ কর্ণঃ ইতি তত্তৎ প্রদর্শন ব্যাজেন দৃষ্টৈব সর্ব্বেষামায়ুরাকৃষ্যার্জ্জু

শরীরের চর্ম্ম ক্ষত বিক্ষত হয় কিন্তু সেই শরের দ্বারাই ইহাঁর কবচের শোভা হইয়াছিল অতএব এই শ্রীকৃষ্ণে আমার মনঃ রমণ করুক ॥ ৩১ ॥

অর্জ্জুন যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন হে সখে! যুদ্ধাভিলাষি সেনা দর্শনার্থ উভয় পক্ষের সৈন্য মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর। এতৎ শ্রবণে ইনি তাঁহার বাক্য ক্রমে উভয় পক্ষীয় সৈন্য মধ্যে রথ স্থাপন করেন, এবং সেই সময় ইহাঁর কাল দৃষ্টি দ্বারাই শত্রু পক্ষীয় যোদ্ধৃগণের আয়ুঃ হৃত হয়, অর্থাৎ "ইনি ভীষ্ম, ইনি দ্রোণ, ইনি কর্ণ" এইরূপে নামোল্লেখ করিয়া দেখাইবার ছলে তাহাদের আয়ুঃ আকর্ষণ করিয়া অর্জ্জুনকে জয়ী করিয়া ছিলেন, অতএব ইনি অর্জ্জুনের

কায়ুরক্ষ্ণা হৃতবতি পার্থসখে রতির্মমাস্তু ॥ ৩২ ॥
ব্যবহিত পৃতনামুখং নিরীক্ষ্য স্বজনবধাদ্বি
মুখস্য দোষ বুদ্ধ্যা। কুমতিমহরদাত্মবিদ্যয়া
যশ্চরণ রতিঃ পরস্য তস্য মেঽস্তু ॥ ৩৩ ॥
স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্ত্তুমব
প্লুতো রথস্থঃ। ধৃতরথ চরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গু

নস্য জয়ং কৃতবতি ॥ ৩২ ॥

ন কেবলমর্জ্জুনস্য সপত্নায়ু র্হরণেনৈব জয়মাবহৎ কিন্ত্ববিদ্যাহরণেনাপীত্যাহ ব্যবহিতা দূরেস্থিতা যাপৃতনা তস্যা মুখমিব মুখং অগ্রেস্থিতান্ ভীষ্মাদীন্ নিরীক্ষ্যেত্যর্থঃ স্বজন বধাদ্বিমুখস্য নিবৃত্তস্য। তদুক্তং গীতাসু এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ। বিসৃজ্য সশরং চাপং শোক সংবিগ্নমানস ইতি। কুমতিমহং হন্তেত্যাদি কুবুদ্ধিং ॥ ৩৩ ॥

মমতু মহান্তমনুগ্রহং যঃ কৃতবানিত্যাহ দ্বাভ্যাং স্ব নিগমং অশস্ত্র এবাহং সাহায্যমাত্রং করিষ্যামীত্যেবং ভূতাং স্ব প্রতিজ্ঞাং হিত্বা। শ্রীকৃষ্ণং শস্ত্রং গ্রাহ-

সখা, ইহাঁতে আমার রতি হউক ॥ ৩২ ॥

দূরস্থিত বিপক্ষ পক্ষের সেনাগ্রভাগে দ্রোণ প্রভৃতিকে অবলোকন করিয়া অর্জ্জুন দোষ বুদ্ধিতে স্বজন বধে বিমুখ হইলে ইনি আত্ম বিদ্যা দ্বারা "আমি ইহাদের হন্তা" ইত্যাদি কুমতি হরণ করিয়াছিলেন, এই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমার রতি হউক্ ॥ ৩৩ ॥

ইনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কুরু পাণ্ডবদিগের যুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ না করিয়া সাহায্য মাত্র করিব, আমারও প্রতিজ্ঞা ছিল

হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
শিত বিশিখ হতো বিশীর্ণ দংশঃ ক্ষতজ পরি
প্ল তো আততায়িনোমে। প্রসভমভিসসার

পিষ্যামীতি এবং রূপাং মৎ প্রতিজ্ঞাং ঋতং সত্যং যথা ভবতি তথা অধি অধিকাং কর্ত্তুং যো রথস্থঃ সন্নবপ্লুতঃ সহসৈবাবতীর্ণঃ সন্ অভ্যয়াৎ অভিমুখ মধাবৎ। ইভং হন্তুং হরিঃ সিংহ ইব। কিম্ভূতঃ ধৃতো রথচরণশ্চক্রং যেন সঃ তদাচ সংরম্ভেণ মনুষ্য নাট্য বিস্মৃতেরুদরস্থ ভুবন ভারেণ প্রতিপদং চলদ্গুশ্চলন্তীগৌঃ পৃথ্বী যস্মাৎ। তেনৈবসংরম্ভেণ পথিগতং পতিতমুত্তরীয়ং বস্ত্রং যস্য সঃ মুকুন্দোমে গতির্ভবত্বিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

এবং যদাভ্যগাত্তদা স্ময়মানস্যাততায়িনো ধন্বিনো মে নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিশিখৈ র্হতঃ হতো বিশীর্ণ দংশঃ বিধ্বস্ত কবচঃ ক্ষতজেন রুধিরেণপরিপ্লুতঃ ব্যাপ্তঃ সন্

যে ইহাঁকে অস্ত্র গ্রহণ করাইব কিন্তু ইনি ভক্ত পক্ষপাত গুণে আপন প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা অধিক সত্য করিবার জন্য রথ হইতে সহসা অবতরণ পূর্ব্বক চক্র ধারণ করিয়া সিংহ যেমন হস্তি বধ জন্য বেগে ধাবমান হয় তদ্রূপ আমার সম্মুখে ধাবিত হন্। সেই সময় ইহাঁর অতিশয় ক্রোধোদয় হওয়াতে মনুষ্য নাট্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এ নিমিত্ত উদরস্থ সমস্ত ভুবনের ভার বশতঃ ইহাঁর প্রতিপদে পৃথিবী কম্পিতা হয়, এবং ক্রোধভরে ইহাঁর উত্তরীয় বসন পথে পড়িয়া যায় ॥ ৩৪ ॥

ইনি এইরূপে যখন ধাবমান হইয়া আগমন করিলেন তখন আমি বিস্মিত হইয়া ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক ইহাঁর উপরে তীক্ষ্ণ অস্ত্র

স ভবতু মে ভগবান্ গতির্মুকুন্দঃ ।। ৩৫ ।।

বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে ধৃতহয়রশ্মিনি

তচ্ছ্রিয়েক্ষণীয়ে। ভগবতি রতিরস্তু মে মুমূর্ষো

প্রসক্তং রথাক্ষারয়ন্তমর্জ্জুনমপ্যতিক্রম্য মদ্বধার্থমভিসসার অভিজগাম । এবং যোলোকদৃষ্ট্যাঽর্জ্জুন পক্ষপাতীরলক্ষিতঃ বস্তুতস্তু মমৈবানুগ্রহং কৃতবান্ স। ভগবান্ মে মম গতির্ভবত্বিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

তদেব মহ্যায়ৈরপি ভৃত্য রক্ষাব্যগ্রে শ্রীকৃষ্ণে রতিমাশাস্তে। বিজয়োঽর্জ্জুনঃ তস্য রথ এবকুটুম্বঃ অকৃত্যৈরপি রক্ষণীয়ো যস্য তস্মিন্। আত্তং তোত্রং প্রতোদো যেন তস্মিন্ ধৃতাশ্চ যে হয়ানাং রশ্ময়ঃ প্রগ্রহাস্তেসন্তি যস্য তস্মিন্ বৃহ্যাদিত্যশ্চেত্যানক্লান্নাস্তাদপি রশ্মি শব্দাদিন্। তৎ শ্রিয়া তয়া সারথ্য শ্রিয়েক্ষণীয়ে

নিক্ষেপ করিয়াছিলাম তাহাতে আপনি নিশিত শরে আহত হইলেন, গাত্রের কবচ ছিন্ন হইয়া গেল এবং শোণিতে সর্ব্ব শরীর ব্যাপ্ত হইল, সুতরাং ক্রোধভরে আমার প্রাণ বিনাশ বাসনায় বল পূর্ব্বক আমার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এরূপ করাতে লোকে ইহাঁকে অর্জ্জুন—পক্ষপাতী বলিয়া থাকে, বস্তুতঃ ইনি আমার প্রতি অনুগ্রহই করিয়া ছিলেন, অতএব এই মুক্তিপ্রদ ভগবান্ অদ্য আমার গতি হউন ।। ৩৫ ।।

অর্জ্জুনের রথই এই শ্রীকৃষ্ণের কুটুম্ব অর্থাৎ কুটুম্বকে যেমন অকার্য্য সাধন করিয়াও রক্ষা করিতে হয় তদ্রূপ ঐ রথের রক্ষা করিয়াছেন। ইনি বামহস্তে অশ্বধারণ রজ্জু এবংদক্ষিণ হস্তে কশা গ্রহণ করিলে সারথ্য শ্রীতে পরম শোভমান হন, ইহাঁর এমত অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য যে এই কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধে নিহত যোদ্ধ

যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপং ॥ ৩৬ ॥
ললিত গতি বিলাস বল্গুহাস প্রণয় নিরীক্ষণ
কল্পিতোরুমানাঃ। কৃতমনুকৃতবত্য উন্মদান্ধাঃ

শোভমানে মুমূর্ষো মর্ত্তুমিচ্ছোঃ। মত্তু অন্তায়বর্ত্তিনি কিমিতি রতিঃ প্রার্থ্যতে অত আহ ভগবতি অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যে। তদাহ ইহ যুদ্ধে হতাঃ সর্ব্বে যং নিরীক্ষ্য স্বরূপং তৎ সমান রূপং গতাঃ প্রাপ্তা ইতি দিব্য দৃষ্ট্যা পশ্যন্নাহ ॥ ৩৬ ॥

ক্ষত্র ধর্ম্মেণ যুদ্ধ্যমানা স্তৎ স্বরূপং প্রাপুরিতি ন চিত্রং। যতোউন্মদান্ধা অপি প্রাপু রিত্যাহ ললিত গতিশ্চ বিলাসশ্চ রাসাদিঃ মঞ্জু গত্যাদিভির্যান্বীয়ৈ স্তদী য়ৈর্ব্বা কল্পিত উরু মহান্ মানঃ পূজা যাসাং তাঃ অত উৎকটেন মদেনান্ধাঃ অতএব তদেক চিত্তত্বেন তস্য কৃতং কর্ম্ম গোবর্দ্ধনোদ্ধারণাদিকং অনুকৃতবত্যো গোপবধ্বঃ যস্য প্রকৃতিং স্বরূপমগন্ অগমন্ মকারলোপ স্বার্ষঃ কিলপ্রসিদ্ধং

সকল ইহাঁকে দর্শন করিয়া সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি আমি মৃত্যু ইচ্ছা করিয়াছি এক্ষণে ইহাঁতে আমার রতি হউক ॥ ৩৬ ॥

ইনি নিজ রাসাদি নর্ত্তন গতি, বিবিধ রূপে বিলাস এবং মনোহর হাস্য ও প্রেমময় নিরীক্ষণ দ্বারা গোপবধূগণের অতিশয় অভিমান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাহাতে তাহারা উৎকট মদে অন্ধ হইয়া ইহাঁর কৃত গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি কর্ম্মের অনুকরণ করিয়াছিল, তথাপি ইহাঁর কৃপায় তাহাদের স্বরূপ প্রাপ্তি হইয়াছে, অতএব ক্ষত্রধর্ম্মে রত যোদ্ধৃগণ যে ইহাঁর সারূপ্য প্রাপ্ত হইবে না তাহার কথা কি? যাহা হউক, এই

প্রতিমগন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ ॥ ৩৭ ॥
মুনিগণ নৃপবর্য্য সঙ্কুলেঽন্তঃ সদসি যুধিষ্ঠির
রাজসূয় এষাং। অর্হণমুপেদে ঈক্ষণীয়ো
মম দৃশি গোচর এষ আবিরাত্মা ॥ ৩৮ ॥
তমিমমহজং শরীরভাজাং হৃদিহৃদিধিষ্ঠিত
মাত্মকল্পিতানাং। প্রতিদৃশমিব নৈকধার্ক

তস্মিন্নেব রতি রস্ত ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

জগৎপূজ্যতা মনুস্মরন্নাহ মুনিগণৈ নৃপবর্য্যৈশ্চ সংকুলে ব্যাপ্তে অন্তঃ সদসি সভামধ্যে যুধিষ্ঠিরস্য রাজসূয়ে। এষাং মুনিগণাদীনাং ঈক্ষণীয়ঃ। অহোরূপ মহো মহিমেত্যেবমাশ্চর্য্যেণাবলোকনীয়ঃ সন্ উপপেদে প্রাপ এষ জগতামাত্মা মম দৃশি গোচরঃ দৃষ্টিবিষয়ঃ সন্ আবিঃ প্রকটো বর্ত্ততে অহোমে ভাগ্যমিতি ভাবঃ। ৩৮ ॥

সোঽহং কৃতার্থোঽস্মীতি আহ তমিমমিতি। ইমমজং সম্যগস্মিগতঃপ্রাপ্তোঽস্মি। সম্যক্ত্বমাহ বিধূতভেদমোহঃ তদর্থং ভেদস্যোপাধিকত্বমাহ আত্মকল্পিতানাং

ভগবান্ পরম কারুণিক ইহাঁতেই আমার রতি হউক ॥ ৩৭ ॥

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সভার মধ্যস্থান মুনিগণে এবং নৃপতি সমূহে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে এই শ্রীকৃষ্ণই সকলের আশ্চর্য্য রূপ দর্শনীয় হইয়া সর্ব্বসমক্ষে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই এই ভগবান্ আমার সমক্ষে বর্ত্তমান, অহো! আমার কি ভাগ্য? ॥ ৩৮ ॥

এই ভগবান্ অজ অর্থাৎ ইহাঁর জন্ম নাই অথচ স্বয়ং স্বনির্ম্মিত প্রাণিদিগের প্রত্যেক হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, যেমন এক সূর্য্য প্রত্যেক দৃষ্টিতে অনেকধা রূপে প্রাকাশমান হন, তাহার

মেকং সমধিগতোস্মি বিধূতভেদ মোহঃ।
শ্রীসূতউবাচ ॥ ৩৯ ॥
কৃষ্ণএবং ভগবতি মনোবাগ্দৃষ্টি বৃত্তিভিঃ।
আত্মন্যাত্মানমাবেশ্য সোহন্তঃ শ্বাস উপারমৎ ॥ ৪০ ॥
সম্পদ্যমানমাজ্ঞায় ভীষ্মং ব্রহ্মণি নিষ্কলে।
সর্ব্বে বভূবুস্তে তূষ্ণীং বয়াংসীব দিনাত্যয়ে ॥ ৪১ ॥

স্বয়ংনির্ম্মিতানাং শরীরভাজাং প্রাণিনাং হৃদি হৃদি প্রতিহৃদয়ং ধিষ্ঠিতং অধিষ্ঠিতং অকারলোপস্বার্ষঃ। নৈকধা অনেকধা অধিষ্ঠান ভেদাদনেকধা ভাতমিত্যর্থঃ। অত্রদৃষ্টান্তঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং দৃশংদৃশংপ্রতি একমেবার্কমনেকধাপ্রতীতমিবেতি॥ ৩৯

মনোবাক্ দৃষ্টীনাং বৃত্তিভিঃ পরমাত্মনি শ্রীকৃষ্ণে অন্তরে একলীনং শ্বাসো যস্য সঃ ॥ ৪০ ॥

নিষ্কলে নিরুপাধৌ সম্পদ্যমানং মিলিতমাজ্ঞায় আলক্ষ্য ॥ ৪১ ॥

ন্যায়, ইনিও অধিষ্ঠান ভেদে বহুরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, যাহা হউক আমি ইহাঁকে প্রাপ্ত হইলাম ইহাঁর দর্শনে আমার মোহ ও ভেদ জ্ঞান নিবারণ হইল ॥ ৩৯ ॥

সূত কহিলেন। ভীষ্ম এইরূপে মনঃ বাক্য এবং দৃষ্টিবৃত্তি দ্বারা পরমাত্ম স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আত্ম সংযোগ করিয়া উপরতি প্রাপ্ত হইলেন, প্রাণত্যাগ সময়ে তাঁহার নিশ্বাস বহির্ভাগে নির্গত না হইয়া অন্তরেই বিলীন হইল ॥ ৪০ ॥

ভীষ্মদেবকে নিরুপাধি পরমাত্মায় মিলিত হইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সমাগত সকল ব্যক্তি দিবাবসানে নীরব পক্ষিগণের ন্যায় তুষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন ॥ ৪১ ॥

তত্র দুন্দুভয়ো নেদুর্দৈবমানব বাদিতাঃ ।
শশংসুঃ সাধবো রাজ্ঞাং খাৎপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ।। ৪২ ।।
তস্যনির্হরণাদীনি সম্পরেতস্য ভার্গব ।
যুধিষ্ঠিরঃ কারয়িত্বা মুহূর্ত্তং দুঃখিতোভবৎ ।
তুষ্টুবুর্মুনয়ো হৃষ্টাঃ কৃষ্ণংতৎগুহ্যনামভিঃ
ততস্তে কৃষ্ণ হৃদয়াঃ স্বাশ্রমান্ প্রযযুঃপুনঃ ॥ ৪৩ ॥
ততো যুধিষ্ঠিরোগত্বা সহকৃষ্ণোগজাহ্বয়ং ।

দৈবৈর্ম্মানবৈশ্চ বাদিতাঃ রাজ্ঞাংমধ্যে যে সাধবঃ অনসূয়বঃ ॥ ৪২ ॥
নির্হরণাদীনি সংস্কাদীনি সম্যক্ পরেতস্য মুক্তস্যাপীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥
পিতরং ধৃতরাষ্ট্রং তপস্বিনীং সন্তাপবতীং ॥ ৪৪ ॥

কিন্তু স্বর্গে দেবগণ এবং মর্ত্ত্যে মানববৃন্দ কর্ত্তৃক দুন্দুভিবাদ্য বাদিত হইতে লাগিল এবং রাজগণের মধ্যে অসূয়া দোষ শূন্য সাধু ব্যক্তিরা প্রশংসা করিতে লাগিলেন ও আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি পতিত হইল ॥ ৪২ ॥

হে ভৃগুনন্দন শৌনক ! ভীষ্মদেব এইরূপে প্রাণত্যাগ করিয়া মুক্ত হইলেও রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার শব নির্হরণাদি সংস্কার সকল করিয়া মুহূর্ত্ত কাল দুঃখিত হইলেন। মুনিগণ ঐ ব্যাপার অবলোকনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গুহ্য নাম সকল অর্থাৎ হে ভক্তবৎসল ! হে প্রেমাধীন্ ! ইত্যাদি উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, অনন্তর সকলে স্ব স্ব হৃদয় মধ্যে ভগবানের চিন্তা করিতে ২ আপন ২ আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

তৎপরে রাজা যুধিষ্ঠিরও শ্রীকৃষ্ণের সহিত হস্তিনাপুরে

পিতরং সান্ত্বয়ামাস গান্ধারীঞ্চ তপস্বিনীং ॥ ৪৪ ॥
পিত্রাচানুমতোরাজা বাসুদেবানু মোদিতঃ।
চকাররাজ্যং ধর্ম্মেণ পিতৃপৈতামহং বিভুঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়সিক্যাং প্রথমস্কন্ধে যুধিষ্ঠিররাজ্যোপলম্ভোনাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৯ ॥ * ॥

শ্রীশৌনক উবাচ।
হত্বা স্বরিকৃথস্পৃধ আততায়িনো যুধিষ্ঠিরো

রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৪৫ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমে নবমঃ ॥ ৯ ॥ * ॥

দশমে কৃত কার্য্যস্য হস্তিনা পুরতোহরেঃ। স্ত্রীভিঃসংস্তূয়মানস্য বর্ণ্যতে দ্বারকাগমঃ ॥ ০ ॥

রাজ্যং চকারেত্যুক্তং তত্র পৃচ্ছতি হত্বেতি। স্বস্য ঋক্‌থে ধনে স্পর্দ্ধন্তেস্ম

প্রত্যাগমন করিয়া পুত্র শোকাকুল ধৃতরাষ্ট এবং সন্তাপবতী গান্ধারীকে শান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর ধৃতরাষ্টের অনুমতিক্রমে এবং শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় মতে রাজসিংহাসনে অধ্যাসীন হইয়া ধর্ম্ম প্রযুক্ত পিতৃ পিতা মহের রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৫ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমে নবম ॥ * ॥

দশমাধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃতকার্য্য হইয়া হস্তিনা হইতে দ্বারকায় গমন এবং স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ॥ ০ ॥

শৌনক মুনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূত? যে সকল ব্যক্তি

ধর্ম্ম ভৃতাং বরিষ্ঠঃ। সহানুজঃ প্রত্যবরুদ্ধ
ভোজনঃ কথং প্রবৃত্তঃ কিমকারষীত্ততঃ।
শ্রীসূত উবাচ ॥ ১ ॥
বংশং কুরোর্বংশদবাগ্নি নির্হৃতং সংরোহয়িত্বা
ভব ভাবনো হরিঃ। নিবেশয়িত্বা নিজ রাজ্য

যে তে তথা। যদ্বা স্বরিক্থায় স্পৃধঃসংগ্রামো যেষাং। অতএব ধনাদি হরণা-
দাততায়িনঃ তান্ হত্বা প্রত্যবরুদ্ধ ভোজনঃ বন্ধুবধ দুঃখেন সঙ্কুচিতভোগঃ।
রাজ্য লাভেন প্রাপ্ত ভোগোবা। কথং রাজ্যে প্রবৃত্তঃ। প্রবৃত্তোবা ততঃ
কিমকার্ষীৎ ॥ ১ ॥

রাজ্য প্রবৃত্তেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রীতিং পর্য্যালোচ্য প্রবৃত্ত ইত্যাশয়েনোত্তরমাহ
বংশংকুরোঃ সংরোহয়িত্বা পরীক্ষিদ্রক্ষণেন সংরোহ্য অঙ্কুরিতং কৃত্বা। কথং

স্বীয় ধনে স্পর্দ্ধমান হইয়া সমরক্ষেত্রে বধোদ্যত হইয়া ছিল, ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে বধ করিয়া বন্ধু নিধন জন্য দুঃখে অনুজগণের সহিত অবশ্য ভোগ বিষয়ে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবেন, তিনি কি রূপে রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহার পরেই বা কি করিলেন? ॥ ১ ॥

শৌনকের এই সকল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভব ভাবন শ্রীকৃষ্ণ কুরুবংশরূপ বন হইতে উদ্ভূত ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ তদীয় বংশকে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে পরীক্ষিতের রক্ষণ দ্বারা অঙ্কুরিত ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিজ-রাজ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রীতমনা হইয়াছিলেন, এবং রাজাও

ঈশ্বরো যুধিষ্ঠিরং প্রীতমনা বভূবহ ॥ ২ ॥
নিশম্য ভীষ্মোক্তমথাচ্যুতোক্তং প্রবৃত্ত বিজ্ঞান
বিধূত বিভ্রমঃ। শশাস গামিন্দ্র ইবাজিতাশ্রয়ঃ
পরিধ্যুপান্তা মনুজানু বর্ত্তিতঃ ॥ ৩ ॥
কামং ববর্ষ পর্জন্যঃ সর্ব্বকামদুঘা মহী।

ভূতং বংশদবাগ্নি নির্হিতং বংশ এব দবং বনং তস্মাদুদ্ভূতঃ ক্রোধরূপোঽগ্নি তেন নিহিতঃ দগ্ধং নিজরাজ্যে নিবেশ্য চ ॥ ২ ॥

প্রবৃত্তৌ হেতুমুক্ত্বা কিমকার্ষীদিত্যপেক্ষায়ামাহ নিশাম্যেতি। প্রবৃত্তং যদ্বিজ্ঞানং পরমেশ্বরাধীনং জগৎ ন স্বতন্ত্রং ইত্যেব রূপং তেন বিধূতো বিভ্রমোঽহংকর্ত্তেত্যেবং ভূতোমোহোযস্য সঃ। অনুজৈরনুবর্ত্তিতঃ সেবিতঃ সন্ অজিতঃ শ্রীকৃষ্ণ এব আশ্রয়ো যস্য সঃ। পরিধিঃ সমুদ্রঃ তৎপর্য্যন্তাং গাংপৃথ্বীং পালয়া মাস ॥ ৩ ॥

তস্য রাজ্যমনুবর্ষয়তি কামমিতি ত্রিভিঃ। মহীসর্ব্বকাম দোগ্ধ্রী বভূব।

শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি পর্য্যালোচনা করিয়া রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২ ॥

ভীষ্মের উক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার যে বিজ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ "এই জগৎ ঈশ্বরের অধীন ইহা স্বতন্ত্র নয়" এইরূপ যে জ্ঞান হয় তদ্দ্বারাই আমি কর্ত্তা এরূপ মোহের নিবৃত্তি হইয়াছিল, অতএব ইন্দ্র যেমন উপেন্দ্রের আশ্রিত হইয়া স্বর্গ রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত এবং ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া আসমুদ্রা পৃথিবী শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩ ॥

তদীয় রাজ্য কালে মেঘ সকল যথেষ্ট বর্ষণ করিতে লাগিল

সিষিচুঃ স্ম ব্রজান্ গাবঃ পয়সোধস্বতীর্মুদা ॥ ৪ ॥
নদ্যঃ সমুদ্রা গিরয়ঃ সবনস্পতি বীরুধঃ।
ফলন্ত্যোষধয়ঃ সর্ব্বাঃ কামমন্বৃতু তত্রবৈ ॥ ৫ ॥
নাধয়ো ব্যাধয়ঃ ক্লেশাঃ দৈব ভূতাত্মহেতবঃ।
অজাতশত্রাবভবন্ জন্তূনাং রাজ্ঞি কর্হিচিৎ ॥ ৬ ॥
উষিত্বা হাস্তিনপুরে মাসান্ কতিপয়ান্ হরিঃ।

ব্রজান্ গোষ্ঠানি। উধস্বতী উধস্বত্যঃ ক্ষীরাশয়ঃ স্থূলোধস ইত্যর্থঃ। সিষিচুরভ্যসিঞ্চন্ ॥ ৪ ॥

অন্বৃতু ঋতৌ ঋতৌ ॥ ৫ ॥

আধয়ো মনোব্যথাঃ ব্যাধয়ো রোগাঃ। ক্লেশাঃ শীতোষ্ণাদি কৃতাঃ। দৈবঞ্চ কৃতাঃ দৈবঞ্চ ভূতানিচ আত্মাচ হেতুর্যেষাং আধিদৈবিকাদীনাং তে জন্তূনাং নাভবন্ ॥ ৬ ॥

ইদানীং দ্বারকা গমনং নিরূপয়িতুমাহ উষিত্বেতি। স্বস্রুঃ সুভদ্রায়াঃ ॥ ৭ ॥

এবং পৃথিবী সর্ব্বকাম দোগ্ধ্রী হইল, আর ধেনুগণের ক্ষীরাশয় স্থূল হওয়াতে তাহারা হর্ষ পূর্ব্বক দুগ্ধ দ্বারা গোষ্ঠ সকল সেচন করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

আর তাঁহার রাজ্যে সরিৎ, সাগর, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা এবং ওষধি সকল প্রত্যেক ঋতুতে যথেষ্ট ফলিত হইতেলাগিল ॥৫

অপর অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির রাজা হইলে কখন কোন প্রাণিকে মনোব্যথা অথবা রোগ কিম্বা দৈব ভূত ও আত্ম সম্বন্ধীয় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই ॥ ৬ ॥

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বন্ধুবর্গের শোক নিবারণ এবং ভগিনী

সুহৃদাঞ্চ বিশোকায় স্বসুশ্চ প্রিয় কাম্যয়া ॥ ৭ ॥
আমন্ত্র্য চাভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিষ্বজ্যাভিবাদ্যতং।
আরুরোহ রথং কৈশ্চিৎ পরিষ্বক্তোভিবাদিতঃ ॥ ৮ ॥
সুভদ্রা দ্রৌপদী কুন্তী বিরাট তনয়া তথা।
গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রশ্চ যযুৎসু গৌতমোযমৌ ॥ ৯ ॥
বৃকোদরশ্চ ধৌম্যশ্চ স্ত্রিয়ো মৎস্য সুতাদয়ঃ।

তং যুধিষ্ঠিরং ॥ ৮ ॥

যুযুৎসুর্ধৃতরাষ্ট্রাৎ বৈশ্যায়াং জাতঃ। গৌতমঃ কৃপঃ যমৌ নকুল সহদেবৌ ॥ ৯ ॥

অন্যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ। মৎস্য সুতা উত্তরা। তস্যাঃ পুনর্গ্রহণং গর্ভরক্ষক কৃষ্ণস্য

সুভদ্রার প্রিয় কামনায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কতিপয় মাস হস্তিনাপুরে বাস করিয়া ॥ ৭ ॥

স্বীয় পুরী দ্বারকায় পুনর্গমন জন্য রাজাকে সম্ভাষণ, আলিঙ্গন এবং অভিবাদন করিলেন। তাঁহার সুহৃদগণের মধ্যে কোন ২ ব্যক্তি তাঁহাকেও আলিঙ্গন কেহ ২ বা অভিবাদন করিল, তদনন্তর তিনি রাজার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৮ ॥

ঐ সময় সুভদ্রা, দ্রৌপদী, কুন্তী, বিরাট তনয়া উত্তরা তথা গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র এবং ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র যুযুৎসু, কৃপ, নকুল, সহদেব ॥ ৯ ॥

ভীম, ধৌম্য, এবং মৎস্যসুতা সত্যবতী প্রভৃতি স্ত্রীগণ শার্ঙ্গধম্বা শ্রীকৃষ্ণের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া বিমো-

নসেহিরে বিমোহন্তো বিরহং শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ১০ ॥
সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ ।
কীর্ত্তমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনং ॥ ১১ ॥
তস্মিন্ন্যস্তধিয়ঃ পার্থাঃ সহেরন্ বিরহং কথং ।
দর্শনস্পর্শনালাপ শয়নাসন ভোজনৈঃ ॥ ১২ ॥
সর্ব্বেতেহনিমিষৈরক্ষৈ স্তমনুদ্রুত চেতসঃ ।

বিরহমোহাধিক্যাৎ। যদ্বা মৎস্যসুতা সত্য বতী ॥ ১০ ॥

তেষাং শ্রীকৃষ্ণ বিরহা সহনং কৈমুতিক ন্যায়েনাহ সৎসঙ্গাদিতি দ্বাভ্যাং। সতাং সঙ্গাদ্ধেতোঃ মুক্তঃ পুত্র্যাদি বিষয়ো দুঃসঙ্গোযেনসঃ। সদ্ভিঃ কীর্ত্তমানং রুচিকরং যস্য যশঃ সকৃদাকর্ণ্য সৎসঙ্গং ত্যক্তুং নশক্নোতি ॥ ১১ ॥

দর্শনাদিভিঃ তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে ন্যস্তা অভ্যস্তা ধীর্যেষাং তে ॥ ১২ ॥

অতএবানিমিষৈর্নেত্রৈ স্তমেব বীক্ষমাণাঃ তত্র তত্রার্হণানয়নার্থং চলন্তিস্ম।

হিত হইলেন ॥ ১০ ॥

তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ বিরহ ঐ রূপ অসহ্য হওয়া আশ্চর্য্য নহে, কারণ সৎসঙ্গ দ্বারা যে ব্যক্তির পুত্র্যাদি বিষয়ক দুঃসঙ্গ মুক্ত হয়, তিনি সাধুগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তমান যাঁহার রুচিকর যশঃ এক বার মাত্র শ্রবণ করিলে আর সৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন না ॥ ১১ ॥

কুন্তীপুত্রেরা দর্শন, স্পর্শন, আলাপ, শয়ন, একত্র উপবেশন, ভোজন, ইত্যাদি দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণে আত্ম বুদ্ধি অর্পণ করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে তাঁহার বিরহ কি রূপে সহ্য হইতে পারে? ॥ ১২ ॥

অতএব স্নেহ সম্বদ্ধ হইয়া অনিমিষ লোচনে শ্রীকৃষ্ণের গম-

বীক্ষ্যন্তঃ স্নেহ সংবদ্ধা বিচেলুস্তত্র তত্রহ ॥ ১৩ ॥
স্যরুন্ধন্নুদ্গালংবাস্পমৌৎকণ্ঠ্যাদ্দেবকীসুতে।
নির্যাত্যগারান্নোঽভদ্রমিতি স্যাদ্বান্ধবস্ত্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥
মৃদঙ্গ শঙ্খ ভের্য্যশ্চ বীণা পণব গোমুখাঃ।
ধুধুর্য্যানকঘণ্টাদ্যা নেদু র্দুন্দু ভয়স্তদা ॥ ১৫ ॥
প্রাসাদ শিখরা রূঢ়াঃ কুরুনার্য্যো দিদৃক্ষয়া।

যতঃ স্নেহেন সম্যক্ বদ্ধা অতএব তমনুগতানি চেতাংসি যেষাং তে ॥ ১৩ ॥

অগারান্নির্যাতি নির্গচ্ছতি সতি দেবকী সুতে বান্ধব স্ত্রিয়ঃ ঔৎকণ্ঠ্যাদ্ধেতোঃ উদ্গালং স্রবদ্বাষ্পঃ অশ্রুণ্যরুন্ধন্ নেত্রেষ্বেব স্তম্ভিতবত্যঃ তত্রহেতুঃ অভদ্রং নোঽস্মাৎ অমঙ্গলং মাভূৎ ইত্যেতদর্থং ॥ ১৪ ॥

মৃদঙ্গাদয়ো দশবাদ্য ভেদাঃ ॥ ১৫ ॥

প্রেমব্রীড়া স্মিত পূর্ব্বমীক্ষণং যাসাং তাঃ ॥ ১৬ ॥

নের প্রতি অবলোকন করত যে যে দিকে তিনি যাইতে লাগিলেন তাঁহারাও তদ্গত চিত্ত হইয়া তাঁহার পূজোপহার আনয়ন জন্য সেই ২ দিকে যাইতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পুরী হইতে নির্গত হইলে যদিও বান্ধব স্ত্রীদিগের উদ্বেগ বশতঃ নয়ন হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইতে লাগিল, তথাচ তাহারা গমন সময় অশ্রুবিমোচন অমঙ্গল বিবেচনায় চক্ষুর জল চক্ষুতেই সম্বরণ করিয়া রাখিল ॥ ১৪ ॥

অপর তাঁহার গমন সময় মঙ্গল সূচক মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ভেরী, বীণা, পণব, ধুধুরী, আনক, ঘণ্টা, এবং দুন্দুভি প্রভৃতির বাদ্য হইতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

পুরস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য অট্টালিকার উপরি

ববৃষুঃ কুসুমৈঃ কৃষ্ণং প্রেম ব্রীড়া স্মিতেক্ষণাঃ ॥ ১৬ ॥
সিতাতপত্রং জগ্রাহ মুক্তা দাম বিভূষিতং।
রত্নদণ্ডং গুড়াকেশঃ প্রিয়ঃ প্রিয়তমস্য হ ॥ ১৭ ॥
উদ্ধব সাত্যকিশ্চৈব ব্যজনে পরমাদ্ভুতে।
বিকীর্য্যমাণঃ কুসুমৈঃ রেজে মধুপতিঃ পথি ॥ ১৮ ॥
অশ্রূয়ন্তা শিষঃ সত্যা স্তত্র তত্র দ্বিজেরিতাঃ।

গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশোজিতনিদ্রোঽর্জ্জুনঃ গুড়াকা ধনুর্বিদ্যা তস্যা ঈশ ইতিবা ধনুর্ব্বেদ পারগ ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ব্যজনে চামরে জগৃহতুঃ। মধুপতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ ১৮ ॥

সত্যাঃ শ্রীকৃষ্ণে তাসাং অব্যভিচারাৎ। কিন্তু নানুরূপাশ্চতা অনুরূপাশ্চ নির্গুণস্য পরমানন্দস্য সুখী ভবেত্যাদয়ো নানুরূপাঃ গুণাত্মনো মনুষ্য নাট্যা-

---

গিয়া আরোহণ করিল, এবং প্রেম লজ্জা ও ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক দর্শন করিয়া তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

অনন্তর অর্জ্জুন প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের উপরে শ্বেতবর্ণ ছত্র ধারণ করিলেন, ঐ ছত্রের শোভা অতি আশ্চর্য্য ছিল, তাহা লম্বিত মুক্তা মালায় বিভূষিত, এবং তাহার দণ্ড রত্ন নির্ম্মিত ছিল ॥ ১৭ ॥

অপর উদ্ধব এবং সাত্যকি ইহাঁরা অদ্ভুত চামর গ্রহণ করিয়া দুই পার্শ্বে বীজন করিতে লাগিলেন। অতএব ছত্র, চামর ও পথি মধ্যে স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক পুষ্পবর্ষণ ইত্যাদি দ্বারা মধুপতি শ্রীকৃষ্ণের অতি অদ্ভুত শোভা হইয়াছিল ॥ ১৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যাত্রা করিয়া যে যে দিকে গমন করিলেন, সেই সেই স্থানের দ্বিজগণের অমোঘ আশীর্ব্বাদ তাঁহার কর্ণগোচর

নানুরূপান্থ রূপাশ্চ নির্গুণস্থ গুণাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥
অন্যোন্যমাসীৎসংজল্প উত্তমঃ শ্লোকচেতসাং।
কৌরবেন্দ্র পুরস্ত্রীণাং সর্ব্বশ্রুতি মনোহরঃ॥ ২০ ॥
সবৈকিলায়ং পুরুষঃ পুরোতনো যএক আসী
দবিশেষ আত্মনি। অগ্রে গুণেভ্যো জগদা

বতারে অনুরূপাশ্চেত্যর্থঃ। সন্ধিরার্ষঃ ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বাসাং শ্রুতীনাং মনোহরং উপনিষদোপি মূর্ত্তিমত্যঃ সত্যঃ তং সং জল্পমভ্য নন্দন্নিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

তত্রতেজঃ সৌন্দর্য্যাদ্যতিশয়েন বিস্মিতাভ্যঃ সখিভ্যোঽন্যাঃ স্ত্রিয়ঃ কথয়ন্তি নাত্রবিস্ময়ঃ কার্য্যঃ সাক্ষাদীশ্বরত্বাদস্যেতি সধা ইতি চতুর্ভিঃ। বৈ স্মরণে। কিলেতি প্রসিদ্ধ প্রমাণদ্যোতনং। য একএবাদ্বিতীয়ঃ পুরুষ আসীৎ সএবায়ং

হইল, কিন্তু ঐ দ্বিজগণের আশীর্ব্বচন অর্থাৎ সুখী হও ইত্যাদি তাঁহার অনুরূপ ও অননুরূপ দুইটীই হইল, কারণ, পরমানন্দের সুখী হও এই আশীর্ব্বাদ অনুরূপ নহে, এবং মনুষ্য নাট্য অবতারে সুখী হও ইহা অনুরূপও বটে ॥ ১৯ ॥

কুরুবংশাবতংস রাজা যুধিষ্ঠিরের পুরস্ত্রীগণ উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়া পরস্পর যে রূপ কথোপকথন করিতে লাগিল তাহা শ্রুতি সকলেরও মনোহর হইল, অর্থাৎ উপনিষদ্ সকল যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া সেই কথোপকথনে আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

পুরস্ত্রীগণ মধ্যে কোন ২ নারী শ্রীকৃষ্ণের তেজঃ এবং সৌন্দর্য্যাতিশয় দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলে তাহাদের সখীরা

অনীশ্বরে নিমীলিতাত্মনিশি সুপ্তশক্তিষু॥ ২১॥
সএব ভূয়ো নিজবীর্য্যচোদিতাং স্বজীব মায়াং
প্রকৃতিং সিসৃক্ষতীং। অনাম রূপাত্মনি রূপ

শ্রীকৃষ্ণ। কুত্রাসীৎ। অবিশেষে আত্মনি নিস্প্রপঞ্চে নিজরূপে। কদা অগ্রে গুণেভ্যঃ গুণক্ষোভাৎ পূর্ব্বঃ তথা নিশি প্রলয়েচ। তস্য লক্ষণং। জগতামাত্মনি জীবে নিমীলিতাত্মনীতি লুপ্ত সপ্তম্যন্তং পদং জাতাবেকবচনং। ঈশ্বরে লীন রূপেষু জীবেষু সংস্থিতার্থ্যঃ। নমু জীবানাং ব্রহ্মত্বাৎ কথং লয়ঃ। তত্রাহুঃ সুপ্তাসু শক্তিষু সতীষু। জীবোপাধি ভূতং সত্বাদি শক্তি লয় এব জীবলয় ইত্যর্থঃ॥ ২১॥

তদেবং সৃষ্টেরাদৌ প্রলয়ানন্তরঞ্চ নিস্প্রপঞ্চাবস্থানমুক্ত্বা স্থিতৌ সৃষ্টি প্রলয়য়োর্মধ্যে স প্রপঞ্চাবস্থানমাহ ইতি। সএব অপ্রচ্যুত স্বরূপ স্থিতিরেব প্রকৃতিং অনুসসার অধিষ্ঠিতবান্ ভূয়ঃ পুনঃ সৃষ্টি প্রবাহস্যানাদিত্বাৎ কীদৃশীং নিজবীর্য্য চোদিতাং স্বকাল শক্তি প্রেরিতাং স্বাংশ ভূতানাং মায়াং মোহিনীং

কহিতে লাগিল, সখি! এ বিষয়ে আশ্চর্য্য বোধ করিও না ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, সত্বাদি গুণ ক্ষোভের পূর্ব্বে অর্থাৎ সৃষ্টির অগ্রে, তথা প্রলয় সময়ে জীবের উপাধি স্বরূপ সত্বাদি গুণ লীন হওয়াতে জগতের জীব সকল যখন লীন হয় তখন নিস্প্রপঞ্চ নিজ রূপে যিনি প্রসিদ্ধ অদ্বিতীয় পুরাতন পুরুষ ছিলেন তিনি এই শ্রীকৃষ্ণ॥ ২১॥

সেই এই শ্রীকৃষ্ণ, নামরূপ রহিত জীবে দেব তির্য্যক্ নরাদি নাম রূপ বিধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া জীব সকলের ভোগের নিমিত্ত আপনার স্বীয় কাল শক্তি দ্বারা প্রেরিতা এবং স্বীয় অংশ ভূত জীব সকলের মোহন কারিণী অতএব সৃজনাতি-

নামনী বিধৎস ম্যান্নোহস্য সসার শাস্ত্রকৃৎ ॥ ২২ ।
সাবা অয়ং যস্য পদমত্র সুরয়ো জিতেন্দ্রিয়া
নির্জিত মাতরিশ্বনঃ। পশ্যন্তিভক্ত্যুৎকলিত।
মলাত্মনা নন্বেষ সত্বং পরিমার্ষ্টু মর্হতি ॥ ২৩ ॥

অতএব সিসৃক্ষন্তীং স্রষ্টুমিচ্ছন্তীং। কিমর্থমনুসসার অনাম রূপে আত্মনি জীবে রূপ নামনী বিধাতু মিচ্ছন্ উপাধিসৃষ্ট্যা জীবানাং ভোগায়েত্যর্থঃ কর্ম্মাণিচ বিধাতুং বেদান্ কৃতবানিত্যাহঃ শাস্ত্র কৃদিতি ॥ ২২ ॥

অস্য দর্শনমতিদুর্লভ মস্মাভিৰ্লব্ধ মিত্যাহঃ সবৈ অয়ং যস্য পদং স্বরূপং অঙ্ঘ্রিং বা নির্জিতো মাতরিশ্বা প্রাণোযৈঃ জ্ঞস্বস্ব মার্ষং। তচ্চ সুরয় এব পশ্যন্তি। কেন। ভক্ত্যা উৎকলিতঃ অমলো য আত্মা বুদ্ধিস্তেন। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা ইতিশ্রুতেঃ বুদ্ধি বৈমল্যস্যাপ্যয়মেব হেতু রিত্যাহঃ নন্বু হে সখি এষ এব সত্বং বুদ্ধিং পরিমার্ষ্টুং সম্যক্ শোধয়িতুং অর্হতি নতু যোগাদয় ইত্যর্থঃ। যদ্বা নন্বু অহো এষ সত্বং জ্ঞানং পরিমার্ষ্টুং নাশয়িতুং দূর গমনেনা প্রত্যক্ষী ভবিতুং নার্হতি। কিন্তু অনেন সহৈব গন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

লাষিণী প্রকৃতির অনুসরণ করেন, অপর কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, সাধন, ইহাদের সিদ্ধির নিমিত্ত প্রকৃতির অনুগমনের পূর্ব্বে বেদ সকল প্রকাশ করেন ॥ ২২ ॥

হে সখি! ইহাঁর দর্শন প্রাপ্ত হওয়া অতি দুর্লভ, পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্ব্বক প্রাণ বায়ুকে জয় করিয়া ভক্তি যোগে উৎকণ্ঠিত নির্ম্মল চিত্ত দ্বারা যাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করেন ইনি সেই পুরুষ। সখি! ইনি বুদ্ধিকে মার্জন করিতে পারেন, যাগাদি হইতে মনুষ্যদের বুদ্ধি শুদ্ধি হয় না ॥ ২৩ ॥

সবা অয়ং সখ্যনুগীত সৎকথো বেদেষু
গুহ্যেষুচ গুহ্যবাদিভিঃ। যএক ঈশো জগ
দাত্মলীলয়া সৃজত্যবত্যত্তি নতত্র সজ্জতে ॥ ২৪ ॥
যদাহ্যধর্ম্মেণ তমোধিয়ো নৃপা জীবন্তি তত্রৈ
ষহি সত্বতঃ কিল। ধত্তে ভগং সত্যমৃতং
দয়াং যশো ভবায় রূপাণি দধদযুগে যুগে ॥ ২৫ ॥

পুণ্যশ্লোকতামাহঃ সবা ইতি। হে সখি যো বেদেষু রহস্যাগমেষুচ রহস্য নিরূপকৈঃ অনুগীত সৎকথঃ অনুগীতাঃ সত্যাঃ কথা যস্য সএবায়ং। গান প্রকারমাহঃ যএক ঈশ ইত্যাদি ॥ ২৪ ॥

এবং ভূতস্য নানাবতারে কারণ মাহর্যদেতি। তমোব্যাপ্তা ধীর্যেষাং তে নৃপা অধর্ম্মেণ জীবন্তি কেবলং প্রাণান্ পুষ্ণন্তি তত্র তদা এষ এব ভবায় স্থিত্যৈ সত্বতঃ বিশুদ্ধ সত্বেন রূপাণি দধৎ ভগাদীনি ধত্তে প্রকটয়তি যুগে যুগে তত্তদব-সরে। ভগং ঐশ্বর্য্যং সত্যং সত্যপ্রতিজ্ঞত্বং। ঋতং যথার্থোপদেশকত্বং দয়াং ভক্তকৃপাং। যশঃ অদ্ভুতকর্ম্মত্বং ॥ ২৫ ॥

হে সখি! রহস্য নিরূপক পণ্ডিতেরা বেদ এবং রহস্যাগমে যাঁহার সৎকথা গান করিয়া থাকেন এবং যিনি এক ঈশ্বর আত্ম লীলার দ্বারা জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিতেছেন অথচ ইহাতে আসক্ত নহেন, ইনি সেই পুরাতন পুরুষ ॥ ২৪

যে সময় নৃপতিগণ তমোদ্বারা আবৃত বুদ্ধি হইয়া অধর্ম্মা-চরণ পূর্ব্বক কেবল আপনাদের প্রাণকে পরিপুষ্ট করে তখন ইনিই জগতের স্থিতির নিমিত্ত বিশুদ্ধ সত্বগুণে রূপ ধারণ করিয়া অর্থাৎ অবতীর্ণ হইয়া সেই সেই যুগে ঐশ্বর্য্য, সত্য প্রতিজ্ঞতা, যথার্থোপদেশকত্ব, দয়া, এবং অদ্ভুত কর্ম্ম-কারিত্ব, ইত্যাদি গণ প্রকটিত করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

অহো অলংশ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুলং অহো অলং
পুণ্যতমং মধোর্ব্বনং। যদেষ পুংসামৃষভঃ
শ্রিয়ঃ পতিঃ স্ব জন্মনা চক্রমণেন চাঞ্চতি ॥ ২৬ ॥
অহো বত স্বর্যশসস্তিরস্করী কুশস্থলী পুণ্য যশ
স্করী ভুবঃ। পশ্যন্তি নিত্যং যদনুগ্রহেষিতং

বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতার সৌভাগ্যং বর্ণয়ন্তি অহো ইতি পঞ্চভিঃ। যদযস্মাৎ এষ পুরুষোত্তমঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ স্বজন্মনা যদোঃ কুলং অঞ্চতি পূজয়তি সৎকরোতি। অতঃ শ্লাঘ্যতমং তৎ চংক্রমেণেনচ মধোর্ব্বনং মথুরাং অঞ্চতি সৎকরোতি। অতস্তৎ পুণ্যতমমিতি তম প্রত্যয়ার্থস্যাপ্যত্যন্তাতিশয়েঽলমিতি। তত্রাপ্যাশ্চর্য্যে অহো ইত্যুক্তং ॥ ২৬ ॥

অহো বত অত্যাশ্চর্য্যং কিং তৎ কুশস্থলী দ্বারকা স্বর্গত উৎকৃষ্ট ইতি যদযশঃ তস্য তিরস্করী পরিভবকর্ত্রী। ভুবশ্চ পুণ্য যশস্করী পুণ্য যশঃ কর্ত্রী ভবতি। যদযতঃ যৎ প্রজা যত্রত্যাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ স্বানুগ্রহেণ ঈষিতং প্রেরিতং স্মিতপূর্ব্বাবলোকনং। যদ্বা অনুগ্রহার্থ মীষিতং ইষ্টং স্বস্যাত্মনঃ পতিং শ্রীকৃষ্ণং নতু পিত্রাদি বং দেহ মাত্র পতিং নিত্যং পশ্যন্তিস্ম। উষিতমিতিপাঠে স্বানুগ্রহার্থ

হে সখি! যদুর কুল অতিশয় শ্লাঘ্য যে হেতু এই পুরুষোত্তম লক্ষ্মীপতি জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাকে সৎকৃত করিয়াছেন এবং মধুপুরীও পুণ্যতম, কারণ তাহাতে ইনি ইতস্ততঃ পাদনিক্ষেপ পূর্ব্বক গমন দ্বারা তাহাকে পূজিত করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

অহে সখি! একি বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নয়? দেখ দ্বারকাপুরী স্বর্গপুরীরও যশের তিরস্কারিণী হইয়াছে, কেননা দ্বারকাস্থ প্রজা সকল অনুগ্রহ-সূচক হাস্যাবলোকন আত্মপতি শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদাই দেখিতে পায়, স্বর্গস্থ দেবতারা কি ইহাঁর এইরূপ

স্মিতাবলোকং স্বপতিং স্ম যৎ প্রজাঃ ॥ ২৭ ॥
নূনং ব্রত স্নান হুতাদিনেশ্বরঃ সমর্চ্চিতো
হ্যস্য গৃহীত পাণিভিঃ। পিবন্তি যাঃ সখ্য
ধরামৃতং মুহু র্ব্রজস্ত্রিয় সং মুমুহুর্যদাশয়াঃ ॥ ২৮ ॥
যা বীর্য্যশুল্কেন হৃতাঃ স্বয়ম্বরে প্রমথ্য চৈদ্য
প্রমুখান্ হি শুষ্মিণঃ। প্রদ্যুম্ন সাম্বাম্ব সুতা

নৈতং কৃত নিবাসং নৈতৎ স্বর্গেঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

হে সখি অস্য গৃহীতপাণিভিঃ পত্নীভিঃ ঈশ্বরোঽয়মেব নূনং জন্মান্তরেষু সমর্চ্চিতঃ। যস্মিন্নধরামৃতে আশয়শ্চিত্তং যাসাং তাঃ সম্মোহং প্রাপ্তা ইতি মনোহরত্বমুক্তং ॥ ২৮ ॥

এতৎ প্রপঞ্চয়তি যা ইতি দ্বাভ্যাং। বীর্য্যং প্রভাব এব শুল্কং মূল্যং তেন শুষ্মিণো বলিষ্ঠান্। প্রদ্যুম্নঃ সাম্বঃ আম্বশ্চ সুতা যাসাং রুক্মিণী জাম্ববতী লাগ্ন

দর্শন পান ? ॥ ২৭ ॥

হে সখি! ইনি যাহাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন তাহারা জন্মান্তরে কতই ব্রত, স্নান ও হোমাদি দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিয়াছিল, কেন না ব্রজস্ত্রীগণ যে অধরামৃতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা ইহারা এক্ষণে মুহুর্মুহুঃ পান করিতেছে ॥ ২৮ ॥

হে সখি! প্রদ্যুম্ন মাতা রুক্মিণী, সাম্ব মাতা জাম্ববতী এবং আম্ব মাতা লাগ্নজিতী ইহারা স্বয়ম্বর স্থলে বীর্য্যশুল্কা হইয়া বলিষ্ঠ শিশুপালাদি ভূপতিগণের দমন পূর্ব্বক, হৃতা হন্ এবং সত্যভামা প্রভৃতি অপর যে সহস্র সহস্র নারীগণ নরক বধে

দয়োঽপরা যা শ্চাহৃতা ভৌম বধে সহস্রশঃ ॥ ২৯ ॥
এতাঃ পরং স্ত্রীত্বমপাস্ত পেশলং নিরস্ত শৌচং
বত সাধু কুর্ব্বতে। যাসাং গৃহাৎ পুষ্করলোচনঃ
পতি নজাত্বপেত্যাকৃতিভি র্হৃদি স্পৃশন্ ॥ ৩০ ॥
এবংবিধা বদন্তীনাং সগিরঃ পুর যোষিতাং।
নিরীক্ষণেনাভিনন্দন্ সস্মিতেন যযৌ হরিঃ ॥ ৩১ ॥

[illegible] তা আদিমাসাং সত্যভামাদীনাং তাঃ যাশ্চঅপরাঃ অস্য শ্লোকস্যোত্তর শ্লোকেনান্বয়ঃ ॥ ২৯ ॥

এতাঃ স্ত্রীত্বমেব পরং কেবলং সাধু শোভনং কুর্ব্বতে। অপাস্তং পেশলং ভদ্রং স্বাতন্ত্র্যং যস্মাৎ। নিরস্তং শৌচং শুচিত্বং যস্মাৎ তথাভূতমপি জাতু কদাচিদপি নাপৈতি ন গচ্ছতি। আকৃতিভির্ব্যবহারৈঃ যদ্বা পারিজাতাদি প্রিয়বস্ত্বাহরণৈশ্চ হৃদি স্পৃশন্ আনন্দয়ন্ ॥ ৩০ ॥

এবং বিধাশ্চিত্রাগিরঃ সস্মিতেন নিরীক্ষণেনাভিনন্দন স হরির্যযৌ ॥ ৩১ ॥

আনীতা হইয়াছেন ॥ ২৯ ॥

যদিও স্ত্রীজাতির স্বাধীনত্ব এবং শুচিত্ব নাই তথাপি এই সকল স্ত্রীগণ স্ত্রীত্বকে শোভিত করিয়াছে কারণ, যাহাদের গৃহ হইতে পুষ্করলোচন এই শ্রীকৃষ্ণ কখন বহির্গত হয়েন না, বরং বাগ্‌বৈদগ্ধী এবং পারিজাত প্রভৃতি প্রিয় বস্তু আহরণ দ্বারা তাহাদিগের হৃদয়ে আনন্দবর্দ্ধন করেন ॥ ৩০ ॥

এই প্রকারে পুরস্ত্রীগণ বিচিত্র কথা কহিতে লাগিলে শ্রীকৃষ্ণ সহাস্য অবলোকন দ্বারা তাহাদিগকে আনন্দিত করিয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

অজাতশত্রুঃ পৃতনাং গোপীথায় মধুদ্বিষঃ।
পরেভ্যঃ শঙ্কিতঃ স্নেহাৎ প্রাযুঙ্ক্ত চতুরঙ্গিনীং॥ ৩২॥
অথ দূরগতান্ শৌরিঃ কৌরবান্ বিরহাতুরান্।
সন্নিবর্ত্ত্য দৃঢ় স্নিগ্ধান্ প্রায়াৎ স্বনগরীং প্রিয়ৈঃ॥ ৩৩॥
কুরু জাঙ্গল পঞ্চালান্ সূরসেনান্ সযামুনান্।
ব্রহ্মাবর্ত্তং কুরুক্ষেত্রং মৎস্যান্ সারস্বতানথ॥ ৩৪॥
মরুধন্বমতিক্রম্য সৌবীরাভীরয়োঃ পরান্।

মধুদ্বিষোপি গোপীথায় রক্ষণায় স্নেহাৎ পরেভ্যঃ শঙ্কিতঃ সন্ প্রাযুঙ্ক্ত। হস্ত্যশ্ব রথ পাদাতং সেনাঙ্গং স্যাচ্চতুর্ব্বিধং ইত্যেবং চতুরঙ্গিনীং পৃতনাং সেনাং॥ ৩২॥

পাণ্ডবাঃ কুরুবংশজত্বাৎ পাণ্ডবা অপি কৌরবা এব তান্। প্রিয়ৈরুদ্ধবাদিভিঃ সহ॥ ৩৩॥

কুরুক্ষেত্রং কুরুদেশান্তর্গতমেব ক্রমোঽত্র ন বিবক্ষিতঃ॥ ৩৪॥

মরুনিরুদকোদেশঃ ধন্বোঽল্পোদকঃ। আনর্ত্তাখ্যো দ্বারকা প্রদেশঃ সবিভুঃ

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্নেহাতিশয় প্রযুক্ত মধুদ্বেষী শ্রীকৃষ্ণেরও শত্রু হইতে ভয় আশঙ্কা করিয়া রক্ষণাবেক্ষণার্থ হস্তি অশ্ব রথ পদাতি এই চতুরঙ্গিনী সেনা সঙ্গে দিলেন॥ ৩২॥

পরে অতি প্রিয়তম পাণ্ডবেরা বিরহাতুর হইয়া সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিলে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া উদ্ধবাদির সহিত নিজপুরী দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন॥ ৩৩॥

এবং ক্রমে কুরু, জাঙ্গল, পঞ্চাল, সূরসেন, যামুন, ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, সারস্বত॥ ৩৪॥

মরুধন্ব প্রভৃতি দেশ সকল অতিক্রম করিয়া সৌবীর এবং

আনর্ত্তান্ ভার্গবোপাগাচ্ছ্রান্তবাহো মনাগ্বিভুঃ ॥ ৩৫ ॥
তত্র তত্র হি তত্রত্যৈ র্হরিঃ প্রত্যুদ্যতার্হণঃ।
সায়ংভেজে দিশং পশ্চাদ্গবিষ্ঠোগাং গতস্তদা ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণদ্বারকাগমনং নাম দশমোঽধ্যায় ॥ * ॥ ১০ ॥ * ॥

উপাগাৎ প্রাপ্তঃ। হে ভার্গব মনাগীষৎ শ্রান্তা বাহা যস্য সঃ ॥ ৩৫ ॥

তত্র তত্র দেশে তত্রত্যৈর্জনৈঃ প্রত্যুদ্যতানি অর্হণানি উপায়নানি যস্মৈ সঃ সায়ং অপরাহ্ণে পশ্চাদ্দিশং পশ্চিমাং দিশং ভেজে প্রাপ্তঃ। তদাচ গবিষ্ঠঃ স্বর্গস্থঃ সূর্যঃ গাং উদকং গতঃ প্রবিষ্টঃ অস্তংগত ইত্যর্থঃ। অদ্ভ্যোবা এষ প্রাতরুদেত্যপঃ সায়ং প্রবিশতীতিশ্রুতেঃ। যদ্বা তদা সায়ংকালে জাতে রথাদবতীর্য্য গবিষ্ঠঃ ভূমোস্থিতঃ ততোগাং জলাশয়ং গতঃ সন্ পশ্চাদ্দিশং সন্ধ্যাং ভেজে উপাসিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমে দশমঃ ॥ ১০ ॥ * ॥

আভীর দেশের পরবর্ত্তী আর্য্যাবর্ত্ত দেশে উপস্থিত হইলেন। হে শৌনক,! ঐ সকল দূরদেশ অতিক্রম করাতে তাঁহার অশ্বগণের কিঞ্চিন্মাত্র শ্রান্তি বোধ হইয়াছিল ॥ ৩৫ ॥

তিনি যখন ঐ সকল দেশ অতিক্রমণ করেন তখন সেই সেই প্রদেশের মনুষ্যেরা বিবিধ উপহার আনয়ন দ্বারা তাঁহার যথোচিত সম্মান করিয়াছিল, পরে সায়ংকালে দ্বারকা প্রদেশে উপনীত হইলেন; সেই সময় স্বর্গস্থিত সূর্য্য ও পশ্চিম সমুদ্রের জলে প্রবিষ্ট অর্থাৎ অস্তগত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমে দশম ॥ ১০ ॥ * ॥

শ্রীসূত উবাচ
আনর্ত্তান্ সউপব্রজ্য স্বৃদ্ধান্ জনপদান্ স্বকান্।
দধ্মৌ দরবরং তেষাং বিষাদং শময়ন্নিব ॥ ১ ॥
সউচ্চকাশে ধবলোদরোদরোপ্যুরুক্রমস্যা।
ধরশোণ শোণিমা। দধ্মায়মানঃ করকঞ্জ
সংপুটে যথাব্জষণ্ডে কলহংস উৎস্বনঃ ॥ ২ ॥

আনর্ত্তৈঃ স্তূয় মানস্য পুরীং নিবিশ্যবন্ধুভিঃ। একাদশেরিতঃ সম্যক্ যাদবেন্দ্রস্য বর্ণ্যতে। উৎসবৈ রুচ্চলৎ পৌর মুদঞ্চদ্ধ্বজতোরণং। উল্লসদ্রত্নদীপালি স্বপুরং প্রভুরাবিশৎ ॥ ০ ॥

স্বৃদ্ধান সমৃদ্ধান্ দরবরং পাঞ্চ জন্যং শঙ্খং দধ্মৌ বাদিতবান্ ॥ ১ ॥

উচ্চকাশে শুশুভে দরঃ শঙ্খঃ দধ্মায়মানঃ বাদ্যমানঃ ॥ ২ ॥

একাদশাধ্যায়ে আনর্ত্ত দেশবাসি মানবরন্দ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া বন্ধুগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা প্রবেশ এবং তাঁহার রীতি বর্ণন ॥ ০ ॥

সমৃদ্ধিশালি আপনার জনপদ আনর্ত্তদেশের সীমায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পাঞ্চজন্য শঙ্খের বাদ্য করিলেন তাহাতে তদ্দেশবাসি মানবদিগের বিষাদ যেন উপশম প্রাপ্ত হইল ॥ ১

সেই ধবল শঙ্খবর শ্রীকৃষ্ণের কর কমল সংপুটে অবস্থিত হইয়া বাদ্যমান হওয়াতে তাঁহার অধর শোণিমায় তাহারও উপরি ভাগ লোহিত বর্ণ হইল, তাহাতে তাঁহার এরূপ শোভা হইল যেন পদ্ম সমূহ মধ্যে কলহংস বসিয়া কলরব করিতেছে ॥ ২ ॥

তমুপশ্রুত্য নিনদং জগদ্ভয় ভয়াবহং।
প্রত্যুদযযুঃ প্রজাঃ সর্ব্বা ভর্ত্তৃদর্শন লালসাঃ॥ ৩॥
তত্রোপনীত বলয়ো রবের্দ্দীপমিবাদৃতাঃ
আত্মারামং পুর্ণকামং নিজলাভেন নিত্যদা।
প্রীত্যুৎফুল্ল মুখাঃ প্রোচু র্হর্ষগদ্গদয়া গিরা।
পিতরং সর্ব্ব সুহৃদমবিতারমিবার্ভকাঃ॥ ৪॥

জগতো যদ্ভয়ং তস্য ভয়াবহং প্রত্যুদযযুঃ॥ ভর্ত্তৃদর্শনে লালসা ঔৎসুক্যং। যাসাং তাঃ॥ ৩॥

তত্র তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে উপনীতাঃ সমর্পিতাঃ বলয় উপায়নানি যাভিস্তাঃ। নিরপেক্ষেপি তস্মিন্ আদরেণ সমর্পণে দৃষ্টান্তঃ রবের্দীপমিবেতি পিতরমর্ভাকাইব তং সর্ব্ব সুহৃদমবিতারমূচু রিত্যুত্তরেণান্বয়। সুহৃত্ত্বেনৈব অবিতারং নতু কামেন। তত্র হেতুঃ আত্মারামং তত্রাপি হেতুঃ পরমানন্দ নিজ স্বরূপ লাভেনৈব পূর্ণকামং॥ ৪॥

সে যাহা হউক ভগবানের যে শঙ্খ শব্দে জগতের যে ভয় তাহারও ভয় উৎপন্ন হয়, দ্বারকা বাসি প্রজাসকল তাহা শ্রবণ করিয়া ভর্তৃদর্শনে উৎসুক হওত সকলেই প্রত্যুদ্গমন করিল॥ ৩॥

যদিচ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম এবং পরমানন্দ স্বরূপ নিজ লাভদ্বারা সর্ব্বদাই পুর্ণকাম বটেন, তথাপি সূর্য্য পূজায় দীপ দানের ন্যায়, প্রজাসকল আদর পুর্ব্বক সেই স্থানে বহুবিধ উপায়ন আনয়ন করিল এবং পিতাকে যেমন বালকেরা কথা কহে তদ্রূপ প্রীতি প্রফুল্ল বদন হইয়া হর্ষগদ্গদ বাক্যে সর্ব্ব লোকের সুহৃদ এবং রক্ষক সেই ভগবান্‌কে বলিতে লাগিল॥ ৪॥

নতা স্মতে নাথ সদাঙ্ঘ্রি পঙ্কজং বিরিঞ্চি
বৈরিঞ্চ্য স্থুরেন্দ্র বন্দিতং। পরায়ণং ক্ষেমমি
হেচ্ছতাং পরং নযত্র কালঃ প্রভবেৎ পরঃ প্রভুঃ ॥ ৫ ॥
ভবায় নস্ত্বং ভব বিশ্বভাবন ত্বমেব মাতাথ
সুহৃৎ পতিঃ পিতা। ত্বং সদ্গুরুর্নঃ পরমঞ্চ
দৈবতং যস্যানুবৃত্ত্যা কৃতিনো বভূবিম ॥ ৬ ॥

কিমূচু রিত্যাহ বিরিঞ্চোব্রহ্মা। বৈরিঞ্চ্যাঃ সনকাদয়ঃ। ইহ সংসারে পরং ক্ষেমমিচ্ছতাং পরায়ণং পরমং শরণং। কুতঃ পরেষাং ব্রহ্মাদীনাং প্রভুরপিকালো যত্র প্রভুর্নভবেৎ ॥ ৫ ॥

অতোভবায় উদ্ভবায় নোঽস্মাকং ত্বং ভব হেবিশ্বভাবন। অনুবৃত্ত্যা গমনেন কৃতিনঃ কৃতার্থা বভূবিম জাতা বয়ং ॥ ৬ ॥

হে নাথ! ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মপুত্র সনকাদি ও ইন্দ্র ইহারাও আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করিয়া থাকেন, আর যাঁহারা এই সংসারে পরম ক্ষেম্ ইচ্ছা করেন তোমার পাদপদ্মই তাঁহাদিগের আশ্রয়, কারণ, যে কাল ব্রহ্মাদির প্রভু সেও তোমার অঙ্ঘ্রি পঙ্কজ সমীপে প্রভু হইতে পারে না, এ নিমিত্ত আমরা তোমার ঐ পাদপদ্মে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

হে বিশ্বভাবন! তুমিই আমাদের ক্ষেমের নিমিত্ত হও যে হেতু তুমিই আমাদের মাতা, তুমিই আমাদের সুহৃৎ তুমিই আমাদের পতি, তুমিই আমাদের পিতা, তুমিই আমাদের সদ্গুরু, এবং তুমিই আমাদের পরম দেবতা, অতএব তোমার অনুগমন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।

অহো সনাথা ভবতাস্ম যদ্বয়ং ত্রৈপিষ্টপানা
মপি দূরদর্শনং। প্রেম স্মিত স্নিগ্ধ নিরীক্ষণা
ননং পশ্যেম রূপং তব সর্ব্ব সৌভগং ॥ ৭ ॥
যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্ কুরূন্ মধূন্
বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া। তত্রাব্দ কোটি প্রতিমঃ
ক্ষণো ভবেদ্রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তবাচ্যুত ॥ ৮ ॥

কৃতার্থত্বমেবাহুঃ। অহো ভবতা বয়ং সনাথাঃ স্ম। যদযস্মাত্তব রূপং পশ্যেম। ত্রৈপিষ্টপানামপি দূরে দর্শনং যস্য দেবানামপি দুর্ল্লভমিত্যর্থঃ। প্রেম্না যৎ স্মিতং তদযুক্তং স্নিগ্ধং নিরীক্ষণং যস্মিন্ তদ্রূপং সর্ব্বং সর্ব্বেষু বা অঙ্গেষু সৌভগং যস্মিন্ ॥ ৭ ॥

অর্ভকাইব সকরুণ মাহুঃ যর্হি যদা ভো অম্বুজাক্ষ নো ভবানিতি পাঠে ন ইত্যাদরে ষষ্ঠী অস্মাননাদৃত্যাপসসার অপহায় জগাম। কুরূন্ হস্তিনাপুরং মধূন্ মথুরাং বা তত্র তদা রবিং বিনা আক্ষ্যোদক্ষ্ণো র্যথা। এবং তব নঃ ত্বদীয়ানা মস্মাকমপীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অহো! আমরা অদ্য তোমার দ্বারা সনাথ হইলাম, কেন না এক্ষণে দেব দুর্ল্লভ এবং প্রেমভাবে মন্দ হাস্য যুক্ত স্নিগ্ধ নিরীক্ষণ সম্বলিত মুখারবৃন্দ ও সর্ব্বাঙ্গে সৌভাগ্যযুক্ত তোমার মনোহর রূপ দেখিতে পাইব ॥ ৭ ॥

হে অম্বুজাক্ষ! তুমি যখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বন্ধু দর্শন মানসে হস্তিনাপুরে অথবা মথুরায় গমন করিয়াছিলে তখন তোমাকে দেখিতে না পাওয়াতে সূর্য্য অদর্শন নিমিত্ত চক্ষুর্দ্বয়ের আন্ধ্যের ন্যায় ক্ষণমাত্র কাল আমাদের কোটি বৎসর সদৃশ হইয়াছিল, অতএব হে অচ্যুত! আমরা ত্বদীয়, ইহাতে তোমার বিরহ অসহ্য হইবে বিচিত্র কি? ॥ ৮ ॥

কথং বয়ং নাথ চিরোষিতে ত্বয়ি প্রসন্নদৃষ্ট্যা
খিলতাপ শোষণং । জীবেম তে সুন্দরহাস
শোভিত মপশ্যমানা বদনং মনোহরং ।
ইতি চোদীরিতা বাচঃ প্রজানাং ভক্তবৎসলঃ ।
শৃণ্বানোঽনুগ্রহং দৃষ্ট্যা বিতন্বন্ প্রাবিশৎপুরং ॥ ৯ ॥
মধুভোজ দশার্হার্হ কুকুরান্ধক বৃষ্ণিভিঃ ।
আত্মতুল্য বলৈ গুপ্তাং নাগৈ র্ভোগবতীমিব ॥ ১০ ॥

ইতিচ এবং বিধাঃ অন্যা শ্চোদীরিতা বাচঃ শৃণ্বন্ দৃষ্ট্যা সাভিনন্দাবলোকনেনানুগ্রহং কুর্ব্বন্ ॥ ৯ ॥
দ্বারকাং স্তৌতি পঞ্চভিঃ । স্বতুল্যবলৈঃ মধুভোজাদিভিঃ গুপ্তাং রক্ষিতাং ॥ ১০

হে নাথ ! তুমি যদি চিরকাল প্রবাসে থাক, তাহা হইলে তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি দ্বারা অখিল তাপশোষক এবং সুন্দর হাস্যে সুশোভিত এই বদন কমল দেখিতে পাইব না, ইহাতে আমরা কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারি ? । ভক্ত বৎসল ভগবান্ প্রজাদিগের এই সকল উদীরিত বচন ও অন্যান্য বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া তাহাদের প্রতি অভিনন্দনারূপ অবলোকন দ্বারা অনুগ্রহ করত আপন পুরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৯ ॥

ঐ পুরী সামান্য নহে শ্রীকৃষ্ণের আত্ম তুল্য বলবান্ মধু, ভোজ, দাশার্হ, অর্হ, কুকুর, অন্ধক, এবং বৃষ্ণিগণ চতুর্দ্দিকে রক্ষা করিত অতএব পাতালস্থ ভোগবতী যেমন নাগ দ্বারা রক্ষিত, তাহার ন্যায় রক্ষিতা ছিল ॥ ১০ ॥

সর্ব্বর্ত্তু সর্ব্ববিভব পুণ্যবৃক্ষ লতাশ্রমৈঃ।
উদ্যানোপবনারামৈ র্বৃত পদ্মাকরশ্রিয়ং॥ ১১॥
গোপুর দ্বার মার্গেষু কৃত কৌতুকতোরণাং।
চিত্রধ্বজ পতাকাগ্রৈ রন্তঃ প্রতিহতাতপাং॥ ১২॥
সম্মার্জ্জিত মহামার্গ রথ্যা পণক চত্বরাং।

সর্ব্বেষু ঋতুষু সর্ব্বে বিভবাঃ পুষ্পাদি সম্পদো যেষাং তেপুণ্যবৃক্ষাঃ লতাশ্রমাঃ লতামণ্ডপাশ্চ যেষু তৈরুদ্যানাদিভিঃ বৃতা যে পদ্মাকরাঃ সরাংসি তৈঃ শ্রীঃ শোভা যস্যাং তাং। উদ্যানং ফলপ্রধানং। উপবনং পুষ্প প্রধানং। আরামঃ ক্রীড়ার্থবনং॥ ১১॥

গোপুরং পুরদ্বারং দ্বারং গৃহদ্বারং। কৃতানি কৌতুকেন উৎসবেন তোরণানি যস্যাং তাং। গরুড়াদি চিহ্নাঙ্কিতা ধ্বজাঃ জয়প্রদ চিহ্নাঙ্কিতাঃ পতাকাঃ চিত্রাণাং ধ্বজ পতাকানাং অগ্রৈঃ অন্তঃ প্রতিহতঃ আতপো যস্যাং॥ ১২॥

সম্মার্জ্জিতানি নিঃসারিত রজস্কানি মহা মার্গাদীনি যস্যাং। মহা মার্গা রাজ

যে সকল ফল প্রধান উদ্যান, পুষ্প প্রধান উপবন এবং ক্রীড়ার্থ আরামের পুণ্য বৃক্ষ, লতামণ্ডপ ও সরোবর, ইহারা নিখিল ঋতুর সমস্ত ফল পুষ্প বিভব দ্বারা ঐ পুরীকে বেষ্টন করিয়া অতিশয় শোভিত করিয়া রাখিয়াছে॥ ১১॥

পুরীর বহির্দ্বারে এবং গৃহ দ্বারে ও পথ মধ্যে উৎসবার্থ কদলী স্তম্ভাদির তোরণ স্থাপিত হইয়াছিল, এবং গরুড়াদি চিহ্নিত ধ্বজা, জয় চিহ্নিত পতাকা সকল উড্ডীয়মানা হওয়াতে সে সকলের অগ্রভাগের দ্বারা পুরমধ্যে সূর্য্যের কিরণ আচ্ছাদিত হইয়াছিল॥ ১২॥

অপর পুরীর রাজমার্গ, ক্ষুদ্র পথ, ক্রয় বিক্রয় স্থান এবং

সিক্তাং গন্ধজলৈরুপ্তাং ফলপুষ্পাক্ষতাঙ্কুরৈঃ।
দ্বারি দ্বারি গৃহাণাঞ্চদধ্যক্ষত ফলেক্ষুভিঃ।
অলঙ্কৃতাং পূর্ণকুম্ভৈ র্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ॥ ১৩॥
নিশম্য প্রেষ্ঠমায়ান্তং বসুদেবো মহামনাঃ।
অক্রূরশ্চোগ্রসেনশ্চ রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ॥ ১৪॥
প্রদ্যুম্নশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ।
প্রহর্ষবেগোচ্ছশিত শয়নাসন ভোজনাঃ॥ ১৫॥

মার্গাঃ। রথ্যা ইতর মার্গাঃ। আপণকাঃ পণ্যবীথয়ঃ। চত্বরাণাঙ্গনানি। ফলাদিভি রুপ্তাং অবকীর্ণাং॥ ১৩॥

প্রেষ্ঠমায়ান্তং নিশম্য শ্রুত্বা বসুদেবাদয়ঃ প্রত্যাজগ্মুরিতি চতুর্থে নান্বয়ঃ॥ ১৪

প্রহর্ষবেগেন উচ্ছ্বসিতানি উল্লঙ্ঘিতানি শয়নাদীনি যৈঃ শশপ্লুতগতা বিত্যাস্মাং॥ ১৫॥

অঙ্গন ইহারা সকল মার্জিত এবং গন্ধ জলে সিক্ত তথা ফল, পুষ্প, অক্ষত, অঙ্কুর প্রভৃতি দ্বারা অবকীর্ণ হইয়াছিল। এবং গৃহ সকলের প্রত্যেক দ্বারে দধি, অক্ষত, ফল, ইক্ষু, এবং ধূপ দীপ প্রভৃতি পূজোপহার সহিত পূর্ণ কুম্ভ সকল সংস্থাপিত হইয়াছিল॥ ১৩॥

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া বসুদেব অক্রূর, উগ্রসেন, অদ্ভুত বিক্রমশালী বলদেব॥ ১৪॥

প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, এবং জাম্ববতী নন্দন সাম্ব ইহাঁরা হর্ষাবেগ বশতঃ শয়ন, উপবেশন, ভোজন, উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক॥ ১৫

বারণেন্দ্রং পুরস্কৃত্য ব্রাহ্মণৈঃ স সুমঙ্গলৈঃ।
শঙ্খতূর্য্য নিনাদেন ব্রহ্মঘোষেণ চাদৃতাঃ।
প্রত্যুজ্জগ্মু রথৈ হৃষ্টাঃ প্রণয়াগত সাধ্বসাঃ ॥১৬॥
বারমুখ্যাশ্চ শতশো যানৈ স্তদ্দর্শনোৎসুকাঃ।
লসৎ কুণ্ডল নির্ভাত কপোলবদন শ্রিয়ঃ।

বারণেন্দ্রং মঙ্গলার্থং পুরতঃ কৃত্বা স সুমঙ্গলৈঃ সুমঙ্গলং পুষ্পাদি তদযুক্ত পাণিভিঃ। ব্রহ্মঘোষো মন্ত্রপাঠ প্রণয়েন স্নেহেন আগতং সাধ্বসং সংভ্রমো যেষাং তে ॥ ১৬ ॥

বারমুখ্যা নটাদয়শ্চ প্রত্যুজ্জগ্মুঃ লসদ্ভিঃ কুণ্ডলৈর্নির্ভাতানি যানি কপোলানি তৈর্ব্বদনেষু শ্রীর্যাসাং তাস্তথা বার মুখ্যা নর্ত্তক্যো বেশ্যাঃ। নটা নবরসাভিনয় চতুরাঃ। তালাদানুসারেণ নৃত্যন্তোনর্ত্তকাঃ। গন্ধর্ব্বাঃ গায়কাঃ। সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশশংসকাঃ। বন্দিনশ্চামল প্রজ্ঞাঃ প্রস্তাব সদ

লঙ্গলার্থ প্রধান প্রধান হস্তী অগ্রে করিয়া পুষ্পাদি মাঙ্গল্য দ্রব্যধারি ব্রাহ্মণদিগের সহিত রথারোহণ পুরঃসর প্রত্যুদ্গমন করিলেন। সেই সময়ে মঙ্গলার্থ যে শঙ্খ ও তুরীর ধ্বনি সহ মন্ত্রপাঠ হইতে ছিল তাহাতে তাঁহারা আদৃত হইয়া প্রণয় বশতঃ সম্ভ্রম যুক্ত হইলেন অর্থাৎ তাঁহাদের অতিশয় আগ্রহ জন্মিল ॥ ১৬ ॥

অপর শত শত বেশ্যাও শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ উৎসুক হইয়া অগ্রসর হইয়া চলিল, তাহাদের কর্ণলম্বিত কুণ্ডল গণ্ডস্থলে পতিত হওয়াতে মুখের অতিশয় শোভা হইয়াছিল। অপর নূতন রসের অভিনয় চতুর নট, তালাদির অনুসারে নর্ত্তন শীল নর্ত্তক, গায়ক, পৌরাণিক, বংশ শংসক মাগধ, প্রস্তাব

নটনর্ত্তকগন্ধর্ব্বাঃ সূত মাগধ বন্দিনঃ।
গায়ন্তি চোত্তমঃশ্লোক-চরিতান্যদ্ভুতানিচ ॥ ১৭ ॥
ভগবাং স্তত্রবন্ধুনাং পৌরাণামনুবর্ত্তিনাং।
যথাবিধ্যুপ সংগম্য সর্ব্বেষাং মানমাদধে ॥ ১৮ ॥
প্রহ্বাভিবাদনাশ্লেষ করস্পর্শ স্মিতে ক্ষণৈঃ।
আশ্বাস্য চাশ্বপাকেভ্যোবরৈ শ্চাভিমতৈর্বিভুঃ ॥ ১৯ ॥

:শ্লোকঃ। অদ্ভুতানি চেতি চকারস্য বন্দিনশ্চেত্যন্বয়ঃ তে সর্ব্বে গায়ন্তি চেতি ॥ ১৭ ॥

যথাবিধি যৈঃ সহ যথোচিতং তৈ স্তথা সমাগমং কৃত্বা সর্ব্বেষাং মানং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তদাহ প্রহ্বেতি প্রহ্বত্বং শিরসা নতিঃ। অভিবাদনং বাচা নতিঃ। আশ্বাস্য অভয়ং দত্বা শ্বপাকাদীনভিবাপ্য বরৈ রভিষ্টদানৈশ্চ মানং কৃতবান্ ॥ ১৯ ॥

সদৃশ বক্তা বন্দি, ইহারা উত্তমঃ শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত চরিত্র গান করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৭ ॥

বন্ধুবর্গ এবং পৌরগণ অগ্রসর হইয়া লইতে আসিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহার সহিত যেরূপ সম্ভাষা করা কর্ত্তব্য সেই রূপ সমাগম করিয়া সকলের যথোচিত সম্মান রাখিলেন ॥ ১৮

তন্মধ্যে কাহাকে মস্তক দ্বারা প্রণাম কাহাকেও বা বাক্য দ্বারা নমস্কার, কাহাকেও বা আলিঙ্গন, কাহারও বা হস্ত গ্রহণ, কাহারও প্রতি বা সহাস্য অবলোকন, কাহাকেও বা বাঞ্ছিত বরদান করিলেন এবং আপামর সাধারণেরও আশ্বাস বাক্য দ্বারা যথোচিত সম্মান করিলেন ॥ ১৯ ॥

স্বয়ঞ্চ গুরুভির্বিপ্রৈঃ সদারৈঃ স্থবিরৈরপি।
আশীর্ভি যুজ্যমানোঽন্যৈ র্বন্দিভিশ্চাবিশৎ পুরীং ॥ ২০ ॥
রাজমার্গং গতে কৃষ্ণে দ্বারকায়াঃ কুলস্ত্রিয়ঃ।
হর্ম্ম্যাণ্যারুরুহুর্বিপ্রা তদীক্ষণ মহোৎসবাঃ ॥ ২১ ॥
নিত্যং নিরীক্ষ্য মানানাং যদপি দ্বারকৌকসাং।
নৈবতৃপ্যন্তিহি দৃশঃ শ্রীয়ো ধামাঙ্গমচ্যুতং ॥ ২২ ॥
শ্রিয়োনিবাসোযস্যোরঃ পান পাত্রং মুখং দৃশাং।

অন্যৈশ্চ বন্দিভিশ্চ ॥ ২০ ॥

তদীক্ষণে মহানুৎসবো যাসাং ॥ ২১ ॥

যদ্যপ্যস্মান্নিত্যং সদা অচ্যুতং নিরীক্ষমাণানামপি দৃশোনৈব তৃপ্যন্তি অত আরুরুহুঃ। কথম্ভূতং শ্রিয়ঃ শোভায়া ধাম স্থানং অঙ্গং যস্য তং ॥ ২২ ॥

এতদেবাভিনয়েনাহ শ্রিয়োলক্ষ্যাঃ যস্য উরঃ বক্ষো নিবাসঃ। যস্য মুখং সর্ব্ব প্রাণিনাং দৃশাং সৌন্দর্য্যামৃত পানায় পাত্রং। যস্য বাহবো লোক পালানাং

অনন্তর সস্ত্রীক স্থবির বিপ্রগণ এবং স্তুতি পাঠকবর্গ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২০ ॥

তিনি যখন রাজমার্গে উপস্থিত হইলেন তখন দ্বারকানিবাসি কুল স্ত্রীগণ তদ্দর্শনে সমুৎসুক হইয়া অট্টালিকার উপরি গিয়া আরোহণ করিল ॥ ২১ ॥

তাহারা যদিও অহরহ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসৌষ্ঠব সন্দর্শন করিত তথাপি তাহাদের নেত্র পরিতৃপ্ত হয় নাই ॥ ২২ ॥

যে হেতু তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীর নিবাস স্থান, তাঁহার মুখ চন্দ্র প্রাণি সকলের চক্ষুর সৌন্দর্য্যামৃত পানের পান পাত্র

বাহবোলোক পালানাং সারঙ্গানাং পদাম্বুজং ॥ ২৩ ॥
সিতাত পত্রব্যজনৈরুপস্কৃতঃ প্রসূন বর্ষৈ
রভি বর্ষিতঃ পথি। পিসঙ্গবাসা বনমা

নিবাসঃ। সারং গায়ন্তীতি সারঙ্গা ভক্তাস্তেষাং যস্য পদাম্বুজং নিবাসঃ। তং নিরীক্ষমাণানাং দৃশ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥

সিতৈরাতপত্র ব্যজনৈঃ উপস্কৃতো মণ্ডিতঃ। অর্কশ্চ উডুপো নক্ষত্র সহিতশ্চন্দ্রমাশ্চ। চাপমিন্দ্রধনুশ্চ। বৈদ্যুতং বিদ্যুত্তেজশ্চতৈঃ। অর্কশ্ছত্রস্তোপমানং। নক্ষত্রাণি পুষ্পবৃষ্টেঃ। চন্দ্রঃ পরিভ্রমণ কৃত মণ্ডলাকারয়োশ্চামর ব্যজনয়োঃ। চাপং বনমালায়াঃ। বিদ্যুত্তেজঃ পিষঙ্গ বাসসোঃ। অদ্ভুতোপমেয়ং। যদি ঘনস্যোপরি সূর্য্যবিম্বং। উভয়তশ্চন্দ্রৌ। সর্ব্বতো নক্ষত্রাণি। মধ্যে চ মিলিতং চাপদ্বয়ং স্থিরং চ বিদ্যুত্তেজো ভবেৎ তর্হি সঘনো যথা ভবতি

এবং বাহু সকল লোকপালদিগের বাস স্থল ও তাঁহার পাদ পদ্ম ভক্ত জনের আশ্রয় স্থান, অতএব তাঁহাকে দর্শন করিয়া কাহার চক্ষুর পরিতৃপ্তি লাভ হয়? ॥ ২৩ ॥

অপর শ্রীকৃষ্ণ যখন পথে গমন করেন তখন তাঁহার উপর শ্বেত ছত্র ও শ্বেত চামরদ্বয়ে মণ্ডিত হইয়াছিল, এবং উপর হইতে পুষ্প বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল, আর তিনি পীত বসন ও বনমালায় শোভমান হইয়াছিলেন। আহা! তাঁহার শ্বেত ছত্র, শ্বেত বর্ণ চামরদ্বয়, পুষ্প বৃষ্টি, পীত বসন এবং বনমালায় যেরূপ অদ্ভুত শোভা হইয়াছিল, যদি মেঘের উপর সূর্য্যবিম্ব, উভয় পার্শ্বে চন্দ্র মণ্ডল, চতুর্দ্দিগে নক্ষত্রমালা এবং মধ্যে ইন্দ্র ধনু ও স্থির বিদ্যুতের তেজঃ হয় তবেই

লয়াবভৌ ঘনো যথার্কোডুপ চাপবৈদ্যুতৈঃ ॥ ২৪ ॥
প্রবিষ্টস্তু গৃহং পিত্রোঃ পরিষ্বক্তঃ স্বমাতৃভিঃ।
ববন্দে শিরসা সপ্ত দেবকী প্রমুখাস্তদা।
তাঃ পুত্রমঙ্কমারোপ্য স্নেহ স্নুত পয়োধরাঃ।
হর্ষ বিহ্বলিতাত্মানঃ সিষিচু র্নেত্রজৈর্জলৈঃ ॥ ২৫ ॥
অথাবিশৎ স্বভবনং সর্ব্বকামমনুত্তমং।
প্রাসাদা যত্র পত্নীনাং সহস্রাণিচ যোড়শঃ ॥ ২৬ ॥

তথা হরির্বভাবিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

দেবকী প্রমুখাঃ সপ্ত ববন্দ ইতি মাতৃ সৌদর্য্যাদাদর বিশেষ জ্ঞাপনার্থ মুক্তং। অষ্টাদশাপি পিতুর্বসুদেবস্ত ভার্য্যা মাতৃ তুল্যত্বান্নমস্কৃতাএব ॥ ২৫ ॥

সহস্রাণিচ যোড়শেতিচ চকারাদষ্টোত্তর শতাধিকানীতিজ্ঞেয়ং ॥ ২৬ ॥

ঐ শোভার কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে ॥ ২৪ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পিতা মাতার গৃহে প্রবিষ্ট হইলে মাতৃগণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তিনিও দেবকী প্রভৃতি সপ্ত মাতাকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিলেন। পরে তাঁহারা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলে স্নেহ বশতঃ তাঁহাদের স্তনদ্বয় হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল, অতএব আনন্দে বিহ্বল চিত্ত হইয়া নেত্রজলে তাঁহাকে সেচন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকামে পরিপূর্ণ আপনার উৎকৃষ্ট ভবনে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে তাঁহার পত্নীদিগের এক শত অষ্টোত্তর ষোড়শ সহস্র প্রাসাদ ছিল ॥ ২৬ ॥

পত্ন্যঃ পতিং প্রোষ্য গৃহানুপাগতং বিলোক্য
সংজাত মনোমহোৎসবাঃ। উত্তস্থুরারাৎ সহসা
সনাশয়াৎ সাকং ব্রতৈর্ব্রীড়িত লোচনাননাঃ ॥ ২৭ ॥
তমাত্মজৈ দৃষ্টিভিরন্তরাত্মনা দুরন্ত ভাবা
পরিরেভিরেপতিং। নিরুদ্ধমপ্যাস্রবদম্বু

প্রোষ্য দেশান্তরে উষিত্বা। আরাৎ দূরাদেব বিলোক্য। সংজাতো মনসি মহোৎসবো যাসাং তাঃ। আসনাদাশয়াচ্চ আসনাদ্দেহেনচ উত্তস্থুঃ আশয়োঽন্তঃকরণং তস্মাদপ্যাত্মনা উত্তস্থুঃ শ্রীকৃষ্ণেনাত্মনঃ সংশ্লেষে অন্তঃকরণ ব্যবধানমপি না সহন্তেত্যর্থঃ। ব্রীড়িতানিলোচনানিচ যাসাং। অপাঙ্গৈরেব বীক্ষণাদ্ব্রীড়িত লোচনাঃ অবনত মুখত্বাদ্ব্রীড়িতাননাঃ সাকং ব্রতৈরিতি হাস্য ক্রীড়াবর্জনাদি নিয়মা অপি তাভ্য উত্তস্থু রিত্যর্থঃ ধৃতব্রতা এব উত্তস্থু রিতি বা। ব্রতানি যাজ্ঞবল্ক্যোনোক্তানি। হাস্যঃ পরগৃহে যানং সমাজোৎসব দর্শনং। ক্রীড়াং শরীর সংস্কারং ত্যজেৎ প্রোষিত ভর্ত্তৃকেতি ॥ ২৭ ॥

আরাৎ আয়ান্তং তং পতিং দর্শনাৎ পূর্ব্বমাত্মানা বুদ্ধ্যা পরিরেভিরে। ততো দৃষ্টিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ। ততঃ সমীপে আগতমাত্মজৈঃ পুত্রৈর্গৃহীত কণ্ঠমালিঙ্গয়ন্ত্য

পতিকে দেশান্তর প্রবাস করিয়া গৃহে আগত দেখাতে পত্নীদিগের মনোমধ্যে মহা উৎসব জন্মিল, তাঁহারা তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়া ক্রীড়া, শরীর সংস্কার, সমাজের উৎসব দর্শন, হাস্য, পর গৃহে গমন বর্জন রূপ প্রোষিত ভর্ত্তৃকার এই সকল নিয়মের সহিত আসন এবং অন্তঃ করণ হইতে উত্থান করিলেন ॥ ২৭ ॥

ঐ পত্নীদিগের অভিপ্রায় অতি গম্ভীর, তাঁহারা দূর হইতে আগত পতির দর্শনের পূর্ব্বেই মনো দ্বারা আলিঙ্গন দিলেন।

নেত্রয়োর্বিলজ্জতীনাং ভৃগুবর্য্য বৈক্লব্যাৎ ॥ ২৮ ॥
যদ্যপ্যসৌ পার্শ্বগতো রহোগতস্তথাপিতস্যা
ঙ্‌ঘ্রি যুগং নবং নবং। পদে পদে কা বিরমেত
তৎ পদাচ্চলাপি যং শ্রী র্নজহাতি কর্হিচিৎ ॥ ২৯ ॥

ইব স্বয়মপি আলিঙ্গিতবত্য ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ দুরন্ত ভাবাঃ গম্ভীরাভি প্রায়াঃ। তদাচ তাসাং নেত্রয়োর্নিরুদ্ধমপ্যম্বুবাষ্পং বৈক্লব্যাৎ বৈবশ্যাৎ আস্রবৎ ঈষৎ সুস্রাব। অতএব ধৈর্য্যহান্যা বিলজ্জতীনাং। হে ভৃগুবর্য্য চিত্রং শৃণিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

পার্শ্বগতঃ সমীপস্থঃ তথাপি রহো গতঃ একান্তেচ বর্ত্ততেস্ম। পদে পদে প্রতিক্ষণে। নবং নবমেব তত্র কৈমুত্যন্যায়ঃ। কা বিরমেতেতি চলা চঞ্চল স্বভাবাপি ॥ ২৯ ॥

পরে চক্ষুর গোচর হইলে দৃষ্টিদ্বারা পরিরম্ভণ করিলেন। অনন্তর সমীপবর্ত্তি হইলে পুত্রদ্বারা অলিঙ্গন করিলেন। যদিও তাঁহারা লজ্জা বশতঃ অশ্রুজল সম্বরণ করিয়াছিলেন তথাপি বৈবশ্য হেতু তাহা ঈষৎ স্রাবিত হইতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

যদিও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পার্শ্বগত ছিলেন এবং রহঃ স্থানে সর্ব্বদা একত্র থাকিতেন তথাপি তাঁহার চরণ যুগল ক্ষণে ২ নূতন নূতন বোধ হইত, সুতরাং কোন্ স্ত্রী এমন আছে যে তাঁহার চরণারবিন্দ হইতে বিরত হইতে পারে? লক্ষ্মী স্বভাবতঃ চঞ্চলা হইলেও তিনি কোন মতে তাঁহার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই ॥ ২৯ ॥

এবং নৃপাণাং ক্ষিতিভার জন্মনামক্ষৌহিণীভিঃ
পরিবৃত্ত তেজসাং । বিধায় বৈরং শ্বসনো যথা
নলং মিথো বধেনোপরতো নিরায়ুধঃ ॥ ৩০ ॥
স এষ নরলোকেঽস্মিন্নবতীর্ণঃ স্বমায়য়া ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থো ভগবান্ প্রাকৃতো যথা ॥ ৩১ ॥
উদ্দাম ভাবপিশুনামলবল্গুহাস ব্রীড়াবলোক

উক্তং শ্রীকৃষ্ণ চরিতং সংক্ষিপ্যাহ এবমিতি দ্বাভ্যাং। ক্ষিতের্ভারায় জন্ম যেষাং অক্ষৌহিণীভিঃ কৃত্বা পরিবৃত্তং সর্ব্বতঃ প্রসৃতং তেজঃ প্রাভাবো যেষাং। শ্বসনো বায়ু বেণুনা মন্যোন্য সংঘর্ষণেনানলং বিধায় মিথো দাহেন যথোপশাম্যতি তদ্বং ॥ ৩০ ॥

স্ত্রীরত্ন কূটস্থঃ উত্তম স্ত্রীকদম্বস্থঃ ॥ ৩১ ॥

নম্বেবং স্ত্রীসঙ্গাদিভিঃ সংসারিত্ব প্রতীতেঃ কথং ভগবানবতীর্ণ ইত্যুচ্যতে তত্রাহ

যে সকল নৃপতি ক্ষিতির ভারার্থ জন্ম গ্রহণ করিয়া হস্তি অশ্ব রথ পদাতিক রূপ অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা সর্ব্বত্র স্ব ২ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র গ্রহণ না করিয়া তাহাদের মধ্যে পরস্পরের বৈর উৎপাদন করত বায়ু যেমন বেণু সকলের পরস্পর সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া উভয়কে দগ্ধ করে এবং স্বয়ং উপশম প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় তাহাদের পরস্পর বধ করিয়া স্বয়ং ক্ষান্ত হইলেন ॥ ৩০ ॥

তিনি ইহ লোকে স্বীয় মায়া দ্বারা অবতীর্ণ হইয়া প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় স্ত্রী রত্ন সমূহের মধ্যগত হইয়া তাহাদিগের সহিত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সাংসারিকদিগের তুল্য স্ত্রী পরতন্ত্র হয়েন নাই, যদিচ স্ত্রীগণ অতিশয় প্রভাবশালী সত্য, তথাপি তাহাদিগের

নিহতোঽমদনোপি যাসাং। সংমুহ্য চাপমজহাৎ
প্রমদোত্তমাস্তা যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্নশেকুঃ ॥ ৩২॥
তময়ং মন্যতেলোকোঽসক্তমপি সঙ্গিনং।
আত্মৌপম্যেন মনুজং ব্যাপৃণ্বানং যতোঽবুধঃ ॥ ৩৩ ॥
এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোপি তদ্গুণৈঃ।

উদ্দামেতি দ্বাভ্যাং। যাসাং উদ্দামো গম্ভীরো যো ভাবঃ অভিপ্রায়ং তস্য পিশুনঃ সূচকোযোঽমলো বল্গুঃ সুন্দরো হাস ব্রীড়াবলোকশ্চ তাভ্যাং নিহতঃ অমদনঃ শ্রীমহাদেবোপি সংমুহ্য লজ্জয়া চাপং পিনাকং অজহাৎ। এবং প্রভাবাঃ স্ত্রিয়ঃ ইত্যেতাবদ্বিবক্ষিতং। যদ্বা ভগবতো মোহিনী রূপেণ মহেশোপি মোহিত এব এতাশ্চ তাদৃগ্ বিলাসা এবেতি তথোক্তং তাঃ কুহকৈঃ কপটৈর্বিভ্রমৈর্যস্যেন্দ্রিয়ং মনঃ বিমথিতুং ক্ষোভয়িতুং ন শক্তাঃ ॥ ৩২ ॥

তং শ্রীকৃষ্ণং অয়ং প্রাকৃতোলোক আত্মৌপম্যেন স্ব সাদৃশ্যেন সঙ্গিনং মনুজং মন্যতে। অত্রহেতুঃ ব্যাপৃণ্বানং ব্যাপ্রিয়মাণং যতোঽয়মবুধঃ অতত্ত্বজ্ঞঃ ॥ ৩৩ ॥

কুত ইত্যপেক্ষায়ামৈশ্বর্য্য লক্ষণ মাহ এতদিতি। ঈশস্যেশনমৈশ্বর্য্যং নাম এতদেব। কিং তৎ প্রকৃতি স্থোপি তস্যা গুণৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ সদা ন যুজ্যত

গম্ভীর অভিপ্রায় সূচক সুন্দর হাস্য এবং সলজ্জ অবলোকন দ্বারা আহত হইয়া মহাদেবও মোহবশতঃ আপনার ধনুঃ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা আপন বিভ্রমাদি শৃঙ্গার চেষ্টা দ্বারা তাঁহার মনঃ ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ৩২ ॥

বস্তুতঃ তিনি বিষয় সঙ্গরহিত হইলেও প্রাকৃতলোকে অজ্ঞতা প্রযুক্ত তাঁহাকে মনুষ্যের ন্যায় কর্ম্মে ব্যাপৃত দেখিয়া স্বীয় দৃষ্টান্তানুসারে কর্ম্মাশক্ত বলিয়া বোধ করে ॥ ৩৩ ॥

ঈশ্বরের ইহাই ঈশ্বরত্ব, বুদ্ধি যেমন আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও আত্মার অনন্দাদি গুণে যুক্ত হইতে পারেনা

ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ৩৪ ॥

তং মেনিরেঽবলা মৌঢ্যাৎ স্ত্রৈণং চানুব্রতং রহঃ।

অপ্রমাণবিদো ভর্ত্তুরীশ্বরং মতয়ো যথা ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণ সমাগমো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১১ ॥ * ॥

এতদেব কিং তৎ। প্রকৃতিস্থোপি তস্যা গুণৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ সদা ন যুজ্যত ইতি যৎ। যথা আত্মস্থৈরানন্দাদিভি রাত্মাশ্রয়াপি বুদ্ধির্নযুজ্যতে তদ্বৎ। বৈধৰ্ম্ম্যে দৃষ্টান্তোবা আত্মস্থৈঃ সত্তা প্রকাশাদিভি র্যথা বুদ্ধির্যুজ্যতে আত্মা তথা ন যুজ্যতে ইতি। এবং বা অসদাত্মা দেহঃ তত্রস্থৈর্গুণৈস্তদা শ্রয়া বুদ্ধি স্তদ্রূপাদির্জীবোপি সুজ্যতে এবং প্রকৃতিস্থোপি তদ্গুণৈর্নযুজ্যতে ইতি যৎ। এতদীশন মীশ স্যেতি ॥ ৩৪ ॥

তৎ পত্ন্যোপি তস্য তত্বং ন জানন্তীত্যাহ তং স্ত্রৈণং আত্মবশ্যং রহ একান্তে অনুব্রতঃ অনুস্মৃতঞ্চ মেনিরে। ভর্ত্তুর প্রমাণ বিদঃ প্রমাণমিয়ত্তাং মহিমানং অজানন্ত্য ইত্যর্থঃ ঈশ্বরং ক্ষেত্রজ্ঞং মতয়োঽহং বৃত্তয়ো যথা স্বাধীনং স্বধৰ্ম্ম যোগিনং মন্যন্তে তদ্বৎ। যদ্বা যথা তাসাং মতয়ঃ কল্পনাঃ তথা তমীশ্বরং স্ত্রৈণাদি রূপং মেনিরে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি প্রথমে একাদশঃ ॥ * ॥ ২১ ॥

তদ্রূপ তিনি মায়াশ্রিত হইয়াও মায়ার সুখ দুঃখাদি গুণে লিপ্ত হয়েন না ॥ ৩৪ ॥

ঐ সকল পত্নী তাঁহার তত্ত্ব জানিতেন না অতএব তাঁহার তত্ত্ব অবগত না হইতে পারিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত আত্ম বুদ্ধি অনুসারে তাঁহাকে স্ত্রীজিত ও একান্তে অনুব্রত করিয়া মানিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমে একাদশ ॥ ১১ ॥ * ॥

শ্রীশৌনক উবাচ।

অশ্বত্থাম্নোপসৃষ্টেন ব্রহ্মশীর্ষ্ণোরুতেজসা।
উত্তরায়া হতোগর্ভ ঈশেনাজীবিতঃ পুনঃ॥ ১॥
তস্য জন্ম মহাবুদ্ধেঃ কর্ম্মাণিচ মহাত্মনঃ।
নিধনঞ্চ যথৈবাসীৎ সপ্রেত্য গতবান্ যথা॥ ২॥
তদিদং শ্রোতুমিচ্ছামো গদিতুং যদি মন্যসে।

পূর্ব্বোক্তং যৎ প্রসঙ্গায় দ্রৌণি দণ্ডাদি বিস্তরাৎ। দ্বাদশেতু তদেবাথ পরীক্ষিজ্জন্ম উচ্যতে॥ ০॥

পরীক্ষিতোথ রাজর্ষের্জন্ম কর্ম্মেত্যাদি প্রতিজ্ঞায় পাণ্ডবানাং রাজ্য স্থিতি রূপোদ্ঘাত রূপা সপ্রসঙ্গং সপ্তমাধ্যায় মারভ্য নিরূপিতা। ইদানী মৌপোদ্ঘাতিক মুক্তানুবাদ পূর্ব্বকং পৃচ্ছতি। অশ্বত্থাম্নেতি। উপসৃষ্টেন বিসৃষ্টেন॥ ১॥

তস্য জন্ম ইত্যাদি ব্রূহীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। সপরীক্ষিৎ প্রেত্য দেহং ত্যক্ত্বা॥ ২

প্রার্থয়ে নত্বাজ্ঞাপয়ামীত্যাহ। গদিতুং যদি মন্যসে অনুগ্রহেণ তর্হি ব্রূহীতি

দ্বাদশাধ্যায়ে রাজা পরীক্ষিতের জন্ম বর্ণন॥ ০॥

মহর্ষি শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন। সূত! অশ্বত্থামা সুদারুণ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া উত্তরার গর্ভ বিনষ্ট করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাহা পুনর্ব্বার জীবিত হয়॥ ১॥

ঐ গর্ভে মহাবুদ্ধিমান্ রাজা পরীক্ষিতের জন্ম কিরূপে হইয়াছিল এবং সেই মহাত্মা কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আর তাঁহার নিধনই বা কি প্রকারে হইয়াছিল। অপর তিনি দেহ পরিত্যাগ করিয়া কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়েন॥ ২॥

এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, যদি বলিতে

ব্রূহিনঃ শ্রদ্ধধানানাং যস্যাজ্ঞানমদাচ্ছুকঃ ॥ ৩ ॥
শ্রীসূত উবাচ।
অপীপলদ্ধর্ম্মরাজঃ পিতৃবদ্রঞ্জয়ন্ প্রজাঃ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ কৃষ্ণপাদানুসেবয়া ॥ ৪ ॥
সম্পদঃ ক্রতবো লোকা মহিষী ভ্রাতরোমহী।
জম্বুদ্বীপাধিপত্যঞ্চ যশশ্চ ত্রিদিবং গতং ॥ ৫ ॥
কিন্তে কামাঃ সুরস্পার্হা মুকুন্দ মনসো দ্বিজ।

তর্হি ব্রূহীতি যস্য জ্ঞানমদাচ্ছুক ইতি শ্রবণেচ্ছায়াং কারণং ॥ ৩ ॥

নিস্পৃহস্যাপি রাজ্ঞঃ শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহাত্বাদৃক্ পৌত্রঃ সমজনীতি বক্তুং তস্য শ্রীকৃষ্ণে ভক্ত্যুদ্রেকমাহ অপীপলদিতি ত্রিভিঃ। পিতৃবৎ অপীপলৎ পালয়া মাস ॥ ৪ ॥

ক্রতব স্তদুপার্জ্জিতাঃ লোকাশ্চ ॥ ৫ ॥

সুরস্পার্হাঃ সুরাণাং স্পৃহণীয়াঃ তে সম্পাদাদয়ঃ কামা বিষয়াঃ রাজ্ঞঃ কিং মুদং

সম্মত হও তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে বল, ব্যাসনন্দন শুকদেব তাঁহাকে জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। এ নিমিত্ত তাঁহার চরিত্র শ্রবণে আমরা শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছি ॥ ৩ ॥

শৌনকের এই সকল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন। হে ব্রহ্মন্! রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দ সেবন দ্বারা সমস্ত কামনা হইতে নিস্পৃহ হইয়া সকলের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক পিতার ন্যায় প্রজা পালন করিতেছিলেন ॥ ৪ ॥

তাঁহার সম্পত্তি, যজ্ঞ ও তদ্দ্বারা উপার্জিত লোক, মহিষী, ভাতৃবর্গ, পৃথিবী, জম্বুদ্বীপের আধিপত্য এবং স্বর্গগামি যশঃ এই সমুদায় সুপ্রকাশিত হইল ॥ ৫ ॥

অধিজহ্রুর্মুদং রাজ্ঞঃ ক্ষুধিতস্য যথেতরে ॥ ৬ ॥
মাতু গর্ভগতো বীরঃ স তদা ভৃগুনন্দন।
দদর্শ পুরুষং কঞ্চিৎ দহ্যমানো হস্ত্রতেজসা ॥ ৭ ॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রমমলং স্ফুরৎ পুরট মৌলিনং।
অপীব্য দর্শনং শ্যামং তড়িদ্বাসসমচ্যুতং ॥ ৮ ॥
শ্রীমদ্দীর্ঘ চতুর্ব্বাহুঃ তপ্তকাঞ্চন কুণ্ডলং।

প্রীতিমধিজহ্রুঃ ন কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ মুকুন্দ এব মনো যস্যেতি। ক্ষুধিতস্য অন্নৈকমনসঃ। যথা ইতরে স্রক্‌ চন্দনাদায়ঃ প্রীতিং ন কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ ॥ ৬ ॥

প্রস্তুতমাহ মাতুরিতি। স পরীক্ষিৎ ॥ ৭ ॥

পুরটং সুবর্ণং স্ফুরন্‌ পুরট মৌলির্যস্যাস্তি তং ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চেতীন্‌ প্রত্যয়ঃ। অপীব্যমিতি সুন্দরং দৃশ্যত ইতি দর্শনং রূপং যস্য। তড়িদ্বৎ বাসসী যস্য তড়িদ্বাসসং ইতি শ্যামমিতি চ পাদাভ্যাং বিদ্যুদ্ভূষিত মেঘোপমা সূচিতা অচ্যুত মবিকারং ॥ ৮ ॥

তপ্তং দাহোত্তীর্ণং যৎ কাঞ্চনং তন্ময়ে কুণ্ডলে যস্য ক্ষতজাক্ষং সংরম্ভাদত্যা-

---

লাষ জন্মিয়া থাকে কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণ চরণারবৃন্দে মনঃ সংলগ্ন ছিল, এ নিমিত্ত ঐ সকল বিষয়েতেও তাঁহার মনের কিঞ্চিন্মাত্র প্রীতি জন্মিল না ॥ ৬ ॥

হে ভৃগু নন্দন! ঐ সময়ে পরীক্ষিৎ মাতার গর্ভে ছিলেন, তিনি উদর মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্র তেজ দ্বারা দহ্যমান হইয়া কোন এক পুরুষকে দেখিতে পান ॥ ৭ ॥

তাঁহার শরীর অঙ্গুষ্ঠ মাত্র এবং তোজোময়, তদীয় মস্তকে স্বর্ণ নির্ম্মিত মুকুট দেদীপ্যমান ছিল, আর তাঁহার অতি অদ্ভুত বর্ণ রূপ, বিদ্যুৎ তুল্য পীত বসন পরিধান ॥ ৮ ॥

ক্ষতজাক্ষং গদাপাণিমাত্মনঃ সর্ব্বতোদিশং।
পরিভ্রমন্তমুল্কাভাং ভ্রাময়ন্তং গদাং মুহুঃ॥ ৯॥
অস্ত্রতেজঃ স্বগদয়া নীহারমিব গোপতিঃ।
বিধমন্তং সন্নিকর্ষে পর্য্যৈক্ষত কইত্যসৌ॥ ১০॥
বিধূয় তদমেয়াত্মা ভগবান্ ধর্ম্মগুব্বিভুঃ।
মিষতো দশমাসস্য তত্রৈবান্তর্দ্দধে হরিঃ॥ ১১॥
ততঃ সর্ব্ব গুণোদর্কে সানুকূল গ্রহোদয়ে।

রক্তনেত্রং॥ ৯॥

অস্ত্র তেজো বিধমন্তং বিনাশয়ন্তং। নীহারং হীমং। গোপতিঃ সূর্য্য ইব। সন্নিকর্ষে সমীপে দদর্শ দৃষ্ট্বাচ অসৌক ইতি পর্য্যৈক্ষত বিতর্কিতবান্॥ ১০॥

অমেয়াত্মা কথং তদ্বিধূতবান্ ইত্যবিতর্কিতরূপঃ ধর্ম্মং গোপায়তীতি ধর্ম্মগুপ্। দশমাস পরিচ্ছেদ্যস্য তস্য মিষতঃ পশ্যতঃ। যত্র দৃষ্টঃ তত্রৈবান্তর্হিতঃ নত্বন্যত্র-গতঃ যতোবিভুঃ সর্ব্বগতঃ॥ ১১॥

উদর্কং উত্তর ফলং সর্ব্বগুণানামুত্তরোত্তরাধিক্য সূচকে লগ্নে। তত্র হেতুঃ

প্রতি ক্রোধ বশতঃ লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়াছিল এবং হস্তে যে গদা রহিয়াছিল তাহা চতুর্দ্দিকে মুহুর্মুহুঃ ঘূর্ণায়মান করিতে ছিলেন॥ ৯॥

আর সূর্য্য যেমন নীহার নাশ করেন তাহার ন্যায়, আপনার গদা দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্রের তেজঃ নিবারণ করিতে ছিলেন, পরীক্ষিৎ ঐ পুরুষকে নিকটে দেখিয়া বিতর্ক করিতে লাগিলেন ইনি কে?॥ ১০॥

অনন্তর ভক্তবাৎসল্য রূপ ধর্ম্ম প্রতিপালক এবং সর্ব্বগত সেই অপ্রমেয়াত্মা ভগবান্ হরি, দর্শনকারি পরীক্ষিতের সমক্ষে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন॥ ১১॥

পরে শুভগ্রহ সকল অনুকূল গুণগণের সহিত উদয় হইলে

জজ্ঞে বংশধরঃ পাণ্ডোর্ভূয়ঃ পাণ্ডুরিবৌজসা ॥ ১২ ॥
তস্য প্রীতমনা রাজা বিপ্রৈর্ধৌম্য কৃপাদিভিঃ।
জাতকং কারয়ামাস বাচয়িত্বাচ মঙ্গলং ॥ ১৩ ॥
হিরণ্যং গাং মহীং গ্রামান্ হস্ত্যশ্বান্ নৃপতির্ব্বরান্।
প্রাদাৎ স্বন্নঞ্চ বিপ্রেভ্যঃ প্রজাতীর্থে সতীর্থবিৎ ॥ ১৪ ॥
তমূচু ব্রাহ্মণাস্তুষ্টা রাজানং প্রশ্রয়ানতং।

অনুকূলৈ রত্যুগ্রৈঃ সহিতানাং শুভ গ্রহাণামুদয়ো যস্মিন্ । ১২ ॥

জাতকং জাতকর্ম্ম। মঙ্গলং পুণ্যাহং ॥ ১৩ ॥

বরান্ শ্রেষ্ঠান্। স্বন্নং শোভনমন্নঞ্চ। তীর্থবিৎ দানকালজ্ঞঃ। যাবন্ন চ্ছিদ্যতে নালং তাবন্নাপ্নোতি সূতকং। ছিন্নে নালে ততঃ পশ্চাৎ সূতকন্তু বিধীয়তে ইতি বচনাত্ততঃ পূর্ব্বমন্নং প্রাদাৎ আমান্নং বা। প্রজাতীর্থে পুত্রোৎপত্তি পুণ্যকালে। পুত্রে জাতে ব্যতিপাতে দত্তং ভবতি চাক্ষয়মিতি স্মৃতেঃ। দেবাশ্চপিতরশ্চৈব পুত্রে জাতে দ্বিজন্মনাং। আয়াস্তিহি নৃপশ্রেষ্ঠ পুণ্যাহমিতি চাব্রুবন্ ॥ ১৪ ॥

হে পৌরবর্ষভ পুরূণাং পুরুবংশ্যানাং ॥ ১৬ ॥

যখন সমস্ত গুণের উত্তরোত্তর আধিক্য সূচক লগ্ন হইল, তখন সেই সুভ লগ্নে পণ্ডুবংশধর এবং পাণ্ডুর ন্যায় তেজস্বী পরীক্ষিৎ জন্ম গ্রহণ করিলেন ॥ ১২ ॥

পৌত্রের জন্ম হইলে রাজা যুধিষ্ঠির সন্তোষ চিত্ত হইয়া ধৌম্য, কৃপ প্রভৃতি বিপ্রগণের দ্বারা পুণ্যাহ বাচন পূর্ব্বক তাঁহার জাত কর্ম্মাদি সংস্কার করাইলেন ॥ ১৩ ॥

এবং পুত্রোৎপত্তি নিমিত্ত পুণ্যকালে বিপ্রগণকে স্বর্ণ, ধেনু, ভূমি, গ্রাম, উত্তম ২ হস্তী, অশ্ব, এবং মিষ্টান্ন সকল প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

দ্বিজগণ দান লাভে তুষ্ট হইয়া মিনতি পূর্ব্বক অবনত ঐ

এষহ্যস্মিন্ প্রজাতন্তৌ পুরূণাং পৌরবর্ষভ ॥ ১৫ ॥
দৈবেনাপ্রতিঘাতেন শুক্লে সংস্থামুপেয়ুষি।
রাতোবোনুগ্রহার্থায় বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৬ ॥
তস্মান্নাম্না বিষ্ণুরাত ইতিলোকে ভবিষ্যতি।
ন সন্দেহো মহাভাগ মহাভাগবতো মহান্ ॥
শ্রীরাজোবাচ ॥ ১৭ ॥
অপ্যেষবংশ্যান্ রাজর্ষীন্ পুণ্যশ্লোকান্ মহাত্মনঃ।

শুক্লে শুদ্ধেঽস্মিন্ প্রজাতন্তৌ। দৈবেন কথম্ভূতেন অপ্রতিঘাতেন দুর্ব্বারেণ সংস্থাং নাশং উপেয়ুষি গতে সতি। বোঽনুগ্রহার্থায় যস্মাৎ প্রভবন শীলেন শ্রীবিষ্ণুনা রাতো দত্তঃ ॥ ১৬ ॥

তস্মাৎ লোকে বিষ্ণুরাত ইতি নাম্না ভবিষ্যতি। মহাভাগবতশ্চ গুণৈ র্মহান্ ভবিষ্যতি। নাত্র সন্দেহ ইতি তং রাজানং ব্রাহ্মণা ঊচু রিতি ত্রয়াণা-মন্বয়ঃ ॥ ১৭ ॥

মহাভাগবতো ভবিষ্যতীত্যুক্তে হৃষ্টঃ পৃচ্ছতি। অপিস্বিৎ সাধু বাদেন যশসা

রাজাকে কহিতে লাগিলেন, হে পৌরবর্ষভ! পুরু বংশের পরম পবিত্র এই সন্তান ॥ ১৫ ॥

দুনির্ব্বার দৈব বশতঃ বিনষ্ট হইয়াছিল আপনাদিগের প্রতি অনুগ্রহার্থ প্রভবন শীল শ্রীবিষ্ণু ইহাঁকে রক্ষা করিয়া তোমা-দিগকে প্রদান করিলেন ॥ ১৬ ॥

অতএব এ বালকের নাম লোকে বিষ্ণুরাত হইবে, অপর হে মহাভাগ! ইনি গুণের দ্বারা মহান্ এবং মহাভাগবত হইবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥

বিপ্রদিগের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির

অনুবর্ত্তিতা স্বিদযশসা সাধুবাদেন সত্তমাঃ ॥

শ্রীব্রাহ্মণাউচুঃ ॥ ১৮ ॥

পার্থ প্রজাবিতা সাক্ষাদিক্ষ্বাকুরিবমানবঃ।

ব্রহ্মণ্যঃ সত্য সন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যথা ॥ ১৯ ॥

এষ দাতা শরণ্যশ্চ যথা হ্যৌশীনরঃ শিবিঃ।

যশোবিতনিতা স্বানাং দৌষ্মন্তিরিব যজ্বনাং ॥ ২০ ॥

সংকীর্ত্ত্যা অনুবর্ত্তিতা ভবিষ্যতি ইতি পূর্ব্বশ্লেষোবাতঃ পরমপ্যনুষঙ্গঃ ॥ ১৮ ॥

প্রজানামবিতা রক্ষকঃ মানবঃ মনোঃ পুত্রঃ। ব্রাহ্মণেষু হিতঃ সত্যপ্রতিজ্ঞশ্চ শ্রীরামো যথা ॥ ১৯ ॥

উশীনর দেশাধিপতিঃ শিবিঃ যেন স্বমাংসংশ্যেনায় দত্বা শরণাগতঃ কপোতো রক্ষিতঃ স্বানাং জ্ঞাতীনাং যজ্বনাঞ্চ যশোবিস্তারকঃ। দৌষ্মন্তির্ভরত ইব ॥ ২০ ॥

হৃষ্ট চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন। অহে সত্তম সকল! এই বালক কি সংকীর্ত্তি দ্বারা মদীয় বংশোদ্ভব পুণ্যশ্লোক মহানুভব রাজর্ষিদিগের সদৃশ হইতে পারিবে? ॥ ১৮ ॥

ব্রাহ্মণেরা কহিলেন। মহারাজ! এই বালক সাক্ষাৎ মনু পুত্র ইক্ষাকুর ন্যায় প্রজাপালক, দাশরথি রামচন্দ্রের তুল্য ব্রাহ্মণ হিতকারী এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ হইবেন ॥ ১৯ ॥

অপর ইনি দাতা এবং উশীনর দেশাধিপতি শিবির ন্যায় শরণাগত রক্ষক অর্থাৎ শিবি রাজা যেমন শ্যেন পক্ষীকে স্বীয় মাংস দান দ্বারা শরণাগত কপোতের রক্ষা করিয়াছিলেন তদ্রূপ রক্ষা করিবেন। আর দুষ্মন্ত পুত্র ভরতের ন্যায় আত্মীয়বর্গের এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের যশঃ বিস্তার করিবেন ॥ ২০ ॥

ধন্বিনামগ্রণীরেষ তুল্যশ্চার্জ্জুনয়োর্দ্বয়োঃ।
হুতাশ ইবদুর্দ্ধর্ষঃ সমুদ্র ইব দুস্তরঃ ॥ ২১ ॥
মৃগেন্দ্রইব বিক্রান্তো নিষেব্যো হিমবানিব।
তিতিক্ষুর্বসুধেবাসৌ সহিষ্ণুঃ পিতরাবিব ॥ ২২ ॥
পিতামহ সমঃ সাম্যে প্রসাদে গিরিশোপমঃ।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বভূতানাং যথাদেবো রমাশ্রয়ঃ ॥ ২৩ ॥
সর্ব্ব সদ্গুণমাহাত্ম্য এষ কৃষ্ণমনুব্রতঃ।

অর্জ্জুনয়োঃ পার্থ কার্ত্তবীর্য্যয়োঃ ॥ ২১ ॥

হিমবানিব সতাং নিষেব্যঃ। অনন্য গতিকত্বেন বসুধেব তিতিক্ষুঃ ক্ষন্তাঃ। প্রীত্যা মাতা পিতরাবিব সহিষ্ণুঃ ॥ ২২ ॥

পিতামহো ব্রহ্মা তেন সমঃ সাম্যে সমত্বে। রমাশ্রয়ো হরিরিব ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বদগুণৈর্যন্মাহাত্ম্যং তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণ তুল্যঃ ॥ ২৪ ॥

অপিচ ইনি কুন্তী পুত্র অর্জ্জুনের ন্যায় সমস্ত ধনুর্দ্ধারির অগ্রগণ্য এবং অগ্নিবৎ দুর্দ্ধর্ষ ও সমুদ্রের তুল্য দুর্গম্য হই-বেন ॥ ২১ ॥

অপর সিংহের ন্যায় বীর্য্যশালী, হিমালয় পর্ব্বতের তুল্য সাধুদিগের সেবনীয়, পৃথিবী সদৃশ ক্ষমাশীল এবং মাতা পিতার সমান সহিষ্ণু হইবেন ॥ ২২ ॥

হে রাজন্! এই বালক সমতাগুণে ব্রহ্মার সমান, প্রসন্নতায় মহাদেবের তুল্য হইয়া ভগবান্ হরির ন্যায় প্রাণি মাত্রের আশ্রয় হইবেন ॥ ২৩ ॥

আর সমস্ত সদ্গুণ দ্বারা ইহাঁর শ্রীকৃষ্ণ তুল্য অনুপম মাহাত্ম্য হইবে এবং রন্তি দেবের ন্যায় উদার ও যযাতির ন্যায় ধার্ম্মিক

রন্তিদেব ইবৌদার্য্যে যযাতিরিব ধার্ম্মিকঃ ॥ ২৪ ॥
ধৃত্যা বলি সমঃ কৃষ্ণে প্রহ্লাদ ইব সদ্গ্রহঃ।
আহর্ত্তৈষোঽশ্বমেধানাং বৃদ্ধানাং পর্য্যুপাসকঃ ॥
রাজর্ষীণাং জনয়িতা শাস্তাচোৎপথ গামিনাং।
নিগৃহীতা কলেরেষ ভুবো ধর্ম্মস্য কারণাৎ ॥ ২৫ ॥
তক্ষকাদাত্মনো মৃত্যুং দ্বিজপুত্রোপসর্পিতাৎ।
প্রপৎস্যত উপশ্রুত্য মুক্তসঙ্গঃ পদং হরেঃ ॥ ২৬ ॥
জিজ্ঞাসিতাত্ম যাথার্থ্যো মুনের্ব্যাসসুতাদসৌ।

সন্ ভদ্রো গ্রহোঽভিনিবেশোযস্য। আহর্ত্তা কর্ত্তা ॥ ২৫ ॥

দ্বিজ পুত্রেণ প্রেরিতাৎ তক্ষকাদাত্মনো মৃত্যু মুপশ্রুত্য হরেঃ পদং প্রপৎস্যতে ভজিষ্যতি ॥ ২৬ ॥

ততশ্চ জিজ্ঞাসিতমাত্মনো যাথার্থং যেন স ইদং শরীরং গঙ্গায়াং হিত্বা অকু-

হইবেন ॥ ২৪ ॥

ইনি দৈত্যাধিপতি বলির সদৃশ ধৃতিমান্ এবং শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে প্রহ্লাদের সমান ভক্তিমান্ তথা অশ্বমেধ যজ্ঞের আহর্ত্তা এবং বৃদ্ধ সকলের উপাসক হইবেন, আর রাজর্ষি-দিগের উৎপাদনকারী ও উৎপথ গামীদিগের দমনকারী হই-বেন, এবং ধরার ও ধর্ম্মের নিমিত্ত কলির নিগ্রহ করিবেন ॥২৫

অপর দ্বিজপুত্র শৃঙ্গি কর্ত্তৃক প্রেরিত তক্ষক হইতে আপনার মৃত্যু শ্রবণ করিয়া বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দে শরণাপন্ন হইবেন ॥ ২৬ ॥

হে রাজন্! তৎপরে ব্যাস পুত্র শুকদেবের নিকট আত্ম তত্ত্ব অবগত হইয়া গঙ্গায় কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ

হিত্বেদং নৃপ গঙ্গায়াং যাস্যত্যদ্ধাকুতোভয়ং ।। ২৭ ।।
ইতি রাজ্ঞ উপাদিশ্য বিপ্রা জাতককোবিদাঃ ।
লব্ধাপচিতয়ঃ সর্ব্বে প্রতিজগ্মুঃ স্বকান্ গৃহান্ ।। ২৮ ।।
সএষ লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিতি যৎ প্রভুঃ ।
সর্ব্বং দৃষ্টমনুধ্যায়ন্ পরীক্ষেত নরেষ্বিহ ।। ২৯ ।।
সরাজপুত্রো ববৃধে আশু শুক্ল ইবোড়ুপঃ ।
আপূর্য্যমাণঃ পিতৃভিঃ কাষ্ঠাভিরিব সোঽন্বহং ॥

তোভয়ং পদং যাস্যতি ॥ ২৭ ॥

লব্ধা অপচিতিঃ পূজা যৈঃ ॥ ২৮ ॥

পরীক্ষিদিতি নাম নির্ব্বক্তি সএষ ইতি। যদ্যস্মাৎ প্রভুঃ সমর্থঃ সন্ গর্ব্ভেদৃষ্টং পুরুষং অনুধ্যায়ন্ ইহ দৃশ্যমানেষু নরেষু মধ্যে সর্ব্বমপিনরং পরীক্ষেত। অয়মসৌ ভবেদিতি নোবেতি বিচারয়েদতঃ পরীক্ষিদিতি বিখ্যাতঃ। পূর্ব্বং দৃষ্টমিতি বা পাঠঃ ॥ ২৯ ॥

শুক্লে শুক্লপক্ষে স প্রসিদ্ধ উড়ুপোঽন্বহং যথা কাষ্ঠাভিঃ পঞ্চদশকলাভিঃ

অকুতোভয় স্বরূপ হরিপদ প্রাপ্ত হইবেন ।। ২৭ ।।

জাতকগণনায় সুপণ্ডিত ঐ সকল দ্বিজ রাজা যুধিষ্ঠিরকে জাত বালকের ভাবি ফল উপদেশ করিয়া যথোচিত পূজা লাভ পূর্ব্বক স্ব ২ গৃহে প্রতিগমন করিলেন ।। ২৮ ।।

অনন্তর ঐ বালক পরীক্ষিৎ নামে বিখ্যাত হন, কারণ গর্ব্ভে যে পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন তাঁহার অনুধ্যান করত দৃশ্যমান মনুষ্যদিগের মধ্যে সকলকেই পরীক্ষা করিতেন, এই কি সেই হইবে, এ নিমিত্ত তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ হইল ।। ২৯ ।।

সেই রাজপুত্র পিতামহ যুধিষ্ঠিরাদি কর্ত্তৃক সমস্ত কাম

বালএষ সধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণভক্তো নিসর্গতঃ।
প্রীতিদঃ সর্ব্ব ভূতেষু মহাভাগবতঃ সুধীঃ ॥ ৩০ ॥
যক্ষ্যমাণোঽশ্বমেধেন জ্ঞাতি দ্রোহ জিহাসায়া।
রাজা লব্ধধনো দধ্যৌ নান্যত্র কর দণ্ডয়োঃ ॥ ৩১ ॥
তদভিপ্রেতমালক্ষ্য ভ্রাতরোঽচ্যুত চোদিতাঃ।
ধনং প্রহীণমাজহ্রুরুদীচ্যাং দিশি ভূরিশঃ ॥ ৩২ ॥

আপূর্য্যমাণো বর্দ্ধতে। এবং পিতৃভিঃ যুধিষ্ঠিরাদিভিঃ কামৈশ্চতুঃষষ্টি কলাভিশ্চ আপূর্য্যমাণো ববৃধে ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বমপকৃষ্যোক্তান্ অশ্বমেধান্ স্বাবসরে সপ্রকারং কথয়তি জ্ঞাতি দ্রোহস্য হানেচ্ছয়া যক্ষ্যমাণঃ করদণ্ডয়ো রন্যত্র তাভ্যাং বিনা নলব্ধধনঃ। দধ্যৌ চিন্তয়ামাস। করদণ্ডধনস্য পরিজন ভরণ মাত্রোপক্ষীণত্বাৎ ॥ ৩১ ॥

প্রহীণং মরুত্তস্য যজ্ঞে ত্যক্তং সুবর্ণ পাত্রাদিকমানীতবন্তঃ ॥ ৩২ ॥

এবং চতুঃষষ্টি কলা দ্বারা আপূর্য্যমাণ হইয়া শুক্ল পক্ষে শশি কলার ন্যায় দিন ২ বৃদ্ধি পাইতেলাগিলেন ॥ ৩০ ॥

কর এবং দণ্ড এই দুই ভিন্ন অন্য প্রকারে রাজা যুধিষ্ঠিরের ধনাগম হইত না, এই দুই প্রকারে যে অর্থ সঞ্চয় হইত তাহা কেবল পরিজনের ভরণ পোষণ মাত্রে পরিক্ষীণ হইত, অথচ তাঁহার বাসনা হইল, জ্ঞাতি দ্রোহ নিমিত্ত যে অধর্ম্ম হইয়াছে তাহার বিনাশ জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করি, কিন্তু ধন প্রাচুর্য্যের অভাব বশতঃ অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন ॥ ৩১ ॥

তাঁহার ভ্রাতৃগণ তদীয় অভিপ্রায় অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে উত্তরদিকে গমন করত মরুত্ত রাজার যজ্ঞে যে সকল সুবর্ণ পাত্রাদি পরিত্যক্ত হইয়াছিল তৎ সমুদায় আনয়ন করিলেন ॥ ৩২ ॥

তেন সম্ভৃত সম্ভারো লব্ধকামো যুধিষ্ঠিরঃ ।
বাজিমেধৈ স্ত্রিভির্ভীতো যজ্ঞেশমযজদ্ধরিং ॥
আহূতো ভগবান্ রাজ্ঞা যাজয়িত্বা দ্বিজৈর্নৃপং ।
উবাস কতিচিন্মাসান্ সুহৃদাং প্রিয় কাম্যয়া ।
ততো রাজ্ঞাভ্যনুজ্ঞাতঃ কৃষ্ণয়াঃ সহ বন্ধুভিঃ ।
যযৌ দ্বারবতীং কৃষ্ণঃ সার্জ্জুনো যদুভির্বৃতঃ ।। ৩৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে পরীক্ষিজ্জন্ম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।। * ।। ১২ ।। * ।।

শ্রীসূতউবাচ ।

সম্ভৃতসম্ভারঃ সম্পাদিত যজ্ঞোপকরণঃ ভীতো জ্ঞাতি দ্রোহাৎ ॥ ৩৩ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমে দ্বাদশঃ ॥ ১২ ॥ * ॥

নির্গমো ধৃতরাষ্ট্রস্য বিদুরোক্ত্যা ত্রয়োদশে। উক্তঃ পৌত্রাভিষেকেণ বক্তুং

সেই ধন দ্বারা যজ্ঞের উপকরণ সকল সম্পাদিত হইল, অতএব জ্ঞাতি দ্রোহ ভয়ে ভীত রাজা লব্ধকাম হইয়া তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞেশ্বর হরির অর্চ্চনা করিলেন। ঐ যজ্ঞে রাজা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ আহূত হইয়া দ্বিজগণের দ্বারা তাঁহার যজ্ঞ সমাধা করত সুহৃদ্দিগের প্রিয় কামনায় কতিপয় মাস তথায় অবস্থিতি করিলেন। তদনন্তর বন্ধুবর্গ এবং দ্রৌপদী ও রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন এবং যদুগণের সহিত দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

।। * ।। ইতি প্রথমে দ্বাদশঃ ॥ ১২ ॥ * ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিদুরের উপদেশানুসারে ধৃতরাষ্ট্রের

বিদুরস্তীর্থ যাত্রায়াং মৈত্রেয়াদাত্মনো গতিং।
জ্ঞাত্বাগাদ্ধাস্তিন পুরং তয়াবাপ্ত বিবিৎসিতঃ।। ১ ।।
যাবতঃ কৃতবান্ প্রশ্নান্ ক্ষত্তা কৌশারবাগ্রতঃ।
জাতৈকভক্তি র্গোবিন্দে তেভ্যশ্চোপররামচ ।। ২ ।।

রাজ্ঞো মহাপথং ॥ ০ ॥

ইদানীং পরীক্ষিতঃ কলিনি গ্রহাদীনি কর্ম্মাণি কথয়িষ্যন্ বিদুরাগমনে ধৃতরাষ্ট্র প্রস্থানং ততোঽর্জ্জুনাগমনং ততঃ পাণ্ডব প্রস্থানঞ্চ নিরূপয়তি ত্রিভিরধ্যায়ৈঃ। গতিং হরিং তয়া আত্মগত্যা অবাপ্তং বিবিৎসিতং জ্ঞাতুমিষ্টং সর্ব্বং যেন ॥ ১ ॥

তদেবাহ যাবতঃ কর্ম্মযোগ ব্রতাদি বিষয়ান্ প্রশ্নান্ প্রথমং কৃতবান্ কৌশারবস্য মৈত্রেয়স্য পুরতঃ। পশ্চাৎ ত্রিচতুর প্রশ্নার্থ জ্ঞান মাত্রেণ গোবিন্দে জাতৈক ভক্তিঃ কৃতার্থঃ সন্ তেভ্যঃ প্রশ্নেভ্যঃ উপররাম ততঃ পরং ন জিজ্ঞাসিতবান ॥ ২ ॥

গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যার্থ হিমালয় পর্ব্বতে গমন এবং তথায় তাঁহার যোগ বলে প্রাণত্যাগ, অপর পৌত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের মহাপথ প্রস্থান ॥ ০ ॥

সূত কহিলেন বিদুর তীর্থযাত্রা করিয়া মৈত্রেয়ের নিকট আপনার গতি শ্রীকৃষ্ণের বৃত্তান্ত অবগত হয়েন, তাহাতে তাঁহার যাহা যাহা জানিতে অভিলাষ ছিল সে সমুদয় জ্ঞাত হইয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ১ ॥

তিনি মৈত্রেয় মুনির অগ্রে কর্ম্ম, যোগ ও ব্রতাদি বিষয়ক যে সকল প্রশ্ন করেন তন্মধ্যে তিন চারিটীর উত্তর শ্রবণ করাতে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্না হয়, তন্নিবন্ধনই তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল, সুতরাং অপর প্রশ্ন হইতে ক্ষান্ত হইলেন, অর্থাৎ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না ॥ ২ ॥

তং বন্ধুমাগতং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মপুত্রঃ সহানুজঃ ।
ধৃতরাষ্ট্রো যুযুৎসুশ্চ সূতঃ শারদ্বতঃ পৃথা ॥ ৩ ॥
গান্ধারী দ্রৌপদী ব্রহ্মন্ সুভদ্রা চোত্তরা কৃপা ।
অন্যাশ্চ যাময়ঃ পাণ্ডোর্জ্ঞাতয়ঃ সসুতাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
প্রত্যুজ্জগ্মুঃ প্রহর্ষেণ প্রাণংতন্ব ইবাগতং ॥ ৪ ॥
অভিসঙ্গম্য বিধিবৎ পরিষ্বঙ্গাভিবাদনৈঃ ।
মুমুচুঃ প্রেম বাষ্পৌঘং বিরহোৎকণ্ঠ্যকাতরাঃ !

সূতঃ সঞ্জয়ঃ । শারদ্বতঃ কৃপঃ ॥ ৩ ॥

কৃপী দ্রোণভার্য্যা । যাময়ো জ্ঞাতিভার্য্যাঃ । অন্যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ । প্রাণং তন্বইব কুতশ্চিন্মূর্চ্ছাদিদোষতঃ প্রাণেঽবসন্নে সতি তন্বঃ করাঙ্ঘ্র্যাদয়ো নিশ্চেষ্টা ভবন্তি পুনস্তস্মিন্নাবির্ভূতে সতি যথোত্তিষ্ঠন্তি তদ্বৎ ॥ ৪ ॥

বিরহেণ যদৌৎকণ্ঠ্যং তেন কাতরা বিবশাঃ ॥ ৫ ॥

সেই বান্ধব বিদুরেকে প্রত্যাগত দেখিয়া ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠির এবং ভীমাদি অনুজগণ, আর ধৃতরাষ্ট্র, সাত্যকি, সঞ্জয়, কৃপ, এবং কুন্তী ॥ ৩ ॥

গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, দ্রোণভার্য্যা কৃপী, তথা জ্ঞাতিভার্য্যা ও অন্যান্য স্ত্রীগণ হর্ষিত হইয়া প্রত্যুদ্গমন করিলেন। যেমন কোন প্রকার মূর্চ্ছাদি দোষ বশতঃ প্রাণ অবসন্ন হইলে শরীরের করচরণ প্রভৃতি অঙ্গ সকল নিশ্চেষ্ট হয় পুনর্ব্বার প্রাণের আবির্ভাব হইলে তাহারা সকল সচেষ্ট হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় বিদুর হস্তিনাপুর পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে সকলেই নিশ্চেষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রত্যাগমনে পুনরায় সচেষ্ট হইলেন ॥ ৪ ॥

সকলেই তাঁহার বিরহ বশতঃ কাতর হইয়াছিলেন, অনন্তর

রাজা তমর্হয়াঞ্চক্রে কৃতাসন পরিগ্রহং।
তং ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তমাসীনং সুখমাসনে।
প্রশ্রয়াবনতোরজা প্রাহ তেষাঞ্চ শৃণ্বতাং।
শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ ॥ ৫ ॥
অপিস্মরথ নোযুষ্মৎ পক্ষচ্ছায়া সমেধিতান্।
বিপদ্ গণাদ্বিষগ্ন্যাদের্মোচিতা যৎ সমাতৃকাঃ ॥ ৬ ॥
কয়া বৃত্ত্যা বর্ত্তিতংবশ্চরদ্ভিঃ ক্ষিতিমণ্ডলং।

পক্ষিণোহপত্যানি যথাহতিস্নেহেন পক্ষচ্ছায়য়া বর্দ্ধয়ন্তি তদ্বৎ যুষ্মৎ পক্ষপাত ছায়য়া সমেধিতান্ নঃ অস্মান্ কিং স্মরথ। সমেধিতত্বমেবাহ বিপদ্গণাদ্বয়স্মান্মোচিতাঃ স্মঃ ॥ ৬ ॥

বোযুষ্মাভিঃ কয়া বৃত্ত্যা বর্ত্তিতং দেহবৃত্তিঃ কা কৃতা। কানিচ তীর্থাদীনি সেবি-

---

নিকটে গমন পূর্ব্বক আলিঙ্গন ও অভিবাদন করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন, এবং তিনি আসন পরিগ্রহ করিলে রাজা যুধিষ্ঠির যথাবিধি পূজা করিলেন। পরে তিনি যখন ভোজন করিয়া বিশ্রামার্থ আসনে আসীন হইলেন, তখন রাজা বিনয় পূর্ব্বক অবনত হইয়া শ্রবণকারি সকলের সমক্ষে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন! হে পিতৃব্য! আমাদিগকে কি আপনি স্মরণ করেন, পক্ষিগণ যেমন পক্ষ ছায়া দ্বারা অতি স্নেহ বশতঃ স্বীয় শাবকদিগকে সম্বর্দ্ধন করে তদ্রূপ, আপনার পক্ষপাত ছায়া দ্বারা আমরা বর্দ্ধিত হইয়াছি, যে হেতু আপনি আমাদিগকে জননীর সহিত বিষ এবং অগ্নি ইত্যাদি বিপদ্গণ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

আপনার ক্ষিতিমণ্ডল পর্য্যটন সময় কি জীবিকা দ্বারা দেহ

তীর্থানি ক্ষেত্রমুখ্যানি সেবিতানীহ ভূতলে ॥ ৭ ॥
ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা ॥ ৮ ॥
অপিনঃ সুহৃদস্তাত বন্ধবাঃ কৃষ্ণদেবতাঃ।
দৃষ্টাঃ শ্রুতা বা যদবঃ স্বপূর্য্যাং সুখমাসতে।
ইত্যুক্তো ধর্ম্মরাজেন সর্ব্বং তৎ সমবর্ণয়ৎ।

তানীতি ॥ ৭ ॥

ভবত্যাকৃতীর্থাটনং নস্বার্থং কিন্তু তীর্থানুগ্রহার্থমিত্যাহ ভবদ্বিধা ইতি। মলিন জন সম্পর্কেণ তীর্থানি অতীর্থানি সন্তি। সন্তঃ পুন স্তির্থীকুর্ব্বন্তি স্বান্তং মনঃ তত্রস্থেন স্বস্থান্তঃ স্থিতেন বা ॥ ৮ ॥

অপিকিং সুখমাসতে। ভবদ্ভিঃ ক্বাপি দৃষ্টাঃ শ্রুতা বা ॥ ৯ ॥

রক্ষিত হইয়াছিল, এবং অবনীতলে কি কি তীর্থ সেবন করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

হে বিভো! ভবাদৃশ ভগবদ্ভক্ত স্বয়ং তীর্থ স্বরূপ, আপনাদের তীর্থ পর্য্যটনে কোন স্বার্থ দেখা যায় না কিন্তু তীর্থ সকলেরই ভাগ্য বলিতে হইবে, কারণ যে সকল তীর্থ মলিন জন সম্পর্কে অতীর্থ হয় তৎ সমুদায় আপনাদের অন্তরস্থ গদাধারী ভগবানের দ্বারা পবিত্র হইয়া পুনর্ব্বার তীর্থ হয় ॥ ৮ ॥

হে তাতঃ! কৃষ্ণাশ্রিত যাদব সকল আমাদের সুহৃদ্ এবং বান্ধব, তাঁহারা দ্বারকাপুরীতে সুখেত আছেন? অথবা তাঁহা দিগের কি কোন বৃত্তান্ত শুনিয়াছেন? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই সকল জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যে স্থানে যাহা দেখিয়া ছিলেন সে সকল ক্রমশঃ বর্ণন করিলেন, কিন্তু যদুকুল সংক্ষয়ের

যথানুভূতং ক্রমশো বিনা যদুকুলক্ষয়ং ॥ ৯ ॥
নন্বপ্রিয়ং দুর্ব্বিসহং নৃণাং স্বয়মুপস্থিতং ।
নাবেদয়ৎ সকরুণো দুঃখিতান্ দ্রষ্টুমক্ষমঃ ॥ ১০ ॥
কঞ্চিৎকালমথাবাৎসীৎ সৎকৃতোদেববৎসকৈঃ ।
ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য শ্রেয়স্কৃৎ সর্ব্বেষাং প্রীতিমাবহন্ ॥ ১১ ॥
অবিভ্রদর্য্যমাদণ্ডং যথাঘমঘকারিষু ।

যদুকুলক্ষয়াবর্ণনে কারণমাহ নন্বিতি ॥ ১০ ॥

শ্রেয়স্কৃৎ তত্ত্বমুপদিশন্ ॥ ১১ ॥

নন্বু শূদ্রোঽসৌ কথমুপদিশেৎ। নহ্যসৌ শূদ্রঃ। কিন্তু যমস্তদ্রূপেণাসীৎ। কিং তত্র কারণং। যমেচাত্রাগতেঽমুত্র কোদণ্ডধর ইত্যপেক্ষায়ামাহ অবিভ্রদিতি। ধৃতবানিত্যর্থঃ। শাপাৎ মাণ্ডব্যস্য শাপাৎ। তথাহি ক্বচিচ্চৌরাননুধাবন্তো রাজভটা মাণ্ডব্যস্য ঋষেস্তপশ্চরতঃ সমীপে তান্ সংপ্রাপ্য তেন সহ নিরুধ্যানীয় রাজ্ঞে নিবেদ্য তদাজ্ঞয়া তান্ সর্ব্বান্ শূলমারোপয়ামাসুঃ। ততো রাজা তমৃষিং-জ্ঞাত্বা শূলাদবতার্য্য প্রসাদয়ামাস ততোমুনির্যমং গত্বা কুপিত উবাচ কস্মাদহং

কোন কথাই কহিলেন না ॥ ৯ ॥

কেন না মনুষ্যদিগের দুঃসহ অপ্রিয় স্বয়ং উপস্থিত হয়, সকরুণ মনুষ্য দুঃখিত ব্যক্তিকে দেখিতে অক্ষম হন এপ্রযুক্ত বিদুর তাহা বর্ণন করিলেন না ॥ ১০ ॥

অনন্তর তিনি আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক দেবতার ন্যায় সৎকৃত হইয়া তথায় কিছুকাল বাস করিলেন। ঐ সময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে তত্ত্বোপদেশ এবং বন্ধু বান্ধবদিগেরও প্রীতি বর্দ্ধন করিতেন ॥ ১১ ॥

লোকে তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া জানিত, কিন্তু তিনি শূদ্র ছিলেন না, মাণ্ডব্য মুনির শাপে যম শতবর্ষ পর্য্যন্ত বিদুর

যাবদ্দধার শূদ্রত্বং শাপাদ্বর্ষ শতং যমঃ ।। ১২ ।।
যুধিষ্ঠিরো লব্ধরাজ্যো দৃষ্ট্বা পৌত্রং কুলন্ধরং ।
ভ্রাতৃভির্লোক পালাভৈ র্মুমুদে পরয়া শ্রিয়া ।। ১৩ ।।
এবং গৃহেষু সক্তানাং প্রমত্তানাং তদীহয়া ।
অত্যক্রামদবিজ্ঞাতঃ কালঃ পরম দুস্তরঃ ॥ ১৪ ॥
বিদুর স্তদভিপ্রেত্য ধৃতরাষ্ট্র মভাষত ।

শূলমারোপিত ইতি। তেনোক্তং তং বাল্যে শলভং কুশাগ্রেণাবিধ্য ক্রীড়িতবানিতি। তচ্ছ্রুত্বামাণ্ডব্য স্তংশশাপ বাল্যেঽজ্ঞানতঃ যে মহাস্তং দণ্ডং যতস্ত্বং কারিতবান্ অতঃ শূদ্রোভবেতি ॥ ১২ ॥

ইদানীং রাজ্যাপকর্ষং নিরূপয়িতুং উৎকর্ষং নিগময়তি যুধিষ্ঠির ইতি। কুলন্ধরং বংশধরং ॥ ১৩ ॥

তদীহয়া গৃহব্যাপারেণ প্রমত্তানাং অত্যক্রামৎ আয়ুঃকালোঽতিক্রান্তঃ যদ্বা তান্ কালো অত্যভবদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অভিপ্রেত্য জ্ঞাত্বা ॥ ১৫ ॥

রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এনিমিত্ত যাবৎকাল পৃথিবীতে তিনি শূদ্রত্ব ধারণ করিয়াছিলেন, তাবৎ সূর্য্যকে যম স্বরূপ হইয়া পাপিদিগের পাপানুসারে দণ্ডবিধান করিতে হইয়াছিল অতএব তিনি তত্ত্বোপদেশ প্রদানে অনধিকারী নহেন ।। ১২ ।।

রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য লাভ হইয়াছিল এবং পৌত্র পরীক্ষিৎকে বংশধর অর্থাৎ ইহা দ্বারা বংশ রক্ষা হইতে পারিবে বিবেচনা করিয়া লোকপাল সদৃশ ভাতৃগণের সহিত সাম্রাজ্য সম্পদ ভোগ করত পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

এই রূপে তাঁহারা গার্হস্থ্য ধর্ম্মে আসক্ত হইয়া গৃহ ব্যপারে প্রমত্ত হইলে, অজ্ঞাতসারে অতি দুস্তর কাল তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিল, অর্থাৎ তাঁহাদের আয়ুঃ শেষ হইল ॥ ১৪ ॥

রাজন্নির্গম্যতাং শীঘ্রং পশ্যেদং ভয়মাগতং ॥ ১৫ ॥
প্রতিক্রিয়া নযস্যেহ কতশ্চিৎ কর্হিচিৎপ্রভো।
সএষ ভগবান্ কালঃ সর্ব্বেষাং নঃ সমাগতঃ ॥ ১৬ ॥
যেন চৈবাভিপন্নোয়ং প্রাণৈঃ প্রিয়তমৈরপি।
জনঃ সদ্যো বিজুয্যেত কিমুতান্যৈর্ধনাদিভিঃ ॥ ১৭ ॥
পিতৃ ভ্রাতৃ সুহৃৎ পুত্রা হতাস্তে বিগতং বয়ঃ।
আত্মাচ জরয়াগ্রস্তঃ পরগেহমুপাসসে ॥
অন্ধঃ পুরৈব বধিরো মন্দপ্রজ্ঞশ্চ সাম্প্রতং।

তৎ প্রতীকারঃ ক্রিয়তাং কিং নির্গমনেন তত্রাহ প্রতিক্রিয়েতি। সর্ব্বেষামিতি। যৈঃ প্রতি কর্ত্তব্যং তেষামপীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

কথং ধনাদি বিয়োগঃ সোঢ়ুং শক্যঃ অত আহ যেনেতি। অভিপন্নঃ অভিগ্রস্তঃ ॥ ১৭ ॥

অত্রাবস্থানে দৈন্যমিতি দর্শয়ন্ বৈরাগ্যমুৎপাদয়তি পিতৃ ভ্রাত্রিতি সপ্তভিঃ

রাষ্ট্রকে কহিলেন, রাজন্! শীঘ্র এস্থান হইতে নির্গত হউন, দেখেন কি মহদ্ভয় উপস্থিত হইল ॥ ১৫ ॥

হে প্রভো! যাঁহার কোন কালে কাহা হইতেও প্রতিক্রিয়া হইতে পারে না আমাদিগের সকলের সংহারক সেই এই কাল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

মহারাজ! এই কাল কর্ত্তৃক অভিগ্রস্ত হইলে জন সকল সদ্যঃ প্রিয়তম প্রাণেও বিযোজিত হয়, অন্য ধনাদি হইতে যে রহিত হইবে তাহা আর কি বলিব? ॥ ১৭ ॥

হে রাজন্! আপনকার পিতা, ভ্রাতা, সুহৃৎ, পুত্র, সকলই বিনষ্ট হইয়াছে, আয়ুঃও শেষ হইল এখনও আপনি পরের গৃহে বাস করিতেছেন। জন্মাবধি আপনিত অন্ধ, এক্ষণে আবার বধির ও মন্দ বুদ্ধি হইয়াছেন, আর আপনার দন্ত সকল

বিশীর্ণ, দন্তো মন্দাগ্নি সরাগঃ কফমুদ্বহন্‌ ॥ ১৮ ॥
অহো মহয়সী জন্তোর্জীবিতাশা যয়া ভবান্‌ ।
ভিমাপবর্জিতং পিণ্ডমাদত্তে গৃহপালবৎ ॥ ১৯ ॥
অগ্নির্নিসৃষ্টো দত্তস্তু গরো দারাশ্চ দূষিতাঃ ।
হৃতং ক্ষেত্রং ধনং যেষাং তৈর্দত্তৈরসুভিঃ কিয়ৎ ॥ ২০
তস্যাপি বত দেহোঽয়ং কৃপণস্য জিজীবিষোঃ ।

আত্মা দেহঃ ॥ ১৮ ॥

যেন পুত্রা হতাঃ তেন ভীমেন দত্তং পিণ্ডং গৃহপালঃ শ্বেব ॥ ১৯ ॥

নিসৃষ্টঃ প্রক্ষিপ্তঃ। গরো বিষং। দূষিতা অবমতাঃ। তদ্দত্তৈরন্নাদিভিঃ প্রাণৈরসুভিঃ কিয়ৎ প্রয়োজনং ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

তস্যাপি এবং দৈন্যমনুভবতোপি পরৈতি ক্ষীয়তে ॥ ২১ ॥

বিশীর্ণ হইয়াছে, জঠরানলের পূর্ব্ববৎ তেজঃ নাই শরীর রুগ্ন এবং কফ সকল নির্গত হইতেছে ॥ ১৮ ॥

আঃ! প্রাণিদিগের জীবিতাশা কি বলবতী? যে ভীম আপনকার পুত্রগণের প্রাণবধ করিয়াছে আপনি জীবনের আশায় সেই ভীমের দত্ত অন্ন কুক্কুরের ন্যায় ভোজন করিতেছেন ॥ ১৯ ॥

হে রাজন্‌! আপনি যাহাদিগকে জতু গৃহে দগ্ধ করিয়াছিলেন, যাহাদিগকে বিষ ভক্ষণ করাইয়া বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যাহাদের ভার্য্যা দ্রৌপদীকে সভা স্থলে অবমানিতা করিয়াছেন, এবং যাহাদের সমস্ত ধন, ভূমি হরণ করিয়া লন, এক্ষণে কি না তাহাদের দত্ত অন্নাদি দ্বারা জীবন রক্ষা করিতেছেন, আপনার এরূপ জীবন ধারণের প্রয়োজন কি? ॥ ২০

মহারাজ! কি দুঃখের বিষয় এরূপ দৈন্য স্বীকার করিয়া

পরৈত্যনিচ্ছতো জীর্ণ জরয়া বাসসী ইব ॥ ২১ ॥
গতঃ স্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ।
অবিজ্ঞাত গতির্জহ্যাৎ স বৈ ধীর উদাহৃতঃ ॥ ২২ ॥
যঃ স্বকাৎ পরতোবেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্‌।
হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ সনরোত্তমঃ ॥ ২৩ ॥
অথোদীচীং দিশংযাতু স্বৈরজ্ঞাতগতির্ভবান্‌।
ইতোর্ব্বাক্‌ প্রায়শঃ কালঃ পুংসাং গুণবিকর্ষণঃ ॥ ২৪ ॥

গতস্বার্থং যশোধর্ম্মাদি শূন্যং। মুক্তবন্ধনঃ ত্যক্তাভিমানঃ ক্বগত ইতি অবিজ্ঞাতা গতির্যস্য সধীরঃ প্রাপ্ত দুঃখস্য স্বয়ং সহনেন মুক্তি প্রাপ্তেঃ বৈনিশ্চিতং ॥ ২২ ॥
নরোত্তমস্তু ততঃ প্রাগেব কৃত প্রতীকারঃ স্বকাৎ স্বতএব পরতঃ পরোপদেশ তো বা ॥ ২৩ ॥
ত্বন্তু পূর্ব্বং নরোত্তমমাভূঃ অত ইদানীং ধীরো ভবেত্যাহ অথেতি অর্ব্বাক্‌ অর্ব্বাচীনঃ এষ্যন্নিত্যর্থঃ। গুণান্‌ ধৈর্য্যাদয়াদীন্‌ বিকর্ষতি আচ্ছিনত্তীতি তথা ॥২৪

রক্ষা পাইবে ? দেখেন না ? আপনার শরির জরায় জীর্ণ হইয়া পরিহিত জীর্ণ বসনের ন্যায় দিন ২ ক্ষীণ হইতেছে ॥ ২১ ॥

হে রাজন্‌! যে ব্যক্তি বিষয় বাসনা এবং অভিমান ত্যাগ করিয়া আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক অবিজ্ঞাত গতি হওত অর্থাৎ ইনি কোথায় গেলেন এই রূপ নিজ গমন অপ্রকাশ পূর্ব্বক যশো ধর্ম্মাদি শূন্য এই শরীর পরিত্যাগ করেন লোকে তাঁহাকে ধীর বলে ॥ ২২ ॥

যে ব্যক্তি আপানা হইতে অথবা অন্যের উপদেশে জাত নির্ব্বেদ হইয়া হৃদয়ে ভগবান্‌ হরির ধ্যান করত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যান্‌ তিনি নরোত্তম ॥ ২৩ ॥

মহারাজ! আপনি এক্ষণে আত্মীয়গণকে না কহিয়া শীঘ্র উত্তরদিগে গমন করুন, ইহার পরেই ধৈর্য্যাদিগুণ নাশক সেই কাল আসিয়া উপস্থিত হইবে ॥ ২৪ ॥

এবং রাজা বিদুরেণানুজেন প্রজ্ঞাচক্ষুর্বোধিত
আজমীঢ়ঃ। ছিত্ত্বা স্বেষু স্নেহ পাশান্ দ্রঢিম্নো
নিশ্চক্রাম ভ্রাতৃসন্দর্শিতাধ্বা ॥ ২৫ ॥
পতিং প্রযান্তং সুবলস্য পুত্রী পতিব্রতা
চানুজগাম সাধ্বী। হিমালয়ং ন্যস্তদণ্ড
প্রহর্ষং মনস্বিনামিব সন্ সংপ্রহারঃ ॥ ২৬ ॥
অজাতশত্রুঃ কৃতমৈত্রোহুতাগ্নি র্বিপ্রান্নত্বা তিল
গোভূমিরুক্মৈঃ। গৃহং প্রবিষ্টো গুরুবন্দনায়

আজমীঢ়ঃ অজমীঢ বংশজঃ। প্রজ্ঞাচক্ষুঃ অন্ধঃ। এবং বোধিতঃ সন্ দ্রঢিম্নশ্চ স্বদার্ঢ্যাৎ। ভ্রাত্রাসন্দর্শিতঃ অধ্বা বন্ধ মোক্ষয়ো র্মার্গো যস্য সঃ ॥ ২৫ ॥

সুবলস্য পুত্রী গান্ধারী সাধ্বী সুশীলা। হিমালয়ং প্রযান্তং পতিমনুজগাম। নন্থ কথং সা সুকুমারী হিমাদি দুঃখ বহুলং হিমবন্তং গতা অতআহ ন্যস্ত দণ্ডানাং সন্ন্যাসিনাং প্রহর্ষো যস্মিন্ তং। দুঃখদমপি কথঞ্চিৎ কেষাঞ্চিৎ প্রহর্ষ হেতুর্ভবতীতি। অত্র দৃষ্টান্তঃ। মনস্বিনাং শূরাণাং যুদ্ধে সন্ তীব্রঃ সংপ্রহারো যথা পাঠান্তরে সং সংপ্রহারং যুদ্ধং যথেতি ॥ ২৬ ॥

কৃতং মৈত্রং মিত্রদৈবত্যং সন্ধ্যাবন্ধনং যেন। নত্বা সংপূজ্য। পিতরৌ বিদুর

বিদুর এই প্রকারে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রবোধ দান পুরঃসর বন্ধ মোক্ষের বর্ত্ম প্রদর্শন করিলে, তাঁহার স্বজনের প্রতি যে দৃঢ়তর স্নেহ পাশ ছিল জ্ঞানাস্ত্র দ্বারা ছেদন করত ভ্রাতৃ প্রদর্শিত পথে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৫ ॥

পতিব্রতা গান্ধারী আপনার পতিকে সন্ন্যাসিদিগের হর্ষপ্রদ হিমালয়ে যাইতে দেখিয়া যেমন যুদ্ধে তীব্র প্রহার শূরদিগের অনুগামী হয় তাহার ন্যায়, তাঁহার অনুগমন করিলেন ॥ ২৬ ॥

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সন্ধ্যাবন্ধন এবং নিত্য হোম সমাপন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগেকে তিল, গো, ভূমি, স্বর্ণ প্রভৃতি দান দ্বারা

নতানপশ্যৎ পিতরৌ সৌবলীঞ্চ ॥ ২৭ ॥
তত্র সঞ্জয়মাসীনং পপ্রচ্ছোদ্বিগ্নমানসঃ।
গাবল্গণে ক্বনস্তাতো বৃদ্ধোহীনশ্চ নেত্রয়োঃ।
অম্বা বা হতপুত্রার্ত্তা পিতৃব্যঃ ক্ব গতঃ সুহৃৎ ॥ ২৮ ॥
অপি ময্যকৃত প্রজ্ঞে হত বন্ধুঃ সভার্য্যয়া।
আশংসমানঃ শমলং গঙ্গায়াং দুঃখিতোপতৎ ॥ ২৯ ॥

ধৃতরাষ্ট্রৌ ॥ ২৭ ॥

হে গাবল্গণে গবল্গণস্য পুত্র সঞ্জয়ঃ ॥ ২৮ ॥

অকৃত প্রজ্ঞে মন্দমতৌ। শমলং অপরাধং আশংসমানঃ আশঙ্কমানঃ ভার্য্যয়া সহ ॥ ২৯ ॥

পূজা করিয়া গুরুবন্দনার্থ গৃহে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তথায় ধৃতরাষ্ট্র কি বিদুর অথবা গান্ধারী ইহাঁদের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, এবং কিছুই জানিতেও পারিলেন না ॥ ২৭ ॥

সেই স্থানে সঞ্জয় উপবিষ্ট ছিলেন, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে গবল্গণ নন্দন সঞ্জয়! আমার বৃদ্ধ এবং নেত্রদ্বয় হীন পিতৃব্য কোথায়? এবং নিহত পুত্র শোকাতুরা গান্ধারী ও পরম সুহৃদ্ বিদুর ইহাঁরাই বা কোথায় গেলেন? ॥ ২৮ ॥

তিনি আমাকে মন্দ মতি জানিয়া আমাকর্ত্তৃক অপরাধ আশঙ্কমান হওত অর্থাৎ যুধিষ্ঠির আমার একটী পুত্র ও রাখিল না, আমার এ জীবনে প্রয়োজন কি, মনে এরূপ বিচার করত অথবা আমার বধ জন্য পাপও যুধিষ্ঠিরের হউক ইহা বলিয়াই বা, পুত্র নিধন দুঃখে ভার্য্যার সহিত গঙ্গায় পতিত হইলেন কি? ॥ ২৯ ॥

পিতর্য্যুপরতে পাণ্ডৌ সর্ব্বান্নঃ সুহৃদঃ শিশূন্ ।
অরক্ষতাং ব্যসনতঃ পিতৃব্যৌ ক্ক গতাবিতঃ ॥ ৩০ ॥
শ্রীসূতউবাচ ॥
কৃপয়া স্নেহ বৈক্লব্যাৎ সূতো বিরহকর্ষিতঃ ।
আত্মেশ্বরমচক্ষাণো ন প্রত্যাহাতিপীড়িতঃ ॥ ৩১ ॥
বিমৃজ্যাশ্রূণি পাণিভ্যাং বিষ্টভ্যাত্মানমাত্মনা ।
অজাতশত্রুং প্রত্যূচে প্রভোঃ পাদাবনুস্মরন্ ॥ ৩২ ॥
নাহং বেদ্মি ব্যবসিতং পিত্রোর্ব্বঃ কুলনন্দন ।

যৌ অরক্ষতাং তৌ ইতঃ স্থানাৎ ॥ ৩০ ॥

কৃপয়া স্নেহবৈক্লব্যাচ্চাতিপীড়িতঃ। আত্মেশ্বরং ধৃতরাষ্ট্রং অপশ্যন্ বিরহকর্ষিতঃ সূতঃ সঞ্জয়ঃ ন প্রত্যুত্তরমাহ ॥ ৩১ ॥

আত্মনা বুদ্ধ্যা আত্মানং মনো বিষ্টভ্য ধৈর্য্য যুক্তং কৃত্বা প্রভোঃ ধৃতরাষ্ট্রস্য ॥৩২

ব্যবসিতং নিশ্চয়ং গান্ধার্য্যাশ্চ যতো মুষিতো বঞ্চিতোস্মি ॥ ৩৩ ॥

আমাদিগের পিতা পাণ্ডু যখন লোকান্তর গমন করেন তখন আমারা অতি শিশু ছিলাম তাঁহারাই আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে এ স্থান হইতে কোথায় গমন করিলেন ! ॥ ৩০ ॥

সূত কহিলেন। হে শৌনক ! রাজা যুধিষ্ঠির এই রূপ জিজ্ঞাসা করিলে সঞ্জয় আপনার প্রভু ধৃতরাষ্ট্রকে দেখিতে না পাইয়া কৃপা এবং স্নেহ ব্যাকুল চিত্তে বিরহ বশতঃ অতিশয় কাতর হইয়া রাজাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ৩১ ॥

কিয়ৎক্ষণ পরে হস্ত দ্বারা অশ্রু মার্জ্জন এবং বুদ্ধি দ্বারা মনকে স্থির করিয়া আপনার প্রভু ধৃতরাষ্ট্রের চরণ স্মরণ পূর্ব্বক রাজার প্রতি কহিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

হে কুলনন্দন ! হে মহা বাহো ! আপনকার দুই পিতৃব্যের এবং পিতৃব্য পত্নী গন্ধারীর বৃত্তান্ত কিছুই অবগত নহি, তাঁহারা

গান্ধার্য্যা বা মহাবাহো মুষিতোস্মি মহাত্মভিঃ ॥ ৩৩ ॥
অথাজগাম ভগবান্নারদঃ সহতুম্বুরুঃ।
প্রত্যুত্থায়াভিবাদ্যাহ সানুজোহভ্যর্চ্চয়ন্ মুনিং ॥ ৩৪ ॥
শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ।
নাহংবেদ গতিং পিত্রোর্ভগবন্ ক্কগতাবিতঃ।
অম্বা বা হতপুত্রার্ত্তা ক্ক গতাচ তপস্বিনী ॥ ৩৫ ॥
কর্ণধার ইবাপারে ভগবান্ পারদর্শকঃ।
অথাবভাসে ভগবান্নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ৩৬ ॥
শ্রীনারদ উবাচ।
মাকঞ্চন শুচোরাজন্ যদীশ্বর বংশ জগৎ।

এবং কিঞ্চিৎকালং শোচতি তস্মিন্ অথাজগাম নারদঃ। অত্রাস্তি ক্কচিৎ পুস্তকে পাঠান্তরং তত্তুলজ্ঞ্য যথা সংপ্রদায়ং ব্যাখ্যায়তে শোকবেগাদভ্যর্চ্চয়ন্নেবাহ রাজা নত্বভ্যর্চ্চ্য ॥ ৩৪ ॥
নাহং বেদ বেদ্মি ॥ ৩৫ ॥
অপারে শোকার্ণবে ভগবাংস্ত্বমেব পারদর্শকঃ। অতোব্রূহীতিশেষঃ ॥ ৩৬ ॥
আদাবেব যথাবৃত্ত কথনে শোকেন মূর্চ্ছিতঃ পতেদিতি প্রথমঃ

আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥
রাজা যুধিষ্ঠির যখন এরূপ বিষাদ করিতেছেন এমত সময়ে দেবর্ষি নারদ তুম্বুরু বাদ্য করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রাজা তাঁহাকে দেখিবা মাত্র অনুজগণের সহিত অভ্যুত্থান পূর্ব্বক অভিবাদন ও অভ্যর্চ্চনা করিয়া সবিনয় বচনে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥
ভগবন! আমার দুইটী পিতৃব্য এখান হইতে কোথা গিয়াছেন এবং পিতৃব্য পত্নী গান্ধারী হত পুত্রগণের শোকে কাতরা ছিলেন তিনিও কোন্ স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন, জানিতে পারিতেছি না ॥ ৩৫ ॥
আমি শোক সাগরে পতিত হইয়াছি আপনি আমার কর্ণধার অতএব তাঁহাদের বৃত্তান্ত বলুন। অনন্তর মুনিসত্তম নারদ রাজাকে শান্ত্বনা করত কহিলেন ॥ ৩৬ ॥
রাজন্! কাহারো নিমিত্ত শোক করিবেন না এই জগৎ ঈশ্বরের অধীন, ইহার প্রমাণ দেখুন ইন্দ্রাদি দিকপালেরা

লোকাঃ সপালা যস্যেমে বহন্তি বলিমীশিতুঃ ॥ ৩৭ ॥
যথা ক্রিড়োপস্করাণাং সংযোগবিগমাবিহ।
ইচ্ছয়া ক্রীড়িতুঃ স্যাতাং তথৈবেশেচ্ছয়া নৃণাং ॥ ৩৮ ॥
যন্মন্যসে ধ্রুবং লোকমধ্রুবং বা নবোভয়ং।
সর্ব্বথা নহি শোচ্যাস্তে স্নেহাদন্যত্র মোহজাৎ ॥ ৩৯ ॥

তাবচ্ছোকমপনয়তি কঞ্চন মাশুচঃ মাশোচঃ। ন কেবলং তানেব। যদ্যস্মাৎ ঈশ্বরাধীনং জগৎ তদেবাহ লোকাইতি ॥ ৩৭ ॥

প্রবৃত্তৌ পারতন্ত্র্যমুক্ত্বা সংযোগ বিয়োগয়োরপ্যাহ যথেতি। ক্রীড়োপস্করাণাং ক্রীড়াসাধনানাং দারুরচিত মেষাদীনাং ॥ ৩৮ ॥

ঈশ্বরাধীনত্বা ন্ন শোকঃ কার্য্য ইত্যুক্তং লোকতত্ত্বেচ বিচার্য্যমাণে নির্বিষয়ো হ্যং শোক ইত্যাহ যন্মন্যস ইতি। যদ্যদি লোকং জনং ধ্রুবং জীবরূপেণ। নবেতি নধ্রুবং নাপ্যধ্রুবং শুদ্ধ ব্রহ্ম স্বরূপত্বেন অনির্ব্বচনীয়ত্বেন বা। উভয়ং বা চিজ্জড়াংশত। সর্ব্বথা চতুর্ষ্বপি পক্ষেষু তে পিত্রাদয়ো ন শোচ্যাঃ। স্নেহাদন্যত্র স্নেহএব কেবলং শোক হেতুঃ সচাজ্ঞানমূল ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

সহিত এই সমস্ত লোক সেই পরমেশ্বরেরই পূজোপহার বহন করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

হে রাজন্! যেমন ক্রীড়াকারির ইচ্ছায় ক্রীড়ার উপকরণ দারুময় মেষাদির সংযোগ এবং বিয়োগ হয় তদ্রূপ ঈশ্বরেচ্ছায় মানবদিগেরও সংযোগ বিয়োগ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

মহারাজ! যদি এই লোককে জীবরূপে নিত্য বলিয়া মান, অথবা দেহরূপে অনিত্য বল, কিম্বা ব্রহ্ম স্বরূপ প্রযুক্ত না নিত্য না অনিত্য, কি অনির্ব্বচনীয় বলিয়া উভয় প্রকারই অর্থাৎ চিৎজড় রূপে জ্ঞান কর, মোহ জন্য স্নেহ ব্যতিরেকে কোন প্রকারে তদর্থ শোক করা উচিত হয় না ॥ ৩৯ ॥

তস্মাজ্জহ্যঙ্গ বৈক্লব্যমজ্ঞানকৃতমাত্মনঃ।
কথংত্বনাথাঃ কৃপণা বর্ত্তেরন্ স্তামনাশ্রিতাঃ॥ ৪০ ॥
কাল কর্ম্ম গুণাধীনো দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ।
কথমন্যাংস্তু গোপায়েৎ সর্পগ্রস্তো যথাপরং॥ ৪১ ॥
অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাং।

তস্মাত্মাং বিনা কথং তে বর্ত্তেরন্ ইতি মনসো বৈক্লব্যং ব্যাকুলতাং ত্যজ ॥ ৪০
তত্র স্বদেহস্তেষাং বৃত্তি বিচ্ছেত্তত্ত্বাবস্নাস্তীত্যাহ কালো গুণক্ষোভকঃ। কর্ম্ম জন্ম নিমিত্তং গুণা উপাদানং। তদধীনঃ পাঞ্চভৌতিকো জড়ঃ। তদ্বিভাগে নাশবাংশ্চ। সর্পগ্রস্তঃ অজগরগিলিতঃ যথা অন্যং নরক্ষতি তদ্বৎ॥ ৪১ ॥
ঈশ্বরেণ বিহিতা বৃত্তিঃ সর্ব্বতঃ সুলভৈবেত্যাহ অহস্তানি পশ্বাদীনি। অপদানি তৃণাদীনি তত্রতেষু অহস্তাদিষ্বপি ফল্গূনি অল্পানি। এবং জীবঃ সর্ব্বোপি

হে রাজন্! তুমি বিবেচনা করিয়াছ যে আমার পিতৃব্যাদির কেহ অভিভাবক নাই এবং তাঁহারা অতিশয় দুঃখী, আমাকে আশ্রয় না করিয়া কি রূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, তোমার এ ব্যাকুলতা অজ্ঞান কৃতা, তাহা পরিত্যাগ কর ॥ ৪০ ॥

হে মহারাজ! এই পাঞ্চভৌতিক শরীর, গুণক্ষোভক কাল, এবং জন্ম নিমিত্ত কর্ম্ম তথা গুণ অর্থাৎ উপাদান কারণ এই তিনের অধীন, অর্থাৎ এই তিনের সংযোগে এ দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাদের বিভাগে বিনষ্ট হইবে। অন্য এ দেহ রক্ষা কি প্রকারে করিবেক? অজগর সর্পে গিলিত ব্যক্তি কি অন্যকে রক্ষা করিতে পারে? ॥ ৪১ ॥

রাজন্! তুমি আপনার পিতৃব্যাদির দেহযাত্রার নিমিত্ত চিন্তা করিতেছ, তোমার এ ভাবনা বৃথা, পরমেশ্বর জীবমাত্রের বৃত্তি বিধান করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্রই সুলভ, দেখ

ফল্গূনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনং ॥ ৪২ ॥
তদিদং ভগবান্‌রাজন্নেক আত্মাত্মনাং স্বদৃক্।
অন্তরোহনন্তরো ভাতি পশ্য তং মায়য়োরুধা ॥ ৪৩ ॥
সোহয়মদ্য মহারাজ ভগবান্ ভূতভাবনঃ।

সর্ব্বস্য জীবনং জীবিকা। এতেনৈব সর্ব্বতো মৃত্যু প্রাপ্তত্বমুক্তং ॥ ৪২ ॥

মোহ নিবৃত্ত্যর্থং দ্বৈতস্যাবস্তুতা মাহ তদিদং অহস্ত সহস্তা দিরূপং জগৎ স্বদৃক্ ভগবানেব ন ততঃ পৃথক্। সচৈক এব নতু নানা। নমু সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ প্রত্যক্ষে কুত এতৎ তদাহ আত্মনাং ভোক্তৃণাং আত্মরূপং অতো ন সজাতীয় ভেদঃ। অন্তরোহনন্তরশ্চ অন্তর্ব্বহির্ভোগ্য রূপশ্চ ভাতি অতো ন বিজাতীয় ভেদোহপি। নমু একঃ কথং তথা প্রতীয়েত তত্রাহ মায়য়া তং বহুধা পশ্যেতি ॥ ৪৩ ॥

কাসাবস্তীদৃশো মহামায়াবী দ্বারকায়ামিত্যাহ সোহয়মিতি। অদ্যাং

অহস্ত পশ্বাদি সহস্ত মনুষ্যদিগের আহার এবং অপদ তৃণাদি চতুষ্পদ পশ্বাদির খাদ্য, আর ক্ষুদ্র মৎস্য সকল বৃহৎ মৎস্যাদির ভোজ্য হইতেছে, অতএব জীবই জীবের জীবিকা ॥ ৪২ ॥

পরন্তু অহস্ত সহস্তাদি রূপ এই জগৎ, সেই ভগবানেরই স্বরূপ, তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে, তিনিও এক মাত্র, অনেক নহেন, ভোক্তাদিগের আত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামি স্বরূপ, অতএব তিনিই অন্তর্বহি র্ভোক্তা এবং ভোগ্য রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। এবং মায়া শক্তি দ্বারা দেবতীর্য্যগাদি দেহ রূপে বহুধা হয়েন, তাঁহাকে অবলোকন কর ॥ ৪৩ ॥

মহারাজ! সেই ভূতভাবন কালরূপ ভগবান দেবদ্বেষী অসুরদিগের বিনাশ নিমিত্ত দ্বারকা ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া-

কালরূপোঽবতীর্ণোঽস্যামভবায় সুরদ্বিষাং ॥ ৪৪ ॥
নিষ্পাদিতং দেবকৃত্যমবশেষং প্রতীক্ষতে।
তাবদযূয়ং প্রতীক্ষধ্বং ভবেদযাবদিহেশ্বরঃ ॥ ৪৫ ॥
ধৃতরাষ্ট্রঃ সহ ভ্রাত্রা গান্ধার্য্যাচ স্বভার্য্যয়া।
দক্ষিণেন হিমবত ঋষীণামাশ্রমং গতঃ ॥ ৪৬ ॥
স্রোতোভিঃ সপ্তভির্যা বৈ স্বর্ধুনী সপ্তধা ব্যধাৎ।

ভুম্যাং। অভবায় নাশায় ॥ ৪৪ ॥

তর্হি শ্রীকৃষ্ণোঽত্রাস্তীতি অত্রৈবাস্থাং মাকুথা ইত্যাহ নিষ্পাদিতমিতি। তচ্চ দেবানাং কার্য্যং তেন নিষ্পাদিতং। কেবলমবশেষং প্রতীক্ষতে যদুকুল ক্ষয়মিতি হৃদিস্থং ততো নিজং ধাম যাস্যতি ততো যুয়মপি গচ্ছতেত্যর্থঃ। তচ্চ ভূতমপি বিদুরবদেব নাবর্ণয়ং ॥ ৪৫ ॥

তদেবং শোকমাস্থায় নিবার্য্য জিজ্ঞাসবে তস্মৈ যথাবৃত্তং কথয়তি ধৃতরাষ্ট্র ইতি ষড্‌ভিঃ। হিমবতো দক্ষিণে ভাগে ॥ ৪৬ ॥

যাবৈ প্রসিদ্ধা স্বর্ধুনী গঙ্গা সা আত্মানং যত্র সপ্তধা ব্যধাৎ। কিমর্থং নানা

ছেন ॥ ৪৪ ॥

দেবতাদের কার্য্য সমুদায় নিষ্পন্ন করিয়াছেন এক্ষণে অবশিষ্ট যদুকুল ক্ষয়রূপ কর্ম্মের অপেক্ষা করিতেছেন, তাহা সমাধা হইলেই নিজ ধামে গমন করিবেন, অতএব এই ভূমণ্ডলে যাবৎ তাঁহার অবস্থিতি হয়, তোমরা তাবৎ কাল প্রতীক্ষা কর ॥ ৪৫ ॥

হিমালয়ের দক্ষিণদিকে ঋষিদিগের যে আশ্রম আছে সেই স্থানে তোমার পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র, ভ্রাতা বিদুর এবং স্বীয় ভার্য্যা গান্ধারীর সহিত গমন করিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥

তথায় প্রসিদ্ধা যে স্বর্ধুনী গঙ্গা আছেন, তিনি সপ্ত ঋষির

সপ্তানাং প্রীতয়ে নানা সপ্তস্রোতঃ প্রচক্ষতে ॥ ৪৭ ॥
স্নাত্বানুসবনং তস্মিন্ হুত্বাচাগ্নিং যথাবিধি।
অব্ভক্ষ উপশান্তাত্মা স আস্তে বিগতৈষণঃ ॥ ৪৮ ॥
জিতাসনো জিতশ্বাসঃ প্রত্যাহৃতষড়িন্দ্রিয়ঃ।
হরিভাবনয়া ধ্বস্ত রজঃ সত্ত্ব তমোমলঃ ॥ ৪৯ ॥

পৃথক্ সপ্তভিঃ স্রোতোভিঃ প্রবাহৈঃ সপ্তানাং ঋষীণাং প্রীতয়ে অতএব তত্তীর্থং সপ্তস্রোতো বদন্তি ॥ ৪৭ ॥

তত্র তেন কৃতং অষ্টাঙ্গ যোগমাহ স্নাত্বেতি চতুর্ভিঃ। তত্র স্নানং হোমোঽব্ভক্ষণঞ্চ নিয়মা উক্তাঃ। ভক্ষস্থানেঽপাং স্বীকারাদব্ভক্ষঃ। উপশান্ত আত্মা যস্য। বিগত পুত্রাদ্যেষণা যস্মাৎ ইতি যমা উক্তাঃ ॥ ৪৮ ॥

জিতাসন ইত্যাদিনা আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহারা উক্তাঃ। হরি ভাবনয়েতি ধারণোক্তা। ধস্তা রজঃ সত্ত্ব তমোরূপা মলা যস্যেতি ফলতোধ্যান মুক্তং ॥ ৪৯ ॥

প্রীতি নিমিত্ত পৃথক্ ২ সপ্তস্রোতঃ দ্বারা অর্থাৎ মরীচি গঙ্গা, অত্রি গঙ্গা ইত্যাদি নামে আপনাকে সপ্তধা বিভাগ করিয়াছেন এই কারণে সেই স্থানকে সপ্তস্রোতঃ তীর্থ বলিয়া থাকে ॥৪৭॥

হে রাজন্! তোমার পিতৃব্য সেই তীর্থে অনুসবন স্নান এবং যথা বিধি হোমাদি করিয়া জল মাত্র আহার স্বীকার করত উপশান্ত চিত্তে অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে তাঁহার পুত্রাদির ভাবনা দূরীভূত হইয়াছে ॥ ৪৮ ॥

তিনি জিতাসন, জিতশ্বাস এবং ছয় ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহরণ কারী হওয়াতে তাঁহার আসন প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহার এই তিন যোগাঙ্গ সিদ্ধ হইয়াছে। অপর হরি ভাবনা দ্বারা সত্ত্ব রজঃ তমোরূপ মলা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতএব ধারণা এবং ধ্যান উভয় সম্পন্ন হইয়াছেন ॥ ৪৯ ॥

বিজ্ঞানাত্মনি সংযোজ্য ক্ষেত্রজ্ঞে প্রবিলাপ্য তৎ
ব্রহ্মণ্যাত্মানমাধারে ঘটাম্বরমিবাম্বরে ॥ ৫০ ॥
ধ্বস্ত মায়া গুণোদর্কো নিরুদ্ধ করণাশয়ঃ।

সমাধিমাহ বিজ্ঞানেতিদ্বাভ্যাং। আত্মানমহঙ্কারাস্পদং স্থূলদেহাদ্বিযোজ্য। বিজ্ঞানাত্মনি বুদ্ধৌ সংযোজ্য একীকৃত্য। তং বিজ্ঞানাত্মানং দৃশ্যাংশাদ্বিযোজ্য ক্ষেত্রজ্ঞে দ্রষ্টরি বিলাপ্য। তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং দ্রষ্টৃংশাদ্বিযোজ্য আধারে আশ্রয় সংজ্ঞে ব্রহ্মণি প্রবিলাপ্য। যথা অম্বরং ঘটোপাধের্বিযোজ্য মহাকাশে প্রবিলাপ্যতে তদ্বৎ ॥ ৫০ ॥

ব্যুত্থানাভাবমাহ ধ্বস্তেতি। অন্তর্গুণ ক্ষোভাদ্বহিরিন্দ্রিয় বিক্ষেপাদ্বা ব্যুত্থানং ভবেৎ তদুভয়ংতস্য নাস্তি যতো ধস্তোমায়া গুণানামুদর্ক উত্তরফলং বাসনা-

---

তিনি প্রথমতঃ স্বীয় দেহগত ভূত সকলকে কারণে সংযুক্ত করিয়া পরে সেই কারণ স্বরূপ অহঙ্কারকে বিজ্ঞানাত্মায় অর্থাৎ মহত্তত্ত্বে সংযুক্ত করেন, অনন্তর ঐ বিজ্ঞানাত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞে অর্থাৎ জীবে বিলীন করত পশ্চাৎ ঐ জীবকে ব্রহ্মেতে অর্থাৎ স্বদেহস্থ অন্তর্যামি পুরুষে সংযুক্ত ভাবনা করিয়া আকাশকে যেমন ঘটাদি উপাধি হইতে পৃথক্ করিয়া মহাকাশে লয় করে, তাহার ন্যায় অর্থাৎ আশ্রয় তত্ত্ব স্বরূপ পরমাত্মায় বিলীন করেন ॥ ৫০ ॥

হে রাজন্! তিনি এই রূপে সমাধি-করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার কদাপি ব্যুত্থান হয় না, কারণ মায়া গুণ সকলের বাসনা রূপ সম্বন্ধ বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং গুণক্ষোভ দ্বারা ব্যুত্থান সম্ভাবনা নাই, অপর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং মনঃ এ সকল নিরুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে বহিরিন্দ্রিয় জন্য

নির্বর্তিতাখিলাহার আস্তে স্থাণুরিবাধুনা ॥ ৫১ ॥
তস্যান্তরায়ো মৈবাভূঃ সংন্যস্তাখিল কর্ম্মণঃ ।
সবা অদ্যতনাদ্রাজন্ পরতঃ পঞ্চমেঽহনি ।
কলেবরং হাস্যতি স্বং তচ্চ ভস্মীভবিষ্যতি ॥ ৫২ ॥
দহ্যমানেঽগ্নিভির্দ্দেহে পত্যুঃ পত্নী সহোটজে ।

যস্ত। নিরুদ্ধানি করণানি চক্ষুরাদীনি আশয়ো মনশ্চযস্ত। অতএব নির্বর্ত্তিতঃ অখিল আহারোভোজ্যং ইন্দ্রিয়ৈ বিষয়াহরণং বা যেন সঃ স্থাণুরিব নিশ্চল আস্তে ॥ ৫১ ॥

তথাভূতমপ্যানেতুমুদ্যতং প্রত্যাহ তস্যেতি। অন্তরায়োবিঘ্নঃ মৈবাভূঃ ইত্যড়াগমশ্ছান্দসঃ দর্শনমপি তাবৎ কুর্য্যামিত্যুদ্যতং প্রত্যাহ সবৈ অদ্যতনাদহ্নঃ স্বং স্বাধীনং তর্হি তদ্দাহার্থং গমিষ্যামি নেত্যাহ তচ্চেতি ॥ ৫২ ॥

তর্হি গান্ধার্য্যানয়নায় গমিষ্যামি নেত্যাহ দহ্যমান ইতি। পত্যুর্দ্দেহে সহোটজে পর্ণশালা সহিতে যোগাগ্নিনা সহ গার্হপত্যাদিভিঃ দহ্যমানে তস্য পত্নী

বিক্ষোভও হয় না। অতএব তাঁহার অখিল আহার অথবা ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় আরহণ নিবৃত্ত হওয়াতে এক্ষণে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া আছেন ॥ ৫১ ॥

হে রাজন্! তিনি কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে আনয়ন করিতে গিয়া তাঁহার আর বিঘ্ন হইও না, তিনি অদ্যতন দিনের পঞ্চম দিবসে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহার সেই শরীরও ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে ॥ ৫২ ॥

অপর পর্ণশালা সহ তাঁহার দেহ যোগাগ্নির সহিত গার্হপত্যাদি অগ্নি দ্বারা যখন দগ্ধ হইবে তখন তাঁহার পত্নীও বাহিরে থাকিয়া পতির পশ্চাৎ সেই অগ্নিতে প্রবেশ করি-

বহিঃ স্থিতা পতিং সাধ্বী তমগ্নিমনুবেক্ষ্যতি ॥ ৫৩ ॥
বিদুরস্তু তমাশ্চর্য্যং নিশাম্য কুরুনন্দন ।
হর্ষশোক যুত স্তস্মাদগন্তা তীর্থনিষেবকঃ ॥ ৫৪ ॥
ইত্যুক্ত্বাথারুহৎ স্বর্গং নারদঃ সহ তুম্বুরুঃ ।
যুধিষ্ঠিরো বচস্তস্য হৃদিকৃত্বা জহাচ্ছুচঃ ॥ ৫৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে নারদবাক্যং ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥ * ॥

বহিঃ স্থিতা সতী তং পতিমনু অগ্নিং বেক্ষ্যতি প্রবেক্ষ্যতি ॥ ৫৩ ॥

তর্হি বিদুরানয়নার্থং গন্তব্যমেব নেত্যাহ বিদুরস্তু তন্নিশাম্য দৃষ্ট্বা ভ্রাতুঃ সুগত্যা হর্ষঃ তন্মৃত্যুনা শোকশ্চ তাভ্যাং যুক্তঃ তস্মাৎ স্থানাৎ তীর্থানি নিষেবিতুং গন্তা গমিষ্যতি ॥ ৫৪ ॥

শুচঃ শোকান্ ॥ ৫৫ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমে ত্রয়োদশঃ ॥ * ॥

বেন ॥ ৫৩ ॥

হে কুরুনন্দন! বিদুর ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভ্রাতার সুগতি দর্শনে হৃষ্ট এবং তাঁহার মরণে শোকাকুলিত হইয়া তীর্থ সেবার্থ তথা হইতে প্রস্থান করিবেন ॥৫৪॥

দেবর্ষি নারদ এই সকল বলিয়া তুম্বুরু সহ স্বর্গ আরোহণ করিলেন, এবং রাজা যুধিষ্ঠিরও তাঁহার বাক্য হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৫৫ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমে ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥ * ॥

শ্রীসূত উবাচ ॥

সংপ্রস্থিতে দ্বারকায়াং জিষ্ণৌ বন্ধু দিদৃক্ষয়া ।
জ্ঞাতুঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্য কৃষ্ণস্যচ বিচেষ্টিতং ॥ ১ ॥
ব্যতীতাঃ কতিচিন্মাসাস্তদা নায়াত্ততোঽর্জ্জনঃ ।
দদর্শ ঘোররূপাণি নিমিত্তানি কুরূদ্বহঃ ॥ ২ ॥
কালস্য চগতিং রৌদ্রাং বিপর্য্যস্তর্ত্তু ধর্ম্মণঃ ।

চতুর্দ্দশেত্বরিষ্টানি দৃষ্ট্বা রাজা বিশঙ্কিতঃ । অশৃণোদর্জুনাৎ কৃষ্ণ তিরোধান মিতীর্য্যতে ॥ ০ ॥

কৃষ্ণস্যচেতি চকারেণাভিপ্রায়ঞ্চ জ্ঞাতুং ॥ ১ ॥

কতিচিৎ সপ্ত তদা কালাতিক্রমেপি । ততঃ দ্বারকায়াঃ নায়াৎ নাগতঃ । নিমিত্তানি উৎপাতন্ । কুরুদ্বহো যুধিষ্টিরঃ ॥ ২ ॥

রৌদ্রাং ঘোরাং তদেবাহ বিপর্য্যস্তা ঋতুধর্ম্মা যস্মিন্ তস্য । বার্ত্তাং জীবিকাং।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের বহুবিধ অরিষ্ট দর্শন জন্য শঙ্কা এবং অর্জ্জুনের প্রমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণের তীরোধান বার্ত্তা শ্রবণ ॥ ০ ॥

অর্জ্জুন বন্ধুজন দর্শন এবং পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র তথা অভিপ্রায় জ্ঞাত হইবার বাসনায় দ্বারকায় গমন করিয়া ছিলেন ॥ ১ ॥

কএক মাস অতীত হইল, তথাপি সে স্থান হইতে তাঁহার প্রত্যাগমন হইল না, এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির অনিষ্ট সূচক ভয়ানক উৎপাত সকল দেখিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

ঋতু সকলের ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইল অর্থাৎ এক ঋতুর ফল পুষ্পাদি অন্য ঋতুতে হইতে আরম্ভ হইল অতএব ভয়ঙ্কর

পাপীয়সীং নৃণাং বার্ত্তাং ক্রোধলোভানৃতাত্মনাং ॥ ৩ ॥
জিহ্মপ্রায় ব্যবহৃতং শাঠ্যমিশ্রঞ্চ সৌহৃদং।
পিতৃ মাতৃ সুহৃদ্ ভ্রাতৃ দম্পতীনাঞ্চ কল্কনং ॥ ৪ ॥
নিমিত্তান্যত্যরিষ্টানি কালে ত্বনুগতে নৃণাং।
লোভাদ্যধর্ম্ম প্রকৃতিং দৃষ্ট্বোবাচানুজং নৃপঃ।
শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ ॥
সংপ্রেষিতো দ্বারকায়াং জিষ্ণুর্বন্ধু দিদৃক্ষয়া।

ক্রোধলোভানৃতৈ র্যুক্ত আত্মা যেষাং ॥ ৩ ॥

জিহ্মপ্রায়ং কপটবহুলং ব্যবহৃতং ব্যবহারং। শাঠ্যং বঞ্চনং তন্মিশ্রং সৌহৃদং সৌখ্যং। পিত্রাদীনাং স্বপ্রতিযোগিভিঃ কল্কনং কলহাদি ॥ ৪ ॥

অত্যরিষ্টানি অত্যন্তমশুভানি দৃষ্ট্বা নৃণাং লোভাদ্যধর্ম্ম প্রকৃতিঞ্চ দৃষ্ট্বা।

-গতি দেখিতে লাগিলেন, অপর সকল লোক ক্রোধ, লোভ এবং মিথ্যায় সংযুক্ত হইয়া পাপীয়সী জীবিকা অবলম্বনের উপক্রম করিল ॥ ৩ ॥

আর তাহাদের ব্যবহারে অনেক কপটতা হইতে লাগিল এবং সৌহৃদ্য শঠতার সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িল, আর পিতা, মাতা, সুহৃদ্, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুরুষ ইহাদের পরস্পর কলহ ঘটিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

রাজা যুধিষ্ঠির আপনার বর্ত্তমান কালে অতিশয় অশুভ সূচক ঐ সকল অরিষ্ট এবং মানবগণের লোভাদি অধর্ম্ম প্রকৃতি অবলোকন করিয়া চিন্তিত চিত্তে ভীমকে কহিতে লাগিলেন ভ্রাতঃ! বন্ধু জন দর্শন এবং পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ও অভিপ্রায় জ্ঞাত হইবার জন্য অর্জ্জুন অনেক দিন

জ্ঞাতুঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্য কৃষ্ণস্যচ বিচেষ্টিতং ॥ ৫ ॥
গতাঃ সপ্তাধুনামাসা ভীমসেন তবানুজঃ।
নায়াতি কস্য বা হেতোর্নাহং বেদেদমঞ্জসা ॥ ৬ ॥
অপি দেবর্ষিণা দিষ্টঃ সকালোয়মুপস্থিতঃ।
যদাত্মনোঙ্গমাক্রীড়ং ভগবানুৎসিসৃক্ষতি ॥ ৭ ॥
যস্মান্নঃ সম্পদো রাজ্যং দারাঃ প্রাণাঃ কুলং প্রজাঃ।

অনুজং ভীমং ॥ ৫ ॥

কৈ, ও বিতর্কে কস্মাদ্ধেতো র্নয়াতীতি নাহং বেদ্মি ॥ ৬ ॥

অপি কিং যদা আত্মন আক্রীড়ং ক্রীড়া সাধনং অঙ্গং মনুষ্য নাট্যং উৎস্রষ্টু-মিচ্ছতি। সকালঃ কিং প্রাপ্তঃ ॥ ৭ ॥

অস্মাকং সর্ব্ব পুরুষার্থ হেতুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অতস্তদ্বিযোগং বিনা অনিষ্টং নস্যাদি-ত্যাশয়েনাহ যস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণাদ্ধেতোঃ। এতচ্চোপরিষ্টাদর্জ্জুনঃ স্পষ্টী করিষ্যতি

দ্বারকায় গমন করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

অহে ভীম! অদ্য সাত মাস গত হইল তোমার অনুজ গমন করিয়াছেন কি কারণে এখনও আসিতেছেন না কিছুই যে জানিতে পারিলাম না ॥ ৬ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে আপনার ক্রীড়া-সাধন অঙ্গ অর্থাৎ মনুষ্য-নাট্য বিসর্জন করিবেন, দেবর্ষি আদিষ্ট সেই কাল কি এই আসিয়া উপস্থিত হইল? ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ হইতেই আমাদের সম্পদ, রাজ্য, দারা, প্রাণ, কুল, প্রজা, শত্রু জয় হয় এবং যজ্ঞ করণ রূপ তাঁহারই অনুগ্রহে স্বর্গাদি লোক সম্ভাবনা হইয়াছে, অতএব তিনি

আসন্ সপত্নবিজয়ো লোকাশ্চ যদনুগ্রহাৎ ॥ ৮ ॥
পশ্যোৎপাতান্নরব্যাঘ্র দিব্যান্ ভৌমান্ সদৈহিকান্।
দারুণান্ শংসতোঽদূরাদ্ভয়ং নো বুদ্ধিমোহনং ॥ ৯ ॥
ঊর্ব্বক্ষি বাহবো মহ্যং স্ফুরন্ত্যঙ্গ পুনঃ পুনঃ।
বেপথুশ্চাপি হৃদয়ে আরাদ্দাস্যন্তি বিপ্রিয়ং ॥ ১০ ॥
শিবৈষোদ্যন্তমাদিত্যমভিরৌত্যনলাননা।

লোকাশ্চ যজ্ঞ করণরূপাঃ যস্যানুগ্রহাৎ ॥ ৮ ॥

অদূরাৎ সন্নিহিতং। নোঽস্মাকং ভয়ং শংসত উৎপাতন্ ॥ ৯ ॥

দৈহিকানাহ। ঊর্ব্বাদয়ো বামাঃ স্ফুরন্তি। বেপথুঃ কম্পশ্চ হৃদয়ে বর্ত্ততে। এতে মহ্যং আরাৎ সন্নিহিতং বিপ্রিয়ং দাস্যন্তি ॥ ১০ ॥

ভৌমানাহ সার্দ্ধত্রিভিঃ। শিবা ক্রোষ্ট্রী উদ্যন্তং আদিত্য মভিরৌতি উদ্যত সূর্য্যাভিমুখং ক্রোশতি। অনলাননা অগ্নিং মুখেন বমন্তীত্যর্থঃ। অঙ্গ হে

আমাদিগের সকল পুরুষার্থের হেতু, তাঁহার বিয়োগ ভিন্ন কি আমাদের কোন অনিষ্ট হইতে পারে ? ॥ ৮ ॥

হে নরব্যাঘ্র ! দেখিতেছ না দিব্য, ভৌম, এবং দৈহিক দারুণ উৎপাত সকল উপস্থিত হইতেছে, ইহারাই আমাদের বুদ্ধি মোহন করিয়া সন্নিহিত ভয় সূচনা করিয়া দিতেছে ॥ ৯ ॥

অহে ! আমার বাম ঊরু, বাম চক্ষু, বাম বাহু, পুনঃ পুনঃ স্পন্দন করিতেছে এবং হৃদয়ে কম্প জন্মিয়াছে, অতএব বোধ করি ইহারাই আমাকে আসন্ন বিপ্রিয় প্রদান করিবে ॥ ১০ ॥

হে ভীম ! এই শৃগালী মুখ হইতে অগ্নি বমন করত উদয়শালি আদিত্যের অভিমুখে আক্রোশ করিতেছে, আর

মামঙ্গ শারমেয়ো হয়মভিরেভত্যভীরুবৎ ॥ ১১ ॥
শস্তাঃ কুর্ব্বন্তি মাং সব্যং দক্ষিণং পশবোঽপরে।
বাহাংশ্চ পুরুষো ব্যাঘ্র লক্ষয়ে রুদতোমম ॥ ১২ ॥
মৃত্যুদূতঃ কপোতোয়মুলূকঃ কম্পয়ন্মনঃ।
প্রত্যুলূকশ্চ কুহ্বানৈর্ব্বিশ্বং বৈ শূন্যমিচ্ছতঃ ॥ ১৩ ॥
ধূম্রাদিশঃ পরিধয়ঃ কম্পতে ভূঃ সহাদ্রিভিঃ।

ভীয় মামভিলক্ষ্য সারমেয়ঃ শ্বা অভিরেভতি প্লুতং ভষতি। অভীরুবৎ নিঃশঙ্কবৎ ॥ ১১ ॥

শস্তাঃ গবাদয়ঃ মাং সব্যং বামং কুর্ব্বন্তি। অপরে গর্দ্দভাদয়ঃ প্রদক্ষিণং কুর্ব্বন্তি। বাহান্ অশ্বান্ ॥ ১২ ॥

অয়ং কপোতো মৃত্যুদূতঃ মৃত্যুসূচকঃ। প্রত্যুলূকঃ তৎপ্রতিপক্ষো বকঃ কাকো বা। কুহ্বানৈঃ কুৎসিতশব্দৈঃ। বিশ্বং শূন্যমিচ্ছতঃ ॥ ১৩ ॥

ধূম্রা ধূষরাঃ পরিধয়ইব অগ্নিং লোকমাবৃণ্বন্তি। দিব্যানাহ সার্দ্ধদ্বাভ্যাং ॥

এই কুকুর নিঃশঙ্ক হইয়া আমাকে লক্ষ্য করত প্লুতস্বরে শব্দ করিতেছে ॥ ১১ ॥

হে পুরুষ ব্যাঘ্র! প্রশস্ত গবাদি আমাকে বাম দিকে রাখিয়া যাইতেছে, এবং অপ্রশস্ত গর্দ্দভাদি প্রদক্ষিণ করিতেছে আর আমি দেখিতেছি আমার অশ্ব সকল যেন রোদন করিতেছে ॥ ১২ ॥

দেখ ২ এই কপোত যেন মৃত্যু দূত অর্থাৎ মৃত্যু সূচক, অপর পেচক ও তাহার প্রতিপক্ষ কাক ইহাদের কুৎসিত

নির্ঘাতশ্চ মহাংস্তাত সাকঞ্চ স্তনয়িত্নুভিঃ ॥ ১৪ ॥
বায়ুর্বাতি খরস্পর্শো রজসা বিসৃজংস্তমঃ।
অসৃগ্বর্ষন্তি জলদা বীভৎসমিব সর্ব্বতঃ ॥ ১৫ ॥
সূর্য্যং হতপ্রভং পশ্য গ্রহমর্দ্দং মিথো দিবি।
স সঙ্কুলৈর্ভূতগণৈর্জ্বলিতে রোদসী ইব ॥ ১৬ ॥

নির্ঘাতো নিরভ্র বজ্রপাতঃ। স্তনয়িত্নবোঽভ্রগর্জিতানি তৈঃসহ ॥ ১৪ ॥
তমোবিশেষেণ সৃজন্। অসৃক্ রক্তং ॥ ১৫ ॥
গ্রহাণাং মর্দ্দং যুদ্ধং। ভূতা রুদ্রানুচরাঃ তেষাং গণৈঃ সঙ্কুলৈঃ ব্যামিশ্রৈঃ প্রাণিভিঃ সহিতৈঃ রোদসী দ্যাবা পৃথিব্যৌ। জ্বলিতে প্রদীপ্তে ইব পশ্যেতি ॥১৬

শব্দে আমার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, বোধ হইতেছে, উহারা যেন বিশ্বকে শূন্য করিতে বাঞ্ছা করিতেছে ? ॥ ১৩ ॥

ঐ দেখ, দিক্ সকল ধূসর বর্ণ হইয়া পরিধির ন্যায় হইতেছে এবং পৃথিবী যেন পর্ব্বতের সহিত কাঁপিতেছে। হে ভ্রাতঃ ! এখন মেঘাদি কিছুই নাই, ঐ শুন, মেঘ গর্জ্জন সহিত যেন নির্ঘাত ও বজ্রপাত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

অপর বায়ু ধূলি দ্বারা যেন অন্ধকার সৃজন করিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে এবং মেঘ সকল যেন রক্ত বর্ষণ করিতেছে; অতএব সকল দিকেই ভয়ানক দেখিতেছি ॥ ১৫ ॥

আর ঐ দেখ সূর্য্য যেন হতপ্রভ হইয়াছেন, আকাশে গ্রহ সকল যেন পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে, এবং অপরাপর প্রাণির সহিত মিশ্রিত রুদ্রানুচর দ্বারা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ যেন প্রদীপ্ত হইতেছে ॥ ১৬ ॥

নদ্যোনদাশ্চ ক্ষুভিতাঃ সরাংসিচ মনাংসিচ ।
নজ্বলত্যগ্নিরাজ্যেন কালোঽয়ং কিং বিধাস্যতি ॥ ১৭ ॥
নপিবন্তি স্তনং বৎসা নদুহ্যন্তিচ মাতরঃ ।
রুদন্ত্যশ্রুমুখা গাবো নহৃষ্যন্ত্যৃষভা ব্রজে ॥ ১৮ ॥
দৈবতানি রুদন্তীব স্বিদ্যন্তি প্রচলন্তিচ ।
ইমে জনপদা গ্রামাঃ পুরোদ্যানাকরাশ্রমাঃ ।

পুনর্ভৌমানাহ নদ্যইতি সার্দ্ধত্রিভিঃ। প্রাণিনাং মনাংসিচ ॥ ১৭ ॥
নদুহ্যন্তীতি কর্ম্মকর্ত্তর্য্যার্ষং । ন প্রস্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥
দৈবতানি প্রতিমাঃ। অঘং দুঃখং ॥ ১৯ ॥

আরও দেখ নদ, নদী এবং সরোবর সকল যেন ক্ষুভিত হইতেছে এবং সকল প্রাণিরই মনঃ যেন অপ্রসন্ন বোধ হইতেছে, কি আশ্চর্য্য ! ঘৃত দ্বারাও অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে না ? অতএব এই কাল আমাদিগের কি যে বিধান করিবে, কিছুই জানিতে পারিতেছি না ॥ ১৭ ॥

এ কি ? বৎস সকল স্তন পান করিতেছে না এবং মাতৃ স্তন হইতেও দুগ্ধ ক্ষরণ হইতেছে না, ধেনু সকল অশ্রুমুখী হইয়া রোদন করিতেছে, গোষ্ঠে বৃষভেরা আর হৃষ্ট হইতেছে না ॥ ১৮ ॥

কি আশ্চর্য্য ! দেবপ্রতিমা সকল যেন রোদন করিতেছেন, ইহাঁদের দেহে স্বেদ নির্গত হইতেছে, ইহারা যেন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যাইতেছেন। অপর এই জনপদ, গ্রাম, পুর, উদ্যান, আকর, আশ্রম এ সকল যেন শ্রীভ্রষ্ট

ভ্রষ্টশ্রিয়ো নিরানন্দাঃ কিমঘং দর্শয়ন্তি নঃ ॥ ১৯ ॥
মন্য এতৈর্ম্মহোৎপাতৈর্নূনং ভগবতঃ পদৈঃ ।
অনন্যপুরুষশ্রীভির্হীনা ভূর্হতসৌভগা ॥ ২০ ॥
ইতি চিন্তয়তস্তস্য দৃষ্টারিষ্টেন চেতসা ।
রাজ্ঞঃ প্রত্যাগমদ্ব্রহ্মন্ যদুপূর্য্যাঃ কপিধ্বজঃ ॥ ২১ ॥
তৎপাদয়োর্নিপতিতমযথা পূর্ব্বমাতুরং ।

এতৈঃ কৃষ্ণ নবিদ্যতেঽন্যেষু পুরুষেষু শ্রীর্বজ্রাঙ্কুশাদি শোভা যেষাং তৈ র্ভগ-বতঃ পদৈর্হীনাভূরিত্যহং মন্যে ॥ ২০ ॥

তস্য রাজ্ঞ ইত্যেবং দৃষ্টানি অরিষ্টানি যেন তেন চেতসা চিন্তয়তঃ সতঃ ॥২

অযথাপূর্ব্বং নিপতিতং তদেবাহ আতুরমিত্যাদি । অবিন্দন্ অ শ্রাণি

ও নিরানন্দ প্রায় হইতেছে । ইহারা আমাদিগকে কি যে দুঃখ দেখাইবে কিছুই জানিতে পারিতেছি না ॥ ১৯ ॥

ভীম ! এই সকল উৎপাত দর্শনে বোধ হয় এই ভূমির সৌভাগ্য নষ্ট হইয়াছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে যে অসাধারণ বজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন আছে, সেই চরণ বুঝি আর ইহাতে নাই ॥ ২০ ॥

রাজা যুধিষ্ঠির এই সকল অরিষ্ট দর্শন করিয়া বিমনা মনে চিন্তা করিতেছিলেন এমত সময়ে কপিধ্বজ অর্জ্জুন যদুপুরী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥

তিনি নিকটে আসিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আর এক প্রকারে রাজার চরণদ্বয়ে পতিত হইলেন, এবং তাঁহাকে অতিশয় আতুর দেখা

অধোবদনমব্বিন্দূন্ সৃজন্তং নয়নাব্জয়োঃ ॥ ২২ ॥
বিলোক্যোদ্বিগ্নহৃদয়ো বিচ্ছায়মনুজং নৃপঃ।
পৃচ্ছতিস্ম সুহৃন্মধ্যে সংস্মরন্নারদেরিতং ॥
শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ ॥ ২৩ ॥
কচ্চিদানর্ত্তপুর্য্যাং নঃ স্বজনাঃ সুখমাসতে।
মধুভোজ দশার্হার্হাঃ সাত্বতান্ধক বৃষ্ণয়ঃ ॥ ২৪ ॥
শূরোমাতামহঃ কচ্চিৎ স্বস্ত্যাস্তে বাথ মারিষঃ।

অশ্রূণি নেত্রাভ্যাং বিসৃজন্তমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥
উদ্বিগ্নং কম্পিত হৃদয়ং যস্য বিচ্ছায়ং বিগতকান্তিং ॥ ২৩ ॥
স্বজনাঃ বান্ধবাঃ ॥ ২৪ ॥
কিং বক্ষ্যতীতি শঙ্কয়া ব্যবহিতক্রমেণ পৃচ্ছতি শূর ইত্যাদিনা। মারিষঃ

গেল তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রুজল পড়িতেছিল ॥ ২২ ॥

তাঁহাকে কম্পিত হৃদয় এবং কান্তিহীন অবলোকন করিয়াই নারদের বাক্য রাজার স্মরণ হইল অতএব সাশঙ্ক মনে সুহৃদগণ মধ্যে বসাইয়া সমাচার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন অর্জ্জুন! দ্বারকাপুরে আমাদের বান্ধব মধু, ভোজ, দশার্হ, অর্হ, সাত্বত, অন্ধক এবং বৃষ্ণি, ইহাঁরা ত সকলে সুখে আছেন? ॥ ২৪ ॥

আমাদের মহামান্য মাতামহ শূরের ত কুশল? আর আমাদের মাতুল—বসুদেব এবং তাঁহার অনুজ ত কুশলে

মাতুলঃ সানুজঃ কচ্চিৎ কুশল্যানকদুন্দুভিঃ ॥ ২৫ ॥
সপ্তস্বসারস্তৎপত্ন্যো মাতুলান্যঃ সহাত্মজাঃ।
আসতে সস্নুষাঃ ক্ষেমং দেবকী প্রমুখাঃ স্বয়ং ॥ ২৬ ॥
কচ্চিদ্রাজাহুকো জীবত্যসৎপুত্রোঽস্য চানুজঃ।
হৃদীকঃ সসুতোঽক্রুরো জয়ন্ত গদ সারণাঃ।
আসতে কুশলং কচ্চিদ্যেচ শত্রুজিদাদয়ঃ।
কচ্চিদাস্তে সুখং রামো ভগবান্ সাত্বতাং প্রভুঃ ॥ ২৭ ॥

আর্য্যো মাতামহঃ। আনকদুন্দুভির্বসুদেবঃ ॥ ২৫ ॥

স্বসারঃ পরস্পরং বসুদেব ক্ষেমাত্তাসামপি ক্ষেমং পৃষ্টমেব পৃথগপি পৃচ্ছতি স্বয়মিতি ॥ ২৬ ॥

আহুক উগ্রসেনঃ অসন্ পুত্রো যস্য অতএব জীবন মাত্রমেব পৃষ্টং। অনুজঃ দেবকঃ। হৃদীকস্তৎ সুতঃ কৃতকর্ম্মা। জয়ন্তাদয়ঃ শ্রীকৃষ্ণভ্রাতরঃ ॥ ২৭ ॥

আছেন? ॥ ২৫ ॥

তাঁহার সাতজন পত্নী পরস্পর ভগিনী হয়েন, আমাদের তাঁহারা মাতুলানী। দেবকী প্রভৃতি সেই মাতুলানী গণও ত স্ব ২ পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত কুশলে আছেন? ॥ ২৬ ॥

উগ্রসেন রাজার পুত্রটা অতি অসৎ, ঐ রাজা এবং তাঁহার অনুজ দেবক ত জীবিত আছেন? আর হৃদিক এবং তৎ পুত্র কৃতবর্ম্মা, অক্রূর, তথা জয়ন্ত, গদ, সারণ ও শত্রুজিৎ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতৃগণ এবং সাত্বত সকলের প্রভু ভগবান্ বলদেব ইহাঁরা সকলে ত সুখে আছেন? ॥ ২৭ ॥

প্রদ্যুম্নঃ সর্ব্ববৃষ্ণীনাং সুখমাস্তে মহারথঃ ।
গম্ভীররয়োঽনিরুদ্ধো বর্দ্ধতে ভগবানুত ॥ ২৮ ॥
সুষেণশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বো জাম্ববতী সুতঃ ।
অন্যেচ কার্ষ্ণি প্রবরাঃ স পুত্রা ঋষভাদয়ঃ ॥ ২৯ ॥
তথৈবানুচরাঃ শৌরেঃ শ্রুতদেবোদ্ধবাদয়ঃ ।
সুনন্দ নন্দ শীর্ষণ্যা যে চান্যে সাত্বতর্ষভাঃ ॥
অপি স্বস্ত্যাসতে সর্ব্বে রামকৃষ্ণভুজাশ্রয়াঃ ।
অপি স্মরন্তি কুশলমস্মাকং বদ্ধসৌহৃদাঃ ॥ ৩০ ॥

সর্ব্ব বৃষ্ণীনাং মধ্যে মহারথঃ গম্ভীররয়ঃ যুদ্ধে মহাবেগঃ বর্দ্ধতে মোদতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্যাপত্যানি কার্ষ্ণয়ঃ তেষু প্রবরাঃ ॥ ২৯ ॥

সুনন্দ নন্দৌ শীর্ষণ্যৌ মুখ্যৌ যেষাং তে ॥ ৩০ ॥

অপর বৃষ্ণিদিগের মধ্যে মহারথী প্রদ্যুম্নও ত কুশলে আছেন ? যুদ্ধে মহাবেগ-শালী অনিরুদ্ধও ত মঙ্গলাস্পদ হইয়া সদা আনন্দে আছেন ? ॥ ২৮ ॥

হে অর্জ্জুন ! সুষেণ, চারুদেষ্ণ, জাম্ববতী-নন্দন সাম্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পুত্রের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, ও সপুত্র ঋষভাদি ॥ ২৯ ॥

তথা শ্রুতদেব উদ্ধব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অনুচরগণ এবং সুনন্দ নন্দ প্রভৃতি যে কেহ সাত্বত শ্রেষ্ঠ ইহারা ত সকলে রামকৃষ্ণের ভুজাশ্রয় করিয়া কুশলে আছেন ? । এ সকল আমাদের অতি সুহৃদ্, ইহাঁরা কি আমাদের কুশল স্মরণ করেন ? ॥ ৩০ ॥

ভগবানপি গোবিন্দো ব্রহ্মণ্যো ভক্তবৎসলঃ।
কচ্চিৎ পুরে সুধর্ম্মায়াং সুখমাস্তে সুহৃদ্বৃতঃ॥ ৩১॥
মঙ্গলায়চ লোকানাং ক্ষেমায়চ ভবায়চ।
আস্তে যদুকুলাম্ভোধাবাদ্যোঽনন্তসখঃ পুমান্॥ ৩২॥
যদ্বাহুদণ্ডগুপ্তায়াং স্বপুর্য্যাং যদবোর্চ্চিতাঃ।
ক্রীড়ন্তি পরমানন্দং মহাপৌরুষিকা ইব॥ ৩৩॥

ভগবান্ সুখমাস্তে ইতি প্রশ্নস্যানৌচিত্যমাশঙ্ক্যাহ পুর ইত্যাদি॥ ৩১॥

ভগবতোঽত্রাবস্থানে লোকানাং মঙ্গলং নান্যথেত্যাশয়েনাহ চতুর্ভিঃ মঙ্গলায় শুভায় ক্ষেমায় লব্ধপালনায়। ভবায় উদ্ভবায়। অনন্তসখঃ বলভদ্র সহায়ঃ॥ ৩২॥

অর্চ্চিতাঃ সর্ব্বৈঃ পূজিতাঃ পরমানন্দং যথা ভবতি তথা মহাপৌরুষিকা বৈকুণ্ঠনাথানুচরাঃ॥ ৩৩॥

ভগবান্ গোবিন্দ সদাই ব্রাহ্মণ হিতকারী এবং ভক্তবৎসল তিনিও ত আপনার পুরে সুধর্ম্মায় সুহৃদগণে পরিবৃত হইয়া সুখে ত আছেন?॥ ৩১॥

এই আদ্য পুরুষ, বলভদ্রকে সহায় করিয়া লোকদিগের মঙ্গল ও রক্ষণ এবং উদ্ভব ইত্যাদির নিমিত্তই যদুকুল রূপ সমুদ্রে অবস্থান করিতেছেন॥ ৩২॥

হে অর্জ্জুন! যদুগণ তাঁহারই বাহুদণ্ডে সুরক্ষিত আপনাদের পুরীতে বাস করিয়া সকলের পূজিত হইয়া আছেন। এবং বৈকুণ্ঠনাথের অনুচরের ন্যায় পরমানন্দে ক্রীড়া কৌতুক করিতেছেন॥ ৩৩॥

যৎপাদশুশ্রূষণমুখ্যকর্ম্মণা সত্যাদয়োদ্ব্যষ্ট
সহস্রযোষিতঃ। নির্জ্জিত্য সংখ্যে ত্রিদশাং
স্তদাশিষো হরন্তি বজ্রায়ুধবল্লভোচিতাঃ॥ ৩৪॥
যদ্বাহুদণ্ডাভ্যুদয়ানুজীবিনো যদু প্রবীরাহ্য
কুতো ভয়ামুহুঃ। অধিক্রমন্ত্যঙ্ঘ্রিভিরাহৃ
তাং বলাৎ সভাং সুধর্ম্মাং সুরসত্তমোচিতাং॥ ৩৫॥
কচ্চিত্তেনাময়ং তাত ভ্রষ্টতেজো বিভাষি মে।

যস্য পাদ শুশ্রূষণমেব মুখ্যং তপ আদিভ্যঃ শ্রেষ্ঠং যৎ কর্ম্ম তেন সত্যভামাদয়ঃ। সংখ্যে যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণবলেন নির্জ্জিত্য তদাশিষঃ দেবভোগ্যান্ পারিজাতাদীন্ বজ্রায়ুধবল্লভা শচী তস্যা উচিতাঃ॥ ৩৪॥

যদ্বাহুদণ্ড প্রভাবোপজীবিনঃ সুধর্ম্মামঙ্ঘ্রিভিরধিক্রামন্তি। স গোবিন্দঃ সুখমাস্তে ইতি গত পঞ্চমেনান্বয়ঃ॥ ৩৫॥

ইদানীং তস্যৈব কুশলং পৃচ্ছতি কচ্চিদিতি ষড়্‌ভিঃ অনাময়মারোগ্যং ন

তাঁহার পাদ পদ্ম শুশ্রূষণরূপ মুখ্য কর্ম্ম দ্বারা সত্যভামা প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র অঙ্গনা তাঁহারই বাহুবলে সমরে দেবগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদের ভোগ্য পারিজাতাদি হরণ করিতেছেন ঐ সকল পারিজাতাদি ইন্দ্রাণীর যোগ্য, কিন্তু সত্যভামাদি নারীগণ যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছেন॥ ৩৪

আর তাঁহারই বাহুদণ্ড প্রভাবের অনুজীবী হইয়া যদুবীর সকল অকুতোভয়ে সুরসত্তমোচিত সুধর্ম্মা সভাকে বল পূর্ব্বক দেবলোক হইতে আনয়ন করিয়া মুহুর্ম্মুহু পদদ্বারা আক্রমণ করিতেছেন, তিনি ত সুখে আছেন?॥ ৩৫॥

হে ভ্রাতঃ! তোমার ত কোন রোগাদি হয় নাই? তোমার

অলব্ধ মানোঽবজ্ঞাতঃ কিম্বা তাত চিরোষিতঃ ॥ ৩৬ ॥
কচ্চিন্নাভিহতো ঽভাবৈঃ শব্দাদিভিরমঙ্গলৈঃ।
নদত্তমুক্তমর্থিভ্য আশয়া যৎ প্রতিশ্রুতং ॥ ৩৭ ॥
কচ্চিত্তং ব্রাহ্মণং বালং গাং বৃদ্ধং রোগিনং স্ত্রিয়ং।

লব্ধো মানোযেন বন্ধুভ্যঃ সকাশাৎ। কিংবা তৈঃ প্রত্যুত অবজ্ঞাতঃ তিরস্কৃতঃ। যতশ্চিরোষিতঃ। বহুকালং তত্রস্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অভাবৈরিতিচ্ছেদঃ প্রেমশূন্যৈরমঙ্গলৈঃ পরুষৈঃ শব্দাদিভির্নাভিহতঃ নতাড়িতোঽসি কিং। যদ্বা অর্থিভ্যঃ কিমপি দাস্যামীতি নোক্তং কিং যদ্বা আশয়া সহ যথা আশা ভবতি তথা দাস্যামীতি প্রতিশ্রুতং সৎ তন্নদত্তং কিং ॥৩৭

অন্যদ্বা শরণাগতং সত্বং প্রাণিমাত্রং নত্যক্তবানসি কিং যত্বং পূর্ব্বং শরণ

তেজঃ হানি হইল কেন, ইহার কারণ কি? দ্বারকায় গিয়া বহু দিন ছিলে, বন্ধুগণের নিকট হইতে কি সম্মান প্রাপ্ত হও নাই? তাঁহারা কি তোমাকে তিরস্কার করিয়াছেন? ॥ ৩৬ ॥

হাঁ অর্জ্জুন! তোমাকে কি কেহ প্রেম শূন্য নিষ্ঠুর বাক্য দ্বারা তাড়না করিয়াছে? কি কোন অর্থী তোমার নিকট কিছু প্রার্থনা করিয়াছিল তাহাকে কি "দিব" এই কথা বল নাই? অথবা কাহাকে কিছু দিব বলিয়া আশা দিয়াছিলে, তাহাকে কি সেই প্রতিশ্রুত বস্তু প্রদান করিতে পার নাই? ॥ ৩৭ ॥

তুমি পূর্ব্বে শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিতে, তাহাতে কোন ব্রাহ্মণ, কি কোন বালক, কি কোন গাভী, কি কোন বৃদ্ধ, কি কোন রোগী, কি কোন স্ত্রী, অথবা অন্য কোন প্রাণী তোমার শরণ লইয়াছিল, তুমি কি তাহাদিগকে রক্ষা

শরণ্যোপসৃতং সত্ত্বং নত্যাক্ষীঃ শরণপ্রদঃ ॥ ৩৮ ॥
কচ্চিত্ত্বং নাগমোঽগম্যাং গম্যাং বাঽসৎকৃতাং স্ত্রিয়ং।
পরাজিতো বাথ ভবান্নোত্তমৈর্নাসমৈঃ পথি ॥ ৩৯ ॥
অপিস্বিৎপর্য্য ভুঙ্‌ক্থাস্ত্বং সম্ভোজ্যান্ বৃদ্ধ বালকান্।
জুগুপ্সিতং কর্ম্ম কিঞ্চিৎ কৃতবান্ন যদক্ষমং ॥ ৪০ ॥
কচ্চিৎ প্রেষ্ঠতমে নাথ হৃদয়েনাত্ম বন্ধুনা।

প্রদঃ আশ্রয়প্রদঃ ॥ ৩৮ ॥

অগম্যামিতিচ্ছেদঃ নিন্দিতাং স্ত্রিয়ং নাগমঃ কিং নগতবানসি। অসৎকৃতাং মলিন বস্ত্রাদিকাং নাগমঃ কিং। নোত্তমৈরনুত্তমৈঃ সমৈরিত্যর্থঃ। অসমৈরধমৈর্ব্বাকিং ন পরাজিতোসীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

সংভোজনার্হান্ বৃদ্ধান্ বালকাংশ্চ কিং স্বিৎ পর্য্য ভুঙ্‌ক্থাঃ ত্যক্ত্বা ভুক্তবানসি অক্ষমং কর্ত্তুমযোগ্যং যত্তন্ন কৃতবানসি কিং ॥ ৪০ ॥

নিত্যং সদা প্রেষ্ঠতমেন হৃদয়েন অত্যন্তান্তরঙ্গেণ। স্ববন্ধুনা শ্রীকৃষ্ণেন রহিতঃ

করিতে না পারিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ ? ॥ ৩৮ ॥

অহে ! তুমি ত কোন অগম্যা স্ত্রীতে গমন কর নাই ? অথবা কোন গম্যা স্ত্রীর মলিন বস্ত্রাদি দেখিয়া তাহাকে কি পরিত্যাগ করিয়াছ ? কিম্বা পথেতে কি আপনা অপেক্ষা উত্তম অথবা কি আপনাপেক্ষা অধম ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছ ? ॥ ৩৯ ॥

তুমি কি একত্র ভোজন করিবার যোগ্য বৃদ্ধ এবং বালককে পরিত্যাগ করিয়া আপনি ভোজন করিয়াছ ? অথবা যে কর্ম্ম করা অনুচিত এমত কোন নিন্দনীয় কর্ম্ম ত কর নাই ? ॥ ৪০ ॥

হে অর্জ্জুন ! তোমার অত্যন্ত প্রিয়তম ও একান্ত অন্তরঙ্গ

শূন্যোহস্মি রহিতো নিত্যং মন্যসে তেঽন্যথা ন রুক্ ॥ ৪১

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে যুধিষ্ঠির প্রশ্নশ্চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।*।১৪।

শ্রীসূত উবাচ ॥

এবং কৃষ্ণসখঃ কৃষ্ণো ভ্রাত্রা রাজ্ঞা বিকল্পিতঃ ।

শূন্যোঽস্মীত্যাত্মানং মন্যসে যথা স্বহৃদয়েন শূন্যোস্মীত্যন্বয়ঃ। অন্যথা তে রুক্ মনঃ পীড়া ন ঘটতে ॥ ৪১ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমে চতুর্দ্দশঃ ॥ * ॥

কলি প্রবেশমালক্ষ্য ধুরং নস্য পরীক্ষিতি। আরুরোহ নৃপঃ স্বর্গমিতি পঞ্চদশেঽব্রবীৎ ॥ ০ ॥

কৃষ্ণোঽর্জ্জুনং আবিকল্পিত ইতিচ্ছেদঃ নানা শঙ্কাস্পদং রূপমালক্ষ্য বিকল্পিত ইত্যর্থঃ। প্রতিভাবিতুং নাশক্নোদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তত্র হেতবঃ শ্রীকৃষ্ণ

আত্মবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিরহিত হইয়া আপনাকে ত শূন্য বলিয়া মান নাই? ইহা ভিন্ন অন্য কোন কারণে তোমার মনঃ পীড়া ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না? যাহা হউক, বিমর্ষতার কারণ কি? বল ॥ ৪১ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমে চতুর্দ্দশ ॥ * ॥

পঞ্চদশাধ্যায়ে অর্জ্জুনের বিলাপ শ্রবণ এবং ক্ষিতিমণ্ডলে কলির প্রবেশ অবলোকন করিয়া পৌত্র পরীক্ষিতের হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ পূর্ব্বক ভীমাদির সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ ॥ ০ ॥

সূত কহিলেন! শ্রীকৃষ্ণের সখা অর্জ্জুন, ঐ সকল প্রশ্ন

শোকেন শুষ্যদ্বদন হৃৎ সরোজো হতপ্রভঃ।
বিভুং তমেবানুধ্যায়ন্নাশক্নোৎপ্রতিভাষিতুং ॥ ২ ॥
কৃচ্ছ্রেণ সংস্তভ্য শুচঃ পাণিনামৃজ্য নেত্রয়োঃ।
পরোক্ষেণ সমুন্নদ্ধ প্রণয়োৎকণ্ঠ্য কাতরঃ ॥ ৩ ॥
সখ্যং মৈত্রীং সৌহৃদঞ্চ সারথ্যাদিষু সংস্মরন্।

বিশ্লেষেণ কর্ষিতঃ কৃশঃ কৃতঃ ॥ ১ ॥

শোকেন হেতুনা বদনঞ্চ হৃচ্চ তে এব সরোজে শুষ্যন্তী বদন হৃৎসরোজে যস্য। হতা প্রভা তেজোযস্য ॥ ২ ॥

শুচঃ শোকাশ্রূণি যান্যুদ্গচ্ছন্তি তানি নেত্রয়োরেব সংস্তভ্য গলিতানিচ পাণিনা আমৃজ্য। পরোক্ষেণ দর্শনাগোচরেণ শ্রীকৃষ্ণেন হেতুনা সমুন্নদ্ধং অধিকং যৎ প্রেমোৎকণ্ঠ্যং তেন কাতরো ব্যাকুলঃ নৃপমিত্যাহেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৩ ॥

সখ্যং হিতৈষিতাং মৈত্রীমুপকারিতাং। সৌহৃদং সুহৃত্ত্বং সম্বন্ধিতাঞ্চ।

এবং শোকে শুষ্ক মুখ, শুষ্ক হৃদয় ও হতপ্রভ হইলেন। মনোমধ্যে সেই বিভু শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যান করত সহসা প্রতি বচন দান নিমিত্ত সমর্থ হইলেন না ॥ ২ ॥

কিয়ৎক্ষণ পরে শোকাশ্রু যাহা উদ্গত হইয়াছিল অতি কষ্টে তাহা নেত্র মধ্যে সম্বরণ করিলেন এবং গলিত নয়নাম্বু হস্ত দ্বারা মার্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন জন্য তাঁহার যে অত্যন্ত প্রেমোৎকণ্ঠা হয় তন্নিবন্ধন তিনি অতিশয় কাতর হইলেন ॥ ৩ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সারথ্যাদি কার্য্যে, হিতৈষিতা, উপকারিতা এবং সৌহার্দ্দ স্মরণ করাতে যে বাষ্প উদ্গত হইল তাহাতে কণ্ঠাবরোধ হওয়াতে গদ্গদ বাক্যে অগ্রজ রাজাকে

নৃপমগ্রজমিত্যাহ বাষ্প গদ্গদয়া গিরা ॥ ৪ ॥
বঞ্চিতোহং মহারাজ হরিণা বন্ধুরূপিণা।
যেন মেঽপহৃতং তেজো দেববিস্মাপনং মহৎ ॥ ৫ ॥
যস্য ক্ষণ বিয়োগেন লোকোহ্যপ্রিয় দর্শনঃ।
উক্থেন রহিতোহ্যেষ মৃতকঃ প্রোচ্যতে যথা ॥ ৬ ॥
যৎ সংশ্রয়াদ্দ্রুপদগেহমুপাগতানাং রাজ্ঞাং স্বয়
ম্বরমুখে স্মরদুর্ম্মদানাং। তোজোহৃতং খলু ময়া

বাষ্পেন কণ্ঠাবরোধাদ্গদগদয়া ॥ ৪ ॥

যেন মাং বঞ্চয়তা দেবান্ বিস্মাপয়তি যৎ ॥ ৫ ॥

যস্য ক্ষণ বিয়োগেনেত্যাদি যচ্ছব্দানাং তেনাহমদ্যামুষিত ইতি সপ্তম শ্লোকস্থেন তচ্ছব্দেন সম্বন্ধঃ। প্রিয়স্যাপ্যপ্রিয়ত্বে দৃষ্টান্তঃ। উক্থেন প্রাণেন এষ পিত্রাদি ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণোপকারানন্নুস্মরতি যৎ সংশ্রয়াদিতি দশভিঃ। যস্য সংশ্রয়াৎ ইতি বলাৎ। স্মরেণ কামেন দুর্মদানামতিমত্তানাং স্তেজঃ প্রভাবঃ হৃতং ধনু

কহিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

হে মহারাজ! বন্ধুরূপী শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন, আমার যে মহৎ তেজঃ দেবতাদেরও বিস্ময় জনক ছিল তাঁহার বঞ্চনাতেই তাহা অপহৃত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

হে রাজন্! যেমন প্রিয়তর পিত্রাদি গত-প্রাণ হইলে তাঁহাদিগকেও প্রেত বলা যায়, তদ্বৎ যাঁহার ক্ষণকাল বিয়োগ হইলে এই লোক সকল অপ্রিয়দর্শন হয় ॥ ৬ ॥

যাঁহারই বলে আমি ধনুর্গ্রহণ মাত্রে দ্রুপদ রাজার গৃহে স্বয়ম্বরে সমাগত কামোন্মত্ত নৃপতিগণের তেজঃ হরণ করি,

নিহতশ্চ মৎস্যঃ সজ্জীকৃতেন ধনুষাধিগতাচ কৃষ্ণা ॥ ৭ ॥
যৎ সন্নিধাবহমুখাণ্ডবমগ্নয়েদামিন্দ্রঞ্চ সামরগণং
তরসা বিজিত্য। লব্ধা সভা ময়কৃতাদ্ভুত শিল্প
মায়া দিগ্‌ভ্যোহহরন্নৃপতয়ো বলিমধ্বরেতে ॥ ৮ ॥
যত্তেজসা নৃপ শিরোঽঙ্ঘ্রিমহন্মখার্থ নার্য্যোঽনুজ

গ্রহণেনৈব। পশ্চাত্তদ্ধনুঃ সজ্জীকৃতঞ্চ তেন মৎস্যো যন্ত্রোপরি ভ্রমন্ বিদ্ধঃ। ততস্তান্ বিজিত্য দ্রৌপদী প্রাপ্তাচ ॥ ৭ ॥

উইতি বিস্ময়ে খাণ্ডবং ইন্দ্রস্য বনং অদাং দত্তবানস্মি। খাণ্ডবদাহে রক্ষিতেন ময়েন কৃতা সভাচ লব্ধা অদ্ভুতশিল্পরূপা মায়া যস্যাং সা তে অধ্বরে রাজসূয়ে ॥ ৮ ॥

অনন্তরঃ শ্লোকো বিগীতঃ তথাপি ব্যাখ্যায়তে। নৃপশিরঃস্বঙ্ঘ্রি র্যস্য তং জরাসন্ধং। তবানুজো ভীমঃ মখার্থমহন্ হতবান্ তন্নির্জয়ং বিনা রাজসূয়

পরে সেই ধনুঃ সজ্জীকৃত করিয়া তদ্দ্বারা ঐ স্থানে যন্ত্রোপরি যে মৎস্য ঘূর্ণ্যমাণ হইতেছিল তাহাকে বিদ্ধ করি এবং পরিশেষে সমস্ত রাজগণকে পরাজয় করিয়া দ্রৌপদীকে প্রাপ্ত হই ॥ ৭ ॥

যাঁহার সন্নিধান মাত্রে আমি সহসা অমরগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া তদীয় খাণ্ডব বন অগ্নিকে প্রদান করি, যাঁহার অনুগ্রহে সেই খাণ্ডব দাহে ময় নামক দানব রক্ষিত হওয়াতে, সে আপনকার রাজসূয় যজ্ঞে অদ্ভুত শিল্পরূপ মায়াময় সভা নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেয়, এবং সমস্ত দিক্ হইতে নৃপতিগণ আপনাকে কর প্রদান করেন ॥ ৮ ॥

হে মহারাজ! অযুত হস্তির তুল্য উৎসাহশক্তি এবং

স্তব গজায়ুতসত্ত্ববীর্য্যঃ। তেনাহৃতা প্রমথনাথ
মখায় ভূপা যন্মোচিতাস্তদনয়ন্ বলিমধ্বরে তে॥ ৯॥
পত্ন্যাস্তবাধিমখক্লৃপ্ত মহাভিষেক শ্লাঘিষ্ঠ চারু কবরং
কিতবৈঃ সভায়াং। স্পৃষ্টং বিকীর্য্য পদয়োঃ পতি

মখানুপপত্তেঃ। গজায়ুতস্যেব সত্ত্বমুৎসাহশক্তিঃ বীর্য্যং বলঞ্চ যস্য সঃ। তং হত্বা প্রমথনাথো মহাভৈরবঃ তস্য মখায় যে রাজানঃ তেনাহৃতাঃ। তেষন্যস্মান্মোচিতাঃ তত্তস্মাৎ তেঽধ্বরে বলিমানীতবন্তঃ॥ ৯॥

যৈঃ কিতবৈঃ দুঃশাসনাদিভিঃ তব পত্ন্যাঃ কবরং বিকীর্য্য উন্মুচ্য স্পৃষ্টং তেষাং স্ত্রিয়ো হতেশাঃ অতএব বৈধব্যাৎ বিমুক্তকেশাশ্চ অকৃত চকার। কথং ভূতং কবরং অধিমখং রাজসূয়মধিকৃত্য কল্পো রচিতো যোমহাভিষেকঃ তেন শ্লাঘ্যতমং। তচ্চ তচ্চ স্মরণাত্তদানীমেবাস্মৎ কৃপয়া প্রাপ্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য

বল সম্পন্ন আপনকার অনুজ ভীম যাঁহার তেজো দ্বারা যজ্ঞার্থ সমস্ত নৃপতিগণের বন্দনীয় সম্রাট জরাসন্ধকে নিহত করিয়াছিলেন ঐ জরাসন্ধ মহাভৈরবের যজ্ঞ নিমিত্ত ঐ সময়ে সকল নৃপতিকে লইয়া গিয়া বদ্ধ রাখিয়াছিল। ভীম জরাসন্ধকে বধ করিয়া তাহাদিগকে মোচন করিলেই তাহারা আপনকার যজ্ঞে বলি আহরণ করে॥ ৯॥

অপর আপনকার পত্নী দ্রৌপদী আপনকার রাজসূয়ে মহাভিষেক নিমিত্ত যে শ্লাঘ্যতম মনোহর কবরী বন্ধন করেন, দুঃশাসনাদি যে সকল ধূর্ত্ত ব্যক্তি সভার মধ্যে যখন তাঁহার সেই কবরীবন্ধন উন্মোচন করিয়া আকর্ষণ করে, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ ভগবান্ আমাদের

তাশ্রু মুখ্যা যস্তৎ স্ত্রিয়োঽকৃতহতেশ বিমুক্তকেশাঃ ॥১০॥
যোনো জুগোপ বন এত্য দুরন্ত কৃচ্ছ্রাদ্দুর্ব্বাসসোঽহরি

নমনে পদয়োঃ পতিতানি অশ্রূণি মুখাদ্যস্যাঃ পত্বাঃ পদশব্দসাপেক্ষস্যাপি পতিত শব্দস্যাশ্রুপদেন সমাসোনিত্য সাপেক্ষত্বাৎ ॥ ১০ ॥

শিষ্যাণামযুতস্যাগ্রে তৎপঙ্ক্তৌ ভুঙ্‌ক্তে যস্তস্মাদ্দুর্ব্বাসসো হেতোঃ অরিণা রচিতং যৎদুরন্তং কৃচ্ছ্রং শাপলক্ষণং তস্মাৎ সকাশাৎ নোঽস্মান্ বনে এত্য জুগোপ কিংকৃত্বা শাকমেবান্নং তস্মিন্ পাত্রেঽবশিষ্টং উপযুজ্য ভুক্ত্বা যত উপযোগাৎ সলিলে বিনিমগ্নো মুনীনাং সংঘঃ ত্রিলোকীং তৃপ্তাং অমংস্ত। এবং হি ভারতে কথা। কদাচিৎ দুর্ব্বাসসো দুর্য্যোধনেনাতিথ্যং কৃতং। তেনচ পরিতুষ্টেন বরং বৃণীষ্বেত্যুক্তে দুর্ব্বাসসঃ শাপাৎ পাণ্ডবা নশ্যেয়ুরিতি মনসি-বিধায় দুর্য্যোধনেনোক্তং। যুধিষ্ঠিরোঽস্মৎ কুলমুখ্যোঽতস্তস্যাপি ভবৃতৈবং শিষ্যাযুত সহিতেনাতিথিনা ভাব্যং। কিন্তু দ্রৌপদী যথা ক্ষুধয়া নসীদেৎ তথা তস্যাং ভুক্তবত্যাং তদগৃহে গন্তব্যমিতি। ততশ্চ তথৈব দুর্ব্বাসসি প্রাপ্তে পরমাদরেণ যুধিষ্ঠিরেণ মাধ্যাহ্নিকং কৃত্বা আগম্যতামিতি বিজ্ঞাপিতো মুনি-সংঘোঽঘমর্ষণায় জলে নিমমজ্জ। তত্র চিন্তাতুরায়া দ্রৌপদ্যা স্মৃতমাত্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অঙ্কস্থাং রুক্মিণীং হিত্বা তৎক্ষণমেব ভক্তবাৎসল্যেনাগতঃ। তয়াচাবেদিতে বৃত্তান্তে ভগবতোক্তং হে দ্রৌপদি অহঞ্চ বুভুক্ষিতোস্মি প্রথমং মাং ভোজয়।

প্রতি কৃপা করিয়া আসিয়াছিলেন, পরে ঐ ধূর্ত্তদিগের স্ত্রী গণকে যিনি বিধবা এবং বিমুক্তকেশা করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

আর যে দুর্ব্বাসা মুনি অযুত শিষ্যের অগ্রে তাঁহাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতেন, আমাদের শত্রু দুর্য্যোধন তাঁহার দুরন্ত শাপে আমাদিগকে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিয়া ছিল, তাহাতে যিনি বনে গমন করিয়া

রচিতাদয়ু্ভাগ্র ভুগ্নঃ। শাকান্নশিষ্টমুপযুজ্যযত
স্ত্রিলোকীং তৃপ্তা মমংস্ত সলিলে বিনিমগ্ন সংঘঃ ॥ ১১ ॥
যত্তেজসাথ ভগবান্ যুধি শূলপাণি
র্বিস্মাপিতঃ সগিরিজোহস্ত্রমদান্নিজংমে।

তয়াচাতিলজ্জয়া অহো মদীয়মভাগ্যং ভাগ্যঞ্চ যতঃ ত্রৈলোক্যনাথো যজ্ঞ পুরুষো ভগবান্ মদ্গৃহমাগতঃ ভোজনং প্রার্থয়তীতি মনসি বিধায়োক্তং। স্বামিন্ ভোজন পর্য্যন্তমক্ষয়মন্নং সূর্য্য দত্তস্থাল্যাং। ময়াচ সর্ব্বান্ সংভোজ্য ভুক্তং। অতো নাস্ত্যন্নমিত্যশ্রুপাতং চকার। তথাপ্যতি নির্ব্বন্ধেন স্থালীমানায্য তৎকণ্ঠলগ্নং কিঞ্চিচ্ছাকান্নং প্রশ্যোক্তং। ভোক্তুং মুনিসংঘমাহ্বয়েতি। অথ ভীমঞ্চ প্রহীতবান্ ভীমেন গত্বোক্তং স্বামিন্ ভোজনার্থমাগম্যতাং কথং বিলম্বঃ ক্রিয়তে। সচ তাবতাহতি তৃপ্তঃ বৃথা পাকভয়েন প্রপলায্য গত ইতি ॥ ১১ ॥

গিরিজা সহিতো বিস্মাপিতঃ সন্ নিজং পাশুপতমস্ত্রং অদাৎ। অন্যোপি লোকপালা নিজান্যস্ত্রাণি দদুঃ। অন্যদপ্যাশ্চর্য্যমাহ অমুনৈবেতি মহত ইন্দ্র-

ঐ ঋষির শাপরূপ মহা বিপদ হইতে আমাদের পরিত্রাণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ যিনি আসিয়া আমাদের ভোজন পাত্র সংলগ্ন অবশিষ্ট যৎ কিঞ্চিৎ শাকান্ন মাত্র স্বয়ং ভোজন করেন তাহাতেই মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়ার্থ জলমগ্ন ঋষিসঙ্ঘ ত্রিলোকীকে পরিতৃপ্ত বোধ করিয়া পলায়ন করেন ॥ ১১ ॥

এই ইতিহাস ভারতে বর্ণিত আছে যথা। দুর্য্যোধন কোন এক দিবস দুর্ব্বাসা মুনির আতিথ্য করিয়াছিল তাহাতে ঐ মুনি পরিতুষ্ট হইয়া বর দিতে উদ্যত হইলে সে মনে করিল এই ঋষি অতিশয় ক্রোধী, ইনি শাপ দিলে পাণ্ডবেরা অবশ্যই নষ্ট হইবে। মনোমধ্যে এইরূপ স্থির করিয়া

মুনিকে প্রার্থনা করিল, হে মুনিসত্তম! আমার অন্য কোন্ বরে প্রয়োজন নাই যুধিষ্ঠির আমাদের কুলের মুখ্য অতএব আপনি এইরূপে অযুত শিষ্য সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাসস্থানে অতিথি হইবেন, কিন্তু দ্রৌপদী যেন ক্ষুধায় অবসন্না না হন অর্থাৎ তিনি ভোজন করিলে যুধিষ্ঠিরের গৃহে গমন করিবেন, দুর্ব্বাসা দুর্য্যোধনের প্রার্থনাক্রমে এক দিন সেই রূপ যুধিষ্ঠি-রের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, যুধিষ্ঠির দুর্ব্বাসা আসি-য়াছেন দেখিয়া পরমাদরে কহিলেন প্রভো! আপনি সশিষ্যে মাধ্যাহ্নিক কৃত্য করিয়া আগমন করুন, তাঁহার এইরূপ প্রার্থ-নায় মুনিসংঘ স্নানাদি জন্য জলে গিয়া মজ্জন করিলেন, দ্রৌপদী ভোজনান্তে ঐ সমস্ত ঋষিগণকে উপস্থিত দেখিয়া চিন্তায় অতিশয় কাতরা হওত শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করেন, অন্ত-র্যামি ভগবান্ তাঁহার স্মরণ মাত্রে ক্রোড়স্থা রুক্মিণীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তবাৎসল্য প্রযুক্ত দ্রৌপদী সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দ্রৌপদী তাঁহার দর্শন পাইয়া সকাতর বচনে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, ভগবান্ কহিলেন আমিও অতিশয় ক্ষুধিত আছি প্রথমে আমাকে কিঞ্চিৎ ভোজন করাও। শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্রৌপদী অতিশয় লজ্জিতা হইলেন এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন অহো! আমার কি অভাগ্য এবং কি ভাগ্য! যে হেতু ভগবান্ ত্রৈলোক্যনাথ যজ্ঞপুরুষ আমারগৃহে আগমন করিয়া ভোজন প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভোঃ স্বামিন্! আমি সূর্য্য স্থানে যে

স্থালী প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে যাবৎ আমার ভোজন না হয় তাবৎ পর্য্যন্তই তাহাতে অক্ষয্য অন্ন থাকে কিন্তু আমি ভোজন করিলে পর আর কিছুই থাকে না, সম্প্রতি আমি সকলকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিয়াছি, এখন আর কিছুমাত্র অন্ন নাই, ইহা বলিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ তথাপি অতিশয় নির্ব্বন্ধ সহকারে পুনঃ২ কহিয়া পাকস্থালী আনয়ন করাইলেন এবং দ্রৌপদী পাক পাত্র আনিয়া সম্মুখে ধারণ করিলে স্থালীর কণ্ঠলগ্ন যে কিঞ্চিৎ শাকান্ন প্রাপ্ত হইলেন, তাহা ভক্ষণ করিয়া কহিলেন, এখন মুনি সকলকে ভোজনার্থ আহ্বান কর। অনন্তর তাঁহাদিগকে ডাকিবার নিমিত্ত ভীমকে পাঠাইয়াদিলেন। ভীম সরোবর সন্নিধানে গমন করিয়া দুর্ব্বাসা মুনিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! ভোজনার্থ আগমন করুন? বিলম্ব করিতেছেন কেন? ভগবান্ যে শাকান্ন ভোজন করিয়া আপনাকে তৃপ্ত করিয়া মানিয়াছিলেন তাহাতেই ত্রিলোকের তৃপ্তি জন্মিয়াছিল সুতরাং দুর্ব্বাসা এবং তাঁহার শিষ্যদিগের ও ক্ষুধা নিবৃত্ত হইয়াছিল, তাঁহারা মনে করিলেন আমাদের ক্ষুধা নাই কিছুই আহার করিতে পারিব না অন্নাদি বৃথা পাক করান হইল. রাজা যুধিষ্ঠির কি মনে করিবেন এই ভাবিয়া সকলেই পলায়ন পরায়ণ হইলেন॥ ০॥

হে রাজন্! যাঁহার প্রভাবে আমি যুদ্ধেতে গিরিজার সহিত গিরিশকে বিস্ময়ান্বিত করি, তাহাতে ভগবান্ মহেশ

অন্যেপি চাহমমুনৈব কলেবরেণ
প্রাপ্তো মহেন্দ্রভবনে মহদাসনার্দ্ধং ॥ ১২ ॥
তত্রৈব মে বিহরতো ভুজদণ্ড যুগ্মং
গাণ্ডীব লক্ষণমরাতি বধায় দেবাঃ।
সেন্দ্রাশ্রিতা যদনুভাবিতমাজমীঢ়
তেনাহমদ্যমুষিতঃ পুরুষেণ ভূম্না ॥ ১৩ ॥

স্থাসনার্দ্ধং ॥ ১২ ॥

তত্রৈব স্বর্গে ক্রীড়তঃ গাণ্ডীবং লক্ষণং চিহ্নং যস্তৎ। অরাতয়ো নিবাত কবচাদয়ো দৈত্যাঃ তেষাং বধার্থমাশ্রিতবন্তঃ। যেনানুভাবিতং প্রভাব যুক্তং কৃতং। হে আজমীঢ় যুধিষ্ঠির। তেন মুষিতো বঞ্চিতোঽস্মি কথং ভূম্না নিজ মহিমাবস্থানেন ॥ ১৩ ॥

প্রসন্ন হইয়া আমাকে আপনার পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন এবং অন্যান্য লোকপালেরা স্ব ২ শস্ত্র দেন। অপর যাঁহার প্রভাবে আমি এই শরীরেই মহেন্দ্র ভবনে গমন করিয়া ইন্দ্রের সহিত অর্দ্ধাসন প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১২ ॥

যিনি আমার ভুজদ্বয়কে বিশেষ প্রভাব যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে আমি ঐ সময়ে স্বর্গে বিহার করিয়া বেড়াইলে, দেবগণ নিবাত কবচাদি দানব বধ জন্য আমার গাণ্ডীব চিহ্নান্বিত বাহুদ্বয় আশ্রয় করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! সেই পুরুষ এক্ষণে স্বীয় মহিমায় অবস্থান করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

যদ্বান্ধবঃ কুরুবলাব্ধিমনন্তপার
মেকো রথেন ততরেঽহমতার্য্য সত্ত্বং।
প্রত্যাহৃতং পুরুধনঞ্চ ময়া পরেষাং
তেজস্পদং মণিময়ঞ্চ হৃতং শিরোভ্যঃ॥ ১৪॥
যো ভীষ্ম কর্ণগুরু শল্য চমূষ্বদভ্র রাজন্যবর্য্য

যদ্বান্ধব ইত্যাদি শ্লোকত্রয়স্যাপি তেন মুষিতোঽহমিতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ। শ্রীকৃষ্ণ বান্ধবেন এক এবাহং কৌরব সৈন্যাব্ধিং নাস্ত্যন্তো গাম্ভীর্য্যেণ পারঞ্চ দেশতো যস্য তং। ততরে তীর্ণবান্ উত্তরগোগ্রহে অতার্য্যাণি দুস্তরাণি সত্ত্বানি তিমিঙ্গিলাদীনি ভীষ্মাদি রূপাণি যস্মিন্। পরৈর্নীতং গোধনঞ্চ প্রত্যাহৃতং পরেষাঞ্চ শিরোভ্যঃ সকাশাৎ তেজস্পদং প্রভাবস্যাস্পদমুষ্ণীষ রূপং মণিময়ং মুকুট রত্নরূপঞ্চ বহুধনং। তান্ মোহনাস্ত্রেণ মোহয়িত্বা হৃতং যদ্বান্ধবেন ময়া॥১৪
অদভ্রা অনল্পা যে রাজন্যবর্য্যা স্তেষাং রথমণ্ডলৈর্মণ্ডিতাসু ভীষ্মাদীনাং

হে রাজন্! কুরুদিগের সৈন্যরূপ সমুদ্র অতিশয় অপার হইয়াছিল এবং তাহাতে ভীষ্ম দ্রোণাদি রূপ বহু২ দুস্তর তিমিঙ্গিল ছিল, তথাপি আমি কেবল তাঁহাকে বান্ধব পাইয়া একাকী রথের দ্বারা ঐ দুস্তর--সৈন্যসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছি। অপর উত্তর গোগ্রহে শত্রুগণ যে সকল গোধন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আমি তাঁহারই অনুগ্রহে সে সমস্ত প্রত্যাহরণ করিয়া আনি, এবং শত্রুদিগকে মোহনাস্ত্র দ্বারা মুগ্ধ করিয়া তাহাদের মস্তক হইতে প্রভাবের আস্পদ স্বরূপ উষ্ণীষ তথা মণিময় মুকুট ও রত্ন স্বরূপ বহু ধন আহরণ করি॥ ১৪॥

হে বিভো! রাজন্যবর্য্য দিগের রথ সমূহে মণ্ডিত ভীষ্ম কর্ণ,

রথমণ্ডলমণ্ডিতাসু। অগ্রেচরো মম বিভো
রথযূথপানামায়ুর্মনাংসিচ দৃশা সহ ওজ আচ্ছিৎ ॥ ১৫ ॥
যদ্দোঃষু মা প্রণিহিতং গুরুভীষ্ম কর্ণ নপ্তৃ ত্রিগর্ত্ত
শলসৈন্ধব বাহ্লিকাদ্যৈঃ। অস্ত্রাণ্যমোঘ মহিমানি

চমূষু। সারথিরূপেণ মমাগ্রে চরঃ সন্ হে বিভো তেষাং রথ যূথপানাং আয়ুরাদীনি যো দৃশা দৃষ্ট্যৈব আচ্ছিৎ হৃতবান্। মনাংসীত্যুৎসাহশক্তিঃ সহো বলং ওজঃ শস্ত্রাদিকৌশলং ॥ ১৫ ॥

যস্য দোঃষু ভুজেষু মা মাং প্রণিহিতং স্থাপিতং তেনৈব গুর্ব্বাদিভি র্নিরূপিতানি প্রযুক্তানি অস্ত্রাণি নস্পৃশন্তিস্ম। গুরুর্দ্রোণঃ। নপ্তা ভূরিশ্রবাঃ ত্রিগর্ত্তঃ ত্রিগর্ত্তদেশাধিপতিঃ সুশর্ম্মা। শলঃ শল্যঃ। সৈন্ধবঃ সিন্ধুদেশাধিপতিঃ জয়দ্রথঃ। বাহ্লীকঃ শান্তনোর্ভ্রাতা। অমোঘো মহিমা যেষাং তথা ভূতান্যপি মহিতানীতি পাঠেপি সএবার্থঃ প্রতীকারাকরণেপ্যস্পর্শে দৃষ্টান্তঃ নৃহরিদাসং

দ্রোণ, শল্যাদির, সৈন্য মধ্যে তিনি সারথি রূপে আমার অগ্রবর্ত্তি হইয়া কটাক্ষ দ্বারা অর্থাৎ এই ভীষ্ম এই কর্ণ, ইত্যাদি দেখাইবার ছলে ঐ রথযূথপ দিগের আয়ুঃ, উৎসাহশক্তি, বল, শস্ত্রাদি কৌশল হরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

আমি তাঁহারই ভুজাশ্রয়ে স্থাপিত হইয়াছিলাম, এই কারণে দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, ত্রিগর্ত্ত দেশের অধিপতি সুশর্ম্মা, শল্য, সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ এবং শান্তনু-ভ্রাতা বাহ্লিক ইহাঁরা যে সকল অস্ত্র নিক্ষেপ করেন, তাহা সকল অমোঘ মহিমান্বিত হইলেও আমার শরীর স্পর্শ করিতে পারে নাই; যেমন অসুর দিগের অস্ত্র নৃসিংহ-ভক্ত প্রহ্লাদের অঙ্গ স্পর্শ

নিরূপিতানি নোপস্পৃশুর্নৃহরিদাসমিবাসুরাণি ॥ ১৬ ॥
সৌত্যে বৃতঃ কুমতিনাত্মদ ঈশ্বরো মে
যৎপাদপদ্মমভবায় ভজন্তি ভব্যাঃ ।
মাং শ্রান্তবাহমরয়ো রথিনং ভুবিষ্ঠং
ন প্রাহরন্ যদনুভাব নিরস্তচিত্তাঃ ॥ ১৭ ॥

প্রহ্লাদমিবেতি ॥ ১৬ ॥

স্বাপরাধমনুস্মরন্ সন্তপ্যমান আহ সৌত্যে সারথ্যে কুমতিনা মে ময়া সবৃতঃ। কুমতিত্বমেবাহ আত্মদ ইত্যাদিনা অভবায় মোক্ষায়। ভব্যাঃ শ্রেষ্ঠাঃ। শ্রান্তাঃ বাহা অশ্বা যস্য তং মাং জয়দ্রথ বধে হি জলপানং বিনা অশ্বাঃ শ্রান্তাঃ ততোরথাদবতীর্য্য বাণৈর্ভুবং ভিত্ত্বা জলং সম্পাদিতং ময়া। তদা যস্যানুভাবেন নিরস্তচিত্তা অরয়োমাং ন প্রহৃতবন্তঃ। স সৌত্যে বৃত ইতি কুমতিত্বং ॥ ১৭ ॥

করিত না ॥ ১৬ ॥

হে মহারাজ! আমি কি মন্দমতি, শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা মোক্ষের নিমিত্ত যাঁহার পাদপদ্ম ভজনা করেন, সেই আত্মপ্রদ ঈশ্বরকে আমি সারথ্য কর্ম্মে বরণ করিয়াছিলাম, জয়দ্রথ বধে আমার বাহন অশ্বগণ পিপসায় শ্রান্ত হওয়াতে যখন রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বাণ দ্বারা ভূমি ভেদ করিয়া জল আহরণ করি, তখন আমি বিরথী হইয়া ভূমির উপর দণ্ডায়মান ছিলাম, শত্রুগণ অনায়াসে ইষু নিক্ষেপ করিয়া আমার প্রাণ বিনাশ করিলে করিতে পারিত, কিন্তু সেই ভগবানের প্রভাবে তাহারা নিরস্ত চিত্ত অর্থাৎ বিমনস্ক হইয়াছিল, এ জন্য কেহই আমাকে প্রহার করে নাই ॥ ১৭ ॥

নর্ম্মাণ্যুদাররুচির স্মিত শোভিতানি
হে পার্থ হে হর্জ্জুন সখে কুরুনন্দনেতি।
সংজল্পিতানি নরদেব হৃদি স্পৃশানি
স্মর্ত্তু র্লুঠন্তি হৃদয়ং মম মাধবস্য ॥ ১৮ ॥
শয্যাসনাটন বিকত্থন ভোজনাদি
ষ্বৈক্যাদ্বয়স্য ঋতবানিতি বিপ্রলব্ধঃ।

হে নরদেব উদারং গম্ভীরং রুচিরং যৎ স্মিতং তেন শোভিতানি নর্ম্মাণি পরিহাস বাক্যানি তথা কার্য্য প্রস্তাবেষু হেপার্থেত্যাদীনি মধুরাণি সংজল্পিতাণিচ হৃদিস্পৃশানি মনোজ্ঞানি। মাধবস্য যান্যেতানি ইদানীং স্মর্ত্তু র্মম হৃদয়ং লুঠন্তি ক্ষোভয়ন্তি। নিজহভাবঃ আর্ষঃ ॥ ১৮ ॥

বিকত্থনং স্বগুণ শ্লাঘনং। শয্যাদিষু ঐক্যাৎ অব্যতিরেকাদ্ধেতোঃ কদাচিৎ ব্যভিচারং দৃষ্ট্বা হে বয়স্য ঋতবান্ সত্য যুক্তস্ত্বং ইতি বক্রোক্ত্যা বিপ্র লব্ধ স্তিরস্কৃতোপি। ঋভুমানিতি পাঠে ঋভবো দেবাঃ সেবকাঃ সন্তি যস্য [illegible]সৌ মহানপি ময়া বয়স্য ইতি মত্বা বিপ্রলব্ধ স্তিরস্কৃত ইত্যর্থঃ। ঋতমানিতি পাঠে বন্ধুভাব

হে নরদেব! শ্রীকৃষ্ণের গম্ভীর অথচ রুচির যে মন্দ--হাস্য তদ্দ্বারা সুশোভিত পরিহাস বাক্য তথা কার্য্য প্রস্তাবে "হে পার্থ! হে অর্জ্জুন! হে সখে! হে কুরুনন্দন!" ইত্যাদি মনজ্ঞ জল্প সকল এক্ষণে আমার স্মরণ পথে আরূঢ় হইয়া আমার হৃদয়কে ক্ষুব্ধ করিতেছে ॥ ১৮ ॥

শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, নিজগুণের প্রশংসা করণ এবং ভোজন ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্য অব্যভিচারে এক সঙ্গেই হইত, কদাচিৎ যদি ব্যভিচার দেখিতাম "অহে বয়স্য তুমি

সখ্যুঃ সখেব পিতৃবৎ তনয়স্য সর্ব্বং
সেহে মহান্ মহিতয়া কুমতেরঘং মে ॥ ১৯ ॥
সোঽহং নৃপেন্দ্র রহিতঃ পুরুষোত্তমেন
সখ্যা প্রিয়েণ সুহৃদা হৃদয়েন শূন্যঃ।
অধ্বন্যুরুক্রম পরিগ্রহমঙ্গ রক্ষন্
গোপৈরসদ্ভিরবলেব বিনির্জ্জিতোঽস্মি ॥ ২০ ॥
তদ্বৈ ধনুস্ত ইষবঃ স রথো হয়াস্তে

আর্ষঃ। মে অঘং অপরাধং অসহত। মহিতয়া মহত্ত্বেন। মহামহিতয়েতি পাঠে এক পদে অতিমহত্ত্বেনেত্যর্থঃ। সখ্যুরঘং সখেব তনয়স্যাঘং পিতেব ॥১৯

ত্বয়া শঙ্কিতং পরাজয়ঞ্চ প্রাপ্তোঽহমিত্যাহ তেন সখ্যা রহিতঃ অতো হৃদয়েন শূন্যঃ। অঙ্গ হে রাজন্ উরুক্রমস্য পরিগ্রহং ষোড়শসহস্র স্ত্রী লক্ষণং অসদ্ভির্নীচৈঃ অবলা যোষেব ॥ ২০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগ এবাত্র হেতুঃ নান্য ইত্যাহ তদ্বৈইতি। যতোযেভ্যঃ ঈশে-

---

কি সত্যবাদী” এই বক্রোক্তি দ্বারা তাঁহাকে তিরস্কার করিতাম, কিন্তু সখা যেমন সখার অপরাধ সহ্য করেন তদ্রূপ তিনি আপন মহিমায় আমার সমস্ত দোষ মার্জ্জন করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

হে নৃপেন্দ্র! সেই সুহৃৎ, সখা, প্রিয়, পুরুষোত্তমের সহিত আমি বিরহিত হইয়াছি, অতএব আমার হৃদয় শূন্য হইয়াছে, হে রাজন্! পথ মধ্যে তাঁহার ষোড়শ সহস্র স্ত্রীগণকে রক্ষা করিতেছিলাম, কতক্ গুলা নীচ-গোপ আসিয়া আমাকে যোষার ন্যায় জয় করিয়া গেল ॥ ২০ ॥

হে মহারাজ! আমার সেই ধনুঃ, সেই বাণ, সেই রথ,

সোহংরথী নৃপতয়ো যত আনমন্তি ।
সর্ব্বং ক্ষণেন তদভূদসদীশরিক্তং
ভস্মন্ হুতং কুহকরাদ্ধমিবোপ্তমূষ্যাং ॥ ২১ ॥
রাজংস্ত্বয়ানু পৃষ্টানাং সুহৃদাং নঃ সুহৃৎ পুরে ।
বিপ্রশাপ বিমূঢ়ানাং নিঘ্নতাং মুষ্টিভির্মিথঃ ।

ঈশরিক্তং শূন্যং অসৎ কার্য্যাক্ষমং সম্যক্ মন্ত্র বিধানৈরপি ভস্মনি হুতমিব ভস্মন্নিতি লুপ্ত সপ্তম্যন্তং পদং । অতি প্রীতাদপি কুহকান্মায়াবিনঃ সকাশাদ্রাদ্ধং লব্ধং যথা । সম্যক্ কর্ষণা দিনাপি ঊষর ভূমৌ উপ্তং বীজমিব ॥ ২১ ॥

সুহৃৎ পুরে ত্বয়া পৃষ্টানাং নঃ সুহৃদাং মধ্যে চত্বারঃ পঞ্চ বা অবশেষিতাঃ ।

সেই অশ্ব, সকলই আছে, আমিও সেই রথী আছি, এ সমস্ত থাকাতে নৃপতিগণ আসিয়া আমাকে নমস্কার করিত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে শূন্য হওয়াতে ক্ষণকালের মধ্যে এ সমুদায়ই কার্য্যাক্ষম হইয়া গিয়াছে, যেমন মন্ত্র বিধান দ্বারাও ভস্মে আহুতি দিলে কোন কার্য্য হয় না, যেমন অতি প্রীত মায়াবির নিকট হইতে কোন অর্থ লব্ধ হইলেও সেই লাভ কোন প্রয়োজনের হয় না, যেমন সম্যক্ কর্ষণ দ্বারা ঊষর ভূমিতে বীজ বপন করিলে কোন ফল দর্শে না, তাহার ন্যায় এক্ষণে আমি নিতান্ত নিষ্ফল হইয়াছি ॥ ২১ ॥

হে রাজন্ ! আপনি দ্বারকাপুরস্থ বান্ধবদিগের কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন, বৃত্তান্ত বলি শ্রবণ করুন্ । তাঁহারা বিপ্র শাপে বিমূঢ় এবং অন্নময়ী মদিরা পানে বিহ্বলচিত্ত হইয়া আপনাদের মধ্যে পরস্পর কেহ কাহাকে জানিতে না পারে,

বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদোন্মথিতচেতসাং।
অজানতামিবান্যোন্যং চতুঃ পঞ্চাবশেষিতাঃ ॥ ২২ ॥
প্রায়েণৈতৎ ভগবত ঈশ্বরস্য বিচেষ্টিতং।
মিথো নিঘ্নন্তি ভূতানি ভাবয়ন্তি চ যন্মিথঃ ॥ ২৩ ॥
জলৌকসাং জলে যদ্বন্মহান্তোঽদন্ত্যণীয়সঃ।
দুর্ব্বলান্ বলিনো রাজন্মহান্তো বলিনো মিথঃ ॥ ২৪ ॥

তত্র হেতুঃ বিপ্রশাপেত্যাদি। বারুণীমন্নময়ীং অজানতামিবান্যোন্যং এরকা মুষ্টিভির্নিঘ্নতাং ॥ ২২ ॥

অবশেষিতা ইত্যনেনোক্তং হেতু কর্ত্তারমাহ প্রায়েণেতি ত্রিভিঃ। ভাবয়ন্তি পালয়ন্তি ॥ ২৩ ॥

জলৌকসাং মৎস্যাদীনাং মধ্যে মহান্তঃ স্থূলাঃ অণীয়সঃ সূক্ষ্মান্ যথা ভক্ষয়ন্তি ॥ ২৪ ॥

এই প্রকারে পরস্পরের প্রতি এরকা নামক তৃণ মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিয়া সকলেই নিহত হইয়াছে, চারি কি পাঁচ জন মাত্র অবশিষ্ট আছেন ॥ ২২ ॥

এই যদুকুলের সংক্ষয় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারেই প্রায় হইয়াছে। যে হেতু তাঁহাকে নিমিত্ত করিয়া ভূত সকল পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ এবং পালন করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

হে রাজন্! মৎস্যাদির মধ্যে স্থূল স্থূল জল জন্তু যেমন জল-মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জন্তু ধরিয়া ভক্ষণ করে এবং বলবান্ প্রাণিরা যদ্রূপ দুর্ব্বল প্রাণি ধরিয়া খায় ও মহৎ এবং বলাবন্ ইহাদের মধ্যে পরস্পর যে যাহাকে ধরিয়া ভক্ষণ করিতে পারে সে তাহাকে ভক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

এবং বলিষ্ঠৈর্যদুভির্মহদ্ভিরিতরান্ বিভুঃ ।
যদূন্ যদুভিরন্যোন্যং ভূভারান্ সংজহারহ ॥ ২৫ ॥
দেশকালার্থযুক্তানি হৃত্তাপোপশমানিচ ।
হরন্তি স্মরতশ্চিত্তং গোবিন্দাভিহিতানিমে ॥ ২৬ ॥
এবং চিন্তয়তো জিষ্ণোঃ কৃষ্ণপাদসরোরুহং ।

ভুবোভারভূতান্ যদূন্ সংহৃতবান্ ॥ ২৫ ॥

অতঃপরং বক্তুং ন শক্নোমীতি সূচয়ন্নাহ দেশকালোচিতার্থ যুক্তানি মনঃ পীড়োপশমন করাণিচ গোবিন্দস্য বচনানি স্মরতো মম চিত্তং হরন্তি আকর্ষন্তি ॥ ২৬ ॥

এবমিতি সূতোক্তিঃ । অতি দৃঢ়েন স্নেহেন চিন্তয়তো মতিঃ শান্তা বিশোকা

তাহার ন্যায় ভগবান্ মহৎ ও বলিষ্ঠ যদুগণের দ্বারা হীন বল যদুগণকে এবং সম বল যদুদিগকে সম বল যদুগণ দ্বারা পরস্পর বিনাশ করাইয়া পৃথিবীর ভার স্বরূপ যাদব কুলকে সংহার করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

হে মহারাজ ! অতঃপর বলিতে আর আমার শক্তি নাই, আপনিও আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না, গোবিন্দ দেশ কালের সমুচিত অর্থ যুক্ত এবং হৃদয়ের সন্তাপ নাশক যে বাক্য গুলি বলিয়াছেন সেই গুলি স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে ॥ ২৬ ॥

এই সমস্ত বর্ণন করিয়া সূত পুনশ্চ কহিলেন । হে ব্রহ্মন্ ! তৎপরেই অর্জ্জুন অতিশয় স্নেহ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ চিন্তায় আবিষ্ট হইলেন, তাহাতে ক্রমে তাঁহার মতি শোক

সৌহার্দ্দেনাতিগাঢ়েন শান্তাসীদ্বিমলা মতিঃ ॥ ২৭ ॥
বাসুদেবাঙ্ঘ্র্যনুধ্যান পরিবৃংহিত রংহসা।
ভক্ত্যা নির্ম্মথিতাশেষকষায়ধিষণোহর্জ্জুনঃ ॥ ২৮ ॥
গীতং ভগবতা জ্ঞানং যত্তৎ সংগ্রামমূর্দ্ধনি।
কাল কর্ম্ম তমোরুদ্ধং পুনরধ্যগমদ্বিভুঃ ॥ ২৯ ॥
বিশোকো ব্রহ্মসম্পত্ত্যা সংছিন্নদ্বৈতসংশয়ঃ।

বিমলা বিরক্তা চাসীৎ ॥ ২৭ ॥

মতি বৈমল্যে ফলমাহ। বাসুদেবাঙ্ঘ্র্যনুধ্যানেন পরিবৃংহিতং রংহো বেগো যস্যাঃ তয়া নির্ম্মথিতা উন্মূলিতাঃ অশেষাঃ কষায়াঃ কামাদয়ো যস্যাঃ সা ধিষণা বুদ্ধির্যস্য সঃ জ্ঞানং পুনরধ্যগমদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ২৮ ॥

কালেন কর্ম্মভি স্তমসা ভোগাভিনিবেশেনচ রুদ্ধং আবৃতং সং পুনঃ প্রাপ ॥ ২৯ ॥

জ্ঞান ফলমাহ বিশোক ইতি এতদেব শোকহেত্বভাবেনোপপাদয়তি

রহিতা ও বৈরাগ্য যুক্তা হইল ॥ ২৭ ॥

অনন্তর অর্জ্জুন বাসুদেবের পাদপদ্ম ধ্যানে রত হইলে তাঁহার ভক্তি অতিশয় প্রবলা হইয়া উঠিল, তাহাতেই বুদ্ধির কামনাদি বিনষ্ট হইল ॥ ২৮ ॥

সুতরাং ভগবান্ তাঁহাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে জ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন, কাল, কর্ম্ম এবং তমঃ অর্থাৎ ভোগাভিনিবেশ বশতঃ যাহা আবৃত ছিল তাহা পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৯ ॥

তাঁহার ঐ রূপে ব্রহ্ম প্রাপ্তি অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান হওয়াতে অবিদ্যা বিনাশ হইল। অবিদ্যার

লীনপ্রকৃতিনৈর্গুণ্যাদলিঙ্গত্বাদসম্ভবঃ ॥ ৩০ ॥
নিশম্য ভগবন্মার্গং সংস্থাং যদুকুলস্য চ।
স্বঃ পথায় মতিঞ্চক্রে নিভৃতাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩১ ॥
পৃথাপ্যুপশ্রুত্য ধনঞ্জয়োদিতং নাশং যদূনাং

শোকস্য হি হেতুঃ দ্বৈতভ্রমঃ তস্য দেহঃ তস্য লিঙ্গং তস্য গুণাঃ তেষাং অবিদ্যা। তত্র ব্রহ্ম সম্পত্ত্যা ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞানেন লীনা প্রকৃতিরবিদ্যা যস্মিন্ তন্নৈর্গুণ্যং ভবতি নতু সুষুপ্তি প্রলয়য়োরিবাবিদ্যাশেষঃ তস্মান্নৈর্গুণ্যাৎ গুণকার্য্য লিঙ্গ-নাশঃ। অলিঙ্গত্বাচ্চ অসম্ভবঃ। সম্যগ্ভোগায় ভবতি পুনঃ পুনরিতি সম্ভবঃ স্থূল শরীরং তদ্রহিতঃ। ততশ্চ তৎ পরিচ্ছেদা ভাবাৎ সংচ্ছিন্নো দ্বৈত লক্ষণঃ সংশয়ো ভ্রমো যস্য সঃ বিশোকো জাত ইতি ॥ ৩০ ॥

ভগবতো মার্গং আলক্ষ্য যদুকুলস্য সংস্থাং নাশং শ্রুত্বা নারদোক্তমনুস্মৃত্য স্বঃ পথায় স্বর্গমার্গায় নিভৃতাত্মা নিশ্চলচিত্তঃ ॥ ৩১ ॥

তাং ভগবদ্গতিং দুর্জ্ঞেয়াং বক্ষ্যতিহি। সৌদামন্যা যথাকাশে যান্ত্যা হিত্বাভ্র

লয় হওয়াতে তাহার যে সত্ত্বাদি গুণ তাহাদেরও বিনাশ সাধন হইল, তাহার পরে আর গুণ কার্য্য লিঙ্গ শরীর থাকিল না। এবং লিঙ্গ শরীর গত হইলে স্থূল শরীরও আর থাকিতে পারিল না, সুতরাং তাহাও বিনষ্ট হইয়া গেল। অতএব দ্বৈতভ্রম বিনাশ হওয়াতে তাঁহার আর শোক রহিল না, বিশোক হইলেন ॥ ৩০ ॥

রাজা যুধিষ্ঠির ভগবানের বর্ত্ম অবলোকন এবং যদুকুলের বিনাশ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নারদের বাক্য স্মরণ করত নিশ্চল চিত্ত হইয়া স্বর্গমার্গে প্রস্থান করিতে বুদ্ধি স্থির করিলেন ॥ ৩১

কুন্তীও অর্জ্জুন প্রমুখাৎ যদুদিগের বিনাশ এবং ভগবানের

ভগবদ্গতিঞ্চ তাং। একান্ত ভক্ত্যা ভগবত্য
ধোক্ষজে নিবেশিতাত্মোপররাম সংসৃতেঃ ॥ ৩২ ॥
যয়াহরদ্ভুবো ভারং তাং তনুং বিজহাবজঃ।
কণ্টকং কণ্টকেনেব দ্বয়ঞ্চাপীশিতুঃ সমং ॥ ৩৩ ॥

মণ্ডলং। গতির্নলক্ষ্যতে মর্ত্যৈস্তস্য কৃষ্ণস্য দৈবতৈরিতি সংসৃতেরুপররাম জীবন্মুক্তো বভূব দেহং জহাবিতি বা ॥ ৩২ ॥

তদেবমুক্তমপি যাদবেভ্যো ভগবদ্বৈলক্ষণ্যং অবুদ্ধা সাম্যং বদতো মন্দমতীন্ প্রতি বৈলক্ষণ্যং স্পষ্টয়তি দ্বাভ্যাং যয়া যাদবরূপয়া তন্বা ভুবো ভারং কণ্টকেন কণ্টকমিবাহরৎ যাদব তনু ভূর্ভারতনুশ্চেতি দ্বয়মপি ঈশ্বরস্য সংহার্য্যত্বেন সমমেব ॥ ৩৩ ॥

গতির বিষয় শ্রবণ করিয়া একান্ত ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে মনোনিবেশ পূর্ব্বক সংসার হইতে উপরতা হইলেন অর্থাৎ দেহ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৩২ ॥

হে ঋষিগণ! যাদবদিগের হইতে ভগবানের কিছু বৈলক্ষণ্য আছে, মন্দমতি মানবেরা তাহা জানিতে না পারিয়া পরস্পরের সমতা বলিয়া থাকে, আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, কণ্টক দ্বারা যেমন কণ্টক উদ্ধার করে তাহার ন্যায় অজ ভগবান্ যে যাদব শরীর দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন সেই শরীরও পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ঈশ্বর, তাঁহার পক্ষে যাদব দেহ ধারণ এবং ভূভার হরণ দুই সমান, যে হেতু দুইয়েরই সংহার করিলেন ॥ ৩৩ ॥

যথা মৎস্যাদি রূপাণি ধত্তে জহ্যাদ্যথা নটঃ।
ভূভারঃ ক্ষয়িতো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরং ॥ ৩৪ ॥
যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং জহৌ স্ব
তন্বা শ্রবণীয়সৎকথঃ। তদাহরেবাপ্রতি
বুদ্ধচেতসামভদ্রহেতুঃ কলিরন্ববর্ত্তত ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য মূর্ত্তের্বিশেষমাহ যথেতি। তান্যপি যথা ধত্তে জহাতি চ তদাহ যথা নটো নিজ রূপেণ স্থিত এব রূপান্তরাণি ধত্তে অন্তর্ধত্তে চ তথা তদপি কলেবরং জহৌ অন্তরধাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

যুধিষ্ঠিরস্য স্বর্গারোহণ প্রসঙ্গায় কলি প্রবেশমাহ যদেতি স্বতন্বা জহৌ স্বতনোরেব বৈকুণ্ঠারোহাৎ শ্রবণার্হা সতী কথা যস্য তদা যদহস্তস্মিন্নেব অহরিতি লুপ্তসপ্তম্যন্তং পদং। অপ্রতিবুদ্ধচেতসামিতি বিবেকিনাস্তু ন প্রভুরিত্যুক্তং। অনুবর্ত্ততেতি পূর্ব্বমেবাংশেন প্রবিষ্টস্য স্বেন রূপেণানুবৃত্তিরুক্তা ॥৩৫॥

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির কিছু বিশেষ আছে, তিনি নটের ন্যায় অবস্থিত হইয়া যদ্রূপ মৎস্যাদি রূপ ধারণ ও পরে তাহা পরিত্যাগ করেন, তদ্রূপ যে শরীর দ্বারা ভূমির ভার হরণ করিলেন, শেষে তাহাও পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

হে মুনিসত্তম! যাঁহার সৎ কথা সকলে শ্রবণ করিয়া থাকে সেই ভগবান্ মুকুন্দ যে দিবসে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বশরীরে বৈকুণ্ঠারোহণ করিলেন, সেই দিবসেই অবিবেকি জনের অভদ্রকারি কলি পূর্ব্বে অংশ রূপে প্রবিষ্ট থাকিয়া স্বীয় রূপে অনুবর্ত্তী হইল ॥ ৩৫ ॥

যুধিষ্ঠিরস্তৎ পরিসর্পণং বুধঃ পুরেচ রাষ্ট্রে
চ গৃহে তথাত্মনি। বিভাব্য লোভানৃত
জিহ্ম হিংসনাদ্যধর্ম্মচক্রং গমনায় পর্য্যধাৎ ॥ ৩৬ ॥
সম্রাট্ পৌত্রং বিনিয়তমাত্মনঃ সুসমং গুণৈঃ।
তোয়নীব্যা পতিং ভূমেরভ্যষিঞ্চদ্গজাহ্বয়ে ॥ ৩৭ ॥
মথুরায়াং তথা বজ্রং শূরসেনপতিং ততঃ।

বুধো যুধিষ্ঠিরঃ তস্য কলেঃ পরিসর্পণং প্রসরণং বীক্ষ্য বিলোক্য। কথম্ভূতং লোভাদি অধর্ম্ম চক্রং যস্মিন্ জিহ্মং কৌটিল্যং পর্য্যধা তদুচিত পরিধানমকরোৎ ॥ ৩৬ ॥

আত্মনঃ স্বস্য গুণৈঃ সুসমং অতি সদৃশং। তোয়ং সর্ব্বত এবস্থিতং সমুদ্রোদকমেব নীবীপরিধান বিশেষো যস্যাঃ তস্যাঃ ভূমেঃ পতিত্বেনাভিষিক্তবান্ ॥ ৩৭ ॥

বজ্রং অনিরুদ্ধস্য পুত্রং। নিরূপ্য কৃত্বেত্যর্থঃ। অপিবৎ আত্মন্যারোপয়ামা

রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় বিজ্ঞ, আপনার পুরে, রাজ্যে, গৃহে এবং আত্ম দেহে কলির প্রসর জানিতে পারিলেন, যে হেতু লোভ, অনৃত, কৌটিল্য, হিংসা প্রভৃতি অধর্ম্ম চক্র প্রবর্ত্তমান হইবার উপক্রম হইতে লাগিল, অতএব আপনি মহা প্রস্থান গমন নিমিত্ত তদুচিত বসন পরিধান করিলেন ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর আত্ম সদৃশ গুণশালী এবং রাজোচিত বিনয়যুক্ত পৌত্র পরীক্ষিতকে আসমুদ্রা ধরার আধিপত্যে অভিষিক্ত করিয়া হস্তিনাপুরীর সিংহাসনে স্থাপন করিলেন ॥ ৩৭ ॥

এবং মথুরাতে অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে শূরসেন দেশের

প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিমগ্নীনপিবদীশ্বরঃ ॥ ৩৮ ॥
বিসৃজ্য তত্র তৎসর্ব্বং দুকূল বলয়াদিকং ।
নির্ম্মমোনিরহঙ্কারঃ সং ছিন্নাশেষবন্ধনঃ ॥ ৩৯ ॥
বাচং জুহাব মনসি তৎপ্রাণ ইতরেচ তং ।
মৃত্যাবপানং সোৎসর্গং তং পঞ্চত্বে হ্যজোহবীৎ ॥ ৪০ ॥

স ঈশ্বরঃ সমর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

সংছিন্নানি অশেষাণি বন্ধনানি উপাধয়ো যেন ॥ ৩৯ ॥

তদেব দর্শয়তি দ্বাভ্যাং বাচমিত্যুপলক্ষণং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি মনসি প্রবিলাপিতবানিত্যর্থঃ । তচ্চ মনঃ প্রাণে প্রাণাধীন বৃত্তিত্বাৎ তং প্রাণমিতরে অপানে তেনাকর্ষণাৎ । অপান ব্যাপার উৎসর্গ স্তৎসহিতমপানং মৃত্যৌ তদধিষ্ঠাতৃ দেবতায়াং । অনেনৈব রাগাদিষ্বপি তত্তৎ কর্ম্ম সাহিত্যং জ্ঞেয়ং তং মৃত্যুং পঞ্চত্বে পঞ্চভূতানামৈক্যে দেহে । দেহস্যৈব মৃত্যুর্নাত্মন ইতি ভাবিতবানিত্যর্থঃ অজোহবীদিতি যঙ্লুগন্তাৎ লুঙিরূপং ॥ ৪০ ॥

অধিপতি করিলেন, পরে প্রজাপতি দেবতা সম্বন্ধীয় যজ্ঞ করিয়া গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় আত্মাতে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

তদনন্তর সেই স্থানে আপনার বস্ত্র এবং বলয়া প্রভৃতি আভরণ সকল পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইলেন তাহাতেই তাঁহার বন্ধন নিমিত্ত উপাধি সকল ছিন্ন হইয়া গেল ॥ ৩৯ ॥

পরে তিনি বাগাদি ইন্দ্রিয় সকলকে মনোমধ্যে এবং মনকে প্রাণে ও প্রাণকে অপানে এবং মলাদি উৎসর্গের সহিত অপানকে মৃত্যুতে অর্থাৎ তদধিষ্ঠাতৃ দেবতাতে এবং মৃত্যুকে পঞ্চত্বে অর্থাৎ পঞ্চভূতের ঐক্য স্বরূপ দেহে লয় করিলেন ॥ ৪০ ॥

ত্রিত্বে হুত্বাচ পঞ্চত্বং তচ্চৈকত্বে জুহোন্মুনিঃ।
সর্ব্বমাত্মন্যজুহবীদ্ব্রহ্মণ্যাত্মানমব্যয়ে ॥ ৪১ ॥
চীরবাসা নিরাহারো বদ্ধবাঙ্মুক্ত মূর্দ্ধজঃ।
দর্শয়ন্নাত্মনোরূপং জড়োন্মত্ত পিশাচবৎ।
অনপেক্ষমানো নিরগাদশৃণ্বন্ বধিরো যথা ॥ ৪২ ॥
উদিচীং প্রবিবেশাশাং গতপূর্ব্বাং মহাত্মভিঃ।

ত্রিত্বে গুণত্রয়ে। তচ্চ ত্রিত্বং একত্বে অবিদ্যায়াং। সর্ব্বং সর্ব্বারোপ হেতুং অবিদ্যাং আত্মনি জীবে অজোহবীদিতি বক্তব্যেঽজুহবীদিত্যার্ষং। এবং শোধিত মাত্মানং ব্রহ্মণি অব্যয়ে কূটস্থে। ন তস্যান্যত্রলয় ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

তদেবমাত্মপ্রতিপত্তিমুক্ত্বা বাহ্য স্থিতিমাহ চীরবাসা ইতি সার্দ্ধ দ্বাভ্যাং। বদ্ধবাক্ মৌনী। অনবেক্ষমাণঃ অনুজাদি প্রতীক্ষামকুর্ব্বন্ ॥ ৪২ ॥

আশাং দিশং গতপূর্ব্বাং পূর্ব্ব প্রবিষ্টাং। যতো যাং দিশং ॥ ৪৩ ॥

পরে সেই পঞ্চত্বকে অর্থাৎ দেহকে সত্বাদিগুণত্রয়ে এবং গুণত্রয়কে একত্বে অর্থাৎ অবিদ্যাতে লয় করিলেন. তদনন্তর সমস্ত অরোপের কারণ অবিদ্যাকে জীবে লয় করিয়া সেই জীবকে কূটস্থ ব্রহ্মে লীন করিয়া রাখিলেন ॥ ৪১ ॥

রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞান দ্বারা এই রূপে আত্ম প্রতিপত্তি করিয়া পরে চীর বসন পরিধান, আহার পরিত্যাগ, বাক্য সংযম, এবং কেশ বন্ধন মোচন করিয়া আপনার আকৃতিকে জড় অথবা উন্মত্ত কিম্বা পিশাচের ন্যায় দেখাইতে লাগিলেন, অনুজাদির অপেক্ষা এবং বধিরের ন্যায় কাহারও বাক্য শ্রবণ না করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৪২ ॥

তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইয়া এবং হৃদয় মধ্যে পর-

হৃদি ব্রহ্ম পরং ধ্যায়ন্নাবর্ত্তেত যতোগতঃ ॥ ৪৩ ॥
সর্ব্বেতমনু নির্জগ্মুর্ভ্রাতরঃ কৃতনিশ্চয়াঃ।
কলিনাধর্ম্মমিত্রেণ দৃষ্টাস্পৃষ্টাঃ প্রজাভুবি ॥ ৪৪ ॥
তে সাধুকৃতসর্ব্বার্থা জ্ঞাত্বাত্যন্তিকমাত্মনঃ।
মনসা ধারয়ামাসুর্বৈকুণ্ঠচরণাম্বুজং ॥ ৪৫ ॥
তদ্ধ্যানোদ্রিক্তয়াভক্ত্যা বিশুদ্ধধিষণাঃ পরে।

অধর্ম্মোমিত্রং যস্য তেন ॥ ৪৪ ॥

সাধুকৃতাঃ সর্ব্বেঽর্থা ধর্ম্মাদয়ো যৈঃ। অতএব বৈকুণ্ঠস্য চরণাম্বুজমেব আত্যন্তিকং শরণং জ্ঞাত্বা মনসা ধারয়ামাসুঃ ॥ ৪৫ ॥

কথম্ভূতে পদে বিধূত কল্মষাণাং আস্থানং নিবাস স্থানং যৎ তস্মিন্ বিরজেনাত্মনৈব প্রাপুঃ নতু ষোড়শ কলেন লিঙ্গেন। গতের্ব্বা বিশেষণং বিরজেনাত্ম-

ব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা আয়ুঃ শেষে ঐ দিকেই প্রস্থান করেন, ঐ দিকের বর্ত্ম অবলম্বন করিয়া গমন করিলে কদাপি প্রত্যাবৃত্তি হয় না ॥ ৪৩ ॥

রাজা যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃ সকল দেখিলেন অবনীতলে কলি সম্পূর্ণ রূপে উপস্থিত। তাহার পরম মিত্র অধর্ম্ম সকল প্রজাকেই স্পর্শ করিতেছে, অতএব তাঁহারাও কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন ॥ ৪৪ ॥

তাঁহারা ধর্ম্মাদি সকল বিষয় উত্তমরূপে নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন অতএব শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মকে আপনাদের আত্যন্তিক শরণ জানিয়া মনোমধ্যে তাহাই ধারণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥

ভগবানের ধ্যান দ্বারা তাঁহাদিগে ভক্তি উদ্রিক্তা এবং

তস্মিন্নারায়ণপদে একান্ত মতয়োগতিং।
অবাপুর্দুরবাপাং তে অসদ্ভির্বিষয়াত্মভিঃ।
বিধূতকল্মষা স্থানং বিরজেনাত্মনৈবহি ॥ ৪৬ ॥
বিদুরোপি পরিত্যজ্য প্রভাসে দেহমাত্মনঃ।
কৃষ্ণাবেশেন তচ্চিত্তঃ পিতৃভিঃ স্বক্ষয়ং যযৌ ॥ ৪৭ ॥
দ্রৌপদীচ তদাজ্ঞায় পতীনামনপেক্ষতাং।

নৈবাবস্থান রূপাং তে বিধূত কল্মষাঃ প্রাপুরিতি ॥ ৪৬ ॥

তীর্থান্যটন্ প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণাবেশেন কৃষ্ণে চিত্তমাবেশ্য দেহং পরিত্যজ্য তচ্চিত্তঃ সন্ তদানীং নেতুমাগতৈঃ পিতৃভিঃ সহ স্বক্ষয়ং স্বাধিকার স্থানং যযৌ ॥ ৪৭ ॥

আত্মানং প্রত্যনপেক্ষ্যতাং জ্ঞাত্বা তত্যাপ ॥ ৪৮ ॥

বিশুদ্ধা হইল সুতরাং পাপ শূন্য হইয়া সেই নারায়ণের যে পদ, নিষ্পাপ ব্যক্তিদিগের নিবাস স্থান, তাহাতে শুদ্ধ আত্ম দ্বারা পরম গতি লাভ করিলেন, অসৎ এবং বিষয়াসক্ত ব্যক্তি দিগের তাহা অতিশয় দুর্ল্লভ ॥ ৪৬ ॥

বিদুরও তীর্থ পর্য্যটন করিতে ২ প্রভাস তীর্থে উপনীত হইয়া তথায় আপনার দেহ পরিত্যাগ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক তদ্গতমনা হইয়া অভ্যর্থনার্থ আগত পিতৃ গণের সহিত আপনার অধিকার যোগ্য স্থানে পুনর্গমন করিলেন ॥ ৪৭ ॥

দ্রৌপদী দেখিলেন তাঁহার পতিরা কেহ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া একে ২ সকলেই প্রস্থান করিলেন, অতএব তিনিও

বাসুদেবে ভগবতি হ্যেকান্তমতিরাপ তং ॥ ৪৮ ॥
যঃ শ্রদ্ধয়ৈতদ্ভগবৎ প্রিয়াণাং পাণ্ডোঃ সুতা
নামিতিসং প্রয়াণং । শৃণোত্যলংস্বস্ত্যয়নং
পবিত্রং লব্ধা হরৌ ভক্তিমুপৈতি সিদ্ধিং ॥ ৪৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে যুধিষ্ঠিরাদি স্বর্গারোহণং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১৫ ॥ * ॥

শ্রীসূত উবাচ ॥
ততঃ পরীক্ষিদ্দ্বিজবর্য্য শিক্ষয়া মহীং মহা

ইত্যেবং যৎ সম্প্রয়াণং অলং অতিশয়েন স্বস্ত্যয়নং মঙ্গলাস্পদং অলং পবিত্রঞ্চ ॥ ৪৯ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমে পঞ্চদশঃ ॥ * ॥

ততশ্চ ষোড়শে ভূমি ধর্ম্ময়োঃ কলিখিন্নয়োঃ । সম্বাদ বর্ণ্যতে প্রাপ্তিঃ পালকস্য পরীক্ষিতঃ ॥ ০ ॥

ভগবান্ বাসুদেবে একান্ত মতি হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৮ ॥

ভগবৎ প্রিয় পাণ্ডবদিগের এই মহাপথ প্রস্থান অতি পবিত্র এবং মঙ্গলাস্পদ, যে মনুষ্য ইহা শ্রবণ করেন তাঁহার হরিতে ভক্তি লাভ পূর্ব্বক সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় ॥ ৪৯ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমে পঞ্চদশ ॥ * ॥

ষোড়শ অধ্যায়ে কলি দ্বারা খিন্ন হইয়া পৃথিবী এবং ধর্ম্মের সম্বাদে পালক পরীক্ষিতের উপস্থিতি বৃত্তান্ত ॥ ০ ॥

ভাগবতঃ শশাসহ। যথাহি সূত্যামভিজাত
কোবিদাঃ সমাদিশন্ বিপ্র মহদ্গুণাস্তথা ॥ ১ ॥
স উত্তরস্য তনয়ামুপযেম ইরাবতীং।
জনমেজয়াদীংশ্চতুরস্তস্যামুৎপাদয়ন্ সুতান্ ॥ ২ ॥
আজহারাশ্বমেধাংস্ত্রীন্ গঙ্গায়াং ভূরি দক্ষিণান্।

দ্বিজবর্য্যাণাং শিক্ষয়া। সূত্যাং জন্মনি। অভিজাতকোবিদাঃ জাত কর্ম্মবিদঃ হে বিপ্র মহতাং গুণা যস্মিন্ সঃ ॥ ১ ॥

জনমেজয়াদীনিত্যর্দ্ধে একাক্ষরাধিক্যং ছান্দসং ॥ ২ ॥

আজহার কৃতবানিত্যর্থঃ। শারদ্বতং কৃপং। যত্র যেষশ্বমেধেষু ॥ ৩ ॥

সূত কহিলেন হে ব্রহ্মন্! অনন্তর মহাভাগবত পরীক্ষিৎ রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের উপদেশানুসারে পৃথিবী শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন, যেমন পুত্রাদি জন্মিলে জাতকর্ম্মবেত্তা পণ্ডিতগণ যাহা ২ উপদেশ দেন ধার্ম্মিক লোকে তাহাই করিয়াথাকেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণেরা রাজকার্য্যে যদ্রূপ উপদেশ দিতেন রাজা পরীক্ষিৎ তদ্রূপই শাসন করিতেন ॥ ১ ॥

ঐ রাজা উত্তরের ইরাবতী নাম্নী তনয়ার পাণি গ্রহণ করিলেন। কালক্রমে তাঁহার গর্ভে জন্মেজয়াদি চারিটী সন্তান উৎপন্ন হইল ॥ ২ ॥

তিনি কৃপাচার্য্যকে গুরু করিয়া গঙ্গাতীরে ভূরি ২ দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই যজ্ঞে দেবগণ মানব সকলের ন্যায় নয়নগোচর হইয়া-

শারদ্বতং গুরুং কৃত্বা দেবাযত্রাক্ষিগোচরাঃ ॥ ৩ ॥
নিজগ্রাহৌজসা বীরঃ কলিং দিগ্বিজয়ে কচিৎ।
নৃপলিঙ্গধরং শূদ্রং ঘ্নন্তং গোমিথুনং পদা ॥
শ্রীশৌনক উবাচ ॥ ৪ ॥
কস্যহেতো র্নিজগ্রাহ কলিং দিগ্বিজয়ে নৃপঃ।
নৃদেব চিহ্ন ধৃক্ শূদ্রকোসৌ গাংযঃ পদা অহন্ ॥ ৫ ॥
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়ং।

নিজগ্রাহ নিগৃহীতবান্। কলিমেব নির্দ্দিশতি নৃপেতি ॥ ৪ ॥

কস্য হেতোরিতি। অয়মর্থঃ কস্মাদ্ধেতোঃ কলিং কেবলং নিজগ্রাহ নতু হতবান্। যতোহসৌ শূদ্রকঃ অতিকুৎসিতঃ শূদ্রঃ। যো গাং পদাহহন্নিতি ॥ ৫ ॥

অস্য বিষ্ণোঃ পদাম্ভোজয়োর্যোমকরন্দ স্তংলিহন্তি আস্বাদয়ন্তি যে তেষাং

ছিলেন ॥ ৩ ॥

তিনি কদাচিৎ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন, এক স্থানে দেখিলেন কলি শূদ্র রূপী হইয়া রাজচিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক গো মিথুনের দেহে পদাঘাত করিতেছে, ইহাতে আপনার পরাক্রম দ্বারা রাজবেশি সেই শূদ্রের নিগ্রহ করিলেন, তাহাতে কলিরই নিগ্রহ হইল ॥ ৪ ॥

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন হে সূত! রাজা পরীক্ষিৎ দিগ্বিজয়ে গমন করিয়া কি নিমিত্ত কলিকে কেবল নিগ্রহ করিলেন, যে রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া গাভীকে পদাঘাত করিতেছিল সে ত অতি কুৎসিত শূদ্র, তাহাকে একেবারে বধ করিলেন না কেন? ॥ ৫ ॥

হে মহাভাগ সূত! যদিস্যাৎ এ বিষয় বিষ্ণু কথাশ্রয় হয়

অথবাস্য পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতাং।
কিমন্যৈরসদালাপৈরায়ুষো যদসদ্ব্যয়ঃ॥ ৬॥
ক্ষুদ্রায়ুষাং নৃণামঙ্গ মর্ত্ত্যানামৃতমিচ্ছতাং।
ইহোপহূতো ভগবান্ মৃত্যুঃ শামিত্রকর্ম্মণি॥ ৭॥
নকশ্চিন্ম্রিয়তে তাবদ্ যাবদাস্ত ইহান্তকঃ।
এতদর্থং হি ভগবানাহূতঃ পরমর্ষিভিঃ।

সতাং মহতাং বা কথাশ্রয়মিতি সমাসান্নিষ্কৃষ্যানুষঙ্গঃ। তর্হি কথ্যতাং। নোচেৎ কিমন্যৈরসদ্ভিরালাপৈঃ। যৎষৈ রায়ুষো বৃথা ক্ষয়ঃ॥ ৬॥

অস্মাকময়ং সত্র প্রযত্নোপি হরিকথামৃত পানার্থ এবেত্যাহ সার্দ্ধ দ্বাভ্যাং। ক্ষুদ্র মল্পমায়ুর্যেষাং অতোমর্ত্ত্যানাং মরণধর্ম্মবতাং তথাপি ঋতং সত্যং মোক্ষ মিচ্ছতাং যো মৃত্যুঃ স ইহ সত্রে। শমিতুরিদং শামিত্রং কর্ম্ম পশু হিংসনং তদর্থমুপহূতঃ॥ ৭॥

ততঃ কিমতঃ আহ ন কশ্চিদিতি। ততোপি কিমিত্যাহ অহো নৃলোকে

অথবা ইহাতে যদি বিষ্ণুর পদাম্ভোজের আস্বাদনকারি সাধু বা মহাপুরুষদিগের কথাশ্রয় হয় তবেই বর্ণন কর নচেৎ অন্য অসৎ আলাপে প্রয়োজন নাই, তাহাতে কেবল পরমায়ুর বৃথা ব্যয় মাত্র হয়॥ ৬॥

হে সূত! যে সকল লোক অল্পায়ুঃ অথবা মরণ ধর্ম্ম বিশিষ্ট, অথচ মোক্ষ বাসনা করে, তাহাদিগের মৃত্যু স্বরূপ যে ভগবান্ যম তিনি এ স্থানে আমাদের পশুহিংসন রূপ যজ্ঞ কর্ম্মে আহূত হইয়াছেন॥ ৭॥

অতএব যাবৎ পর্য্যন্ত অন্তক এ স্থানে অবস্থিতি করেন

অহো নৃলোকে পীয়েত হরিলীলা মৃতংবচঃ ॥ ৮ ॥
মন্দস্য মন্দ প্রজ্ঞস্য বয়ো মন্দায়ুষশ্চবৈ।
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবাচ ব্যর্থকর্ম্মভিঃ ॥
শ্রীসূত উবাচ ॥ ৯ ॥
যদা পরীক্ষিৎ কুরু জাঙ্গলে বসন্ কলিং প্রবিষ্টং
নিজ চক্রবর্ত্তিতে। নিশম্য বার্ত্তামনতি প্রিয়াং

হরিলীলামৃতং বচঃ পীয়েতেত্যেতদর্থং হরিলীলৈবামৃতং যস্মিন্ ॥ ৮ ॥

তদভাবে বৃথৈব জীবনমিত্যাহ মন্দস্য অলসস্য। নক্তং রাত্রৌ যদ্বয়ঃ আয়ুস্তন্নিদ্রয়া। দিবা অহ্নি যদ্বয়ঃ তৎ ব্যর্থকর্ম্মভিঃ অপহ্রিয়তে ॥ ৯ ॥

তত্র তাবৎ কলি নিগ্রহ প্রসঙ্গমাহ যদা নিজ চক্রবর্ত্তিতে স্বসেনয়া পালিতে দেশে কলিং প্রবিষ্টং শুশ্রাব। তদা তাং অনতি প্রিয়াং বার্ত্তাং কিঞ্চিৎ প্রিয়াঞ্চ যুদ্ধ কৌতুক সম্পত্তেঃ নিশম্য ততঃ শরাসনং দৃষ্ট নিগ্রহার্থমাদদে।

তাবৎ কাহারো মৃত্যু হইবেক না, ফলতঃ মহর্ষিরা ঐ কারণেই ভগবান্ যমকে এখানে আমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছেন, অতএব এ সময় মনুষ্য লোকে উদ্বেগ মাত্র নাই, এখন হরি কথামৃত পান করা কর্ত্তব্য ॥ ৮ ॥

ইদানীন্তন সকল লোকই অলস ও মন্দ বুদ্ধি এবং তাহাদের পরমায়ুও অতি অল্প, তাহা আবার সদ্ব্যয়ে ব্যয় হয় না, রাত্রি ভাগের পরমায়ু নিদ্রাতেই অপহৃত হয় এবং দিবাভাগের আয়ুঃ ব্যর্থ কর্ম্মে কাটায় ॥ ৯ ॥

শৌনকের এই প্রশ্নে সূত কহিতে লাগিলেন ব্রহ্মন্! রাজা পরীক্ষিৎ কুরু জাঙ্গলে বাস করিতে ২ শুনিতে পাই-

ততঃ শরাসনং সংযুগশৌণ্ড আদদে ॥ ১০ ॥
স্বলঙ্কৃতং শ্যামতুরঙ্গযোজিতং রথং মৃগেন্দ্র
ধ্বজমাশ্রিতঃ পুরাৎ। বৃতো রথাশ্ব দ্বিপ
পত্তি যুক্তয়া স্বসেনয়া দিগ্বিজয়ায় নির্গতঃ ॥ ১১ ॥
ভদ্রাশ্বং কেতুমালঞ্চ ভারতং চোত্তরান্ কুরূন্।
কিম্পুরুষাদীনি বর্ষাণি বিজিত্য জগৃহে বলিং ॥ ১২ ॥

সংযুগশৌণ্ডঃ যুদ্ধে প্রগল্ভঃ সংযুগশৌরি রিতি পাঠে যুদ্ধে শৌরি তুল্যঃ ॥ ১০ ॥

ততশ্চ দিগ্বিজয়ায় নির্গতঃ ॥ ১১ ॥

ভদ্রাশ্বাদীনি পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণোত্তরতঃ সমুদ্র লগ্নানি বর্ষাণি। মেরোঃ সর্ব্বতঃ ইলাবৃতং তত উত্তরতো রম্যকং হিরণ্ময়ঞ্চ। দক্ষিণতো হরিবর্ষং কিম্পুরুষঞ্চ তানি বিজিত্য ॥ ১২ ॥

লেন নিজ সেনা দ্বারা পালিত--দেশ মধ্যে কলি প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই অপ্রিয় বার্ত্তা শ্রবণগোচর হইবামাত্র দুষ্ট নিগ্রহ মানসে ধনুর্গ্রহণ করিলেন ॥ ১০ ॥

এবং রথে শ্যামবর্ণ অশ্ব ও সিংহাকৃতি ধ্বজা যোজনা পূর্ব্বক আরোহণ করিয়া হস্তি, অশ্ব, রথ, পদাতিক রূপ চতুরঙ্গিনী সেনা সহ দিগ্বিজয়ার্থ পুরী হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১১ ॥

ক্রমে ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, ভারত, ইলাবৃত, রম্যক্ হিরণ্ময় কুরু, হরি, কিংপুরুষ, এ সমস্ত বর্ষ জয় করিয়া তথাকার নৃপতিগণ হইতে কর গ্রহণ করিলেন ॥ ১২ ॥

তত্র তত্রোপশৃণ্বানঃ স্বপূর্ব্বেষাং মহাত্মনাং।
প্রগীয়মানঞ্চ যশঃ কৃষ্ণমহাত্ম্য সূচকং।
আত্মানঞ্চ পরিত্রাতমশ্বত্থাম্নোঽস্ত্রতেজসা।
স্নেহঞ্চ বৃষ্ণিপার্থানাং তেষাং ভক্তিঞ্চ কেশবে।
তেভ্যঃ পরম সংহৃষ্টঃ প্রীত্যুজ্জৃম্ভিতলোচনঃ।
মহাধনানি বাসাংসি দদৌ হারান্মহামনাঃ ॥ ১৩ ॥
সারথ্য পারষদ সেবন সখ্য দৌত্য বীরাসনানু
গমন স্তবন প্রণামান্। স্নিগ্ধেষু পাণ্ডুষু জগৎ প্রণতিঞ্চ

প্রাগীয়মানং যশঃ যশ আদীনি শৃণ্বন্ তেভ্যোদদাবিতি তৃতয়েনান্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥ স্নিগ্ধেষু পাণ্ডবেষু বিষ্ণোর্যানি সারথ্যাদীনি কর্ম্মাণি তানি শৃণ্বন্ তথা বিষ্ণোর্জগৎ কর্তৃকাং প্রণতিঞ্চ শৃণ্বন্ নৃপতিঃ পরীক্ষিৎ বিষ্ণোশ্চরণারবিন্দে

সকল স্থানেরই লোকদের প্রমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য সূচক আপনার পূর্ব্ব পুরুষদিগের যশঃ এবং অশ্বত্থামার অস্ত্র তেজঃ হইতে আপনার পরিত্রাণ, বৃষ্ণি ও পাণ্ডবদিগের পরস্পর স্নেহ ও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি, এই সকল বিষয়ের কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ঐ ২ লোকের প্রতি তাঁহার মহা ২ সন্তোষ জন্মিল এবং প্রীতি দ্বারা নয়ন দ্বয় প্রফুল্ল হইল, পরিতুষ্ট হইয়া যশোগায়কদিগকে যথেষ্ট ধন, রত্ন, বসন, ভূষণ প্রদান করিলেন ॥ ১৩ ॥

যখন ঐ গায়কদিগের মুখে শুনিলেন যে ভগবান্ বিষ্ণুকে জগতীস্থ সমস্ত লোকে প্রণাম করে সেই আদ্যপুরুষ স্নেহ বশতঃ পাণ্ডবদিগের সারথ্য, সভাপতিত্ব, চিত্তানুবৃত্তি এবং

বিষ্ণোর্ভক্তিং করোতি নৃপতিশ্চরণারবিন্দে ॥ ১৪ ॥
তস্যৈবং বর্ত্তমানস্য পূর্ব্বেষাং বৃত্তিমন্বহং।
নাতিদূরে কিলাশ্চর্য্যং যদাসীত্তন্নিবোধ মে ॥ ১৫ ॥
ধর্ম্মঃ পদৈকেন চরন্ বিচ্ছায়ামুপলভ্য গাং।
পৃচ্ছতি স্মাশ্রুবদনাং বিবৎসামিব মাতরং ॥ ১৬ ॥

ভক্তিং করোতি পারষদমিতি রেফ সকারয়োঃ বিশ্লেষশ্ছান্দসঃ। তত্র পার্ষদং সভাপতিত্বং। সেবনং চিত্তানুবৃত্তিঃ। বীরাসনং রাত্রৌ খড়্গহস্তস্য তিষ্ঠতো জাগরণং ॥ ১৪ ॥

বৃত্তিমনুবর্ত্তমানস্য নাতিদূরে শীঘ্রমেব ॥ ১৫ ॥

ধর্ম্মো বৃষ রূপঃ। বিচ্ছায়াং হৃতপ্রভাং। গাং গো রূপাং পৃথ্বীং। বিবৎসাং মৃতাপত্যাং ॥ ১৬ ॥

রাত্রিতে রক্ষার্থ খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক জাগরণ, অনুগমন, স্তব এবং প্রণাম করিয়াছিলেন, তখন তদীয় চরণারবিন্দে তাঁহার পরমা ভক্তি জন্মিল ॥ ১৪ ॥

হে ব্রহ্মন্! রাজা পরীক্ষিৎ এই প্রকারে অনুদিন আপনার পূর্ব্ব পুরুষদিগের বৃত্তিতে অনুবর্ত্তী হইলে অতি শীঘ্র যে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইল, তদ্বিবরণ শ্রবণ কর ॥ ১৫ ॥

ধর্ম্ম বৃষরূপী হইয়া এক পদে ভ্রমণ করিতে ২ এক দিন দেখিতে পাইলেন, পৃথিবী গাভীরূপ ধারণ পূর্ব্বক মৃতবৎসা মাতার ন্যায় হতপ্রভা ও অশ্রুমুখী হইয়া রোদন করিতেছে, তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৬ ॥

কচ্চিদ্ভদ্রেঽনাময়মাত্মনস্তে বিচ্ছায়াসি
ম্লায়তেষন্মুখেন। আলক্ষয়ে ভবতী
মন্তরাধিং দূরে বন্ধুং শোচসি কঞ্চনাম্ব॥ ১৭ ॥
পাদৈর্ন্যূনং শোচসি মৈকপাদমুতাত্মানং
বৃষলৈর্ভক্ষ্যমাণং। আহোসুরাদীন্ কৃত

তে আত্মনো দেহস্য। যদ্যপি বহিরাময়ো ন লক্ষ্যতে তথাপি অন্তর্মধ্যে আধিঃ পীড়াঃ যস্যা স্তাং ত্বামালক্ষয়ে। কেন যতো বিচ্ছায়াসি। অত ঈষন্-ম্লায়তা বৈবর্ণ্যং ভজতা মুখেন লিঙ্গেন তত্র কারণানি কল্পয়ন্ পৃচ্ছতি দূরে বন্ধু মিত্যাদি পঞ্চভিঃ। দূরে স্থিতং॥ ১৭ ॥

ত্রিভিঃ পাদৈর্ন্যূনং অতএবৈক পদং। মা মাং বৃষলৈরত ঊর্দ্ধং ভোক্ষ্যমাণং

ভদ্রে! তোমার শরীর ত স্বচ্ছন্দে আছে? এমন দেখিতেছি কেন? মুখ যেন ঈষৎ ম্লান হইতেছে, কারণ কি? বোধ হইতেছে যেন তোমার অন্তরের মধ্যে কোন প্রকার পীড়া জন্মিয়াছে। হে মাতঃ! তোমার কি কোন বন্ধু দূরে গিয়াছেন, তাহার নিমিত্ত কি মনোমধ্যে শোক করিতেছ? ॥১৭

আমার তিন পদ ভগ্ন হইয়াছে, একটী মাত্র অবশিষ্ট আছে, আমাকে এই রূপ দেখিয়াই কি তুমি শোক করিতেছ? অথবা অতঃপর তোমাকে শূদ্র রাজায় ভোগ করিবে তাহা ভাবিয়া কি বিষণ্ণা হইতেছ? অথবা ইদানীং কেহ যাগ যজ্ঞ করে না তাহাতে দেবগণ যজ্ঞ ভাগে বঞ্চিত হইয়াছেন দেখিয়াই কি তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করিতেছ? কিম্বা কাল প্রভাবে ইন্দ্র যথাকালে বারি বর্ষণ না করাতে প্রজাদিগের

যজ্ঞ ভাগান্ প্রজা উতস্বিন্মঘবত্যবর্ষতি ॥ ১৮ ॥
অরক্ষ্যমাণাঃ স্ত্রিয় উর্ব্বি বালান্ শোচস্যথো
পুরুষাদৈরিবার্ত্তান্। বাচং দেবীং ব্রহ্মকুলে
কুকর্ম্মণ্যব্রহ্মণ্যে রাজকুলে কুলাগ্র্যান্ ॥ ১৯ ॥
কিং ক্ষত্রবন্ধূন্ কলিনোপসৃষ্টান্ রাষ্ট্রাণি

পুংস্ত্বমাত্মপদ বিশেষণত্বাৎ। হৃতা যজ্ঞভাগা যেষাং যজ্ঞাদ্যকরণাৎ ॥ ১৮ ॥

হে উর্ব্বি পৃথ্বি। ভর্ত্তৃভিররক্ষ্যমাণাঃ স্ত্রিয়ঃ। পিতৃভিররক্ষ্যমাণান্ বালান্। প্রত্যুত তৈরেব পুরুষাদৈ র্নির্দ্দয়ৈরিবার্ত্তান্ ক্লিষ্টান্ বাচং দেবীং সরস্বতীং কুকর্ম্মণি দুরাচারে স্থিতাং। কুলাগ্র্যান্ ব্রাহ্মণোত্তমান্ সেবকান্ ॥ ১৯ ॥

উপসৃষ্টান্ ব্যাপ্তান্ অবরোপিতানি উদ্বাসিতানি ব্যবায়ো মৈথুনং নিষেধা-

---

ক্লেশ হইতেছে ইহা স্মরণ করিয়াই কি তুমি দুঃখিতা হই-তেছ? ॥ ১৮ ॥

হে পৃথ্বি! এক্ষণে ভর্ত্তৃগণ স্ত্রীদিগকে রক্ষা করি-তেছে না, দেখিয়া কি তাহাদের জন্য তুমি শোক করিতেছ? অথবা পিতৃগণ পুত্রদিগকে যথাবৎ লালন পালন করেন না প্রত্যুত পুরুষদের ন্যায় অর্থাৎ রাক্ষসের মত তাহাদিগকে ক্লেশ দিতেছেন ইহা দেখিয়া কি ঐ বালকদের জন্য দুঃখিতা হইয়াছ?। অপর পাণ্ডিত্য রূপা সরস্বতী সম্প্রতি কুকর্ম্মশালি ব্রহ্মকুলে অবস্থিতা হইয়াছেন তাহাতেই কি তোমার শোক জন্মিয়াছে? অথবা উত্তম ২ ব্রাহ্মণ সকল অব্রহ্মণ্য রাজকুলের ভৃত্য হইতেছেন ইহা অবলোকন করিয়াই কি ক্ষোভ করিতেছ? ॥ ১৯ ॥

হে ধরিত্রি! ক্ষত্রিয় সকল কলিপ্রভাবে মুগ্ধ হইল, তাহা-

বা তৈরবরোপিতানি। ইতস্ততোবাশন
পান বাস স্নান ব্যবায়োন্মুখ জীবলোকং ॥ ২০ ॥
যদ্বাম্ব তে ভূরি ভারাবতার কৃতাবতা
রস্যহরের্ধরিত্রি। অন্তর্হিতস্য স্মরতী
বিসৃষ্টা কর্ম্মাণি নির্ব্বাণ বিলম্বিতানি ॥ ২১ ॥
ইদং মমাচক্ষ্ব তাবধিমলং বসুন্ধরে যেন

নাদরেণ সর্ব্বতোঽশনাদিষূন্মুখং প্রবর্ত্তমানং জীবলোকম্বা ॥ ২০ ॥

অম্ব হে মাতর্ধরিত্রি তে তব যো ভূরি ভারঃ তস্য অবতরণার্থং কৃতাবতারস্য কর্ম্মাণি স্মরন্তী তেন বিসৃষ্টাসতী শোচসি। নির্ব্বাণং বিলম্বিতং আশ্রিতং যৈঃ নির্ব্বাণ বিড়ম্বিতানীতি পাঠে নির্ব্বাণং বিড়ম্বিতং উপহসিতং যৈঃ মোক্ষাদপ্যধিক সুখানীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

হে অম্ব তে সৌভাগ্যং কালেন বা হৃতং ॥ ২২ ॥

দিগের জন্য কি শোক করিতেছ? অথবা ঐ সকল মুগ্ধ ব্যক্তি হইতে রাজ্যের উচ্ছেদ সম্ভাবনা দেখিয়া তোমার কি বিষাদ হইতেছে? এক্ষণে জীবলোক সকল নিষেধ মানে না যথেচ্ছাক্রমে যেখানে সেখানে অশন, পান, অবস্থান এবং স্ত্রী সংসর্গ করিতে উন্মুখ, ইহা দেখিয়া কি দুঃখিত হইতেছ? ॥২০

হে পৃথ্বি! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমার ভূরি ভার অবতরণ নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি যে সকল কর্ম্ম করিয়াগিয়াছেন তাহা মোক্ষ সুখাপেক্ষাও অধিক সুখজনক, তুমি তাঁহাতে বিরহিতা হইয়া তদীয় সেই সকল কর্ম্মের স্মরণ করত কি শোক করিতেছ? ॥ ২১ ॥

হে বসুন্ধরে! কি নিমিত্ত কৃশা হইয়াছ? তোমার মনঃ-

বিকর্ষিতাসি। কালেন বাতে বলিনাং
বলীয়সা সুরার্চ্চিতং কিং হৃতমম্ব সৌভগং ॥
শ্রীধরণ্যুবাচ ॥ ২২ ॥
ভবান্ হি বেদ তৎ সর্ব্বং যন্মাং ধর্ম্মানুপৃচ্ছসি।
চতুর্ভির্বর্ত্তসে যেন পাদৈর্লোক সুখাবহৈঃ ॥ ২৩ ॥
সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জবং।

ভবান্ জানাত্যেব। তথাপি বক্ষ্যামীত্যাহ। যেন হেতু ভূতেন ত্বং চতুর্ভিঃ পাদৈ বর্ত্তসে যত্রচ সত্যাদয়ো গুণা নবিয়ন্তি ন ক্ষীয়ন্তেস্ম তেন শ্রীনিবাসেন রহিতং লোকং শোচামীতি ষষ্ঠেনান্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥

সত্যং যথার্থ ভাষণং। শৌচং শুদ্ধত্বং। দয়া পর দুঃখা সহনং। ক্ষান্তিঃ ক্রোধপ্রাপ্তৌ চিত্তসংযমনং। ত্যাগোঽর্থিষু মুক্তহস্ততা। সন্তোষ অলং বুদ্ধিঃ।

পীড়ার কারণ কি? হে মাতঃ! তোমার যে সৌভাগ্য ছিল, দেবতারাও তাহার অর্চ্চনা করিতেন, তোমার সেই সৌভাগ্য কি এই বলবান্ কাল অপহরণ করিয়াছে? ॥ ২২ ॥

গোরূপ ধারিণী ধরণী বৃষ রূপি ধর্ম্মের এই রূপ সানুকম্প বচন শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন ধর্ম্ম! আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহা তোমার অবিদিত নাই, তথাপি তোমাকে ঐ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব। তুমি যাঁহার প্রভাবে চারি পদে পরিপূর্ণ হইয়া সর্ব্ব লোকের সুখ বর্দ্ধন করত বর্ত্তমান ছিলে ॥ ২৩ ॥

অপর সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষমা, দান, সন্তোষ, সারল্য, শম (মনের নিশ্চলত্ব) দম (বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিশ্চলত্ব) তপস্যা,

শমোদমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতং ॥ ২৪ ॥
জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তি র্ধৈর্য্যং মার্দ্দবমেবচ ॥ ২৫ ॥
প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।

আর্জ্জবং অবক্রতা। শমো মনো নৈশ্চল্যং। দমো বাহেন্দ্রিয় নৈশ্চল্যং। তপঃ স্বধর্ম্মঃ। সাম্যং অরিমিত্রাদ্যভাবঃ। তিতিক্ষা পরাপরাধ সহনং। উপরতি লাভপ্রাপ্তাবৌদাসীন্যং। শ্রুতং শাস্ত্রবিচারঃ ॥ ২৪ ॥

জ্ঞানং আত্মবিষয়ং বিরক্তি বৈতৃষ্ণ্যং। ঐশ্বর্য্যং নিয়ন্তৃত্বং। শৌর্য্যং সংগ্রামোৎসাহঃ তেজঃ প্রভাবঃ বলং দক্ষত্বং। স্মৃতিঃ কর্ত্তব্যানুসন্ধানং স্বাতন্ত্র্যং অপরাধীনতা কৌশলং ক্রিয়া নিপুণতা। কান্তিঃ সৌন্দর্য্যং। ধৈর্য্যং অব্যাকুলতা। মার্দ্দবং চিত্তাকাঠিন্যং ॥ ২৫ ॥

প্রাগল্‌ভ্যং প্রতিভাতিশয়ঃ। প্রশ্রয়ো বিনয়ঃ। শীলং সুস্বভাবঃ। সহ ওজো বলানি মনসো জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাঞ্চ পাটবানি। ভগঃ ভোগাস্পদত্বং।

শত্রু মিত্রে সমতা, তিতিক্ষা (পরের অপরাধ সহন) উপরতি (লোভ উপস্থিত হইলেও ঔদাসীন্য) শ্রুত (শাস্ত্র-বিচার) ॥ ২৪ ॥

আত্মবিষয়ক জ্ঞান, বৈতৃষ্ণ্য, নিয়ন্তৃত্ব, শৌর্য্য অর্থাৎ সংগ্রাম বিষয়ে উৎসাহ, প্রভাব, দক্ষতা, কর্ত্তব্যানুসন্ধান, স্বাধীনতা, ক্রিয়ানৈপুণ্য, সৌন্দর্য্য, ধৈর্য্য, চিত্তের কোমলতা ॥ ২৫ ॥

প্রতিভাতিশয্য, বিনয়, সুস্বভাব, সহ, ওজঃ, বল, অর্থাৎ মনঃ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পটুতা, ভোগাস্পদত্ব,

গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্মানোঽনহংকৃতিঃ ॥ ২৬ ॥
এতেচান্যেচ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্নবিয়ন্তিস্ম কর্হিচিৎ ॥ ২৭ ॥
তেনাহং গুণপাত্রেণ শ্রীনিবাসেন সাম্প্রতং।
শোচামি রহিতং লোকং পাপ্মনা কলিনেক্ষিতং।
আত্মানঞ্চানুশোচামি ভবন্তঞ্চামরোত্তমং।
দেবানৃষীন্ পিতৃন্ সাধূন্ সর্ব্বান্ বর্ণাংস্তথা শ্রমান্ ॥২৮॥

গাম্ভীর্য্যমক্ষোভত্বং। স্থৈর্য্যমচঞ্চলতা। আস্তিক্যং শ্রদ্ধা। কীর্ত্তির্যশঃ। মানঃ পূজ্যত্বং। অনহঙ্কৃতি গর্ব্বাভাবঃ ॥ ২৬ ॥

এতে একোনচত্বারিংশৎ। অন্যেচ ব্রহ্মণ্যত্ব শরণ্যত্বাদয়ো মহান্তো গুণা যস্মিন্। নিত্যাঃ সহজা নবিয়ন্তি নক্ষীয়ন্তেস্ম ॥ ২৭ ॥

তেন গুণপাত্রেণ গুণালয়েন। পাপ্মনা পাপ হেতুনা ॥ ২৮ ॥

গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, পূজ্যত্ব, এবং অনহঙ্কৃতি ॥ ২৬ ॥

হে ধর্ম্ম! এই একোনচত্বারিশৎ গুণ যাঁহাতে স্বভাবতঃ নিত্যই বর্ত্তমান আছে, কখন ক্ষয় পায় না, যাঁহারা মহত্ব ইচ্ছা করেন তাঁহারা ঐ সকল গুণকেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

এই লোক সম্প্রতি সেই গুণাস্পদ শ্রীনিবাসে বিরহিত হইয়াছে, এবং পাপের হেতু কলি ইহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, এই লোকের নিমিত্তই আমি শোক করিতেছি। অপর হে অমরোত্তম! আমার আত্মাকে এবং তোমাকে, তথা দেবগণ, ঋষিগণ পিতৃগণ, সাধুগণ এবং সকল বর্ণ ও সকল আশ্রম, এ সমুদায়কেও দেখিয়া আমার খেদ হইতেছে ॥ ২৮

ব্রহ্মাদয়ো বহুতিথং যদপাঙ্গমোক্ষ
কামাস্তপঃ সমচরন্ ভগবৎ প্রপন্নাঃ।
সা শ্রীঃ স্ববাসমরবিন্দবনং বিহায়
যৎপাদসৌভগমলং ভজতেঽনুরক্তাঃ ॥ ২৯ ॥
তস্যাহমব্জ কুলিশাঙ্কুশকেতুকেতৈঃ
শ্রীমৎ পদৈর্ভগবতঃ সমলঙ্কৃতাঙ্গী।

তস্য বিরহো দুঃসহ ইত্যাহ চতুর্ভিঃ। ব্রহ্মাদয়ো যস্যাঃ শ্রিয়ঃ অপাঙ্গমোক্ষঃ স্বস্মিন্ দৃষ্টিপাতঃ তৎ কামাঃ সন্তঃ বহুতিথং বহুকালং তপঃ সমাচরন্ সম্যক্ চরন্তিস্ম। ভগবদ্ভিরুক্তমৈঃ প্রপন্না আশ্রিতা অপি সা শ্রীর্যস্য পাদলাবণ্যং অলমনুরক্তা সতী সেবতে ॥ ২৯ ॥

তস্য ভগবতঃ শ্রীমদ্ভিঃ পদৈঃ কেতুর্ধ্বজঃ অব্জাদয়ঃ কেতাশ্চিহ্নানি যেষাংতৈঃ। যদ্বা অব্জাদীনামাশ্রয়ৈঃ সম্যগলঙ্কৃতমঙ্গং যস্যাঃ সাহং ততো ভগবতো বিভূতিং

হে ধর্ম্ম ! ব্রহ্মাদি দেবগণ, ভবাদৃশ উত্তম জনের আশ্রয় হইয়াও আপনাতে যে কমলার অপাঙ্গপাত কামনা করিয়া বহুকাল যথাবিধি তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই কমলা আপনার বাসস্থল অরবিন্দ (পদ্ম) বন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুরক্তা হইয়া ঐ শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাবণ্য সেবা করেন, অতএব তাঁহার বিরহ কি সামান্য দুঃসহ ? ॥ ২৯ ॥

সেই ভগবানের ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ, এবং পদ্ম চিহ্নে চিহ্নিত চরণ দ্বারা আমি অতিশয় অলঙ্কৃতা হইয়াছিলাম এবং তাঁহা হইতে সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোকী অতিক্রমণ পূর্ব্বক সমধিক শোভা ধারণ করি, অনুমান হয় আমার তজ্জন্য গর্ব্ব

ত্রীনত্যরোচ উপলভ্য ততো বিভূতিং
লোকান্ সমাং ব্যসৃজদুৎস্ময়তীং তদন্তে ॥ ৩০ ॥
যোবৈ মমাতিভরমাসুরবংশরাজ্ঞা
মক্ষৌহিণী শতমপানুদ আত্মতন্ত্রঃ ।
ত্বাং দুঃস্থমূন পদমাত্মনি পৌরুষেণ
সম্পাদয়ন্ যদুষু রম্যমবিভ্রদঙ্গং ॥ ৩১ ॥

সম্পদমুপলভ্য প্রাপ্য ত্রীন্ লোকান্ অতিক্রম্যারোচে শোভিতবত্যস্মি । পশ্চাত্তস্যা বিভূতেরন্তে নাশকাল প্রাপ্তে সতি । উৎস্ময়ন্তীং গর্ব্বং কুর্ব্বাণাং মাং স ব্যসৃজৎ ত্যক্তবান্ ॥ ৩০ ॥

কিঞ্চ যোবৈ আসুরো বংশো যেষাং তেষাং রাজ্ঞাং অক্ষৌহিণী শতরূপং মমাতিভরং ভারং অপনীতবান্ । ত্বাঞ্চ উনপদত্বাৎ দুঃস্থং সন্তং পৌরুষেণ পুরুষাকারেণ আত্মনি স্বস্মিন্ সম্পূর্ণপদং সুস্থং সম্পাদয়ন্ লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়ামিতি হেতৌ শতৃ প্রত্যয়ঃ । সম্পাদয়িতুমিত্যর্থঃ । অবিভ্রৎ ধৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

হইয়া থাকিবে তন্নিমিত্ত অচিরে ঐ সম্পদের নাশ কাল উপস্থিত হইল এবং তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন ॥ ৩০ ॥

হে ধর্ম্ম ! অসুর বংশীয় রাজাদিগের শত ২ অক্ষৌহিণী আমার উপরে থাকাতে অতি ভারে আমি অবসন্না হইয়াছিলাম ভগবান্ হইতেই আমার ঐ ভার অবতারিত হয় এবং তুমিও ত পদত্রয় বিহীন হইয়া অতীব দুস্থ হইয়াছিলে, তিনিই আত্ম পৌরুষ দ্বারা তোমাকে সম্পূর্ণ পদ করিয়া সুস্থ করিবার নিমিত্ত যদুকুলে শরীর পরিগ্রহ করেন ॥ ৩১ ॥

কাবা সহেত বিরহং পুরুষোত্তমস্য
প্রেমাবলোক রুচির স্মিত বল্গুজল্পৈঃ।
স্থৈর্য্যং সমানমহরন্মধুমানিনীনাং
রোমোৎসবো মম যদঙ্ঘ্রি বিটঙ্কিতায়াঃ॥ ৩২॥
তয়োরেবং কথয়তোঃ পৃথিবী ধর্ম্ময়োস্তদা।
পরীক্ষিন্নাম রাজর্ষিঃ প্রাপ্তঃ প্রাচীং সরস্বতীং॥ ৩৩॥

তস্য বিরহং কাবা সহেত প্রেমাবলোকশ্চ রুচিরস্মিতঞ্চ বল্গু জল্পৈশ্চ তৈর্মধুমানিনীনাং সত্যভামাদীনাং সমানং গর্ব্ব সহিতং স্থৈর্য্যং স্তব্ধত্বং যোঽহরৎ। তস্যাঙ্ঘ্রিণা রজস্যুত্থিতেন বিটঙ্কিতায়াঃ অলঙ্কৃতায়াঃ শষ্পাদি মিষেণ রোমোৎসবো ভবতি॥ ৩২॥

কথয়তোঃ সতোঃ প্রাচীং পূর্ব্ববাহিনীং কুরুক্ষেত্রে॥ ৩৩॥

অতএব সেই পুরুষোত্তম ভগবানের বিরহ কোন্ অবলা সহিতে পারে? তাঁহার সপ্রেম অবলোকন মনোহর হাস্য এবং মনোজ্ঞ বচন এ সকল দ্বারা সত্যভামা প্রভৃতি মহা২ মানিনী কামিনীগণেরও গর্ব্ব সহিত স্থৈর্য্য বিনষ্ট হইয়াছিল, আহা! তিনি যখন ইতস্ততঃ পাদনিক্ষেপ পূর্ব্বক গমনাগমন করিতেন তাঁহার চরণ দ্বারা যে ধূলি উত্থিত হইত তাহাতে আমি অলঙ্কৃতা হইতাম এবং নূতন তৃণাদি উদ্গম ছলে আমার শরীর যেন লোমাঞ্চিত হইত॥ ৩২॥

পৃথিবী এবং ধর্ম্ম এইরূপে কথোপকথন করিতেছিলেন সেই সময় রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহাদের নিকট দিয়া পূর্ব্ব বাহিনী সরস্বতী তীরে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৩৩

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে ধর্ম্ম পৃথিবী সম্বাদঃ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১৬ ॥ * ॥

শ্রীসূত উবাচ ॥

তত্র গোমিথুনং রাজা হন্যমানমনাথবৎ ।
দণ্ডহস্তঞ্চ বৃষলংদদৃশে নৃপলাঞ্ছনং ॥ ১ ॥
বৃষং মৃণালধবলং মেহন্তমিব বিভ্যতং ।

॥ * ॥ ইতি প্রথমে শোড়ষঃ ॥ * ॥

ততঃ সপ্তদশে রাজ্ঞাকলের্নিগ্রহ উচ্যতে । তস্যৈবং বীর্য্য ভাজোপি বৈরাগ্যং বক্তু মদ্ভুতং ॥ ০ ॥

হন্যমানং তাড্যমানং ॥ ১ ॥

মৃণালং পদ্মকন্দঃ তদ্বৎ ধবলং উজ্জ্বলং । ভয়ান্মেহন্তং মূত্রয়ন্তং ইবেত্যনেন

॥ * ॥ ইতি প্রথমে ষোড়শ ॥ * ॥

সপ্তদশাধ্যায়ে মহাবীর্য্য-শালি রাজা পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক কলির নিগ্রহ এবং তাঁহার বৈরাগ্য বর্ণন ॥ ০ ॥

সূত কহিলেন হে ব্রহ্মন্! রাজা পরীক্ষিৎ কুরুক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, একটী গাভী ও এক বৃষ অনাথবৎ কাতর হইতেছে এবং নৃপবেশধারী একটা বৃষল অর্থাৎ শূদ্র হস্তে দণ্ড লইয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতেছে ॥ ১ ॥

বৃষটী মৃণালের তুল্য ধবল বর্ণ, শূদ্রের প্রহারে কাতর হইয়া এক পদে অবস্থিত হইয়া কাঁপিতেছিল, এবং সাতিশয়

বেপমানং পদৈকেন সীদন্তং শূদ্রতাড়িতং ॥ ২ ॥
গাঞ্চ ধর্ম্মদুঘাং দীনাং ভৃশং শূদ্রপদাহতাং।
বিবৎসামশ্রুবদনাং ক্ষামাং যবসমিচ্ছতীং ॥ ৩ ॥
পপ্রচ্ছরথমারূঢ়ঃ কার্ত্তস্বর পরিচ্ছদং।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা সমারোপিতকার্ম্মুকঃ ॥ ৪ ॥

পাদাবশেষো ধর্ম্মো ভয়ান্মূত্রয়ন্নিব প্রতীক্ষণং ক্ষীয়মানাংশঃ তস্যাপ্যনিরাহাৎ কম্পমান ইতি দর্শিতং ॥ ২ ॥

ধর্ম্মদুঘাং হবির্দোগ্ধ্রীং। ক্ষামাং কৃশাং। যবসংতৃণং। অত্র সশ্যাদি প্রসব ক্ষরাং বিবৎসেব যজ্ঞাভাবাৎ কৃশা। অতএব যজ্ঞভাগানিচ্ছতী পৃথ্বীতি সূচিতং ॥ ৩ ॥

কার্ত্তস্বরং সুবর্ণং পরিচ্ছদঃ পরিকরো যস্য স্বর্ণ নিবদ্ধমিত্যর্থঃ। সজ্জীকৃত কার্ম্মুকঃ ॥ ৪ ॥

ভীতিবশতঃ প্রস্রাব করিতেছিল, অতএব প্রতিক্ষণ যেন ক্ষীণ হইতেছিল ॥ ২ ॥

অপর ঐ গাভীটী যেন ধর্ম্ম দোহন কারিণী, যেন বৎসহীনা হইয়াছিল, এবং শূদ্রের পাদ প্রহারে অতিশয় আর্ত্তা হইয়া অশ্রু বিমোচন পূর্ব্বক যেন রোদন করিতেছিল, অপর অতিশয় দৌর্বল্য প্রযুক্ত আহারার্থ যেন তৃণ ইচ্ছা করিতে ছিল ॥ ৩ ॥

যাহা হউক, রাজা ঐ গোমিথুনকে ঐ প্রকার অবলোকন করিয়া স্বর্ণময় পরিচ্ছদ বন্ধন এবং সজ্জীকৃত ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক রথারূঢ় হইয়া মেঘের তুল্য গম্ভীর শব্দযুক্ত বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪ ॥

কস্ত্বং মচ্ছরণে লোকে বলাদ্ধংস্যবলান্ বলী।
নরদেবোসি বেশন নটবৎ কর্ম্মণাঽদ্বিজঃ ॥ ৫ ॥
যস্ত্বং কৃষ্ণে গতে দূরে সহ গাণ্ডীবধন্বনা।
শোচ্যোস্যশোচ্যান্ রহসি প্রহরন্ বধমর্হসি ॥ ৬ ॥
ত্বং বা মৃণালধবলঃ পাদৈর্ন্যূনঃ পদা চরন্।

হংসি ঘাতয়সি। রাজাঽস্মিতি চেৎ তত্রাহ নটইব বেশমাত্রেণ নরদেবোসি কর্ম্মণা অদ্বিজঃ শূদ্রঃ ॥ ৫ ॥

অশোচ্যান্ নিরপরাধান্ রহসি যস্ত্বং প্রহরসি স শোচ্যঃ সাপরাধোসি। অতো বধমর্হসি ॥ ৬ ॥

বৃষং প্রত্যাহ ত্বং বাকঃ স্বয়মেব সংভাবয়তি কিং কশ্চিদ্দেবো বৃষরূপেণা-

অরে তুই কে? এই ভূতল আমার রক্ষিত, এখানে বলদর্পিত হইয়া দুর্ব্বল প্রাণী দিগকে বধ করিতেছিস্, তুই নটের ন্যায় পরিচ্ছদ দ্বারা নরদেব বটে, কিন্তু কর্ম্মে যে শূদ্রের সমান দেখি ॥ ৫ ॥

কেন? শ্রীকৃষ্ণ এবং গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন, দূর দেশে গমন করিয়াছেন ইহা জানিয়াই কি এই নির্জন স্থানে নিরপরাধ প্রাণীদিগকে বধ করিতেছিস্, যাহা হউক তুই বড় অপরাধী তোর প্রাণ দণ্ড হওয়া উচিত ॥ ৬ ॥

অনন্তর বৃষকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অহে! তুমিই বা কে? তোমাকে মৃণাল তুল্য ধবল বর্ণ দেখিতেছি, তোমার তিনটী চরণ নাই, এক পদে বিচরণ করিতেছ, তুমি কি কোন দেবতা, বৃষ রূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে খেদান্বিত

বৃষরূপেণ কিংকশ্চিদ্দেবোনঃ পরিখেদয়ন্ ॥ ৭ ॥
নজাতু কৌরবেন্দ্রাণাং দোর্দণ্ডপরিরম্ভিতে।
ভূতলে হনুপতন্ত্যস্মিন্ বিনা তে প্রাণিনাং শুচঃ ॥ ৮ ॥
মাসৌরভেয়াত্র শুচো ব্যেতু তে বৃষলাদ্ভয়ং।
মারোদীরম্ব ভদ্রং তে খলানাং ময়ি শাস্তরি॥ ৯ ॥
যস্য রাষ্ট্রে প্রজাঃ সর্ব্বা স্ত্রস্যন্তে সাধ্ব্যসাধুভিঃ।

স্মান্ পরিখেদয়ন্ বর্ত্তসে ॥ ৭ ॥

দোর্দ্দণ্ডৈঃ পরিরম্ভিতবৎ সুরক্ষিতে। তে শুচঃ অশ্রূণি বিনান্যেসামশ্রূণি নানুপতন্তীতি খেদ হেতুত্বং দর্শিতং ॥ ৮ ॥

এবমুক্তে পুনরপি শোচন্তং প্রত্যাহ ভোঃ সুরভেঃ পুত্র অত্র মাশুচঃ শোকং মাকুরু। ব্যেতু অপযাতু। গাং প্রত্যাহ অম্ব মাতঃ শাস্তরি ময়ি জীবতি সতি তে ভদ্রমেব অতো মারোদীঃ ॥ ৯ ॥

স্বহিতার্থ মেবৈনং হনিষ্যামি নতবোপকারায়েত্যাহ যস্যেতি দ্বাভ্যাং।

করিতেছ, ॥ ৭ ॥

কৌরবেন্দ্রদিগের দোর্দণ্ড দ্বারা পরিরক্ষিত এ ভূতলে এই তোমারই মাত্র শোকাশ্রুপাত দেখিলাম, নচেৎ এ ভূতলে কখন কোন প্রাণির চক্ষু হইতে অশ্রু পতিত হয় নাই, ॥ ৮ ॥

যাহা হউক, হে সুরভিপুত্র! আর শোক করিও না সম্প্রতি এই বৃষল হইতে তোমার ভয় দূরীভূত হউক। পরে অশ্রুমুখী গাভীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে অম্ব! আমি খলজনের শাসনকর্ত্তা, আমি থাকিতে তোমার মঙ্গলই হইবে, অতএব আর রোদন করিও না ॥ ৯ ॥

হে সাধ্বি! আমার আপনার হিতার্থেও এই দুরাত্মার প্রাণ

তস্য মত্তসা নশ্যন্তি কীর্ত্তিরায়ুর্ভগোগতিঃ ॥
এষ রাজ্ঞঃ পরোধর্ম্মো হ্যার্ত্তানামার্ত্তিনিগ্রহঃ।
অত এনং বধিষ্যামি ভূতদ্রুহমসত্তমং ॥ ১০ ॥
কোঽবৃশ্চত্তব পাদাংস্ত্রীন্ সৌরভেয় চতুষ্পদঃ।
মাভূবং স্ত্বাদৃশো রাষ্ট্রে রাজ্ঞাং কৃষ্ণানুবর্ত্তিনাং ॥ ১১ ॥
অখ্যাহি বৃষ ভদ্রংবঃ সাধূনা মকৃতাগসাং।
আত্মবৈরূপ্য কর্ত্তারং পার্থানাং কীর্ত্তিদূষণং ॥ ১২ ॥

হে সাধ্বি। সর্ব্বাঃ যাঃ কাশ্চিদপীত্যর্থঃ। অসাধুভিঃ ত্রস্যন্তে পাড্যন্তে। ভাগো ভাগ্যং। গতিঃ পরলোকঃ ॥ ১০ ॥

পুনরপি শোচন্তং বৃষভং প্রত্যাহ। কোঽবৃশ্চৎ চিচ্ছেদ। ত্বাদৃশ ত্বদ্বিধা দুঃখিতাঃ ॥ ১১ ॥

বোভদ্র মস্ত আত্মন স্তব পাদ ছেদন বৈরূপ্যং কৃত বন্তং। কীর্ত্তিং দূষয়তীতি তথাতং আখ্যাহি ॥ ১২ ॥

সংহার করা আবশ্যক, কেন না যে রাজ্যের প্রজাজন অসজ্জন কর্ত্তৃক নিপীড়িত হয় সেই মদমত্ত নরপতির কীর্ত্তি, আয়ুঃ, সৌভাগ্য, পরলোক এ সমুদায় বিনষ্ট হয়। ফলতঃ আর্ত্তজনের অর্ত্তি নাশ করাই নৃপতির পরম ধর্ম্ম অতএব এই যে অসৎ দুরাত্মা প্রাণি হিংসা করিতেছে, ইহাকে অবশ্যই বধ করিব ॥ ১০ ॥

পুনর্ব্বার শোককারি বৃষকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে সুরভিনন্দন? পূর্ব্বে তুমি চতুষ্পদ ছিলে তোমার তিনটী চরণ কে ছেদন করিয়া দিল? শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তি নৃপতিদিগের রাজ্যে কেহ কখন তোমার তুল্য দুঃখিত হয় নাই ॥ ১১ ॥

জনেনাগস্যঘং যুঞ্জন্ সর্ব্বতো ঽস্যচ মদ্ভয়ং ।
সাধূনাং ভদ্রমেবাস্যাদসাধুদমনে কৃতে ॥ ১৩ ॥
অনাগঃস্বিহ ভূতেষু যআগস্কৃন্নিরঙ্কুশঃ ।
আহর্ত্তাস্মি ভুজং সাক্ষাদমর্ত্ত্যস্যাপি সাঙ্গদং ॥ ১৪ ॥
রাজ্ঞোহি পরমো ধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মস্থানুপালনং ।

নন্বু তদাখ্যানে কৃতে কথং ভদ্রংস্যা দিত্যত আহ যস্মাদনাগসি জনে যো অঘং দুঃখং যুঞ্জন কুর্ব্বন ভবতি । অস্যৈবং ভূতস্য মত্তঃ সকাশাৎ সর্ব্বত্রাপি ভয়ং ভবতি । ততঃ সাধূনাং ভদ্রং ভবেদিতি ॥ ১৩ ॥

এতস্য দণ্ডেঽহমসমর্থ ইতিমাশঙ্কীবিত্যাহ অনাগঃসু য আগস্কৃৎ অপরাধ কর্ত্তা তস্যামর্ত্তস্য দেবস্যাপি ভুজং আহর্ত্তাস্মি আহরিষ্যামি সাঙ্গদমিত্যনেন মূলত উৎপাট্যা হরিষ্যামীতিভাবঃ ॥ ১৪ ॥

নম্বেকস্য নিগ্রহে অন্যস্যানুগ্রহে তব কিং প্রয়োজনং তত্রাহ রাজ্ঞোহীতি ।

হে বৃষ ! তোমারা সাধু এবং নিরপরাধ, তোমাদিগের কুশল হউক্, কোন্ দুরাত্মা তোমার পদত্রয় ছেদন করিয়াছে বল? সে সামান্য অপরাধী নহে, পাণ্ডুবংশীয়দিগের যশঃ শশাঙ্ক কলঙ্কিত করিতেছে ॥ ১২ ॥

বিলম্ব করিও না, শীঘ্র বল ইহাতে তোমার মঙ্গল্ হইবে, যে ব্যক্তি নিরপরাধ জনকে দুঃখ দেয় আমা হইতে তাহার সর্ব্ব প্রকারে ভয় হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

যে নিরঙ্কুশ ব্যক্তি নিরপরাধ জনের হিংসা করিয়া অপরাধী হইয়াছে সে যদি সাক্ষাৎ অমরও হয় তথাপি আমি তাহার আভরণ সহিত ভুজদণ্ড উৎপাটন করিয়া আনিব ॥ ১৪ ॥

আমি রাজা, যে সকল অধার্ম্মিক ব্যক্তি অনাপৎকালে

শাসতোঽন্যান্ যথাশাস্ত্রমনাপদ্যুৎপথানিহ ॥

শ্রীধর্ম্ম উবাচ ॥

এতদ্বঃ পাণ্ডবেয়ানাং যুক্তমার্ত্তাভয়ং বচঃ।

যেষাং গুণগণৈঃ কৃষ্ণো দৌত্যাদৌ ভগবান্ কৃতঃ ॥ ১৬ ॥

নবয়ং ক্লেশবীজানি যতঃ স্যুঃ পুরুষর্ষভ।

পুরুষং তং বিজানীমো বাক্যভেদবিমোহিতাঃ ॥ ১৭ ॥

কেচিদ্বিকল্পবসানা আহুরাত্মানমাত্মনঃ।

অস্তান্ অধর্ম্মিষ্ঠান্ শাসতো দণ্ডয়তঃ ॥ ১৫ ॥

আর্ত্তানামভয়ং যস্মাৎ তদ্বচো যুক্তমুচিতমেব ॥ ১৬ ॥

বয়ংতু যতঃ পুরুষাৎ প্রাণিনাং ক্লেশ হেতবো ভবেয়ুঃ তং পুরুষং নবিজানীমঃ। যতোবাদিনাং বাক্যভেদৈ র্বিমোহিতাঃ ॥ ১৭ ॥

বাক্য ভেদানেবাহ বিকল্পং ভেদং বসতে আচ্ছাদয়ন্তি যে যোগিন স্তে

বিপথগামী হয় তাহাদিগের শাসন এবং ধর্ম্মিষ্ঠ জনের পালন করাই আমার পরম ধর্ম্ম ॥ ১৫ ॥

রাজা পরীক্ষিতের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম কহিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনারা পাণ্ডু বংশোদ্ভব, আর্ত্ত-জনের প্রতি এই রূপে অভয় বাক্য দান আপনাদের উচিত বটে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাদিগের এবম্বিধ গুণগণেই বশীভূত হইয়া দৌত্যাদি স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

হে পুরুষর্ষভ! প্রাণিদিগের ক্লেশের হেতু কোন্ পুরুষ হইতে হইতেছে আমরা তাহা জানিতে পারি নাই, কারণ বাদিদিগের বাক্য ভেদে আমদের বুদ্ধি বিমোহিত হইয়াছে ॥১৭

জীবেশ্বরাদি ভেদ আচ্ছাদনকারি যোগিগণ বলিয়া থাকেন

দৈবমন্যে পরে কর্ম্ম স্বভাবমপরে প্রভুঃ॥ ১৮॥
অপ্রতর্ক্যাদনির্দ্দেশ্যাদিতি কেম্বপি নিশ্চিতং।
অত্রানুরূপং রাজর্ষে বিমৃশস্ব মনীষয়া॥ ১৯॥

আত্মানমেব আত্মনঃ প্রভুং সুখ দুঃখ প্রদমাহুঃ। তদুক্তং। আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধু রাত্মৈব রিপুরাত্মন ইতি। যদ্বা বিকল্পৈঃ কুতর্কৈঃ বসনা প্রাবৃতা নাস্তিকা যে এবং তে বদন্তি। নতাবদ্দেবতাদীনাং প্রভুত্বং কর্ম্মাধীনত্বাৎ। নচ কর্ম্মণঃ স্বাধীনত্বাৎ। অতঃ স্বয়মেব প্রভুঃ নচান্যঃ কশ্চিদিতি। অন্যে দৈবজ্ঞা দৈবং গ্রহাদি রূপাং দেবতাং পরে মীমাংসকাঃ কর্ম্ম। অপরে লোকায়তিকাঃ স্বভাবং॥১৮

কেম্বপি সেশ্বরেষু কেম্বপীতি দুর্ল্লভত্বং দর্শিতং। নিশ্চয় ইতি সিদ্ধান্তত্বং। অপ্রতর্ক্যাৎ মনসো হগোচরাৎ। অনির্দ্দেশ্যাৎ বচসোহগোচরাৎ পরমেশ্বরাৎ ভবতীতি। বিমৃশ বিচারয় স্ব বুদ্ধ্যা॥ ১৯॥

আপনিই আপনার প্রভু, অর্থাৎ সুখ দুঃখের কর্ত্তা। তাহাদিগের মত এই যে, দেবতাদিগকে সুখ দুঃখের নিয়ন্তা বলা যাইতে পারে না, যে হেতু তাঁহারা কর্ম্মের অধীন, কর্ম্মানুসারে ফল বিধান করিয়া থাকেন, এবং কর্ম্মও সুখ দুঃখ দানে প্রভু নহে, কেননা তাহা কর্ত্তার অধীন অর্থাৎ আপনি না করিলে কোন কর্ম্মই হইতে পারে না অতএব আপনি আপনার প্রভু। অপর দৈবজ্ঞেরা বলেন গ্রহদেবতারাই সুখ দুঃখ প্রদানের কর্ত্তা, আর মীমাংসকেরা কর্ম্ম, নাস্তিকেরা স্বভাব, ইত্যাদিকে সুখ দুঃখ প্রদানে হেতু বলিয়া থাকেন॥ ১৮॥

হে রাজর্ষে! কোন ২ সেশ্বরবাদির এই নিশ্চয় আছে যে বাক্যও মনের অগোচর যে পরমেশ্বর, তাঁহা হইতে সুখ দুঃখাদি সমুদায় হয়। মহারাজ! আপনি বিজ্ঞ এখন স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া বুঝন্॥ ১৯॥

এবং ধর্ম্মে প্রবদতি সসম্রাড্ দ্বিজসত্তমাঃ।
সমাহিতেন মনসা বিখেদ পর্য্যচষ্ট তং ॥ ২০ ॥
ধর্ম্মং ব্রবীষি ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মোঽসি বৃষরূপধৃক্।
যদধর্ম্ম কৃতস্থানং সূচকস্যাপি তদ্ভবেৎ ॥ ২১ ॥
অথবা দেবমায়ায়া নূনং গতিরগোচরা।
চেতসো বচসশ্চাপি ভূতানামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২২ ॥

বিখেদঃ গতমোহঃ পর্য্যচষ্ট প্রত্যভাষত জ্ঞাতবানি তিবা ॥ ২০ ॥

অনির্দ্ধারিতমিব ব্রুবন্ ঘাতকং জানন্নপি ন সূচয়েৎ ইত্যেবং রূপং ধর্ম্মং ব্রবীষি অতো ধর্ম্মোসি। সূচনে কোদোষ ইত্যত আহ যদিতি। স্থানং নরকাদি ॥ ২১ ॥

যদ্বা অজ্ঞানাদপ্যকথনং সম্ভবতীত্যাহ অথবেতি দেবস্য মায়ায়া গতিঃ বধ্য ঘাতক লক্ষণা বৃত্তিঃ ভূতানাং চেতসো বচসশ্চ অগোচরা সুজ্ঞেয়া নভবতীতি

সূত কহিলেন হে দ্বিজ সত্তম! বৃষ রূপী ধর্ম্ম এই প্রকার উক্তি করিলে রাজা পরীক্ষিৎ গত মোহ হইয়া এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন ॥ ২০ ॥

হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি আপনার ঘাতককে জ্ঞাত হইয়াও অনির্দ্ধারিত রূপে বলাতে ধর্ম্ম যুক্ত বাক্যই বলিতেছ, অতএব আমার বোধ হয় তুমিই ধর্ম্ম, বৃষ রূপ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছ। শাস্ত্রে বলে ঘাতককে জানিলেও প্রকাশ করিবেক না, কারণ অধর্ম্মকারির যে নরকাদি গতি হয়, সূচনাকারীও সেই গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

অথবা দেবমায়ার গতি অর্থাৎ কে বধ্য কে ঘাতক এতদ্বিবেচনা অতি দুরূহ, প্রাণি সকলের বাক্য ও মনের গোচর নহে, এই নিশ্চয় করিয়া বুঝি বলিতেছ না? ॥ ২২ ॥

তপঃ শৌচং দয়া সত্যমিতি পাদাঃ কৃতে কৃতাঃ।
অধর্ম্মাংশৈস্ত্রয়োভগ্নাঃ স্ময় সঙ্গ মদৈস্তব॥ ২৩॥
ইদানীং ধর্ম্ম পাদস্তে সত্যং নির্ব্বর্ত্তয়েদ্যতঃ।
তং জিঘৃক্ষত্যধর্ম্মোয়মনৃতে নৈধিতঃ কলিঃ॥ ২৪॥

সুনিশ্চয়ঃ॥ ২২॥

ধর্ম্মোঽসাবিতি জ্ঞাত্বা তস্য পাদানুবাদেন ব্যবস্থামাহ তপইতি দ্বাভ্যাং। অধর্ম্ম পাদে স্তব ত্রয়ঃ পাদা স্ত্রিভিরংশৈ র্ভগ্নাঃ। স্ময়োবিস্ময়ঃ॥ ২৩॥

ইদানীং কলৌ হে ধর্ম্ম তে পাদশ্চতুর্থাংশঃ। তত্রাপি সত্যমেবাস্তি। যতঃ সত্যাত্ত্বান্ আত্মানং নির্ব্বর্ত্তয়েৎ কথঞ্চিদ্ধারয়েৎ। যদ্বা পুরুষ স্বাং ধারয়েৎ। তমপি পাদং অনৃতেন সম্বর্দ্ধিতঃ কলিরূপোঽয়মধর্ম্মো গ্রহীতুমিচ্ছতি। তত্রেয়ং স্থিতিঃ কৃতযুগে প্রথমং সম্পূর্ণ চতুষ্পাদ্ধর্ম্মঃ। ত্রেতায়াং চতুর্ণামপি মধ্যে। স্ময়েন তপঃ সঙ্গেন শৌচং। মদেন দয়া। অনৃতেন সত্যমিত্যেবং চতুর্থাংশো হীয়তে। দ্বাপরে ত্বর্দ্ধং কলৌ চতুর্থাংশোঽবশিষ্যতে সোপ্যস্তে নঙ্ক্যতীতি॥২৪॥

হে ধর্ম্ম! সত্যযুগে তপস্যা, শৌচ, দয়া, সত্য এই চতুষ্টয় দ্বারা তোমার চারিটী পদ সম্পূর্ণ ছিল, বোধ হইতেছে কলি প্রভাবে গর্ব্ব, স্ত্রী আসক্তি এবং মদ্য পান জনিত মত্ততা এই তিন অধর্ম্মাংশ দ্বারা তোমার তিনটী পদ ভগ্ন হইয়াছে॥ ২৩॥

সম্প্রতি কলিযুগে তোমার এক পাদ (চতুর্থাংশ) সত্য মাত্র আছে, তাহাতেই তুমি কথঞ্চিৎ রূপে আত্ম ধারণ করিয়াছ, কিন্তু এই অধর্ম্ম স্বরূপ কলি অনৃত দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া তোমার ঐ পদটীও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে॥ ২৪॥

ইয়ং ভূমির্ভগবতান্যাসিতোরুভরা সতী।
শ্রীমদ্ভিস্তৎপদন্যাসৈঃ সর্ব্বতঃ কৃতকৌতুকা॥ ২৫॥
শোচত্যশ্রুকলা সাধ্বী দুর্ভগেবোজ্ঝিতা সতী।
অব্রহ্মণ্যা নৃপ ব্যাজাঃ শূদ্রা ভোক্ষ্যন্তি মামিতি॥ ২৬॥
ইতি ধর্ম্মং মহীঞ্চৈব সান্ত্বয়িত্বা মহারথঃ।
নিশাতমাদদে খড়্গং কলয়েঽধর্ম্মহেতবে॥ ২৭॥
তং জিঘাংসুমভিপ্রেত্য বিহায় নৃপলাঞ্ছনং।

ন্যাসিতঃ অন্যোন্য দ্বারেণাবতারিত উরুর্ভারোযস্যাঃ। কৃতং কৌতুকং মঙ্গলং যস্যাঃ॥ ২৫॥

অশ্রূণি কলয়তি মুঞ্চতীত্যশ্রুকলা। তেন ত্যক্তা সতী শূদ্রা ভোক্ষ্যন্তি মামিতি শোচতি॥ ২৬॥

নিশাতং নিশিতং। অধর্ম্মস্য হেতুর্যঃ কলিঃ তং হন্তুমিত্যর্থঃ॥ ২৭॥

অভিপ্রেত্য জ্ঞাত্বা॥ ২৮॥

আহা! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া পরস্পরের দ্বারা এই ভূমির গুরুতর ভার অবতরণ করিয়া দিয়াছিলেন, তৎকালে তদীয় শ্রীযুক্ত পাদন্যাসে এই পৃথিবীর কতই মঙ্গল হইত॥ ২৫॥

অধুনা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দুর্ভাগার ন্যায় পরিত্যক্তা হওয়াতে ইহাঁর নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুপাত হইতেছে, বোধ করি এই ভাবিয়াই ইনি শোক করিতেছেন, অতঃপর নৃপবেশধারি অব্রহ্মণ্য শূদ্রেরা আমাকে ভোগ করিবেক॥ ২৬॥

রাজা পরীক্ষিৎ এই রূপে ধর্ম্মকে এবং পৃথিবীকে সান্ত্বনা করিয়া অধর্ম্মের হেতু যে কলি, তাহার প্রাণ সংহার মানসে নিশিত খড়্গ গ্রহণ করিলেন॥ ২৭॥

রাজা খড়্গ প্রহার দ্বারা বধ করিতে উদ্যত হইতেছেন,

তৎ পাদমূলং শিরসা সমগাদ্ভয়বিহ্বলঃ ॥ ২৮ ॥
পতিতং পাদয়োর্বীরঃ কৃপয়া দীনবৎসলঃ।
শরণ্যোনাবধীচ্ছ্লোক্য আহ চেদং হসন্নিব ॥ ২৯ ॥
শ্রীরাজোবাচ ॥
নতে গুড়াকেশ যশোধরাণাং বদ্ধাঞ্জলে
বৈভয়মস্তি কিঞ্চিৎ। নবর্ত্তিতব্যং ভব
তা কথঞ্চন ক্ষেত্রে মদীয়ে ত্বমধর্ম্মবন্ধুঃ ॥ ৩০ ॥
ত্বাং বর্ত্তমানং নরদেব দেহেষ্বনুপ্রবৃত্তো

শরণঃ আশ্রয়ার্হঃ শ্লোক্যঃ স্বকীর্ত্তর্হ্যঃ ॥ ২৯ ॥
গুড়াকেশোঽর্জ্জুনঃ তস্য যশোধরা যে বয়ং তেষাং তান্ প্রতিবদ্ধোঽঞ্জলির্যেন তস্য তব কিন্তু কথঞ্চন কেনাপি অংশেন বর্ত্তিতব্যং যস্মাত্ত্বমধর্ম্মস্য বন্ধুঃ ॥ ৩০ ॥

ইহা অবগত হইয়া কলি ভয়ে বিহ্বল হইল এবং রাজচিহ্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার পদতলে গিয়া পড়িল ॥ ২৮ ॥

পরীক্ষিৎ অতিশয় দয়ালু এবং দীনবৎসল ছিলেন, চরণ তলে কলিকে নিপতিত দেখিয়া করুণাবিষ্ট হইলেন এবং আপনি আশ্রয়ার্হ ও সংকীর্ত্তির যোগ্য, একারণ শরণাপন্ন কলির প্রাণসংহারে ক্ষান্ত হইয়া হাস্য বদনে বলিলেন ॥ ২৯ ॥

আমরা মহাবীর অর্জ্জুনের যশঃ ধারণ করি, তুমি আমাদের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া শরণ প্রার্থনা করিতেছ, অতএব ক্ষমা করিলাম, নির্ভয় হও, আর কাতরতা প্রকাশ করিতে হইবে না, কিন্তু তুমি অধর্ম্মের পরম মিত্র, অতএব তোমাকে বলিতেছি আমার অধিকৃত স্থানের মধ্যে কুত্রাপি থাকিতে পাইবে না ॥ ৩০ ॥

তুমি রাজদেহে বর্ত্তমান হইলে তোমার পশ্চাৎ ২ লোভ,

রঃসধর্ম্ম যূগঃ। লোভোঽনৃতং চৌর্য্যমনা
র্য্যমংহো জ্যেষ্ঠাচ মায়া কলহশ্চ দম্ভঃ ॥ ৩১ ॥
নবর্ত্তিতব্যং তদধর্ম্মবন্ধো ধর্ম্মেণ সত্যেন
চ বর্ত্তিতব্যে। ব্রহ্মাবর্ত্তে যত্র যজন্তি
যজ্ঞৈর্যজ্ঞেশ্বরং যজ্ঞবিতান বিজ্ঞাঃ ॥ ৩২ ॥
যস্মিন্ হরির্ভগবানিজ্যমান ইজ্যাত্মমূর্ত্তির্যজতাং
শংতনোতি। কামনমোঘান্ স্থির জঙ্গমানা

তদেবাহ রাজদেহেষু বর্ত্তমানং ত্বামনুসর্ব্বতঃ প্রবৃত্তঃ অনার্য্যং দৌর্জন্যং অংহঃ সধর্ম্ম ত্যাগঃ জ্যেষ্ঠা অলক্ষ্মীঃ মায়া কপটং ॥ ৩১ ॥

তত্তস্মান্নর্ত্তিতব্যো বর্ত্তিতুমর্হে ব্রহ্মাবর্ত্তে দেশে যজ্ঞস্য বিতানং বিস্তারঃ তত্র বিজ্ঞা নিপুণাঃ ॥ ৩২ ॥ ইজ্যা যাগঃ তদ্রূপা মূর্ত্তির্যস্য শং ক্ষেমং কামাংশ্চ নম্বিন্দ্রাদয়ো দেবা ইজ্যন্তে নতু হরিস্তত্রাহ এব স্থাবরাদীনামাত্মেতি তথাপি

মিথ্যা, চৌর্য্য, দৌর্জন্য, স্বধর্ম্মত্যাগ, অলক্ষ্মী, কাপট্য, কলহ, দম্ভ, ইত্যাদি অধর্ম্ম সংঘ প্রবর্ত্তমান হয় ॥ ৩১ ॥

অতএব ওহে অধর্ম্ম বন্ধু, তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর, এ ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ এখানে যজ্ঞ বিস্তার বিষয়ে নিপুণ জনগণ সতত যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ইহাতে এস্থানে ধর্ম্ম ও সত্যেরই বর্ত্তমান থাকা উচিত, এখানে তোমার অবস্থান উচিত নহে ॥ ৩২ ॥

লোকেরা যে যজ্ঞ করেন তাহাতে যদিও ইন্দ্রাদি দেবতার আহ্বান হয় তথাচ তদ্দ্বারা যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবানেরই অর্চ্চনা হইয়া থাকে, তাহাতে তিনিই পরিতুষ্ট হইয়া যাজকদিগের কুশল বিস্তার এবং অভিলষিত প্রদান করেন। ফলে তিনি স্থাবর

মন্তর্ব্বহির্বায়ুরিবৈষ আত্মা ॥ ৩৩ ॥
পরীক্ষিতৈবমাদিষ্টঃ সকলির্জাতবেপথুঃ।
তমুদ্যতাসি মাহেদং দণ্ডপাণিমিবোদ্যতং ॥ ৩৪ ॥
যত্র ক্কবাথ বৎস্যামি সার্ব্বভৌম তবাজ্ঞয়া।
লক্ষয়ে তত্র তত্রাপি ত্বামাত্তেষুশরাসনং ॥ ৩৫ ॥
তন্মে ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ স্থানং নির্দ্দেষ্টুমর্হসি।

জীববন্ন পরিচ্ছিন্ন ইত্যাহ অন্তর্ব্বহিরিতি। যথা বায়ুঃ প্রাণ রূপেণান্তঃস্থিতোহপি বহিরপ্যস্তি তদ্বৎ সর্ব্বান্তর্যামীশ্বরোপীতি ॥ ৩৩ ॥

উদ্যতাসিং উদ্ধৃত খড়্গং। দণ্ডপাণিং যমং। উদ্যতং উদ্যুক্তং ॥ ৩৪ ॥

অত্র নবস্তব্যমিতি যা তবাজ্ঞা তয়া যত্র ক্কাপি বৎস্যামি। কিন্তু তত্র তত্রাপি আত্তঃ গৃহীতঃ ইষুঃ শরাসনঞ্চ যেন ত্বং ত্বামেব লক্ষয়ে ॥ ৩৫ ॥

তৎ তস্মাৎ নিয়তো নিশ্চলো বৎস্যামি ॥ ৩৬ ॥

জঙ্গম সকলেরই আত্মা এবং বায়ুর ন্যায় সকলেরই অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান আছেন, অতএব তিনি সকলের অন্তর্যামী পুরুষ ॥ ৩৩ ॥

সূত—এ সমস্ত বর্ণন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক শৌনককে কহিলেন হে ব্রহ্মন্! রাজা পরীক্ষিৎ এই প্রকার আদেশ করিলে কলি ভয়ে কম্পিত কলেবর হইল এবং দণ্ড পাণি যমের ন্যায় তাঁহাকে বধার্থ উদ্যত দেখিয়া কহিতেলাগিল ॥ ৩৪

হে মহারাজ! আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া যে কোন স্থানেই বাস করি সে স্থানেতেও আপনাকে এইরূপ ধনুর্ব্বাণ ধারী অবলোকন করিতে হইবে? ॥ ৩৫ ॥

অতএব হে ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে স্থান নির্দ্দিষ্ট

যত্রৈব নিয়তো বৎস্যে আতিষ্ঠংস্তেঽনুশাসনং ॥ ৩৬ ॥
শ্রীসূত উবাচ ॥
অভ্যর্থিতস্তদাতস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥ ৩৭ ॥

পানং মদ্যাদেঃ। সূনাঃ প্রাণিবধাঃ। দ্যূতেঽনৃতং। পানে মদঃ। পূর্ব্বং মদো দয়ানাশকত্বেনোক্তঃ অত্রতু গর্ব্বদ্বারা তপোনাশকত্বেন। স্ত্রীষু সঙ্গঃ। হিংসায়াং ক্রৌর্য্যং দয়ানাশকমিতি জ্ঞেয়ং। যদ্যপি সর্ব্বং সর্ব্বত্র সম্ভবতি তথাপি প্রাধান্যেনানৃতাদীনাং দ্যূতাদিষু যথা সংখ্যং জ্ঞেয়ং। দ্বাদশস্কন্ধে তু সত্যং দয়া তপোদানমিতি পাদাবিভোর্নৃপেতি তত্র দান শব্দেন শৌচ মেবোক্তং মনঃ শুদ্ধি রূপত্বাৎ ভূতাভয় দানস্য ত্রেতায়াং ধর্ম্মপাদানাং তুর্য্যাংশো হীয়তে শনৈঃ। অধর্ম্ম পাদৈরনৃত হিংসাঽসন্তোষ বিগ্রহৈরিত্যত্রচ অসন্তোষ শব্দেন তস্য হেতু-গর্ব্বো লক্ষ্যতে। বিগ্রহ শব্দেনচ তদ্ধেতুঃ স্ত্রীসঙ্গ ইত্যবিরোধঃ ॥ ৩৭ ॥

করিয়া দিউন নিশ্চল রূপে বাস করিয়া আপনকার আদেশ প্রতিপালন করিতে পারি ॥ ৩৬ ॥

সূত কহিলেন হে দ্বিজবর! রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে কলি কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তাহার বাসের জন্য দ্যূত, মদ্যাদি পান, স্ত্রী, হিংসা, এই সকল স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, এই চারি বিষয়ে চারি প্রকার অধর্ম্ম বর্ত্তমান। অর্থাৎ দ্যূতে মিথ্যা, পানে মত্ততা নিমিত্ত তপোনাশ, স্ত্রীতে শৌচ নাশ, হিংসায় ক্রূরতা প্রযুক্ত দয়া নাশ, ইত্যাদি অধর্ম্ম দেদীপ্যমান রহিয়াছে ॥ ৩৭ ॥

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমং ॥ ৩৮ ॥
অমূনি পঞ্চ স্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসত্তন্নিদেশকৃৎ ॥ ৩৯ ॥
অথৈতানি ন সেবেত বভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ ॥ ৪০ ॥

চতুর্বিধস্থাপ্যেকত্রাবস্থানং দেহীতি পুনর্যাচমানায় জাতরূপং সুবর্ণং চ দত্তবান্। ততঃ সুবর্ণদানাৎ অনৃতং মদং। কামমিতিসঙ্গং। রজ ইতি রজোমূলাং হিংসাং এতানি চত্বারি। পঞ্চমং বৈরঞ্চ অদাদিতি ॥ ৩৮ ॥

অমূনি অমীষু স্থানেষু ন্যবসদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

অথেতি হেতৌ বুভূষু রুদ্ভবিতুমিচ্ছুঃ। স্ত্রী সুবর্ণয়োরেব সেবনং নাম তয়োরনাসক্তিঃ ॥ ৪০ ॥

কলি এই কএকটী স্থানে বাসের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেও তাহার চিত্তের পরিতোষ জন্মিল না এ নিমিত্ত পুনর্ব্বার যাচ্ঞা করাতে রাজা তাহার অবস্থান জন্য সুবর্ণও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। পরে অনৃত, মদ, কাম, হিংসা এবং বৈর এই পাঁচটী বস্তুও প্রদান করিলেন ॥ ৩৮ ॥

সুতরাং অধর্ম্মের উৎপাদক কলি রাজাজ্ঞা পুরঃসর, ঐ পাঁচটী পদার্থেতেও বাস করিয়া রহিল ॥ ৩৯ ॥

অতএব যে পুরুষ আপনার পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার কদাচ এই সকল বস্তুর সেবা করা উচিত নহে। বিশেষতঃ যে রাজা ধর্ম্মশীল এবং লোকপতি ও উপদেশ কর্ত্তা, তাঁহার ঐ সকল বস্তু সেবন করা সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য ॥ ৪০ ॥

বৃষস্য নষ্টাং স্ত্রীন্ পাদান্ তপঃ শৌচং দয়ামিতি।
প্রতিসন্দধ আশ্বাস্য মহীঞ্চ সমবর্দ্ধয়ৎ ॥ ৪১ ॥
সএষ এতর্হ্যধ্যাস্তে আসনং পার্থিবোচিতং।
পিতামহেনোপন্যস্তং রাজ্ঞারণ্যং বিবিক্ষতা।
আস্তেঽধুনা সরাজর্ষিঃ কৌরবেন্দ্রশ্রিয়োল্লসন্।
গজাহ্বয়ে মহাভাগশ্চক্রবর্ত্তী বৃহচ্ছ্রবাঃ ॥ ৪২ ॥
ইত্থম্ভূতানুভাবোয়মভিমন্যুসুতো নৃপঃ।

এবং কলিং নিগৃহ্য বৃষস্য পাদান্ প্রতি সন্দধে তপ আদীনি প্রবর্ত্তিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

যুষ্মদীয় সত্র প্রবৃত্তিরপি তৎ প্রভাবাদিত্যাহ ত্রিভিঃ। এতর্হি ইদানীং যুধিষ্ঠিরেণারণ্যং প্রবেষ্টুমিচ্ছতা উপন্যস্তং সমর্পিতং আসনমধ্যাস্তে অধুনা আস্তে পালয়তে ইতি বর্ত্তমানবন্নির্দ্দেশঃ। শ্মেত্যধ্যাহারো বা ॥ ৪২ ॥

সত্রায় সত্রং কর্ত্তুং দীক্ষিতাঃ দীক্ষাং কৃতবন্তঃ ॥ ৪৩ ॥

তদনন্তর বৃষরূপি ধর্ম্মের তপস্যা, শৌচ, এবং দয়া এই তিনটী পদ বিনষ্ট হইয়াছিল, কলিকে নিগ্রহ করিয়া তাহা প্রতিসন্ধিত করিয়া দিলেন অর্থাৎ তপস্যাদি পুনর্ব্বার সংস্থাপন করিলেন। এবং পৃথিবীকেও আশ্বাস প্রদান করিয়া সম্বর্দ্ধিত করিলেন ॥ ৪১ ॥

হে ব্রহ্মন্! রাজা যুধিষ্ঠির অরণ্য প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া যাঁহার হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ করেন, সেই মহা ভাগ্যশালী সম্রাট্ পরীক্ষিৎ কৌরবেন্দ্রদিগের শ্রীদ্বারা দেদীপ্যমান হইয়া হস্তিনাপুরে অবস্থিতি পূর্ব্বক এখন পৃথিবী পালন করিতেছেন ॥ ৪২ ॥

হে মুনিসত্তম! অভিমন্যুনন্দন রাজা পরীক্ষিতের এবম্বিধ

যস্য পালয়তঃ ক্ষৌণীং যূয়ং সত্রায় দীক্ষিতাঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে কলি নিগ্রহো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১৭ ॥ * ॥

শ্রীসূত উবাচ ॥

যো বৈ দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টো ন মাতুরুদরে মৃতঃ ।

॥ * ॥ ইতি প্রথমে সপ্তদশঃ ॥ * ॥

রাজ্ঞস্ত্বষ্টাদশে তস্য ব্রহ্মশাপো নিরূপ্যতে। সচানুগ্রহ এবাস্য জাতো বৈরাগ্যমাবহন্ ॥ ০ ॥

পরীক্ষিতো নির্য্যাণমত্যাশ্চর্য্যং বক্তুং তৎ সংভাবনায় জন্মাশ্চর্য্য মনুস্মারয়তি

প্রভাব, যে তিনি অবনীতল পালন করিতেছেন তাহাতেই আপনারা নির্ব্বিঘ্নে এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমে সপ্তদশ ॥ * ॥

অষ্টাদশাধ্যায়ে রাজা পরীক্ষিৎ শমিক মুনির কণ্ঠে মৃত সর্প প্রদান করিয়া গৃহে আগমন করিলে তাঁহার প্রতি ব্রহ্ম শাপ এবং তদীয় অনুতাপ বর্ণন ॥ ০ ॥

রাজা পরীক্ষিতের কলি নিগ্রহ শ্রবণ করিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ বিস্ময়াপন্ন হইলেন এজন্য তাঁহার জন্মাবধি নির্যাণ পর্য্যন্ত সমস্তই আশ্চর্য্য, ইহা সংক্ষেপে গণনা করিয়া ঋষিদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক সূত কহিতেলাগিলেন। হে ঋষিগণ! রাজা পরীক্ষিৎ যখন মাতৃগর্ব্ভে অবস্থিতি করেন, তখন দ্রোণ নন্দন অশ্বথামা তাঁহার বিনাশ বাসনায় ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ

অনুগ্রহাদ্ভগবতঃ কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মকোপোত্থিতাদ্যস্তু তক্ষকাৎ প্রাণবিপ্লবাৎ।
নসংমুমোহোরুভয়াদ্ভগবত্যর্পিতাশয়ঃ ॥ ২ ॥
উৎসৃজ্য সর্ব্বতঃ সঙ্গং বিজ্ঞাতাজিতসংস্থিতিঃ।
বৈয়াসকের্জহৌ শিষ্যো গঙ্গায়াং স্বং কলেবরং ॥ ৩ ॥
নোত্তমঃশ্লোকবার্ত্তানাং জুষতাং তৎ কথামৃতং।

যোবা ইতি বিপ্লুষ্টো নির্দ্দগ্ধঃ সন্ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মকোপাদুত্থিতাত্তক্ষকাদ্যঃ প্রাণবিপ্লবঃ প্রাণ নাশ তস্মাদযদুরুভয়ং তস্মান্নসংমুমোহ। অত্র হেতুঃ যস্তু ভগবত্যর্পিতাশয় ইতি ॥ ২ ॥

কিন্তু উৎসৃজ্যেতি। বৈয়াসকেঃ শুকস্য শিষ্যঃ সন্ বিজ্ঞাতাঽজিতস্য শ্রীহরেঃ সংস্থিতিস্তত্বং যেন সঃ ॥ ৩ ॥

ন চৈতচ্চিত্রমিত্যাহ উত্তমঃশ্লোকস্যৈব বার্ত্তা যেষু অতএব নিত্যং তৎ কথা

করিয়াছিল, তদ্দ্বারা তিনি দগ্ধ হইলেও অদ্ভুত কর্ম্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে জননীর উদরে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন নাই ॥ ১

অপর ভগবানেতে তাঁহার সর্ব্বদা চিত্ত সমর্পিত ছিল এ নিমিত্ত ব্রহ্মকোপোত্থিত তক্ষক হইতে প্রাণ বিনাশের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও তাঁহার ভয় অথবা তজ্জন্য মোহ হয় নাই ॥ ২ ॥

বরঞ্চ সকল বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যাসনন্দন শুকদেবের শিষ্য হইয়া ভগবানের তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন, এবং পরিশেষে গঙ্গাতে স্বীয় শরীর পরিত্যাগ করেন ॥ ৩ ॥

তাঁহার এইরূপ হওয়া বিচিত্র নহে, যে সকল মানবেরা উত্তমঃশ্লোক ভগবানের কথা রূপ অমৃত পান এবং তদীয়

স্যাৎ সংভ্রমোহন্ত কালেপি স্মরতাং তৎ পদাম্বুজং ॥৪॥
তাবৎ কলির্নপ্রভবেৎ প্রবিষ্টোপীহ সর্ব্বতঃ।
যাবদীশ মহানুর্ব্ব্যামাভিমন্যব একরাট্ ॥ ৫ ॥
যস্মিন্নহনি যর্হ্যেব ভগবানুৎসসর্জ গাং।
তদৈবেহানুবৃত্তোহসাবধর্ম্ম প্রভবঃ কলিঃ ॥ ৬ ॥
নানুদ্বেষ্টি কলিং সম্রাট্ সারঙ্গইব সারভুক্।

রূপমমৃতং জুষতাং সংভ্রমো ন স্যাৎ ॥ ৪ ॥

তস্মিন্ রাজ্ঞি সুতরাং তন্নচিত্রমিত্যাশয়েনাহ তাবদিতি। অভিমন্যোঃ পুত্র একরাট্ চক্রবর্ত্তী ঈশঃ পতিস্তাবৎ ॥ ৫ ॥

ননু তদা কলেরপ্রবেশ এবাস্ত প্রবিষ্টোপি ন প্রভবেদিতি কুতঃ তত্রাহ যস্মিন্নহনি যর্হি যস্মিন্নেব ক্ষণে গাং পৃথ্বীং অনুবৃত্তঃ প্রবিষ্টঃ। অধর্ম্মস্য প্রভবো যস্মিন্ ॥ ৬ ॥

ননু অধর্ম্ম হেতুং কলিং সর্ব্বথা কিং ন হতবান্ তত্রাহ নানুদ্বেষ্টীতি সারঙ্গো

চরণারবিন্দ স্মরণ করেন, তাঁহাদিগের অন্ত কালেতেও ভ্রম জন্মে না ॥ ৪ ॥

হে ঋষিগণ! কলি পূর্ব্বে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলেও যে পর্য্যন্ত অভিমন্যু পুত্র মহান্ পরীক্ষিৎ সাম্রাজ্য শাসন করত পতি রূপে বর্ত্তমান ছিলেন তাবৎ আপনার প্রভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ৫ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে দিন যে ক্ষণে পৃথিবী পরিত্যাগ করেন সেই দিন সেই ক্ষণে অধর্ম্মের উৎপাদক কলি এ স্থানে প্রবিষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ ভ্রমরের ন্যায় সারগ্রাহী ছিলেন, দেখিলেন কলিযুগে পুণ্য কর্ম্ম সকল যেমন সংকল্প মাত্রেই সফল হয়,

কুশলান্যাশু সিদ্ধ্যন্তি নেতরাণি কৃতানি যৎ ॥ ৭ ॥
কিন্নু বালেষু শূরেণ কলিনা ধীরভীরুণা।
অপ্রমত্তঃ প্রমত্তেষু যো বৃকো নৃষু বর্ত্ততে ॥ ৮ ॥
উপবর্ণিতমেতদ্বঃ পুণ্যং পারীক্ষিতং ময়া।
বাসুদেবকথোপেতমাখ্যানং যদপৃচ্ছত ॥ ৯ ॥

ভ্রমরইব সারগ্রাহী। সারমাহ যৎ যস্মিন্ কুশলানি পুণ্যানি আশু সংকল্পমাত্রেন ফলন্তি। ইতরাণি পাপানি আশু ন সিদ্ধ্যন্তি যতস্তানি কৃতান্যেব সিদ্ধ্যন্তি। নতু সংকল্পিত মাত্রানীতি ॥ ৭ ॥

ননু দোষাধিক্যাৎ তদ্বেষ এব যুক্তঃ ন ধীরেষু তস্যাঽকিঞ্চিৎকরত্বাৎ ইত্যাহ কিং নু তেন ভবেৎ বালেষু অধীরেষু অপ্রমত্তঃ সাবধানঃ সন্ যো বৃকইব বর্ত্ততে ॥ ৮ ॥

পারীক্ষিতমাখ্যানং অপৃচ্ছত পৃষ্টবন্তো যূয়মিতি ॥ ৯ ॥

পাপ জনক কর্ম্ম সেরূপ হয় না অর্থাৎ তাহা কার্য্যতঃ কৃত হইলেই তন্নিমিত্ত ফল হয়, এ কারণ অধর্ম্ম হেতু কলিকে একেবারে নিহত করেন নাই ॥ ৭ ॥

বরং এরূপ মনোমধ্যে বিবেচনা করিয়াছিলেন এই কলি ধীর ব্যক্তির নিকট অতিশয় ভীরু অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট এ অতি অকিঞ্চিৎকর অতএব ইহা হইতে কি হইতে পারে, কেবল অধীর জনের নিকটে ইহার পরাক্রম, আপনি সাবধান হইয়া অসাবধান বালক ও অধীর মানবদিগের উপর বৃকের ন্যায় বর্ত্তমান হয় ॥ ৮ ॥

হে মুনিগণ! আপনারা বাসুদেবের কথাশ্রিত যে আখ্যান আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তদুত্তরে এই রাজা পরীক্ষিতের পবিত্র বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম ॥ ৯ ॥

যা যাঃ কথা ভাগবতঃ কথনীয়োরু কর্ম্মণঃ।
গুণকর্ম্মাশ্রয়াঃ পুংভিঃ সেব্যাস্তাস্তা বুভূষুভিঃ ॥ ১০ ॥
শ্রীঋষয় উচুঃ ॥
সূত জীব সমাঃ সৌম্য শাশ্বতী র্বিশদং যশঃ।
যস্ত্বং শংসসি কৃষ্ণস্য মর্ত্ত্যানামমৃতং হি নঃ ॥ ১১ ॥
কর্ম্মণ্যস্মিন্নানাশ্বাসে ধূম ধূম্রাত্মনাং ভবান্।

কিং বহুনা নরৈরেতা বদেব কর্ত্তব্যমিতি সর্ব্বশাস্ত্রসারং কথয়তি যা যা ইতি। কথনীয়ানি উরূণি কর্ম্মাণি যস্য তস্য গুণকর্ম্ম বিষয়াঃ বুভূষুভিঃ সদ্ভাবমিচ্ছদ্ভিঃ ॥ ১০ ॥

পুনর্ব্বিস্তারেণ কথাঃ শুশ্রূষবঃ সূতোক্তিং তৎসঙ্গং চাভিনন্দতি সূতেতি ত্রিভিঃ। শাশ্বতীঃ সমাঃ অনন্তান্ বৎসরান্ জীব। অত্যন্ত সংযোগে দ্বিতীয়া বিশুদ্ধংযশঃ কীর্ত্তয়সি যচ্চাস্মাকং মর্ত্ত্যানাং অমৃতং মরণ নিবর্ত্তকং ॥ ১১ ॥

কিঞ্চ অস্মিন্ কর্ম্মণি সত্রে অনাশ্বাসে অবিশ্বসনীয়ে। বৈগুণ্য বাহুল্যেন

হে ঋষিগণ! ভগবানের গুণকর্ম্মাশ্রিত আর যে ২ কথা আছে সদ্ভাব ইচ্ছুক পুরুষ মাত্রের তাহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য ॥ ১০

শৌনকাদি মুনিগণ সূতের প্রমুখাৎ পুনরায় বিস্তার রূপে কথা শ্রবণ করিতে মানস করিয়া তাঁহার সমাগমে হর্ষ প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন, হে সূত! তুমি অনন্তকাল জীবিত থাক, যে হেতু শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র যশঃ কীর্ত্তন করিতেছ ইহা আমাদিগের এবং সমস্ত লোকের মরণ নিবর্ত্তক ॥ ১১ ॥

আমরা এই সত্র কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু বৈগুণ্য বাহুল্য প্রযুক্ত ইহা সফল হইবে কি না নিশ্চয় নাই, সম্প্রতি যজ্ঞীয় ধূমে আমাদিগের শরীর ধূম্রবর্ণ হইতেছিল তুমি

অপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু॥ ১২॥
তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ ১৩॥
কোনাম তৃপ্যেদ্রসবিৎ কথায়াং মহত্তমৈ
কান্ত পরায়ণস্য। নান্তং গুণানামগুণস্য

ফল নিশ্চয়াভাবাৎ। ধূমেন ধূম্রঃ বিবর্ণ আত্মা শরীরং যেষাং তানস্মান্ কর্ম্মণি ষষ্ঠী। আসবং মকরন্দং মধু মধুরং॥ ১২॥

ভগবৎসঙ্গিনো বিষ্ণুভক্তাঃ তেষাং সঙ্গস্য যোলবঃ অত্যল্প কালঃ তেনাপি স্বর্গং ন তুলয়াম নসমং পশ্যাম। নচাপবর্গং সম্ভাবনায়াং লোট্। মর্ত্ত্যানাং তুচ্ছা আশিষো রাজ্যাদ্যাঃ ন তুলয়াম ইতি কিমুত বক্তব্যং॥ ১৩॥

এবং সৎসঙ্গ মভিনন্দ্য শ্রবণোৎসুক্যমাবিষ্কুর্ব্বন্তি। কোনামেতি। রসবিৎ রসজ্ঞঃ। মহত্তমানামেকান্তেন পরময়ন মাশ্রয়ো যঃ তস্য কথায়াং। অগুণস্য প্রাকৃত গুণরহিতস্য কল্যাণ গুণানা মন্তং যে যোগেশ্বরা স্তেপি

এখন আমাদিগকে গোবিন্দ চরণারবিন্দের মধুর মধু পান করাইয়া আশ্বাস প্রদান করিলে॥ ১২॥

হে সূত! বিষ্ণু ভক্তের সহিত অত্যল্প কাল যে সঙ্গ তাহার সহিত স্বর্গ ও মোক্ষেরও তুলনা করিতে পারি না, মৃত্যু বিশিষ্ট মানবদিগের তুচ্ছ রাজ্যাদির সহিত যে তুল্য হইবে তাহা আর কি বলিব? ॥ ১৩॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহত্তম পুরুষদিগের একান্ত আশ্রয় এবং প্রাকৃত গুণ রহিত, অথচ তাঁহার কল্যাণ কর গুণ সকলের অন্ত যোগীশ্বর শিব ব্রহ্মাদিও প্রাপ্ত হন নাই অর্থাৎ এতাবৎ বলিয়া বিশেষ পরিমাণ করিতে পারেন নাই, তাঁহার কথাতে

জগ্মুর্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্ম মুখ্যাঃ ॥ ১৪ ॥
তন্নো ভবান্ বৈ ভগবৎ প্রধানো মহত্তমৈ
কান্ত পরায়ণস্য। হরেরুদারাচরিতং
বিশুদ্ধং শুশ্রূষতাং নো বিতনোতু বিদ্বন্ ॥ ১৫ ॥
সবৈ মহাভাগবতঃ পরীক্ষিদ্যেনাপবর্গাখ্য
মদভ্র বুদ্ধিঃ। জ্ঞানেন বৈয়াসকি শব্দি
তেন ভেজে খগেন্দ্রধ্বজ পাদমূলং ॥ ১৬ ॥

ন জগ্মুঃ। এতাবন্ত ইতি ন পরিগণয়াঞ্চক্রুঃ। ভবঃ শিবঃ পাদ্মো ব্রহ্মাচ মুখ্যো যেষাং তে ॥ ১৪ ॥

তন্নোঽস্মাকং মধ্যে ভগবান্ প্রধানং সেব্যো যস্য স ভবান্। নঃ শুশ্রূষতাং হরেশ্চরিতং বিস্তারয়তু ॥ ১৫ ॥

তচ্চ শুক পরীক্ষিৎ সম্বাদেন কথয় ইত্যাহ নবাইতি দ্বাভ্যাং। বৈয়াসকিনা শব্দিতেন কথিতেন যেন জ্ঞানেন জ্ঞান সাধনেন অপবর্গ ইত্যাখ্যা যস্য তৎ খগেন্দ্রধ্বজস্য হরেঃ পাদমূলং ভেজে ॥ ১৬ ॥

কি কোন রসজ্ঞ ব্যক্তি, বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে ? ॥ ১৪ ॥

অতএব আমরা মহত্তম পুরুষের একান্ত আশ্রয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদার অথচ বিশুদ্ধ চরিত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, তুমি আমাদিগের মধ্যে প্রধান অথচ বিদ্বান্ বিস্তার করিয়া বর্ণন কর ॥ ১৫ ॥

হে সূত! মহাভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্যাসনন্দন শুকদেবের কথিত যে জ্ঞান দ্বারা গরুড়ধ্বজ ভগবানের পাদমূল (যাহার নাম অপবর্গ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাও বর্ণন কর ॥ ১৬ ॥

তন্নঃ পরং পুণ্যমসম্বৃতার্থমাখ্যানমত্য
দ্ভুতযোগনিষ্ঠং। আখ্যাহ্যনন্তা চরি
তোপপন্নং পারীক্ষিতং ভগবতাভিরামং ॥ ১৭ ॥
শ্রীসূত উবাচ ॥
অহোবয়ং জন্ম ভৃতোহদ্য হাস্ম বৃদ্ধ্যানুবৃ
ত্ত্যাপি বিলোম জাতাঃ। দৌষ্কুল্যমাধিং বিধু

তৎ অসম্বৃতার্থং যথা তথা আখ্যাহি। তদেব নির্দ্দিশতি। পরীক্ষিতে কথিতং পারীক্ষিতং আখ্যানং শ্রীভাগবতং পুরাণং পরং পুণ্যং সত্ত্বশোধকং। অত্যদ্ভুতে যোগে নিষ্ঠা যস্য। অনন্তস্য চরিতৈরুপপন্নং যুক্তং অতএব ভাগবতানামভিরামং প্রিয়ং। এতৈ র্বিশেষণৈঃ কর্ম্মজ্ঞান ভক্তিযোগ প্রকাশকত্বং দর্শিতং ॥ ১৭ ॥

শ্রীভাগবত ব্যাখ্যানে লব্ধ প্রসঙ্গং মহতামাদর পাত্রমাত্মানং শ্লাঘতে দ্বাভ্যাং। অহো অত্যাশ্চর্য্যে। হ ইতি হর্ষে বয়মিতি বহু বচনং শ্লাঘায়াং বিলোম জাতা অপি অদ্য জন্মভৃতঃ সফল জন্মানঃ আস্ম জাতাঃ বৃদ্ধানামনুবৃত্ত্যা আদরেণ। জ্ঞান বৃদ্ধঃ শুকস্যঃ সেবরয়া ইতিবা। যতো দুষ্কুলত্বং তন্নিমিত্তং

অপর শুকদেব রাজা পরীক্ষিতের নিকট যে শ্রীভাগবত পুরাণ কহেন, তাহাতে অদ্ভুত যোগের কথা আছে এবং তাহা অনন্ত ভগবানের চরিত্রে পরিপূর্ণ, অতএব ভক্তদিগের মনোরম সেই সত্বগুণশোধক আখ্যানও যথাবৎ বর্ণন কর ॥ ১৭ ॥

মুনিগণের কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যানে যোগ্যতা লাভ পূর্ব্বক আপনার প্রশংসা করিয়া সূত কহিতে লাগিলেন। অহো! আমরা প্রতি লোমজ অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর হইয়াও এই সমস্ত বৃদ্ধ বৃদ্ধ ঋষি দিগের আদরণীয় হইলাম, অদ্য আমাদের জন্ম সফল হইল, কেন না মহত্তমদিগের সহিত লৌলিক

নোত্তিশীঘ্রং মহত্তমানামভিধানযোগঃ ॥ ১৮ ॥
কুতঃ পুনর্গৃণতো নাম তস্য মহত্তমৈকা
ন্তপরায়ণস্য । যোঽনন্তশক্তির্ভগবা
ননন্তো মহদ্গুণত্বাদযমনন্তমাহুঃ ॥ ১৯ ॥
এতাবতালং ননু সূচিতেন গুণৈরসাম্যা

মাধিঞ্চ মনঃ পীড়াং মহত্তমানামভিধান যোগঃ লৌকিকোপি সংভাষণ লক্ষণ সম্বন্ধ বিধুনোতি অপনয়তি ॥ ১৮ ॥

কুতঃ পুনঃ কিং পুনর্বক্তব্যং তস্যানন্তস্য নাম গৃণতঃ পুংসো মহত্তমানামভিধানযোগোদৌষ্কুল্যং বিধুনোতীতি। যদ্বা নাম গৃণতঃ কুতঃ পুনঃ দৌষ্কুল্যমিতি। যদ্বা গৃণতঃ পুংসস্তস্ত নাম দৌষ্কুল্যং বিধুনোতীতি কিং বক্তব্যমিতি। কৈমুত্যমেবাহ। অনন্তাঃ শক্তয়ো যস্য। স্বতোপ্যনন্তঃ। কিঞ্চ মহৎসু গুণা যস্য স মহদ্গুণঃ তস্য ভাবস্তত্বং তস্মাৎ যং গুণতোপ্যনন্তমাহুঃ ॥ ১৯ ॥

এতৎ প্রপঞ্চয়তি এতাবতেতি ত্রিভিঃ তস্য যদসাম্যং অনতি শায়নঞ্চ

আলাপ সম্বন্ধ হইলেও তদ্দ্বারা দুষ্কুলত্ব এবং তন্নিবন্ধন মনঃ-পীড়াও দূরীভূত হয় ॥ ১৮ ॥

যে ব্যক্তি মহত্তম দিগের একান্ত পরায়ণ হইয়া ভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার মহত্তম দিগের সহিত সম্ভাষণ সম্বন্ধ হইলে যে দুষ্কুলত্ব এবং মনঃপীড়া নষ্ট না হইবে তাহা আর কি বলিব? সেই ভগবানের শক্তি অনন্ত এবং তিনিও অনন্ত, আর মহৎ ২ পদার্থেও তাঁহার গুণ আছে এজন্য গুণ দ্বারাও অনন্ত, ইহাতে লোকে তাঁহাকে অনন্ত-বলিয়া কীর্ত্তন করে॥ ১৯ ॥

তাঁহার অসাধারণ এবং আতিশয্য গুণের সমান অথবা

নতি শায়নস্য। হিত্বেতরান্ প্রার্থয়তো
বিভূতি র্যস্যাঙ্ঘ্রিরেণুং জুষতেঽনভীপ্সোঃ ॥ ২০ ॥
অথাপি যৎ পাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চো
পহৃতার্হণাম্ভঃ। সেশংপুনাত্যন্যতমো
মুকুন্দাৎকোনাম লোকে ভগবৎ পদার্থঃ ॥ ২১ ॥

গুণৈস্তৎ সাম্যং তদাধিক্যং চান্যস্য নাস্তীত্যস্যার্থস্য জ্ঞানং এতাবতা সূচিতেন অলং পর্য্যাপ্তং। কস্তদ্বক্তুং বিস্তরতঃ শক্নোতি। তদেবাহ ইতরান্ ব্রহ্মাদীন্ প্রার্থয়মানান্ হিত্বা বিভূতিঃ শ্রীঅনভীপ্সোরপি যস্যাঙ্ঘ্রিরেণুং সেবত ইতি।২০॥

অথেত্যর্থান্তরে। যস্য পাদনখাবসৃষ্টং নিঃসৃতমপি বিরিঞ্চেনোপহৃতং সমর্পিতং অর্হণাম্ভঃ অর্ঘোদকং ঈশ সহিতং জগৎ পুনাতি। বিরিঞ্চোপহৃতং সেশমপিচ তয়োরপ্যপাসকত্বমুক্তং। তস্মান্মুকুন্দ ব্যতিরিক্তঃ কোনাম ভগবৎ পদস্যার্থঃ সর্ব্বেশ্বর স এবেত্যর্থঃ॥ ২১ ॥

অধিক গুণ অন্য কাহাতেও নাই এ বিষয় ইহাতেই সূচিত হইল, কে বিস্তার করিয়া বলিতে সমর্থ হয়? কারণ ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রার্থনা করিলেও লক্ষ্মী তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন অথচ তিনি ইচ্ছা না করিলেও আপনি গিয়া তাঁহার চরণ-রেণু সেবা করেন॥ ২০ ॥

অপর যাঁহার পদনখ হইতে নিঃসৃত জলকে অর্ঘোদক করিয়া ব্রহ্মা মহাদেবকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, সেই জল ঈশ সহিত এই জগৎকে পবিত্র করিতেছে, অতএব মুকুন্দ ভিন্ন ভগবৎপদের বাচ্য অন্য কি কেহ হইতে পারে? অর্থাৎ তিনিই এক সর্ব্বেশ্বর॥ ২১ ॥

যত্রানুরক্তা সহসৈবধীরা ব্যপোহ্য দেহা
দিষু সঙ্গমূঢ়ং। ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্য
মন্ত্যং যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স ধর্ম্মঃ ॥ ২২ ॥
অহং হি পৃষ্টোহর্য্যমণোভবদ্ভিরাচক্ষ আত্মা
বগমোহত্র যাবান্। নভঃ পতন্ত্যাত্ম সমং
পতত্রিণস্তথাসমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ।

ধীরাঃ সন্তঃ। ঊঢ়ং ধৃতং। অন্ত্যং পরম কাষ্ঠাপন্নং। তদাহ যস্মিন্নহিংসা উপশমশ্চ স্বাভাবিকোধর্ম্মঃ ॥ ২২ ॥

এবং স্বভাগ্যমভিনন্দ্য পারীক্ষিতোপাখ্যানং বক্তুমাহ অহং হীতি। অর্য্যমণঃ হে সূর্য্যাঃ ত্রয়ীমূর্ত্তয়ঃ অত্র যাবানাত্মাবগমঃ মম জ্ঞানং তাবৎ আচক্ষে প্রবদামি। তথাহি যথা পক্ষিণো নভঃ আত্মসমং স্বশক্ত্যনুরূপমেবোৎপতন্তি

ধীর ব্যক্তিরা তাঁহাতেই অনুরক্ত হইয়া দেহাদির অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমহংসাশ্রমের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন, ঐ আশ্রমে অহিংসা এবং উপশম স্বাভাবিক ধর্ম্ম ॥ ২২ ॥

হে অর্য্যমন্! অর্থাৎ সূর্য্য সদৃশ, আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমার যে রূপ জ্ঞান তদনুসারে আপনাদিগকে বলিব। পক্ষিগণ যদ্রূপ আপানাদের শক্ত্যনুসারেই আকাশে উৎপতিত হয় পণ্ডিতেরাও তদ্রূপ স্ব স্ব বুদ্ধির অনুরূপই বিষ্ণু লীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হয়েন। হে ঋষিগণ! রাজা পরীক্ষিৎ এক দিবস ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক অরণ্যে মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। একাকী মৃগ সকলের

একদা ধনুরুদ্যম্য বিচরন্ মৃগয়াং বনে।
মৃগাননুগতঃ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতস্তৃষিতোভৃশং ॥ ২৩ ॥
জলাশয়মচক্ষাণঃ প্রবিবেশ তমাশ্রমং।
দদর্শ মুনিমাসীনং শান্তং মীলিতলোচনং ॥ ২৪ ॥
প্রতিরুদ্ধেন্দ্রিয়ঃ প্রাণ মনোবুদ্ধিমুপারতং।
স্থান ত্রয়াৎ পরং প্রাপ্তং ব্রহ্মভূতমবিক্রিয়ং ॥ ২৫ ॥

নকুৎস্নং। তথা বিপশ্চিতোপি বিষ্ণোর্লীলাং সমং স্বমত্যানুরূপং এব বদন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

অচক্ষাণঃ অপশ্যন্। তং প্রসিদ্ধমাশ্রমং তস্মিন্ মুনিং শমীকং ॥ ২৪ ॥

প্রতিরুদ্ধাঃ প্রত্যাহৃতাঃ ইন্দ্রিয়াদয়ো যেন। অতএব উপারতং স্থানত্রয়াৎ জাগ্রদাদি লক্ষণাৎ পরং তুরীয়ং পদং প্রাপ্তং অতএব ব্রহ্মভূতত্বাৎ অবিক্রিয়ং ॥ ২৫ ॥

পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হওয়াতে শ্রান্ত এবং ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হইলেন ॥ ২৩ ॥

কুত্রাপি জলাশয় দেখিতে না পাওয়াতে, শমীক মুনির প্রসিদ্ধ আশ্রমে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তথায় গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, মুনি শান্ত এবং নিমীলিত লোচন হইয়া বসিয়া আছেন ॥ ২৪ ॥

তাঁহার ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, ইহারা স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ সকলের ব্যাপার মাত্র নাই, অতএব উপরত হইয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থা ত্রয়ের পরবর্ত্তি তুরীয় ব্রহ্মপদ, প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২৫ ॥

বিপ্রকীর্ণজটাচ্ছন্নং রৌরবেণাজিনেনচ।
বিশুষ্যত্তালু রুদকং তথাভূতমযাচত ॥ ২৬ ॥
অলব্ধ তৃণ ভূম্যাদিরসংপ্রাপ্তার্ঘ সূনৃতঃ।
অবজ্ঞাতমিবাত্মানং মান্যমানশ্চুকোপহ ॥ ২৭ ॥
অভূতপূর্ব্বঃ সহসা ক্ষুত্তৃড্ভ্যামর্দ্দিতাত্মনঃ।
ব্রাহ্মণং প্রত্যভূদ্ব্রহ্মন্ মৎসরো মন্যুরেবচ ॥ ২৮ ॥

বিপ্রকীর্ণাভি র্জটাভিরাচ্ছন্নঃ। রুরুঃ মৃগবিশেষঃ তস্য চর্ম্মণাচাচ্ছন্নং। বিশেষেণ শুষ্যৎ তালুর্যস্য সঃ। তথাভূতং মুনিং ॥ ২৬ ॥

ন লব্ধং তৃণং তৃণাসনং ভূমিরুপবেশ স্থানঞ্চ যেন সঃ। ন সংপ্রাপ্তোঽর্ঘঃ সূনৃতং প্রিয়বচনং চ যেন সঃ ॥ ২৭ ॥

মৎসরঃ তদুৎকর্ষা●চনং ॥ ২৮ ॥

আর তাঁহার শরীর বিকীর্ণ-জটায় এবং মৃগ-চর্ম্মে আচ্ছন্ন, সে যাহা হউক, রাজা পরীক্ষিৎ পিপাসায় শুষ্ক তালু হইয়া তথাবিধ মুনির নিকট গমন পূর্ব্বক জল যাচ্ঞা করিলেন ॥ ২৬

মুনি সমাধি করিয়া রহিয়াছেন রাজার আগমনই জানিতে পারেন নাই কি রূপে তাঁহার সমাদর করিবেন কিন্তু রাজা মোহ বশতঃ মনে করিলেন, আমি অতিথি, ইহাঁর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ইনি আমাকে তৃণাসন বা উপবেশন স্থান, কি অর্ঘ দান, অথবা প্রিয়বচন ইত্যাদি দ্বারা কিছু মাত্র সমাদর করিলেন না, বোধ হয় আমাকে অবজ্ঞা করিলেন, এ রূপ বিবেচনা করিয়া অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন ॥ ২৭ ॥

হে ব্রহ্মন্! রাজার কখন এ রূপ ক্রোধ উদ্ভব হয় নাই, কিন্তু ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হওয়ায় তাঁহার মুনির প্রতি সহসা বিদ্বেষ ও ক্রোধ জন্মিল ॥ ২৮ ॥

সতু ব্রহ্ম ঋষেরংশে গতাসুমুরগং রুষা।
বিনির্গচ্ছন্ ধনুষ্কোট্যা নিধায় পুরমাগতঃ॥ ২৯॥
এষ কিং নিভৃতাশেষ করণো মীলিতেক্ষণঃ।
মৃষা সমাধিরাহোস্বিৎ কিং নু স্যাৎ ক্ষত্রবন্ধুভিঃ॥ ৩০॥
তস্য পুত্রোঽতি তেজস্বী বিহরন্ বালকোঽর্ভকৈঃ।
রাজ্ঞাঘং প্রাপিতং তাতং শ্রুত্বা তত্রেদমব্রবীৎ॥ ৩১॥

গতাসুং মৃতং। ধনুষ্কোট্যা চাপাগ্রেণ॥ ২৯॥

সর্প নিধানে রাজ্ঞোঽভিপ্রায়মাহ এষ কিং প্রত্যাহৃত সর্ব্বেন্দ্রিয়ঃ সন্ মীলিতেক্ষণঃ স্থিতঃ। যদ্বা ক্ষত্রবন্ধুভিরাগতৈর্ব্বা কিং নু স্যাৎ ইত্যবজ্ঞয়া মৃষা সমাধিঃ স্বন্নিতি জিজ্ঞাসয়েত্যর্থঃ॥ ৩০॥

তস্য পুত্রঃ শৃঙ্গী নাম। অঘং দুঃখং। তত্রার্ভকমধ্যে॥ ৩১॥

অবজ্ঞাতম্মন্য হইয়া আশ্রম হইতে নির্গত হইবার সময় অদূরে একটা মৃত সর্প দেখিতে পাইলেন, তাহা ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক রোষান্বিতা প্রযুক্ত ঋষির স্কন্ধদেশে অর্পণ করিয়া নিজ পুরে প্রত্যাগত হইলেন॥ ২৯॥

নির্গমন সময়ে রাজার মনোমধ্যে এই প্রকার পরামর্শ উপস্থিত হইয়াছিল, ইনি কি সমাধিস্থ হইয়া যথার্থই ইন্দ্রিয় গণের নিগ্রহ ও নয়ন-দ্বয় মুদ্রিত করিয়া আছেন? কি এক জন ক্ষত্রিয় আশ্রমে আসিয়াছে জানিয়াই কি অবজ্ঞা করিয়া এইরূপ মিথ্যা সমাধিস্থ হইলেন॥ ৩০॥

সে যাহা হউক, রাজা আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া আসিলে ঐ ঋষিপুত্র শৃঙ্গী, বালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে ছিল তথায় শুনিতে পাইল, রাজা পরীক্ষিৎ তোমার পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প প্রদান করিয়াছে, এই বাক্য শ্রবণ মাত্রে ঐ তেজস্বী বালক কোপে প্রজ্বলিত হইয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক সেই স্থানেই বলিতে লাগিল॥ ৩১॥

অহো অধর্ম্মঃ পালানাং পীব্নাং বলিভুজামিব।
স্বামিন্যঘং যদ্দাসানাং দ্বারপানাং শুনামিব॥ ৩২॥
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রবন্ধুর্হি গৃহপালো নিরূপিতঃ।
স কথং তদ্গৃহে দ্বাস্থঃ সভাণ্ডং ভোক্তুমর্হতি॥ ৩৩॥
কৃষ্ণে গতে ভগবতি শাস্তর্য্যুৎপথগামিনাং।
তদ্ভিন্নসেতূনদ্যাহং শাস্মি পশ্যত মে বলং॥ ৩৪॥
ইত্যুক্ত্বা রোষ তাম্রাক্ষো বয়স্যানৃষিবালকঃ।

পালানাং রাজ্ঞাং। পীব্নাং পুষ্টানাং। অধর্ম্মমেব নির্দ্দিশতি স্বামিনি দাসানাং যদঘং পাপাচরণং। বলিভুজাং কাকানামিব শুনামিবচেতি॥ ৩২॥
দাসত্বং দর্শয়তি ব্রাহ্মণৈরিতি। স ভাণ্ডং ভাণ্ড এবস্থিতং॥ ৩৩॥
তৎ তদনন্তরং অহং শাস্মি দণ্ডয়ামি॥ ৩৪॥
ইতি বয়স্যানুক্ত্বা। রোষেণ তাম্রে অক্ষিণীর্যস্য। কৌশিকী নদী তস্যা

কি আশ্চর্য্য? পরিপুষ্ট নৃপতিদিগের এ অধর্ম্ম দেখ, কুকুর ও কাকের ন্যায় স্বামির প্রতি পাপাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল! ॥ ৩২॥

ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দিগকে গৃহপাল কুক্কুর বলিয়া নিরূপিত করিয়াছেন, তাহারা সর্ব্বদা গৃহ দ্বারে থাকিবে; কি প্রকারে তাহারা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভাণ্ডস্থ অন্নাদি ভোজন করিতে যোগ্য হয়? ॥ ৩৩॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উৎপথগামিদগের শাস্তা ছিলেন, এখন তিনি স্বধামে গমন করিয়াছেন, তদনন্তর যে ব্যক্তি অধর্ম্ম মার্গে প্রবর্ত্তমান হইয়াছে, অদ্য আমিই তাহার শাসন করি, আমার পরাক্রম দেখ॥ ৩৪॥

ক্রোধে ঋষি কুমারের লোচন-দ্বয় তাম্রবর্ণ হইল, বয়স্য

কৌশিক্যাপ উপস্পৃশ্য বাগ্বজ্রং বিসসর্জ্জহ ॥ ৩৫ ॥
ইতি লঙ্ঘিতমর্য্যাদং তক্ষকঃ সপ্তমেঽহনি।
দঙ্ক্ষ্যতিস্ম কুলাঙ্গারং চোদিতোমে ততদ্রুহং ॥ ৩৬ ॥
ততোভ্যেত্যাশ্রমং বলো গলে সর্পকলেবরং।
পিতরং বীক্ষ্য দুঃখার্ত্তো মুক্তকণ্ঠো রুরোদহ ॥ ৩৭ ॥
সবা আঙ্গিরসো ব্রহ্মন্ শ্রুত্বা সুত বিলাপনং।

অপঃ। সন্ধিরার্ষঃ। বাগ্বজ্রং শাপং ॥ ৩৫ ॥

ইতি এবং সর্প নিক্ষেপেণ। দঙ্ক্ষ্যতি ভক্ষয়িষ্যতি। ধক্ষ্যতীতি পাঠে ভস্মী করিষ্যতি। স্মেতি পাদ পূরণে কুলস্যাঙ্গার তুল্যং। মে ময়া। তাতদ্রুহ মিতি বক্তব্যে ততেতি হ্রস্বত্বমার্ষং ॥ ৩৬ ॥

গলে সর্প কলেবরং যস্যেত্যলুক্ সমাসঃ মুক্তকণ্ঠ উচৈচরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

আঙ্গিরসো অঙ্গিরোগোত্রোদ্ভবঃ ॥ ৩৮ ॥

গণকে এই প্রকার বলিয়া কৌশিকী--নদীর জলে আচমন পূর্ব্বক এই বাক্য রূপ বজ্র নিক্ষেপ করিল ॥ ৩৫ ॥

যে দুরাত্মা কুলাঙ্গার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া আমার পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প অর্পণ করিয়াছে, এ নিমিত্ত আমার-বাক্যে মহাসর্প তক্ষক অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে তাহাকে দংশন করিবে ॥ ৩৬ ॥

তদনন্তর ঋষিবালক আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিতে পাইল, পিতার গলদেশে মৃত সর্পের কলেবর রহিয়াছে, ইহাতে অতিশয় দুঃখে কাতর হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥

হে ব্রহ্মন্! অঙ্গিরা গোত্রোদ্ভব শমীকঋষি, পুত্রের বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রমশঃ নেত্র-দ্বয় উন্মীলন করিয়া দেখি-

উন্মীল্য শনকৈর্নেত্রে দৃষ্ট্বাচাংশে মৃতোরগং ॥ ৩৮ ॥
বিসৃজ্য তং পপ্রচ্ছ বৎস কস্মাদ্ধিরোদিষি।
কেন বাত্তেপ্যপকৃতমিত্যুক্তঃ স ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩৯ ॥
নিশম্য শপ্তমতদর্হং নরেন্দ্রং সব্রাহ্মণো
নাত্মজমভ্যনন্দৎ। অহোবতাংহো মহদদ্য
তে কৃতমল্পীয়সি দ্রোহ উরুর্দমোধৃতঃ ॥ ৪০ ॥
নবৈ নৃভির্নরদেবং পরাখ্যং সংমাতু মর্হস্য
বিপক্ক বুদ্ধে। যত্তেজসা দুর্ব্বিষহেণ গুপ্তা

তং সর্পং বিসৃজ্য। কেনাপকারঃ কৃতঃ ॥ ৩৯ ॥
অনভিনন্দন বাক্যং অহো ইতি। বত কষ্টং। তে ত্বয়া মহৎ পাপং কৃতং। অল্পীয়সি দ্রোহে অপরাধে। দমো দণ্ডঃ ॥ ৪০ ॥
পরো বিষ্ণুরিত্যাখ্যা খ্যাতির্যস্য তং নরদেবং নৃভিঃ সংমাতুং সমং দ্রষ্টুং ॥৪১

লেন, স্কন্ধদেশে একটা মৃত সর্প লম্বিত হইয়া রহিয়াছে ॥৩৮

ঐ সর্পটাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, বৎস! কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? তাহাতে ঋষি কুমার শৃঙ্গী পিতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল ॥ ৩৯

পরে শমীক ঋষি যখন শুনিলেন রাজা পরীক্ষিৎ এই অপরাধে অভিশপ্ত হইয়াছেন, তখন আপনার পুত্রকে অভি-নন্দনা না করিয়া বরং বিরক্ত হইয়া কহিলেন, বৎস! রাজা কখন শাপের যোগ্য নয়, তোমার অতিশয় পাপ হইয়াছে লঘু অপরাধে গুরুতর দণ্ড বিধান করিয়াছ? ॥ ৪০ ॥

তুমি বালক তোমার বুদ্ধির পক্কতা হয় নাই, নরদেব বিষ্ণু সদৃশ হয়েন, তাঁহাকে সামান্য মনুষ্যের ন্যায় দেখিতে হয় না, প্রজা সকল তাঁহার দুর্ব্বিসহ পরাক্রমে রক্ষিত হইয়া অকুতো-

বিন্দন্তি ভদ্রাণ্যকুতোভয়াঃ প্রজাঃ ॥ ৪১ ॥
অলক্ষ্যমাণে নরদেব নাম্নি রথাঙ্গপাণা
বয়মঙ্গ লোকঃ। তদা হি চৌরপ্রচুরো
বিনঙ্ক্ষ্যত্যরক্ষ্যমাণোঽবিবরূথ বৎক্ষণাৎ ॥ ৪২ ॥
তদদ্য নঃ পাপমুপৈত্যনন্বয়ং যন্নষ্ট নাথস্য
বসোর্বিলুম্পকাৎ। পরস্পরং ঘ্নন্তি শপন্তি

অলক্ষ্যমাণে, অদৃশ্যমানে। অবিরূথবৎ মেষ সংঘবৎ ॥ ৪২ ॥

নষ্টোনাথো যস্য বসোর্ব্বসুনো ধনস্য বিলুম্পকাদপহর্ত্তুশ্চৌরাদের্হেতো র্যৎ পাপং ভবিষ্যতি তদস্মন্নিমিত্তত্বাৎ অস্মানুপৈষ্যতি। অনন্বয়ং সম্বন্ধ শূন্যমেব। তদেব পাপং দর্শয়তি পরস্পরমিতি। শপন্তি পরুষং বদন্তি। পশ্বাদীনি বৃঞ্জতে

ভয়ে শ্রেয়ো লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

বৎস! চক্রপাণি ভগবানেরই নামান্তর নরদেব, এই অবনীতলে যদিস্যাৎ সেই নরদেব নামা চক্রপাণি ভগবান্ না থাকেন তাহা হইলে দস্যুদিগের প্রাচুর্য্য হইয়া উঠে, লোক সকল রক্ষণাভাবে ক্ষণ কালের মধ্যে মেষ সংঘের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪২ ॥

অদ্য লোকদিগের রক্ষক রাজা বিনষ্ট হইলেন, এখন তাহাদের ধন চৌরেরা স্বেচ্ছামত লুঠ করিয়া লইবে, আমরাই এ অনিষ্টের কারণ হইলাম, এ জন্য পাপ আমাদিগকেই আশ্রয় করিবে, অথচ আমাদের তাহাতে কোন সম্বন্ধ নাই; লোকদিগের কি বিপদ উপস্থিত হইল? এখন দেশের মধ্যে বহু দস্যু হইবে, সমস্ত লোকেই পরস্পর হত্যা করিবে, পরস্পরকে কটু কহিবে, পরস্পরের স্ত্রী, পশু, অর্থ প্রভৃতি

বৃঞ্জতে পশূন্ স্ত্রিয়োঽর্থান্ পুরুদস্যলোকনাঃ ॥ ৪৩ ॥
তদার্য্যধর্ম্মঃ প্রবিলীয়তে নৃণাং বর্ণাশ্রমা
চারযুতস্ত্রয়ীময়ঃ। ততোঽর্থকামাভিনিবে
শিতাত্মনাং শুনাং কপীনামিব বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪৪ ॥
ধর্ম্মপালো নরপতিঃ সতু সম্রাড়্বৃহচ্ছ্রবাঃ।
সাক্ষান্মহাভাগবতো রাজর্ষি হয়মেধযাট্।
ক্ষুত্তৃট্শ্রম যুতো দীনো নৈবাস্মচ্ছাপমর্হতি ॥ ৪৫ ॥

অপহরন্তি। পুরুদস্যব শ্চৌর বহুলাঃ ॥ ৪৩ ॥

আর্য্য ধর্ম্মঃ সদাচারঃ শুনাং কপীনামিব চার্থ কাময়ো রেবাভিনিবেশিত চিত্তানাং ॥ ৪৪ ॥

এবং রাজমাত্রস্য শপানর্হত্বমুক্ত্বা প্রস্তুতেঽতি বিশেষমাহ ধর্ম্মপাল ইতি সার্দ্ধেন। হয়মেধযাট্ অশ্বমেধযাজী ॥ ৪৫ ॥

অপহরণ করিয়া লইবে ॥ ৪৩ ॥

তাহাতে মনুষ্যদিগের আর্য্য ধর্ম্ম অর্থাৎ সদাচার এবং বেদোক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এ সমস্তই বিলয় প্রাপ্ত হইবে, তদনন্তর লোক সকল কুক্কুর ও বানরের ন্যায় কেবল অর্থ কামেতেই চিত্তের অভিনিবেশ করিয়া কেবল বর্ণশঙ্কর হইতে থাকিবে ॥৪৪

সম্রাট্ পরীক্ষিৎ ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করেন, তিনি অতি যশস্বী এবং সাক্ষাৎ ভগবানের ভক্ত ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন, ঐ রাজা পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া আমাদের আশ্রমে জল মাত্র প্রার্থনায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে এ রূপ শাপ দেওয়া আমাদের উচিত হয় নাই, ॥ ৪৫ ॥

অপাপেষু স্ব ভৃত্যেষু বালেনাপক্ক বুদ্ধিনা।
পাপং কৃতং তদ্ভগবান্ সর্ব্বাত্মা ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ৪৬ ॥
তিরস্কৃতা বিপ্রলব্ধাঃ শপ্তাঃ ক্ষিপ্তা হতা অপি।
নাস্য তৎ প্রতি কুর্ব্বন্তি তদ্ভক্তাঃ প্রভবোপিহি ॥ ৪৭ ॥
ইতি পুত্রকৃতাঘেন সোহনুতপ্তো মহামুনিঃ।

অস্য মহা পাপস্যান্যৎ প্রায়শ্চিত্তমদৃষ্ট্বা পাপমাবেদয়ন্ ভগবন্তং প্রার্থয়তে অপাপেষ্বিতি ॥ ৪৬ ॥

রাজা চেৎ প্রতিশাপং দদ্যাৎ তর্হি নিষ্কৃতির্ভবেদিতি তত্তু ন সম্ভবতি তস্য ভাগবতত্বাদিত্যাহ তিরস্কৃতা নিন্দিতাঃ। বিপ্রলব্ধা বঞ্চিতাঃ। ক্ষিপ্তা অবজ্ঞাতাঃ। হতাস্তাড়িতা অস্য তিরস্কারাদি কর্ত্তুঃ ন তৎ প্রতীকারং কুর্ব্বন্তি তদ্ভক্তা বিষ্ণুভক্তাঃ প্রভবঃ সমর্থা অপি ॥ ৪৭ ॥

বিপ্রকৃতঃ অপকৃতঃ অঘমপরাধং ॥ ৪৮ ॥

শমীক ঋষি ঐ পাপের অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত না দেখিয়া পাপ নিবেদন পূর্ব্বক ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; হে ভগবন্! আমার পুত্র অতি শিশু, ইহার বুদ্ধির পক্কতা হয় নাই, অবিবেচনা পূর্ব্বক নিরপরাধ ভৃত্যের অনিষ্ট করিয়া মহৎ পাপ করিয়াছে, আপনি সকলের অন্তর্যামী, অপনার অবিদিত কিছুই নাই ক্ষমা করুন্ ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর মুনি কহিতে লাগিলেন, রাজা যদি প্রতিশাপ দেন তবেই নিষ্কৃতি হইতে পারে, কিন্তু তাহা সম্ভব হয় না, রাজা মহাভাগবত, ভগবদ্ভক্তকে তিরস্কার, বঞ্চনা, অবজ্ঞা এবং তাড়নাদি করিলে তাঁহাদের সামর্থ্য থাকিলেও ঐ রূপ তিরস্কারাদি কর্ত্তার কখন প্রতিকার করেন না ॥ ৪৭ ॥

সেই মহামুনি শমীক এই প্রকারে পুত্র কৃত অপরাধ বিবে-

স্বয়ং বিপ্রকৃতো রাজ্ঞা নৈবাঘং তদচিন্তয়ৎ ॥ ৪৮ ॥
প্রায়শঃ সাধবো লোকে পরৈর্দ্বন্দ্বেষু যোজিতাঃ।
ন ব্যথন্তি ন হৃষ্যন্তি যত আত্মাঽগুণাশ্রয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পরীক্ষিতে শাপোপলম্ভো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১৮ ॥ * ॥

শ্রীসূত উবাচ ॥

যুক্তঞ্চৈতদিত্যাহ প্রায়শ ইতি দ্বন্দ্বেষু সুখ দুঃখাদিষু। অগুণাশ্রয়ঃ সুখ দুঃখাদ্যাশ্রয়ো নভবন্তি ॥ ৪৯ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমে অষ্টাদশঃ ॥ * ॥

প্রায়োপবিষ্টে গঙ্গায়াং রাজ্ঞি যোগি জনাবৃতে। শুকস্যাগমনং তত্র প্রোক্তমেকোন বিংশকে ॥ ০ ॥

চনা করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং রাজা যে তাঁহার তিরস্কার করিয়া গিয়াছেন তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য করিলেন না ॥ ৪৮ ॥

ঋষির এ রূপ বিবেচনা করা যোগ্যই বটে, কারণ সাধু লোকেরা অন্যে দ্বারা সুখ দুঃখে যোজিত হইলেও প্রায় ব্যথিত বা হর্ষিত হয়েন না, তাঁহারা মনে করেন আত্মার সুখ বা দুঃখ কিছুমাত্র নাই, ইহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি?॥৪৯

॥ * ॥ ইতি প্রথমে অষ্টাদশ ॥ * ॥

উনবিংশতি অধ্যায়ে গঙ্গায় দেহত্যাগার্থ যোগিগণ পরিবৃত হইয়া রাজা পরীক্ষিৎ নির্ব্বিঘ্ন চিত্তে প্রায়োপবেশন করিলে তাঁহার সভায় শুকদেবের আগমন ॥ ০ ॥

মহীপতি স্ত্বথতৎ কর্ম্মগর্হ্যং বিচিন্তয়ন্নাত্ম
কৃতং সুদুর্ম্মনাঃ। অহো ময়ানীচ মনাৰ্য্য
বৎ কৃতং নিরাগসি ব্রহ্মাণি গূঢ় তেজসি ॥ ১॥
ধ্রুবং ততো মে কৃতদেব হেলনাদ্দুরত্যয়ং
ব্যসনং নাতিদীর্ঘাৎ। তদস্তু কামং হ্যঘ
নিষ্কৃত্যায়মে যথা ন কুর্য্যাং পুনরেব মধ্বা ॥ ২॥

স্বকৃতং তৎকর্ম্ম মুনিস্কন্ধে সর্প নিক্ষেপণং গর্হ্যং নিন্দ্যং চিন্তয়ন্ সুদুর্ম্মনাজাতঃ। চিন্তামেবাহ-সার্দ্ধদ্বাভ্যাং অহোইতি। নীচং পাপং অমীব মিতি পাঠে সএবার্থঃ। ব্রহ্মণি ব্রাহ্মণে গূঢ়ং গুপ্তং তেজোযস্য ॥ ১॥

কৃতং যদ্দেব হেলনং ঈশ্বরাবজ্ঞা পাপমিত্যর্থঃ তস্মাৎ নূনং মে ব্যসনং ভবিষ্যতি। তত্তু নাতিদীর্ঘাৎ কালাৎ অচিরাদেবাস্তু। তত্রাপি অদ্ধা সাক্ষাৎ ন পুত্রাদি দ্বারেণেতি প্রার্থনা। কামং অসঙ্কোচতঃ। এবং প্রার্থনায়াঃ প্রয়োজনং অঘস্য নিষ্কৃত্যৈ প্রায়শ্চিত্তায়। যথা পুনরেবং ন কুর্য্যামিতিচ ॥ ২॥

অনন্তর স্বগৃহে প্রত্যাগমন সময়ে রাজা পরীক্ষিৎ আপনার ঐ কর্ম্ম গর্হিত বলিয়া বোধ করত দুর্ম্মনাঃ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। হা! আমি অতি পামর, যাঁহার তেজঃ গূঢ় হইয়া রহিয়াছে এতাদৃশ ব্রাহ্মণের প্রতি নীচের ন্যায় পাপাচরণ করিয়া আসিয়াছি তাঁহার কোন অপরাধ ছিল না, তাঁহার স্কন্ধে মৃতসর্প প্রদান করিলাম ॥ ১॥

সেই ঋষি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, স্বরূপ তাঁহাকে ঐ প্রকারে অবজ্ঞা করাতে আমার অচিরেই ঘোরতর ব্যসন উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই, আমি প্রার্থনা করি, তাহা পুত্রাদি দ্বারা না হইয়া সাক্ষাৎ আমাতেই শীঘ্র উপস্থিত হউক, তাহা হইলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে এবং আর এ রূপ গর্হিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইব না ॥ ২॥

অদ্যৈব রাজ্যং বলমৃদ্ধকোষং প্রকোপিত
ব্রহ্মকুলানলোমে। দহত্বভদ্রস্য পুনর্নমে
হভূৎ পাপীয়সী ধীর্দ্বিজ দেব গোভ্যঃ ॥ ৩ ॥
সচিন্তয়ন্নিত্থমথাশৃণোদ্যথা মুনেঃ সুতোক্তো
নিরিতিস্তক্ষকাখ্যঃ। সসাধু মেনে ন চিরেণ
তক্ষকানলং প্রসক্তস্য বিরক্তি কারণং ॥ ৪ ॥

এবং সাক্ষাৎ স্বয়োব বাসনং সংপ্রার্থ্য ততঃ প্রাগেব কিঞ্চিৎ প্রার্থয়তে অদ্যৈব মে রাজ্যাদি দহতু। প্রকোপিতং ব্রহ্মকুলং তদেবানলঃ পুন দ্বিজাদীন্ পীড়য়িতুং সা ধীর্মে মাভূৎ নভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ইত্থং চিন্তয়ন্ স রাজা মুনেঃ সুতোক্তঃ সপ্তমেহহনি নিঋৃতি মৃত্যু র্যথা ভবিষ্যতি তথাহশৃণোৎ। শমীক প্রেষিতাৎ শিষ্যাৎ শ্রুতবান্‌চ সঃ তক্ষকস্য বিষাগ্নিং সাধু মেনে। যতোবিষয়েষু প্রসক্তস্য বিরক্তি কারণং ॥ ৪ ॥

আমি অতি অভদ্র, আমার রাজ্য, বল, সমৃদ্ধিশালি ধনাগার এ সমস্ত ব্রহ্ম কোপানলে অদ্যই দগ্ধ হইয়া যাউক, যে হেতু এ রূপ প্রতিফল দেখিলে গো ব্রাহ্মণ দেবতার প্রতি আর আমার এ প্রকার পাপীয়সী বুদ্ধি হইবেক না ॥ ৩ ॥

রাজা এ রূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে শমীক ঋষির প্রেরিত গৌরমুখ নামক তদীয় এক জন শিষ্য আগমন করিয়া রাজাকে সম্বাদ দিলেন, মহারাজ! মুনি পুত্র শৃঙ্গির শাপে অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে তক্ষকের দংশনে আপনকার মৃত্যু হইবে। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিলেন, আমি বিষয়ে আসক্ত ছিলাম, এখন আমার বিষয়ের প্রতি বিরক্তি জন্মিবে, অতএব তক্ষকের বিষাগ্নিকেও সাধু বলিয়া গণ্য করিলেন ॥ ৪ ॥

অথো বিহায়েমমমুঞ্চ লোকং বিমর্শিতৌ হেয়
তয়া পুরস্তাৎ। কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি সেবামধিমন্য
মান উপাবিশৎ প্রায়মমর্ত্ত্যনদ্যাং ॥ ৫ ॥
যাবৈ লসচ্ছ্রী তুলসী বিমিশ্রা কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি রেণ্ব
ভ্যধিকাম্বু নেত্রী। পুনাতি সেশানুভয়ত্র
লোকান্ কস্তাং ন সেবেত মরিষ্যমাণঃ ॥ ৬ ॥

অথো অনন্তরং। উভৌ লোকৌ পুরস্তাদ্রাজ্যমধ্যএব হেয়তয়া বিচারিতৌ বিহায়। কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি সেবামেবাধিমন্যমানঃ সর্ব্ব পুরুষার্থেভ্যো ধিকাং জানন্ প্রায়মনশনং তস্মিন্নিত্যর্থঃ। তৎ সংকল্পেনোপবিশদিতি যাবৎ। যদ্বা প্রায়ং প্রকৃষ্টময়নং শরণং যথা ভবতি তথা ॥ ৫ ॥

অমর্ত্ত্য নদ্যামিতি বিশেষণস্য ফলমাহ যা গঙ্গা লসন্তী শ্রীর্যস্যাঃ তয়া তুলস্যাঃ বিমিশ্রা যে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণব স্তৈরভ্যধিকং সর্ব্বোৎকৃষ্টং যদম্বু তস্য নেত্রী তদ্বাহিনী। উভয়ত্র অন্তর্ব্বহিশ্চ সেশান্ লোকপালৈঃ সহিতান্ লোকান্ পুণাতি। মরিষ্যমাণঃ আসন্ন মরণঃ মরণস্যানিয়ত কালত্বাৎ সর্ব্বোপি তথা। ততঃ স্তাং কো ন সেবেত ॥ ৬ ॥

অনন্তর ইহলোক ও পরলোক যে হেয় তাহা তিনি অভিশাপের পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে ঐ উভয়কেই পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দ সেবাকে সর্ব্ব পুরুষার্থের সার বলিয়া বোধ করত গঙ্গাতীরে গমন করিয়া প্রয়োপবেশনার্থ উপবেশন করিলেন ॥ ৫ ॥

ঐ নদী শ্রীকৃষ্ণের তুলসী মিশ্রিত চরণ রেণুর সংস্পর্শে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বারি বহন করত লোকপালের সহিত সমস্ত লোকদিগের অন্তর ও বাহ্য পবিত্র করিতেছেন, ইহাতে আপনার মরণ আসন্ন জানিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সেবা না করিবে? ॥ ৬ ॥

ইতি ব্যবচ্ছিদ্য স পাণ্ডবেয়ঃ প্রয়োপবেশং
প্রতি বিষ্ণুপদ্যাং। দধ্যৌ মুকুন্দাঙ্ঘ্রিমনন্য
ভাবো মুনিব্রতো মুক্ত সমস্ত সঙ্গঃ ॥ ৭ ॥
তত্রোপজগ্মুর্ভুবনং পুনানা মহানুভাবা মুনয়ঃ
সশিষ্যাঃ। প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ স্বয়ং
হি তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ। অত্রির্বশিষ্ঠশ্চ্যবনঃ
শরদ্বানরিষ্টনেমি ভৃগুরঙ্গিরাশ্চ। পরাশরোগাধি
সুতোঽথরাম উতথ্য ইন্দ্রপ্রমদঃ সুবাহুঃ।

ইতি এবং বিষ্ণুপদ্যাং গঙ্গায়াং প্রায়োপবেশং প্রতি ব্যবচ্ছিদ্য নিশ্চিত্য। পাণ্ডবেয় ইতি তৎ কুলৌচিত্যং দর্শয়তি নাস্ত্যন্যস্মিন্ ভাবো যস্য সঃ। কুতো মুনিব্রতঃ উপশান্তঃ। তৎ কুতঃ। মুক্তঃ সমস্তসঙ্গো যেন সঃ ॥ ৭ ॥
তত্র তদা তদ্দর্শনার্থং মুনয় উপাগতাঃ নতু তীর্থস্নানার্থং কৃতার্থত্বাৎ। নন্বু

সূত কহিলেন। হে ঋষিগণ! পাণ্ডুবংশোদ্ভব রাজা পরীক্ষিৎ এই প্রকারে গঙ্গাতীরে গমন করিয়া প্রায়োপবেশন নিমিত্ত কৃত নিশ্চয় হইলেন, এবং সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপশান্ত ও অনন্য ভাব হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

সেই সময় ভুবন পবিত্রকারী মহানুভব মুনিবৃন্দ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের তথায় আগমন তীর্থ স্নানার্থ নহে, যে হেতু তাঁহারা স্বয়ং তীর্থ, তীর্থ দিগকেও পবিত্র করিয়া থাকেন। যথা-অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, গাধিতনয় বিশ্বা-

মেধাতিথি র্দেবল আর্ষ্টিষেণো ভরদ্বাজো
গৌতমঃ পিপ্পলাদঃ। মৈত্রেয় ঔর্ব্বঃ
কবষঃ কুম্ভযোনির্দ্বৈপায়নো ভগবান্নারদশ্চ ॥ ৮ ॥
অন্যেচ দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষিবর্য্যা রাজর্ষি বর্য্যা
অরুণাদয়শ্চ। নানার্ষেয় প্রবরান্ সমে
তানভ্যর্চ্চ্যরাজা শিরসা ববন্দে ॥ ৯ ॥
সুখোপবিষ্টেষ্বথতেষু ভূয়ঃ কৃতঃ প্রণামঃ
স্ব চিকীর্ষিতং যৎ। বিজ্ঞাপয়ামাস বিবি

তাদৃশানামপি তীর্থ যাত্রা দৃশ্যতে তত্রাহ প্রায়েণেতি। তীর্থ যাত্রা ব্যাজৈঃ ॥ ৮ ॥

অরুণাদয়ঃ রাজর্ষিত্বাবিশেষেণ পৃথক্ নির্দ্দিষ্টাঃ। নানা যান্যার্ষেয়াণি ঋষীণাং গোত্রাণি তেষু প্রবরান্ শ্রেষ্ঠান্। শিরসা ভুবং স্পৃষ্ট্বা ববন্দে ॥ ৯ ॥

বিজ্ঞাপনার্থং পুনঃ কৃতঃ প্রণামঃ বিবিক্তং শুদ্ধং চেতো যস্য অভিগৃহীতৌ সংযোজিতৌ পাণী যেন সঃ। স্ব চিকীর্ষিতং প্রায়োপবেশাদি যুক্তমযুক্তং

মিত্র, উতথ্য, ইন্দ্র, প্রমদ, সুবাহু, মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিষেণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্বঃ কবষ, কুম্ভযোনি অগস্ত্য, বেদব্যাস, নারদ, ॥ ৮ ॥

এবং অন্যান্য দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও অরুণাদি রাজর্ষি সকল নানা গোত্রীয় প্রধান ঋষি দিগকে একত্র সমাগত দেখিয়া রাজা তাঁহাদিগের যথাবিধি পূজা করত মস্তক দ্বারা ভূমিস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন ॥ ৯ ॥

অনন্তর ঐ সকল ঋষি সুখে আসনে উবিষ্ট হইলে রাজা পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া বিশুদ্ধচিত্তে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং আপনি যে

ক্তচেতা উপস্থিতোঽগ্রেঽভিগৃহীতপাণিঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীরাজোবাচ ॥

অহোবয়ং ধন্য তমা নৃপাণাং মহত্তমানু
গ্রহণীয়শীলাঃ। রাজ্ঞাং কুলং ব্রাহ্মণ
পাদ শৌচাদ্দূরাদ্বিসৃষ্টং বত গর্হ্য কর্ম্ম ॥ ১১ ॥
তস্যৈব মেঽঘস্য পরাবরেশো ব্যাসক্ত চিত্তস্য

বেতি বিজ্ঞাপয়ামাস ॥ ১০ ॥

অনুমোদনেনানুগ্রহমালক্ষ্য আত্মানং শ্লাঘতে অহো ইতি নৃপাণাং মধ্যে। মহত্তমৈরনু গ্রহণীয়ং শীলং বৃত্তং যেষাং। এতচ্চ রাজ্ঞামতিদুর্ল্লভ মিত্যাহ ব্রাহ্মণানাং পাদশৌচাৎ পাদ প্রক্ষালনোদকাৎ দূরাদুচ্ছিষ্ট বিন্মূত্র পাদাম্ভাংসি সমুৎসৃজেদিতি স্মৃতেঃ। দূরেহিতৈস্তদ্বিসৃজ্যতে। ততোপি দূরাদেব বিসৃষ্টং ক্ষিপ্তং তত্রাপি স্থাতুমযোগ্য মিত্যর্থঃ। গর্হ্যং কর্ম্ম যস্যেত্যাত্মান মুদ্দিশ্যোক্তং ॥ ১১ ॥

আস্তাং তাবদনুগ্রহঃ ব্রহ্মশাপোপি ভগবৎ প্রাসাদাদেবজাত ইত্যাহ তস্য

প্রায়োপবেশ করিতে মানস করিয়াছেন তাহা যুক্ত কি অযুক্ত ইহা জানিবার জন্য তাঁহাদিকে বিজ্ঞাপন করিলেন।১০

অনন্তর আপনার বাক্যে তাঁহাদিগকে অনুমোদন করিতে দেখিয়া অনুগ্রহ বোধ করত আত্ম শ্লাঘা পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, অহো! আমার ন্যায় নিন্দনীয় কর্ম্মকারি রাজকুলের সমীপে ব্রাহ্মণেরা পাদোদকও পরিত্যাগ করেন না, আপনারা মহত্তম আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, অতএব নৃপগণ মধ্যে আমি ধন্যতম ॥ ১১ ॥

গৃহেষ্বভীক্ষ্ণং। নির্ব্বেদমূলো দ্বিজশাপ
রূপো যত্র প্রসক্তো ভয়মাশু ধত্তে ॥ ১২ ॥
তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা গঙ্গাচদেবী
ধৃত চিত্তমীশে। দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহক

গর্হ্য কর্ম্মণ এব অতোঽস্বস্য পাপাত্মনঃ গৃহেষ্বাসক্তচিত্তস্য মে স্ব প্রাপ্তয়ে পরাবরাণামীশ এব দ্বিজ শাপতয়া বভূব। যত্র যস্মিন্ শাপে সতি গৃহেষু প্রসক্তো ভয়ং ধত্তে নির্ব্বিণ্নো ভবতি স্বয়ং। যতো নির্ব্বেদ মূলঃ নির্ব্বেদো বৈরাগ্যং মূলং প্রাপ্তি কারণং যস্মিন্। স্বস্য বৈরাগ্য প্রাপ্তত্বাৎ তস্যচ ভয় মূলত্বাৎ তদর্থং দ্বিজশাপং কারিতবানিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তান্ প্রার্থয়তে দ্বাভ্যাং। তং মা মাং উপযাতং শরণাগতং প্রতিযন্তু জানন্তু। দেবী দেবতা রূপা গঙ্গাচ প্রত্যেতু। বাশব্দঃ প্রতিক্রিয়া হনাদরে

আমি অতি গর্হ্যকর্ম্মা মৃত সর্প নিক্ষেপ দ্বারা ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়াছি, বোধ হয় আমার প্রতি ভগবান্ও প্রসন্ন হইয়া থাকিবে, তাহাতেই ব্রহ্মশাপ হইয়াছে, আমি নিরন্তর গৃহে আসক্ত ছিলাম, কার্য্য কারণের নিয়ন্তা ভগবানই আমাকে আত্ম প্রাপ্তি করাইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণের শাপ স্বরূপ হইয়াছেন, ঐ শাপ আমার বৈরাগ্যের মূল, ইহাতে আসক্ত ব্যক্তির আশু নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় ॥ ১২ ॥

হে বিপ্রগণ! আপনারা আমাকে শরণাগত বলিয়া জানুন্ এবং দেবতা রূপা গঙ্গাদেবীও ঐ রূপ অঙ্গীকার করুন্! ব্রাহ্মণের প্রেরিত কুহক হউক্ অথবা তক্ষকই হউক, সে

স্তক্ষকোবা দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥ ১৩ ॥
পুনশ্চ ভূয়াদ্ভগবত্যনন্তে রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ
তদাশ্রয়েষু। মহৎসু যাংযামুপযামি
সৃষ্টিং মৈত্রস্তু সর্ব্বত্র নমো দ্বিজেভ্যঃ ॥ ১৪ ॥
ইতিস্ম রাজাধ্যবসায় যুক্তঃ প্রাচীনমূলে
যু কুশেষু ধীরঃ। উদঙ্মুখো দক্ষিণ কূল
আস্তে সমুদ্রপত্ন্যাঃ স্বসুত ন্যস্তভারঃ ॥ ১৫ ॥

গাথাঃ কথা গায়ত ॥ ১৩ ॥

স আশ্রয়ো যেষাং তেষু প্রকৃষ্টঃ সঙ্গো ভূয়াৎ। তস্যাং তস্যাং সৃষ্টৌ জন্মনি ॥ ১৪ ॥

অধ্যবসায়ো নিশ্চয়ঃ প্রাগগ্রেষু কুশেষু আস্তে স্ম। স্ব সুতে জনমেজয়ে ন্যস্তভারো রাজ্যং যেন সঃ ॥ ১৫ ॥

আসিয়া আমাকে যথেষ্ট দংশন করুক্, আপনারা বিষ্ণু গাথা গান করুন্ ॥ ১৩ ॥

এই মাত্র প্রার্থনা ভগবান্ অনন্তে আমার পুনর্ব্বার রতি হউক, এবং যে যে সৃষ্টি প্রাপ্ত হই সে সমুদায় জন্মে যে সকল সাধু ভগবানকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আমার সমাগম ও সমস্ত জীবে মৈত্রতা হয়, হে বিপ্রগণ! আপনাদিগকে নমস্কার আপনারা এই আশীর্ব্বাদ করুন্ ॥ ১৪ ॥

ধীরশ্রেষ্ঠ রাজা স্বীয় পুত্র জনমেজয়ের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করত ঐ রূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া গঙ্গার দক্ষিণ কূলে প্রাগগ্র কুশা অস্তরণ পূর্ব্বক উত্তরাস্য হইয়া উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১৫ ॥

মূর্ত্তিধরাস্ত্রিপৃষ্ঠে। হেনাথ নামুত্রচ কশ্চ
নার্থ ঋতে পরানুগ্রহমাত্মশীলং ॥ ২১ ॥
ততশ্চ বঃ পৃচ্ছ্যমিদং বিপৃচ্ছে বিস্রভ্য বিপ্রা
ইতি কৃত্যতায়াং। সর্ব্বাত্মনা ম্রিয়মাণৈশ্চ
কৃত্যং শুদ্ধঞ্চ তত্রামৃশতাভিযুক্তাঃ ॥ ২২ ॥
তত্রাভবদ্ভগবান্ ব্যাস পুত্রো যদৃচ্ছয়াগাম
টমানোঽনপেক্ষঃ। অলক্ষ্য লিঙ্গো নিজ

তত্তুল্যাঃ। জ্ঞানাতিশয়মুক্তা কৃপালুতামাহ নেতি। ভবতাং প্রয়োজনং পরানুগ্রহং বিনা নাস্তি। তর্হি স এবার্থঃ স্যাৎ। ন আত্মশীলং স্বভাবং ॥২১॥

পৃচ্ছ্যং প্রষ্টব্যং। বিশ্রভ্য বিশ্বাসং কৃত্বা এবং কর্ত্তব্যমিত্যস্য ভাবঃ ইতিকৃত্যতা তস্মিন্ বিষয়ে সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বাবস্থাসু কৃত্যং বিশেষতশ্চ ম্রিয়মাণৈঃ তচ্চ শুদ্ধং পাপ সম্পর্করহিতং। আমৃশত বিচারয়ত ॥ ২২ ॥

তত্র তেষু যাগ যোগ তপোদানাদিভির্বিবদমানেষু সৎসু যদৃচ্ছয়া গাং

ছেন, আপনাদের ঐহিক বা পারত্রিক কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না কেবল পরের প্রতি অনুগ্রহ করাই আপনাদিগের প্রয়োজন, তাহাও আবার আত্মার্থে বোধ হয় না, যে হেতু তাহাই আপনাদিগের স্বভাব ॥ ২১ ॥

অতএব হে বিপ্রগণ। আমি বিশ্বস্ত হইয়া আপনাদিগকে আমার প্রষ্টব্য এই বিষয়টী জিজ্ঞাসা করি যে ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে সকল অবস্থায় বিশেষতঃ মুমূর্ষু ব্যক্তির বিশুদ্ধ কৃত্য কি? বিচার করিয়া বলুন ॥ ২২ ॥

রাজার এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তদুত্তর দান জন্য কেহ কহিলেন যাগ যজ্ঞই বিশুদ্ধ কর্ম্ম, কেহ কহিলেন যোগ

লাভ তুষ্টো বৃতশ্চ বালৈরবধূতবেশঃ ॥ ২৩ ॥
তং দ্ব্যষ্টবর্ষং সুকুমারপাদকরোরুবাহ্বংস
কপোল গাত্রং। চার্ব্বায়তাক্ষোন্নস
তুল্য কর্ণ সুভ্র্বাননং কম্বু সুজাতকণ্ঠং ॥ ২৪ ॥

পর্য্যটন্ ব্যাসপুত্র স্তত্রাভবৎ প্রাপ্তঃ নলক্ষ্যমাশ্রমাদি লিঙ্গং যস্য, অবধূতঃ অবজ্ঞয়া জনৈস্ত্যক্তো যস্তস্যেব বেশোযস্য ॥ ২৩ ॥

তমিত্যাদীনাং প্রত্যুত্থিতা ইতি তৃতীয় শ্লোকেনান্বয়ঃ। দ্বিগুণাষ্টৌ বর্ষাণি যস্য। সুকুমারৌ পাদৌ করৌ উরূ বাহূ অংসৌ কপোলৌ গাত্রঞ্চ যস্য তং। চারুণী আয়তে অক্ষিণী যস্মিন্। নম্রহ্রস্বাদি বৈষম্যং বিনা তুল্যৌ কর্ণৌ যস্মিন্ শোভনে ভ্রুবৌ যস্মিন্ এবম্ভূতমাননং যস্য তং কম্বুবদ্রেখাত্রয়াঙ্কিতঃ সুষ্ঠু জাতঃ কণ্ঠোযস্য ॥ ২৪ ॥

কেহ তপস্যা, কেহ দান, এই রূপ বলিয়া মতের অনৈক্য প্রযুক্ত সকল ঋষি পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন, এমত সময়ে ভগবান্ ব্যাসপুত্র শুকদেব নিরপেক্ষ হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার দেহে কোন আশ্রমের চিহ্ন ছিল না, তিনি কেবল নিজ লাভে সন্তুষ্ট ছিলেন, কতকগুলা বালক চারি দিকে ঘেরিয়া কৌতুক করিতেছিল, এবং বেশ দ্বারা বোধ হইল যেন লোকেরা অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে ॥ ২৩ ॥

কিন্তু তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর মাত্র, হস্ত, পদ, উরু, বাহু, স্কন্ধ, কপোল এবং গাত্র অতিশয় কোমল, চক্ষুর্দ্বয় সুদীর্ঘ এবং মনোহর, নাসিকা উন্নত, কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান, আনন শোভন ভ্রূদ্বয়ে অতিশয় মনোভাবন এবং কণ্ঠদেশ কম্বুর ন্যায় শোভনীয় রেখাত্রয়ে অঙ্কিত ছিল ॥ ২৪ ॥

নিগূঢ় জক্রুং পৃথুতুঙ্গবক্ষঃ সমাবর্ত্তনাভিং
বলি বল্গূদরঞ্চ। দিগম্বরং চক্রবিকীর্ণ
কেশং প্রলম্ব বাহুং স্বমরোত্তমাভং ॥ ২৫ ॥
শ্যামং সদা পীব্য বয়োঙ্গলক্ষ্ম্যা স্ত্রীণাং মনো
জ্ঞং রুচিরং স্মিতেন। প্রত্যুত্থিতাস্তে মুনয়ঃ

কণ্ঠস্যাধো ভাগে স্থিতে অস্থিনী জক্রনী মাংসেন নিগূঢ়ে জক্রনী যস্য পৃথু বিস্তীর্ণং তুঙ্গমুন্নতং বক্ষোযস্য আবর্ত্ত বন্নাভির্যস্য বলিভিস্ত্রিধাভূ নিম্নরেখাভি র্বল্গুরম্যামুদরং যস্য। দিশ এবাম্বরং যস্য বক্রা বিকীর্ণাশ্চ কেশা যস্য। প্রলম্বৌ বাহূ যস্য। স্বমরেষু শ্রেষ্ঠেষু দেবেষু উত্তমো হরিঃ তদ্বদাভা যস্য ॥ ২৫ ॥
সদা অপীব্যং অত্যন্তোত্তমং যদ্বয়ো যৌবনং তেন যা অঙ্গলক্ষ্মীঃ দেহকান্তি স্তয়া রুচির স্মিতেন চ। গূঢ় বর্চ্চসমপি প্রত্যুত্থিতাঃ তং দৃষ্ট্বা প্রত্যুদগমং

অপর তাঁহার কণ্ঠের অধোভাগস্থ অস্থিদ্বয় মাংস দ্বারা নিগূঢ় এবং বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ ও উন্নত ছিল, আর নাভিস্থল আবর্ত্ত তুল্য এবং উদর ঈষদ্বক্র অথচ ক্রমনিম্ন রেখাত্রয়ে রমণীয় ছিল, কিন্তু তাঁহার বসন পরিধান ছিল না, কুটিল কেশ গুলি বিকীর্ণ হইয়াছিল, আর বাহুদ্বয় জানুপর্য্যন্ত লম্বিত এবং অমরোত্তম ভগবান্ হরির ন্যায় তাঁহার প্রভা প্রকাশ পাইতেছিল ॥ ২৫ ॥

অপিচ তাঁহার শরীর শ্যামবর্ণ, মনোহর যৌবন বশতঃ অঙ্গের চমৎকার কান্তি তথা রুচির হাস্য দ্বারা স্ত্রীদিগের মনঃ যেন হরণ করিতেছিলেন, যদিচ তাঁহার তেজঃ গূঢ় রূপে ছিল তথাচ মুনিগণ তাঁহার লক্ষণ জানিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র স্ব২ আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক প্রত্যুদগমন করি

স্বাসনেভ্যস্তল্লক্ষণজ্ঞা অপি গূঢ়বর্চ্চসং ॥ ২৬ ॥
সবিষ্ণুরাতোঽতিথয়ে আগতায় তস্মৈ সপর্য্যাং
শিরসা জহার। ততো নিবৃত্তাহ্যবুধাঃ স্ত্রিয়ো
ঽর্ব্ভকা মহাসনে সোপবিবেশ পূজিতঃ ॥ ২৭ ॥
সসংবৃতস্তত্র মহান্মহীয়সাং ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি
দেবর্ষি সংঘৈঃ। ব্যরোচতালং ভগবান্
যথেন্দু গ্রহর্ক্ষ তারা নিকরৈঃ পরীতঃ ॥ ২৮ ॥

কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। ২৬ ॥

শিরসৈব সপর্য্যামাজহার আত্ম নিবেদনং কৃতবান্। তেন সহাগতাঃ স্ত্র্যর্ভকাদয়ো নিবৃত্তাঃ স উপবিবেশ। সন্ধিরার্ষ ॥ ২৭ ॥

সভগবান্ ব্রহ্মর্ষি সংঘাদিভিঃ সংবৃতঃ সন্ অলং ব্যরোচত। গ্রহাঃ শুক্রাদয়ঃ। ঋক্ষাণ্যশ্বিন্যাদীনি। অন্যাস্তারাঃ ॥ ২৮ ॥

লেন ॥ ২৬ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ আপনার মস্তক দ্বারা ঐ সমাগত অতিথির সপর্য্যা আহরণ করিলেন, অনন্তর যে সকল অবোধ অবলা কন্দর্প জ্ঞানে এবং বালকগণ উন্মত্ত বোধে সঙ্গে ২ আসিয়াছিল তাহারা তাঁহার ঐ প্রকার গৌরব দেখিয়া মুনিগণের ভয়ে পলায়ন করিল, অনন্তর তিনি পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ২৭ ॥

অতি মহান্ ভগবান্ শুকদেব ঐ সমস্ত ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি এবং দেবর্ষি সমূহে পরিবৃত হইয়া আসনোপরি অধ্যাসীন হইলে গ্রহ নক্ষত্র তারা সমূহে পরিবৃত শশধরের ন্যায় তাঁহার অতিশয় শোভা হইল ॥ ২৮ ॥

প্রশান্তমাসীনমকুণ্ঠমেধসং মুনিং নৃপো
ভাগবতোঽভ্যুপেত্য। প্রণম্য মূর্দ্ধাবহি
তঃ কৃতাঞ্জলি র্নত্বা গিরা সূনৃতয়ান্বপৃচ্ছৎ ॥
শ্রীপরীক্ষিদুবাচ ॥ ২৯ ॥
অহো অদ্য বয়ং ব্রহ্মন্ সৎসেব্যাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ।
কৃপয়াতিথি রূপেণ ভবদ্ভিস্তীর্থকাঃ কৃতাঃ।
যেষাং সং স্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শন স্পর্শ পাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ৩০ ॥
সান্নিধ্যাত্তে মহাযোগিন্ পাতকানি মহান্ত্যপি।

ন কুণ্ঠা সর্ব্বার্থেষু মেধা যস্য। প্রশ্নার্থং পুনর্নত্বা ॥ ২৯ ॥

সুনৃতাং গিরমাহ অহো ইতি পঞ্চভিঃ। সতাং সেব্যা জাতা যতো হ্যতিথি রূপেণ হেতুনা তীর্থকা যোগ্যাঃ কৃতাঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীবিষ্ণোঃ সান্নিধ্যাৎ সুরেতরা অসুরা গয়াদয় ইব ॥ ৩১ ॥

পরম ভাগবত রাজা পরীক্ষিৎ সুখাসীন সেই অকুণ্ঠমেধা মুনিবরের সমীপে গমন করিয়া শিরো দ্বারা ভূমি স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন, এবং বিনীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্ব্বার প্রণতি পূর্ব্বক মধুর বচনে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

হে ব্রহ্মন্! আমরা ক্ষত্রিয়াধম কিন্তু অদ্য মহৎ দিগের সেবার অধিকারী হইলাম, আপনি কৃপা প্রকাশ পুরঃসর অতিথি রূপে আগমন করত আমাদিগকে তীর্থযোগ্য করিলেন। প্রভো! আপনাদিগের স্মরণ মাত্রে লোকদিগের গৃহ সদ্যঃ পবিত্র হয়, দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন এবং উপবেশনাদি দ্বারা যে পবিত্রিত হইবে না তাহার কথা কি? ॥ ৩০ ॥

হে মহাযোগিন্! আপনকার সান্নিধ্য মাত্রে পুরুষের সুমহৎ

সদ্যোনশ্যন্তি বৈপুংসাং বিষ্ণোরিব সুরেতরাঃ ॥ ৩১ ॥
অপি মে ভগবান্ প্রীতঃ কৃষ্ণঃ পাণ্ডুসুতপ্রিয়ঃ ।
পৈতৃষ্বসেয় প্রীত্যর্থং তদ্গোত্রস্যাত্তবান্ধবঃ ॥ ৩২ ॥
অন্যথা তেঽব্যক্তগতের্দর্শনং নঃ কথং নৃণাং ;
নিতরাং ম্রিয়মাণানাং সংসিদ্ধস্য বনীয়সঃ ॥ ৩৩ ॥
অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুং ।

পাণ্ডুসুতানাং প্রিয়ঃ অতস্তেষাং পৈতৃষ্বসেয়ানাং প্রীত্যর্থং তদ্গোত্রস্য মে আত্তং স্বীকৃতং বান্ধবং বন্ধুকৃত্যং যেন ॥ ৩২ ॥

অন্যথা শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদং বিনা । অব্যক্তা গতির্যস্য । ম্রিয়মাণানাং নিতরাং কথং স্যাৎ । বনয়িতা যাচয়িতা বনয়িতৃতমো বনীয়ান্ তস্য অত্যুদারতয়া মাং যাচেথা ইতি প্রবর্ত্তকস্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

সম্যক্ সিদ্ধির্যস্মাত্তং । কার্য্যং কর্ত্তুং যোগ্যং ॥ ৩৪ ॥

পাপও সদ্যঃ বিনষ্ট হয়, যেমন বিষ্ণুর সন্নিকর্ষে অসুরগণ বিনাশ পায় ॥ ৩১ ॥

হে ব্রহ্মন্! পাণ্ডব প্রিয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বোধ হয় আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন অতএব তাঁহার পিতৃষ্বসার সন্তান যুধিষ্ঠিরাদির সন্তোষ জন্য আমাকে তদ্বংশোদ্ভব জানিয়া আমার প্রতি বন্ধুকৃত্য করিতে স্বীকার করিলেন ॥ ৩২ ॥

নচেৎ আপনকার গতি অব্যক্ত, মানুষে কি আপনার দর্শন পাইতে পারে ? বিশেষতঃ আমরা ম্রিয়মাণ আমাদের পক্ষে দর্শন লাভ কোন মতেই সম্ভাবিত ছিল না, বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই সম্পন্ন হইল ॥ ৩৩ ॥

আপনি যোগেশ্বর দিগের পরম গুরু, আপনাকে জিজ্ঞাসা

পুরুষস্যেহ যৎ কার্য্যং ম্রিয়মাণস্য সর্ব্বথা ॥ ৩৪ ॥
যচ্ছ্রোতব্যমথো জপ্যং যৎ কর্ত্তব্যং নৃভিঃ প্রভো।
স্মর্ত্তব্যং ভজনীয়ং বা ব্রূহি যদ্বা বিপর্য্যয়ং ॥ ৩৫ ॥
নূনং ভগবতো ব্রহ্মন্ গৃহেষু গৃহমেধিনাং।
নলক্ষ্যতে হ্যবস্থানমপি গোদোহনং ক্বচিৎ ॥ ৩৬ ॥
শ্রীসূত উবাচ ॥
এবমাভাষিতঃ পৃষ্টঃ স রাজ্ঞা শ্লক্ষ্ণয়া গিরা।

কর্ত্তব্যং স্বাবশ্যকমিতি তয়োর্ভেদঃ। বিপর্য্যয়ং অশ্রোতব্যাদি ॥ ৩৫ ॥
ত্বদ্দর্শনস্যাতি দুর্লভত্বাদিদানীমেব কথনীয়মিত্যাশয়েনাহ নূনমিতি। গোদো-
হন মাত্র কালমপি ॥ ৩৬ ॥
এবং অহো ইত্যাদিকয়া শ্লক্ষ্ণয়া মধুরয়া গিরা আভাষিতঃ অভিমুখী কৃতঃ

করি পুরুষের এবং বিশেষত মুমূর্ষু ব্যক্তির কি কার্য্য করিলে সিদ্ধি হইতে পারে এবং কি কার্য্যই বা কর্ত্তব্য ॥ ৩৪ ॥
হে প্রভো! মানবদিগের যাহা শ্রোতব্য, যাহা জপ্য, যাহা কর্ত্তব্য, যাহা স্মর্ত্তব্য, যাহা ভজনীয় এবং যাহা২ অকর্ত্তব্য আমাকে তৎসমুদায়ের উপদেশ প্রদান করুন্ ॥ ৩৫ ॥
আপনকার দর্শন অতি দুর্লভ, গৃহস্থ দিগের গৃহে আপনাদের গোদহন মাত্র কালও অবস্থান দেখা যায় না, অতএব জিজ্ঞাসিত বিষয় এখনই বলুন ॥ ৩৬ ॥
সূত কহিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ ভগবান্ ব্যাসনন্দন, রাজা পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক এই রূপ সুমধুর বাক্য দ্বারা সম্ভাষণানন্তর

প্রত্যভাষত ধর্ম্মজ্ঞো ভগবান্ বাদরায়ণিঃ॥ ৩৭॥

॥ *॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে শ্রীশুকাগমনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ *॥ ১৯ ॥ *॥

॥ *॥ সমাপ্তশ্চায়ং প্রথমস্কন্ধঃ ॥ *॥

স্পৃষ্টশ্চ ॥ ৩৭॥

আর্য্যং ধর্ম্মজমাহর্তারিমবনৌ কৃত্বা পরীক্ষিন্নৃপং ব্রহ্মাস্ত্রাদিভিরক্ষ্য তং কলিজয়খ্যাতঞ্চ কৃত্বা ভুবি। অন্তে যঃ শুকরূপতঃ স্বপরম জ্ঞানোপদেশেন তং। শাপাদাবদমুং নমামি পরমানন্দাকৃতিং মাধবং। প্রথমস্কন্ধ গূঢ়ার্থ পদ ভাবার্থ দীপিকা। সদ্ভিরুদ্দীপনীয়েয়ং যথা স্যাত্তত্ত্বদীপিকা॥ ০॥

॥ *॥ ইতি প্রথমস্কন্ধে একোনবিংশঃ ॥ *॥

॥ *॥ সমাপ্তাচেয়ং প্রথমস্কন্ধভাবার্থদীপিকেতি ॥ *॥

জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রতিবচন দান করিলেন॥ ৩৭॥

॥ *॥ ইতি প্রথমস্কন্ধে ঊনবিংশতি অধ্যায় ॥ *॥

ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃতায়াং
শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যায়াং প্রথমস্কন্ধঃ

সমাপ্তঃ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়॥

শ্রীশুক উবাচ॥

বরীয়ানেষতে প্রশ্নঃ কৃতোলোকহিতং নৃপ।

আত্মবিৎ সম্মতঃ পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু যঃ পরঃ॥ ১॥

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়। যন্নাম কীর্ত্তনং দান তপো যোগাদি সৎ ফলং। তং নিত্য পরমানন্দং হরিং নরহরিং স্তুমঃ। দ্বিতীয়েতু দশাধ্যায়ে শ্রীভাগবত মাদিতঃ। উদ্দেশ লক্ষণোক্তিভ্যাং সংক্ষেপেণোপবর্ণ্যতে। তত্রতু প্রথমাধ্যায়ে কীর্ত্তন শ্রবণাদিভিঃ। স্থবিষ্ঠে ভগবদ্রূপে মনসোধারণোচ্যতে। অথ দ্বিতীয় স্কন্ধ ব্যাখ্যা। উক্তঃ পূর্ব্বমুপোদ্ঘাতঃ স প্রসঙ্গঃ শুকাগমঃ। রাজ্ঞা পৃষ্টং নৃণাং কৃত্যমথাহ শুক সন্মুনিঃ॥ ০॥

রাজ্ঞঃ প্রশ্নমভিনন্দতি বরীয়ানীতি। তে ত্বয়া পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু মধ্যে যঃ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রশ্নঃ কৃতঃ এষ বরীয়ান্। যতোলোকহিতমেতৎ মোক্ষ হেতুত্বাৎ। আত্মবিদাং মুক্তানাঞ্চ সম্মতো যতঃ॥ ১॥

তত্র তাবৎ স্বাভাবিকক্রিয়ানামনর্থ হেতুত্বং বদন্ ব্রূহি যদ্বা বিপর্য্যয়মিত্য-

---

দ্বিতীয় স্কন্ধে দশ অধ্যায়ে উদ্দেশ এবং লক্ষণ দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের আদ্যন্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণন। তন্মধ্যে প্রথমাধ্যায় কীর্ত্তন শ্রবণাদি দ্বারা ভগবানের স্থূল রূপে মনের ধারণা এবং মহাপুরুষ সংস্থান বর্ণন॥ ০॥

শুকদেব কহিলেন রাজন্! আপনি পুরুষদিগের শ্রোতব্যাদির মধ্যে যে বিষয়ের প্রশ্ন করিলেন, ইহা শ্রেষ্ঠতর যে হেতু ইহা মোক্ষসাধন, সুতরাং লোকদিগের সাক্ষাৎ হিত স্বরূপ এবং মুক্ত ব্যক্তিদিগেরও সম্মত,॥ ১॥

হে রাজেন্দ্র! যে সকল ব্যক্তি গৃহে আসক্ত হইয়া তদ্গত

অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাং ॥ ২ ॥
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥ ৩ ॥
দেহাপত্য কলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি ।

সোত্তরমাহ শ্রোতব্যাদিনীতি ত্রিভিঃ। গৃহেষু সক্তানাং অতএব গৃহমেধিনাং তদগত পঞ্চসূনা পরাণাং মেধতিহিংসার্থঃ ॥ ২ ॥

তেষাং বৃথৈবায়ুর্ব্যয়ো ভবতীত্যাহ নিদ্রয়েতি। নক্তং রাত্রৌ যদ্বয়ঃ আয়ুঃ তন্নিদ্রয়া ব্যবায়েন রত্যা বা হ্রিয়তে। দিবা অহ্নি যদ্বয়ঃ তৎ অর্থেহয়া অর্থার্থ মুদ্যমেন। সিদ্ধেপ্যর্থে কুটুম্বভরণেন বা। চকারাবনুক্তসমুচ্চয়ার্থো ॥ ৩ ॥

নম্বু নশ্বর কুটুম্বাদ্যর্থং কথমায়ুর্ব্যয়ং কুর্য্যাৎ তত্রাহ দেহাদিষু আত্মনঃ সৈন্যেষু পরি করেষু অসৎসু মিথ্যাভূতেষপি প্রমত্তঃ প্রসক্তঃ তেষাং পিত্রাদি দৃষ্টান্তেন

পঞ্চসূনা পাপে তৎপর কখন আত্মতত্ত্বের অর্থাৎ আমরা কে কি করিতেছি উত্তর কালে আমাদের কি হইবে এবং কি প্রকারেই বা নিস্তার পাইব এ রূপ আলোচনা করে না, তাহাদিগের সহস্র ২ শ্রোতব্য বিষয় আছে ॥ ২ ॥

কিন্তু তাহাদিগের পরমায়ুঃ বৃথা ব্যয় হইয়া থাকে, রাত্রি কালের পরমায়ুঃ নিদ্রা অথবা স্ত্রী সঙ্গে রঙ্গরসেই যাপিত হয় এবং দিবাভাগের পরমায়ুঃ ধনার্থ উদ্যম ও কুটুম্ব ভরণ ইত্যাদিতেই নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৩ ॥

হে রাজন্! দেহ পুত্র কলত্র ইত্যাদি যে সকল পদার্থ আত্মার সৈন্য দেখিতেছ ইহারা বস্তুতঃ মিথ্যা, এবং পিত্রাদির দৃষ্টান্তানুসারে ঐ সকল দেহাদির বিনাশ অবলোকন করিয়াও

তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি নপশ্যতি ॥ ৪ ॥
তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরোহরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ং ॥ ৫ ॥
এতাবান্ সাংখ্য যোগাভ্যাং স্বধর্ম্ম পরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণ স্মৃতিঃ ॥ ৬ ॥

নাশং পশ্যন্নপি নানুসন্ধত্তে ॥ ৪ ॥

এবং বিপর্য্যয় প্রশ্নস্যোত্তরমুক্ত্বা শ্রোতব্যাদি প্রশ্নস্যোত্তরমাহ তস্মাদীতি। হে ভারত ভবত বংশ্য। সর্ব্বাত্মেতি শ্রেষ্ঠত্বমাহ ভগবানিতি সৌন্দর্য্যং ঈশ্বর ইত্যাবশ্যকত্বং। হরিরিতি বন্ধহারিত্বং। অভয়ং মোক্ষমিচ্ছতা ॥ ৫ ॥

অতঃ পরমস্তৎ শ্রেয়োনাস্তীত্যাহ এতাবানেব জন্মনো লাভঃ ফলং তদাহ নারায়ণ স্মৃতিরিতি। সাংখ্যাদিভিঃ সাধ্য ইতি তেষাং স্বাতন্ত্র্যেণ লাভত্বং বারয়তি। সাংখ্যং আত্মানাত্ম বিবেকঃ। যোগোঽষ্টাঙ্গঃ। অন্তেতু স্মৃতিঃ পরমোলাভঃ। নতন্মহিমা বক্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

গৃহাসক্ত ব্যক্তিরা তদ্বিষয়ে কিছুই অনুসন্ধান করে না ॥ ৪ ॥

অতএব হে ভারত শ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করে তাঁহারি পক্ষে সর্ব্বাত্মা ভগবান্ এবং ঈশ্বর হরির শ্রবণ, কীর্ত্তন স্মরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৫ ॥

স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা করিয়া আত্মানাত্ম বিবেক অর্থাৎ এই আত্মা এই অনাত্মা এই রূপ বিচার ও অষ্টাঙ্গ যোগ এতদুভয় দ্বারা যে নারায়ণ স্মরণ তাবন্মাত্রেই পুরুষের লাভ, পরন্তু অন্তে নারায়ণ স্মরণ পরম লাভ, তাহার মহিমা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না ॥ ৬ ॥

প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্নিবৃত্তা বিধি সেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তেস্ম গুণানুকথনে হরেঃ॥ ৭॥
ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতং।
অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়ণাদহং॥ ৮॥
পরিনিষ্ঠিতোপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।

তত্র সদাচারং প্রমাণয়তি প্রায়েণেতি বিধিসেধতঃ বিধি নিষেধাভ্যাং নিবৃত্তাঃ নৈর্গুণ্যে ব্রহ্মণি স্থিতা অপি হরের্গুণানুকথনে কীর্ত্তনে রমন্তেস্ম প্রসিদ্ধং॥ ৭॥

কিমিদমপূর্ব্বং কথয়সি। সত্যং অত্যপূর্ব্বমেবেদমিত্যাহ ইদং ভগবৎ প্রোক্তং তস্মানৈক প্রধানং পুরাণং। ব্রহ্ম সম্মিতং সর্ব্ব বেদ তুল্যং। যদ্বা ব্রহ্ম সম্যঙ্মিতং যেন। কুতস্তয়া প্রাপ্তং অত আহ অধীতবানিতি॥ ৮॥

সিদ্ধস্য তব কুতোঽধ্যয়নে প্রবৃত্তিঃ তত্রাহ পরিনিষ্ঠতোপীতি। গৃহীত

হে রাজন্! যে সকল মুনি বিধি নিষেধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত, তাঁহারাও হরির গুণানু কীর্ত্তনে আমোদ করিয়া থাকেন॥ ৭॥

মহারাজ! আমি তোমার নিকট যে পুরাণ কহিতেছি ইহা ভগবানের কথিত, ইহার নাম ভাগবত, এ অতি প্রধান পুরাণ, সর্ব্ব বেদের তুল্য অতএব ইহা অতি অপূর্ব্ব। দ্বাপর যুগের প্রথমে আমার পিতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের সকাশে আমি এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি॥ ৮॥

হে রাজন্! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত ছিলাম সত্য, কিন্তু উত্তমঃশ্লোক ভগবানের লীলা আমার চিত্তকে যেন

গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ৯ ॥
তদহং তেভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্।
যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী ॥ ১০ ॥
এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতো ভয়ং।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনং ॥ ১১ ॥

চেতা আকৃষ্টচিত্তঃ ॥ ৯ ॥

মহাপুরুষো বিষ্ণুস্তদীয়ঃ। যস্য যস্মিন্ শ্রদ্ধা কুর্বতাং। সতী অহৈতুকী।১০

সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ নাতঃ পরমন্যশ্রেয়োহস্তীত্যাহ· এতদিতি ইচ্ছতাং কামিনাং তত্তৎ ফলসাধনমেতদেব। নির্বিদ্যমানানাং মুমুক্ষূণাং মোক্ষ সাধন-মেতদেব। যোগিনাং জ্ঞানিনাং ফলঞ্চৈতদেব। নির্ণীতং নাত্র প্রমাণং বক্তব্য মিত্যর্থঃ॥ ১১ ॥

আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাতেই এই আখ্যান অধ্যয়ন করি ॥ ৯

তুমি ভগবানের পরম ভক্ত তোমার নিকটে আমি এই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছি। ইহাতে যে কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধা করে ভগবান্ মুকুন্দে তাহার নির্ম্মলা মতি হয় ॥ ১০ ॥

হে রাজন্। হরির যে নামানুকীর্ত্তন ইহা ফলাকাঙ্ক্ষি পুরুষ দিগের তত্তৎ ফলের সাধন এবং মুমুক্ষুদিগেরও ইহা মোক্ষ সাধন, অপর ইহাই জ্ঞানিদিগেরও জ্ঞানের ফল হয়, অতএব সাধক এবং সিদ্ধ কাহারও পক্ষে ইহা অপেক্ষায় অন্য পরম শ্রেয়ঃ নাই ॥ ১১ ॥

কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ।
বরং মুহূর্ত্তং বিদিতং ঘটতে শ্রেয়সে যতঃ॥ ১২॥
খট্বাঙ্গো নাম রাজর্ষি র্জ্ঞাত্বেয়ত্তামিহায়ুষঃ।
মুহূর্ত্তাৎ সর্ব্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিং॥ ১৩॥

অল্পমেবায়ুরবশিষ্টং কিমহং সাধয়েয়মিতি মাশুচ ইত্যাহ কিমিতি ত্রিভিঃ। পরোক্ষৈঃ অলক্ষিতৈ র্হায়নৈঃ বর্ষৈঃ বিদিতং বৃথা যাতীতি জ্ঞাতং যেন জ্ঞানেন ঘটতে যত্নং করোতি॥ ১২॥

খট্বাঙ্গোহি দেবপক্ষে স্থিত্বা দৈত্যানজয়ৎ। ততঃ প্রসন্নৈর্দেবৈর্ব্বরং বৃণীষেত্যুক্তে তেনোক্তং প্রথমং তাবন্মমায়ুঃ কথ্যতামিতি। ততো দেবৈরুক্তং তত্র মুহূর্ত্তমাত্রমস্তীতি। ততোতি শীঘ্রং দেবৈর্দ্দত্তেন বিমানেন ভুবমাগত্য হরিং শরণংগত ইতি॥ ১৩॥

হে রাজন্! আপনকার অত্যল্প পরমায়ুঃ অবশিষ্ট আছে ইহা মনে করিয়া শোক করিও না। প্রমত্ত ব্যক্তির বহু বহু বৎসরও অলক্ষিত রূপে গত হয়, তাহাতে কি ফল হইয়া থাকে? মুহূর্ত্ত কালও যদি এমত রূপে জ্ঞাত হয় যে ইহা বৃথা যাইতেছে তাহাও ভাল, কেন না তাহা জানিতে পারিয়াই কুশলের নিমিত্ত যত্ন করিতে পারা যায়॥ ১২॥

মহারাজ! খট্বাঙ্গ নামে রাজর্ষি আপনার পরমায়ুর অবিশিষ্ট পরিমাণ জানিতে পারিয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে এই ভূতলে সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভয় স্বরূপ হরির শরণাগত হইয়াছিলেন॥ ১৩॥

তথাপ্যেতর্হি কৌরব্য সপ্তাহং জীবিতাবধি ।
উপকল্পয় তৎ সর্ব্বং তাবদ্যৎ সাম্পরায়িকং ॥ ১৪ ॥
অন্তকালেপি পুরুষ আগতে গতসাধ্বসঃ ।
ছিন্দ্যাদসঙ্গশস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহে নু যেচ তং ॥ ১৫ ॥
গৃহাৎ প্রব্রজিতোধীরঃ পুণ্যতীর্থজলাপ্লুতঃ ।

তথতু এতর্হ্যপি ইদানীমপি তাবদিতি তাবতা কালেন সাংপরায়িকং পারলৌকিকং সাধনং সম্পাদয় ॥ ১৪ ॥

তত্র বৈরাগ্যং তাবদাহ অন্তকাল ইতি । গত সাধ্বস ইতি মৃত্যুভয়শূন্যঃ । অসঙ্গো নাম অনাসক্তিঃ তেন শস্ত্রেণ । স্পৃহাং সুখেচ্ছাং । তং দেহমনু যে পুত্র কলত্রাদয়ঃ তেষপি স্পৃহাং ছিন্দ্যাৎ ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ গৃহাৎ প্রব্রজিতো নিষ্ক্রান্তঃ গৃহে স্থিতস্য পুনরপি আসক্তি সম্ভবাৎ । তত্রাষ্টাঙ্গযোগমাহ ধীর ইতি ব্রহ্মচর্য্যাদি যমোপলক্ষণং পুণ্যতীর্থেতি স্নানাদি

হে কুরুনন্দন ! তোমার এখনও সপ্তাহ কাল জীবন আছে এতাবৎকালে, আপনার পারলৌকিক হিত যথেষ্ট রূপে সম্পাদন করিতে পারিবে ॥ ১৪ ॥

অন্তকাল উপস্থিত হইলে পুরুষের উচিত হয় যে, মৃত্যু ভয় পরিহার পূর্ব্বক অনাসক্তি রূপ শস্ত্র দ্বারা দৈহিক সুখেচ্ছা এবং পুত্র কলত্রাদির প্রতি স্নেহবন্ধন ছেদন করে ॥ ১৫ ॥

অপর গৃহে অবস্থিতি করিলে পুনর্ব্বার আসক্তির সম্ভাবনা, অতএব গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ধীর অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম সম্পন্ন এবং পুণ্যতীর্থের জলে কৃত স্নান অর্থাৎ স্নাদি নিয়ম সম্পন্ন হইয়া পবিত্র অথচ নির্জন স্থানে যথাবিধি আসন

শুচৌ বিবিক্তআসীনো বিধিবৎ কল্পিতাসনে ॥ ১৬ ॥
অভ্যসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃৎ ব্রহ্মাক্ষরং পরং।
মনো যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজমবিস্মরন্ ॥ ১৭ ॥
নিযচ্ছেদ্বিষয়েভ্যোঽক্ষান্মনসা বুদ্ধিসারথিঃ।

নিয়মোপলক্ষণং। আসনমাহ শুচাবিতি। বিবিক্তে একান্তে বিধিবৎ কুশাজিন চেলৈঃ ক্রমেণ নির্ম্মিতে ॥ ১৬ ॥

জপ গর্ভং প্রাণায়ামং বক্তুং জপ্যমাহ ত্রিবিৎ ত্রিভিরকারাদিভির্বর্ত্তিতং গ্রথিতং ব্রহ্মাক্ষরং প্রণবং মনসা অভ্যসেৎ আবর্ত্তয়েৎ। মনসা ইন্দ্রিয় প্রত্যাহারং বক্তুং প্রাণায়ামেন মনো নিয়মনমাহ মনোযচ্ছেৎ ব্রহ্মবীজং প্রণবমবিস্মরন্নেব জিতশ্বাসঃ সন্ ॥ ১৭ ॥

প্রত্যাহারমাহ নিযচ্ছেৎ গৃহ্নীয়াৎ অক্ষান্ ইন্দ্রিয়াণি। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ

কল্পনা করিয়া অর্থাৎ কুশ মৃগচর্ম্ম ও বস্ত্র এমত ক্রমে রচনা করিয়া উপবেশন করিবেন ॥ ১৬ ॥

অনন্তর অকার উকার মকার এই তিন অক্ষরে গ্রথিত শুদ্ধ ব্রহ্মাক্ষর অর্থাৎ প্রণব মনে ২ আবৃত্তি করিবেন অর্থাৎ জপগর্ভ প্রাণায়ামে তৎপর হইবেন। তদনন্তর ইন্দ্রিয় সকলকে স্ব ২ বিষয় হইতে প্রত্যাহার অর্থাৎ আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত ঐ প্রণবকে বিস্মৃত না হইয়াই নিশ্বাস জয় পূর্ব্বক মনকে সংযম করিবেন ॥ ১৭ ॥

এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে তাহাদের স্ব ২ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আনিবেন, আর নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকেই আপনার সারথি করিবেন, অপর কর্ম্ম বাসনায় মনঃ যদি

মনঃ কর্ম্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েদ্ধিয়া ॥ ১৮ ॥
তত্রৈকাবয়বং ধ্যায়েদব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা ।
মনোনির্ব্বিষয়ং যুক্ত্বা ততঃ কিঞ্চন নস্মরেৎ ।
পদং তৎ পরমং বিষ্ণোর্মনো যত্র প্রসীদতি ॥ ১৯ ॥

সাথরির্থন্য সঃ। ধারণামাহ মন ইতি। পুনশ্চ কর্ম্মভি র্ত্তদ্বাসনাভিঃ আক্ষিপ্তং আকৃষ্টং শুভার্থে ভগবদ্রূপে ॥ ১৮ ॥

ধ্যানমাহ তত্রেতি। একমেকং পদাদ্যবয়বং। অব্যুচ্ছিন্নেন সমগ্র রূপাদবিযুক্তেন। আশ্রয় বিশেষে সামান্যতশ্চিত্তস্থিরীকরণং ধারণা। অবয়ব বিশেষ ভাবনয়া তদ্দার্ঢ্যং ধ্যানমিতি ভেদঃ। সমাধিমাহ নির্ব্বিষয়ং মনো যুক্ত্বা সমাধায় স্থিরীভূতে মনসি স্ফুরৎ পরমানন্দ মাত্রাকারং ক্রত্বেত্যর্থঃ। প্রসীদতি উপশাম্যতি ॥ ১৯ ॥

আকৃষ্ট হয় তবে বুদ্ধি যোগে তাহাকে ভগবানের রূপের প্রতি ধারণ করিবেন ॥ ১৮ ॥

অনন্তর ধ্যানপর হইয়া মনোদ্বারা ভগবানের কর চরণ প্রভৃতি এক একটী অঙ্গ চিন্তা করিবেন কিন্তু তাঁহার সমগ্র রূপ হইতে কদাচ মনকে বিযুক্ত হইতে দিবেন না, তাহাতে ধারণা এবং ধ্যান উভয়ই সম্পন্ন হইবে। কেননা আশ্রয় বিশেষে সামান্যতঃ চিত্ত স্থিরীকরণই ধারণা এবং অবয়ব বিশেষের ভাবনা দ্বারা তাহার দৃঢ়তা সম্পাদনই ধ্যান। পরে মনকে বিষয় হইতে শূন্য করিয়া সমাধিস্থ করিবেন। তৎপরে আর কোন বিষয় স্মরণ করিবেন না। এই রূপে যাহাতে মনঃ উপশান্ত হয় তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ ॥ ১৯ ॥

রজস্তমোভ্যামাক্ষিপ্তং বিমূঢ়ং মন আত্মনঃ।
যচ্ছেদ্ধারণয়া ধীরো হন্তি যা তৎ কৃতং মলং॥ ২০॥
যতঃ সন্ধার্য্যমানায়াং যোগিনো ভক্তিলক্ষণঃ।
আশু সংপদ্যতে যোগ আশ্রয়ং ভদ্রমীক্ষতেঃ॥ ২১॥
শ্রীরাজোবাচ॥
যথা সন্ধার্য্যতে ব্রহ্মন্ ধারণা যত্র সম্মতা।

গুণবশাৎ পুনরপি ক্ষোভে সতি ধারণামেব স্থিরীকুর্য্যাদিত্যাহ রজসা আক্ষিপ্তং তমসা বিমূঢ়ং স্বীয়ং মনো নিরুন্ধ্যাৎ। তৎকৃতং রজস্তমোভ্যাং কৃতং॥ ২০॥

যতঃ যস্যাং ধারণায়াং ক্রিয়মাণায়াং ভদ্রং সুখাত্মকং অভয়ং পশ্চাতঃ তত্রৈব প্রীতির্ভবতি॥ ২১॥

যথা যত্র যাদৃশী চেতিকর্ত্তব্যতা বিষয় তদ্বিশেষাণাং প্রশ্নাঃ॥ ২২॥

যদিস্যাৎ গুণ ক্ষোভ বশতঃ রজো গুণ দ্বারা মনঃ আক্ষিপ্ত অথবা তমোগুণে বিমূঢ় হয়, তাহা হইলে ধারণা দ্বারা তাহাকে শোধিত করা কর্ত্তব্য, কারণ ধারণাই রজঃ এবং তমোগুণ কৃত মল অপনয়ন করিতে সমর্থ॥ ২০॥

হে রাজন্! ঐ প্রকার ধারণা করিলেই সুখস্বরূপ বিষয় দর্শনকারি যোগির ভক্তি স্বরূপ যোগ আশু সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ ঐ বিষয়েই মনের প্রীতি জন্মে॥ ২১॥

শুকদেব যে ধারণার কথা বলিলেন, রাজা তাহার ইতি কর্ত্তব্যতার বিষয় জিজ্ঞাসা করণার্থ কহিলেন, ব্রহ্মন্! ধারণা যে প্রকারে করিতে হয় এবং তাহা যাহাতে প্রতিষ্ঠিতা থাকে,

যাদৃশী বা হরেদাশু পুরুষস্য মনোমলং ॥ ২২ ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

জিতাসনো জিতশ্বাসো জিতসঙ্গোজিতেন্দ্রিয়ঃ।

স্থূলে ভগবতো রূপে মনঃ সন্ধারয়েদ্ধিয়া ॥ ২৩ ॥

বিশেষস্তস্য দেহোঽয়ং স্থবিষ্ঠশ্চস্থবীয়সাং।

যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ সৎ ॥ ২৪ ॥

অণ্ডকোষে শরীরেঽস্মিন্ সপ্তাবরণ সংযুতে।

যথেত্যস্যোত্তরং জিতাসন ইতি বিষয়মাহ স্থূল ইতি সার্দ্ধেন ॥ ২৩ ॥ বিশেষো বিরাড়্ দেহঃ। অতিস্থূলানামপি স্থূলতরঃ সৎ কার্য্য মাত্রং ॥ ২৪ ॥ অস্য চোপলক্ষণত্বেন বিষয়ত্বং বস্তু তত্ত্ব বিরাড়্ জীবনিয়ন্তা ভগবানেব

আর যাদৃশী হইলে পুরুষের মনের মলা আশু হরণ করে, এ সকল বিশেষ করিয়া আমাকে বলুন ॥ ২২ ॥

শুকদেব কহিতে লাগিলেন মহারাজ! আসন নিয়ম দ্বারা জিতাসন এবং প্রণায়াম দ্বারা জিত নিশ্বাস, তথা সকল ইন্দ্রিয়ের দমনকারী এবং সঙ্গ রহিত হইয়া বুদ্ধি দ্বারা ভগবানের স্থূল রূপেতে প্রথমতঃ মনকে ধারণ করিতে হয় ॥ ২৩ ॥

ভগবানের বিরাট্ দেহ স্থূল হইতেও স্থূল তর। ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান কার্য্য মাত্র যাবৎ বিশ্ব, তৎ সমুদায় তাহাতেই প্রকাশ পায় ॥ ২৪ ॥

এই পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পরিমিত ব্রহ্মাণ্ড রূপ বিরাট্ দেহ ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং

বৈরাজঃ পুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ ॥ ২৫ ॥
পাতালমেতস্যহি পাদমূলং পঠন্তি পার্ষ্ণি
প্রপদে রসাতলং। মহাতলং বিশ্বসৃজো
থ গুল্‌ফৌ তলাতলং বৈ পুরুষস্য জঙ্ঘে ॥ ২৬ ॥
দ্বে জানুনী সুতলং বিশ্বমূর্ত্তেরুরুদ্বয়ং বিতলঞ্চা

বিষয় ইত্যাহ অণ্ডকোষান্তর্ব্বর্ত্তি কটাহ এব পৃথিব্যাবরণং ততোঽপ্ তেজো বায়্বাকাশাহঙ্কার মহত্তত্ত্বানীতি সপ্ত ॥ ২৫ ॥

বিরাড়্ দেহ তজ্জীব তদন্তর্যামিনামভেদমারোপ্যোপাসনং কর্ত্তব্য মিত্যাশয়েনাহ পাতালং পাদমূলং পদস্যাধো ভাগং পাতালাদীনাং তদবয়বতা বিধীয়তে পাতালাদীন্যতলান্তানি অধস্তলাদারভ্য সপ্ত ভূবিবরাণি পঠন্তি গৃণন্তীত্যাদি প্রমাণ দর্শনং। পার্ষ্ণি প্রপদে পাদস্য পশ্চাৎ পুরো ভাগৌ ॥ ২৬ ॥

উরুদ্বয়ং তস্যাধোভাগং বিতলং উত্তরভাগে অতলমিতি শেষঃ নভ

মহত্তত্ত্ব এই সপ্ত আবরণে আবৃত, কিন্তু ইহা ধারণার বিষয় হয় না ইহার মধ্যে ভগবান্, বিরাজ পুরুষ অর্থাৎ বিরাড্ জীবের নিয়ন্তা আছেন তিনিই ধারণার বিষয় ॥ ২৫ ॥

পাতাল সেই বিরাড়্ মূর্ত্তির পদের অধোভাগ, রসাতল তাঁহার পদের অগ্র এবং পশ্চাদ্ভাগ, মহাতল তাঁহার পদের গুল্‌ফ দেশ এবং তলাতল তাঁহার দুই জঙ্ঘা ॥ ২৬ ॥

আর সুতল সেই বিশ্ব মূর্ত্তির দুইটী জানু এবং বিতল ও অতল তাহার উরুদ্বয় অর্থাৎ দুই জানুর অধোভাগ, মহী

তলঞ্চ। মহীতলং তজ্জঘনং মহীপতে
নভস্তলং নাভিসরোগৃণন্তি,॥ ২৭॥
উরঃস্থলং জ্যোতিরনীকমস্য গ্রীবা মহর্ব
দনং বৈজনোঽস্য। তপোবরাটীং বিদু
রাদি পুংসঃ সত্যস্তু শীর্ষাণি সহস্র শীর্ষ্ণঃ॥ ২৮॥
ইন্দ্রাদয়ো বাহব আহুরুস্রাঃ কর্ণৌ দিশঃ
শ্রোত্রমমুষ্য শব্দঃ। নাসত্যদস্রৌ পরমস্য

স্থলং ভুবর্লোকং। নাভিরেব সরঃ॥ ২৭॥

জ্যোতিরনীকং জ্যোতিষাং সমূহং স্বর্গং মহর্লোকঃ গ্রীবেতি গৃণন্তি তপো-লোকং বরাটীং ললাটং সত্যং সত্যলোকং॥ ২৮॥

উস্রা দেবাঃ তেজোময় শরীরত্বাৎ তান্ বাহব ইত্যাহুঃ। দিশ অস্মদাদি শ্রোত্রাধিষ্ঠাত্র্যো দেবতাঃ কর্ণৌ শ্রোত্রস্যাধিষ্ঠানং শব্দস্তু শ্রোত্র বিষয়ঃ তস্য

তল তাঁহার জঘন, অপর নভোমণ্ডল অর্থাৎ ভুবর্লোক তাঁহার নাভি সরোবর॥ ২৭॥

আর জ্যোতিঃ সমূহ অর্থাৎ স্বর্গলোক তাঁহার বক্ষঃস্থল, মহর্লোক তাঁহার গ্রীবাদেশ, জনলোক তাঁহার বদন, তপো-লোক তাঁহার ললাট এবং সত্যলোক সহস্র শীর্ষ সেই বিশ্ব-মূর্ত্তির শিরোদেশ॥ ২৮॥

মহারাজ! ইন্দ্রাদি দেবগণের শরীর তেজোময় এ প্রযুক্ত তাঁহারা ঐ বিরাট্ পুরুষের বাহু, দিক্ সকল তাঁহার কর্ণকুহর,

নাসে ঘ্রাণোস্য গন্ধো মুখমগ্নিরিদ্ধঃ ॥ ২৯ ॥
দ্যৌরক্ষিণী চক্ষুরভূৎপতঙ্গঃ পক্ষ্মাণি
বিষ্ণোরহণী উভেচ। তদ্ভ্রূবিজৃম্ভঃ পর
মেষ্ঠি ধিষ্ণ্যমাপোস্য তালু রস এব জিহ্বা ॥ ৩০ ॥
ছন্দাংস্যনন্তস্য শিরো গৃণন্তি দংষ্ট্রা যমঃ
স্নেহ কলা দ্বিজানি। হাসো জনোন্মাদ

শ্রোত্রমিন্দ্রিয়ং এবং নাসিকাদিষ্বপি নাসত্যদস্রৌ অশ্বিনৌ নাসে নাসাপুটে ইদ্ধঃ দীপ্তঃ ॥ ২৯ ॥

দ্যৌঃ অন্তরীক্ষং নেত্র গোলকে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ং পতঙ্গঃ সূর্য্য অহনী রাত্র্যহনী। পরমেষ্ঠি ধিষ্ণ্যং ব্রহ্ম পদং। তালু অধিষ্ঠানং। জিহ্বা ইন্দ্রিয়ং ॥ ৩০ ॥

ছন্দাংসি বেদাঃ শিরো ব্রহ্মরন্ধ্রং। স্নেহকলাঃ পুত্রাদি স্নেহলেশাঃ

শব্দ সকল তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়, অশ্বিনী কুমার দ্বয় তাঁহার দুই নাসিকা, গন্ধ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়, এবং প্রদীপ্ত অনল তাঁহার মুখ ॥ ২৯ ॥

অপর অন্তরীক্ষ তাঁহার চক্ষুর্গোলক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয়, রাত্রি এবং দিবস তাঁহার চক্ষুর দুই পক্ষ্ম, ব্রহ্মাপদ তাঁহার ভ্রূবিভঙ্গ, জল তাঁহার তালু অর্থাৎ জিহ্বার অধিষ্ঠান, এবং রস তাঁহার রসনেন্দ্রিয় ॥ ৩০ ॥

অপিচ বেদ সকল তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র, যম তাঁহার দন্তপঙ্ক্তি, পুত্রাদি স্নেহ লেশ তাঁহার দন্ত, লোক সকলের উন্মাদকারিণী

করীচ মায়া দুরন্তসর্গো যদপাঙ্গমোক্ষঃ ॥ ৩১ ॥
ব্রীড়োত্তরৌষ্ঠোঽধর এব লোভো ধর্ম্মস্তনো
ঽধর্ম্ম পাথোঽস্য পৃষ্ঠঃ। কস্তস্য মেঢ্রং বৃষ
ণৌচ মিত্রৌ কুক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োঽস্থিসংঘাঃ ॥ ৩২ ॥
নদ্যোস্য নাড্যোথ তনূরুহাণি মহীরুহা
বিশ্বতনোর্নৃপেন্দ্র। অনন্তবীর্য্যঃ শ্বসিতং
মাতরিশ্বা গতির্বয়ঃ কর্ম্ম গুণপ্রবাহঃ ॥ ৩৩ ॥
ঈশস্য কেশান্ বিদুরম্বুবাহান্ বাসস্তু সন্ধ্যাং

দ্বিজানি দন্তা যগুত্বমার্য। দুরন্তঃ অপারঃ সর্গ ইতি যৎ স তস্য কটাক্ষঃ ॥ ৩১ ॥

অধর্ম্ম মার্গোঽস্য পৃষ্ঠভাগঃ কঃ প্রজাপতিঃ। মিত্রৌ মিত্রাবরুণৌ ॥ ৩২ ॥

অনন্তং বীর্য্যং যস্য সঃ বয়ঃকালঃ তস্য গমনং। গুণ প্রবাহঃ প্রাণিনাং সংসারঃ কর্ম্ম তস্য ক্রীড়া ॥ ৩৩ ॥

ভূম্নঃ বিভোঃ। অব্যক্তং প্রধানং স প্রসিদ্ধঃ চন্দ্রমাঃ তদীয়ং মনঃ সর্ব্বেষাং

মায়া তাঁহার হাস্য এবং অপার সংসার তাঁহার কটাক্ষ ॥ ৩১ ॥

আর ব্রীড়া তাঁহার উত্তরোষ্ঠ, লোভ তাঁহার অধর, ধর্ম্ম তাঁহার স্তন, অধর্ম্ম মার্গ তাঁহার পৃষ্ঠভাগ, প্রজাপতি তাঁহার মেঢ্র, মিত্রাবরুণ তাঁহার দুই বৃষণ, সমুদ্র সকল তাঁহার কুক্ষিদেশ এবং পর্ব্বত সকল তাঁহার অস্থি ॥ ৩২ ॥

হে নৃপেন্দ্র! নদী সকল তাঁহার নাড়ী, বৃক্ষ সকল তাঁহার লোম, অনন্তবীর্য্য বায়ু তাঁহার নিশ্বাস, বয়ঃকাল তাঁহার গমন এবং প্রাণিদিগের সংসার তাঁহার কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রীড়া ॥ ৩৩ ॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! মেঘ সকল তাঁহার কেশ, সন্ধ্যা তাঁহার

কুরুবর্য্য ভূম্নঃ। অব্যক্তমাহুর্হৃদয়ং
মনশ্চ সচন্দ্রমাঃ সর্ব্ববিকারকোষঃ॥ ৩৪॥
বিজ্ঞানশক্তিং মহিমামনন্তি সর্ব্বাত্মনোঽন্তঃ
করণং গিরিত্রং। অশ্বাশ্বতর্য্যুষ্ট্র গজা নখা
নি সর্ব্বে মৃগাঃ পশবঃ শ্রোণি দেশে॥ ৩৫॥
বয়াংসি তদ্ব্যাকরণং বিচিত্রং মনুর্ম্মনীষা

বিকারাণাং কোষ ইবাশ্রয় ভূতং॥ ৩৪॥

বিজ্ঞানশক্তিং চিত্তং মহিং মহত্তত্বং। অন্তঃকরণ মহঙ্কারং গিরিত্রং শ্রীরুদ্রং। গর্দ্দভাদ্বড়বায়মুৎপন্না অশ্বতরী॥ ৩৫॥

বয়াংসি পক্ষিণঃ তস্য ব্যাকরণং নাম রূপে ব্যাকরবাণীতি শ্রুত্যুক্তং বিচিত্রং শিল্পনৈপুণ্যং। যথাহু যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকাশ্চ হরিতী কৃতাঃ। ময়ূরা শ্চিত্রিতা যেন সতে বৃত্তিং বিধাস্যতীতি মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ মনীষা বুদ্ধিঃ। মনুজঃ পুরুষঃ নিবাসঃ আশ্রয়ঃ পুরুষত্বে চাবিস্তরা মাত্মেতি শ্রুতেঃ। গন্ধর্ব্বাদীনাং স্বন্বৈক্যং

বসন, অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান প্রকৃতি তাঁহার হৃদয়, এবং প্রসিদ্ধ চন্দ্রমা তাঁহার মনঃ, ঐ মনই সকল বিকারের কোষ অর্থাৎ আশ্রয়॥ ৩৪॥

মহারাজ! পণ্ডিতেরা বিজ্ঞান শক্তি অর্থাৎ চিত্তকেই তাঁহার মহত্তত্ত্ব বলেন, শ্রীরুদ্র, তাঁহার অহঙ্কারতত্ত্ব, অশ্ব, অশ্বতরী, উষ্ট্র এবং হস্তী ইত্যাদি তাঁহার নখ, অপর সমস্ত মৃগ পশু তাঁহার কটিদেশ॥ ৩৫॥

পক্ষি সকল তাঁহার বিচিত্র শিল্প নৈপুণ্য, স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার মনীষা অর্থাৎ বুদ্ধি, পুরুষ তাঁহার আশ্রয় স্থান, গন্ধর্ব্ব,

মনুজো নিবাসঃ। গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর চার
ণাপ্সরঃ স্বরস্মৃতীরসুরানীক বীর্য্যঃ ॥ ৩৬ ॥
ব্রহ্মাননং ক্ষত্রভুজো মহাত্মা বিড়ূরুরঙ্ঘ্র্যা
শ্রিতকৃষ্ণবর্ণঃ। নানাভিধাভীজ্যগণো
পপন্নো দ্রব্যাত্মকঃ কর্ম্ম বিতানযোগঃ ॥ ৩৭ ॥
ইয়ানসাবীশ্বর বিগ্রহস্য যঃ সন্নিবেশঃ

গন্ধর্ব্বাদয়ঃ স্বরস্মৃতীঃ ষড়জাদি সুরস্মৃতয় ইত্যর্থঃ। অসুরানীকং বীর্য্যং যস্য। স্বরঃ স্মৃতিরসুরানীকবীর্য্য ইতি পাঠে গন্ধর্ব্বাদয়ঃ স্বরঃ। অসুর সমূহ শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদঃ স্মৃতিস্তস্তেতি ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মা বিপ্র স্তদাননং মুখং। ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়ো ভুজো যস্য সঃ। বিট্ বৈশ্যঃ ঊরুর্যস্য। অঙ্ঘ্র্যাশ্রিতঃ কৃষ্ণবর্ণঃ শূদ্রো যস্য। নানাভিধা নামানি যেষাং তেচ তেইজ্যা দেবাশ্চ তেষাং গণৈর্ব্বসুরুদ্রাদিভিঃ উপপন্নো যুক্তঃ। দ্রব্যাত্মকো হরিঃ সাধ্যঃ বিতান যোগঃ যজ্ঞ প্রয়োগঃ তস্য কর্ম্ম কার্য্য আবশ্যকোঽভিপ্রেত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ইয়ান্ এতাবান্ সন্নিবেশঃ অবয়ব সংস্থানং অস্মিন্ কিকিন্নাস্তি তস্মিন্ ॥৩৮॥

বিদ্যাধর, চরণ, অপ্সরোগণ, তাঁহার স্বর স্মৃতি, অসুর সৈন্য তাঁহা বীর্য্য, ॥ ৩৬ ॥

অপর ব্রাহ্মণ সকল তাঁহার আনন, ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার বাহু, বৈশ্য জাতি তাঁহার ঊরু, এবং শূদ্র তাঁহার চরণ,। তিনি নানাবিধ নামধারি বসু রুদ্র প্রভৃতি দেবগণে পরিবৃত, এবং হবিঃ সাধ্য যজ্ঞাদি প্রয়োগ তাঁহারই কার্য্য ॥ ৩৭ ॥

হে রাজন্! বীরাট্ মূর্ত্তির এই সকল অবয়ব সংস্থান

কথিতো ময়াতে। সন্ধার্য্যতেঽস্মিন্ বপুষি
স্থবিষ্ঠে মনঃ স্ববুদ্ধ্যা নযতোঽস্তি কিঞ্চিৎ॥ ৩৮॥
স সর্ব্বধীবৃত্ত্যনুভূতসর্ব্ব আত্মাযথা স্বপ্ন
জনেক্ষিতৈকঃ। তংসত্যমানন্দনিধিং

তদেবং চিত্ত স্থৈর্য্যার্থং বিরাড়্ দেহ জীবেশ্বরাণামভেদেনোপাসনমুক্তং। তত্রতু দেহ জীবাবীশ্বরে প্রবিলাপ্য সএব ধ্যেয় ইতি নির্দ্ধারয়তি স ইতি সর্ব্বেষাং ধীবৃত্তিভি রনুভূতং সর্ব্বং যেন স এক এব সর্ব্বান্তরাত্মা তমেব সত্যং ভজেত অন্যত্রোপলক্ষণে নসজ্জেত যত আসঙ্গাদাত্মনঃ পাতঃ সংসারো ভবতি। একস্য তত্তদিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বানুভূতৌ দৃষ্টান্তঃ স্বপ্নজানানা মীক্ষিতা যথেতি। স্বপ্নেহি কদাচিৎ বহূন্ দেহান্ প্রকল্প্য জীব স্তত্তদিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বং পশ্যতি তদ্বৎ।

তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, মুমুক্ষু ব্যক্তিরা স্ব স্ব বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরের এই স্থূল শরীরেই মনো ধারণ করিয়া থাকেন, এ কারণ এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু নাই ॥ ৩৮ ॥

মহারাজ! স্বপ্নে যেমন জীব কথন কথন অনেক দেহ কল্পনা করিয়া তত্তদ্দেহের ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সমস্ত দর্শন করে তাহার ন্যায়, সেই এক বিরাট্ মূর্ত্তি ভগবান্ সকলের বুদ্ধি বৃত্তি দ্বারা সকলই অনুভব করেন, এবং তিনিই সকলের অন্তরাত্মা, অতএব যোগী জন সেই আনন্দ নিধি বিরাট্ পুরুষেই মনোধারণ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিবেন, অন্যত্র আসক্ত হইবেন না, কারণ অন্যত্র আসক্ত হইলে সংসার

ভজেত নান্যত্র সজ্জেদযত আত্মপাতঃ ॥ ৩৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে মহাপুরুষ সংস্থান বর্ণনং প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

এবং পুরা ধারণয়াত্মযোনির্নষ্টাং স্মৃতিং প্রত্যব

ঈশ্বরস্তত্ত বিদ্যাশক্তিস্তান্নবন্ধঃ ॥ ৩৯ ॥

॥ * ॥ ইতি দ্বিতীয়ে প্রথমঃ ॥ * ॥

দ্বিতীয়েতু ততঃ স্থূল ধারণাতো জিতং মনঃ। সর্ব্বসাক্ষিণি সর্ব্বেশে বিষ্ণৌধার্য্য মিতীর্য্যতে॥ দৃশ্যালম্বন রূপৈব মুক্তা বৈরাজ ধারণা। ইহোচ্যতে তু তৎসাধ্যা সর্ব্বাশ্চর্য্যাদিধারণা ॥ ০ ॥

তত্র তাবৎ পূর্ব্বোক্ত ধারণায়া অবান্তরফলমাহ এবং যা ধারণা তয়া তুষ্টাদ্ধরেঃ

দুর্নিবার হয় ॥ ৩৯ ॥

॥ * ॥ ইতি দ্বিতীয়ে প্রথম ॥ * ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্থূল রূপ ধারণা দ্বারা মনঃ জিত হইলে সর্ব্ব সাক্ষি স্বরূপ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুতে ঐ মনঃ ধারণ করিবার কথা বর্ণনঃ ॥ ০ ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা এই প্রকার ধারণা দ্বারা ভগবান্ হরিকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার প্রসাদে প্রলয় সময়ে বিনষ্টা সৃষ্টি—স্মৃতি পুনর্ব্বার লাভ করেন। তাহাতেই স্থির মতি এবং অমোঘ দৃষ্টি হইয়া এই বিশ্ব প্রলয়ের পূর্ব্বে যদ্রূপ ছিল তদ্রূপ সৃষ্টি করিতে তাঁহার সামর্থ্য

রুদ্ধ্যা তুষ্টাৎ। তথা সসর্জ্জেদমমোঘ
দৃষ্টি র্যথাপ্যয়াৎ প্রাগ্ব্যবসায় বুদ্ধিঃ ॥ ১ ॥
শাব্দস্যহি ব্রহ্মণ এষ পন্থা যন্নামভি
র্ধ্যায়তি ধীরপার্থৈঃ। পরিভ্রমংস্তত্র।
নবিন্দতেঽর্থান্মায়াময়ে বাসনয়া শয়ানঃ ॥ ২ ॥

পুরা প্রলয় সময়ে নষ্টাং স্মৃতিস্মৃতিং প্রত্যবরুদ্ধ্যা লব্ধা অপ্যয়াৎ বিনাশাৎ প্রাগিদং বিশ্বং যথাসীত্তথা সসর্জ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি যস্য ইতি অতএবামোঘদৃষ্টি র্ভবেতি অতস্তয়া ধারণয়া বিশ্বসৃষ্টি সামর্থ্যং ভবতি ॥ ১ ॥

উপাসনা ফলাদপি বিরক্তস্য শুদ্ধায় ধারণায়ামধিকারঃ অতো· বৈরাগ্যার্থং সর্ব্বকর্ম্ম ফলং নিন্দতি। শাব্দং শব্দময়ং ব্রহ্ম বেদস্তস্য এষ, পন্থাঃ কর্ম্মফল বোধন প্রকারঃ কোসৌ অপার্থৈরর্থশূন্যৈরেব স্বর্গাদিনামভির্ধী র্ধ্যায়তি তত্তদিচ্ছাং করো-তীতিবৎ। অপার্থত্বমেবাহ তত্র মায়াময়ে পথি বাসনয়া শয়ানঃ স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব পরিভ্রমন্নর্থান্ন বিন্দতে। তত্তল্লোকং প্রাপ্তোপি নিরবদ্যং সুখং নলভত ইত্যর্থঃ।২

হয়, অতএব ধারণার ফল সামান্য নহে ইহাতে বিশ্ব সৃজন সামর্থ্যও হইতে পারে ॥ ১ ॥

বেদের বর্ত্ম অর্থাৎ কর্ম্ম ফল বোধনের প্রকার এই যে অর্থ শূন্য স্বর্গাদি নাম সৃষ্টি করিয়া তত্তদ্বিষয়ের চিন্তায় বুদ্ধিকে ব্যাকুলিত করিয়া দেয়। পরন্তু সুখ বাসনায় শয়ান পুরুষ যেমন স্বপ্ন যোগে সুখ দর্শন মাত্র করে, বস্তুতঃ-ভোগ করিতে পায় না, তাহার ন্যায় মায়াময় পথে ভ্রমণকারি জন তত্তৎ লোক প্রাপ্ত হইলেও পরমার্থতঃ নিরবদ্য সুখ লাভ করিতে পায় না ॥ ২ ॥

অতঃ কবির্নামসু যাবদর্থঃ স্যাদপ্রমত্তো
ব্যবসায় বুদ্ধিঃ। সিদ্ধেন্যথার্থে ন যতে
ত তত্র পরিশ্রমং তত্র সমীক্ষমাণঃ ॥৩॥
সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈ র্বাহৌ
স্বসিদ্ধেহ্যুপবর্হণৈঃ কিং। সত্যঞ্জলৌকিং.

তর্হি সর্ব্বথা কর্ম্ম ফলত্যাগে সদ্য এব দেহপাতঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অতঃ কবির্নাম মাত্রেষু ভোগেষু যাবতা অর্থো দেহনির্ব্বাহো যস্য তথাভূতঃ স্যাৎ। অপ্রমত্তঃ তাবন্মাত্রে প্যনাসক্তঃ। ব্যবসায়বুদ্ধিঃ নেদং সুখমিতি নিশ্চয়বান্। তদপি তত্র তস্মিন্নর্থে অন্যথৈব সিদ্ধে সতি। তত্র প্রযত্নে পরিশ্রমং পশ্যন্ ন যতেত ॥ ৩ ॥

অন্যথা সিদ্ধিত্বমাহ সত্যামিতি দ্বাভ্যাং। কশিপোঃ শয্যায়াঃ স্বতঃ সিদ্ধে

অতএব নামমাত্র ভোগ্য বস্তুতে যত্ন করা পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে, যাবন্মাত্র ভোগ্য বিষয় দ্বারা দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে বুদ্ধিমান্ লোকে তাবন্মাত্রই গ্রহণ করিবেন। তাহাতেও আসক্ত হইবেন না, এবং তাহা যে সুখপ্রদ নহে ইহা নিশ্চয় করিয়া রাখিবেন। আর দেহ যাত্রা নির্ব্বাহার্থ বস্তু যদিস্যাৎ প্রকারান্তরে সিদ্ধ হয় তবে পুনশ্চ তদর্থ পরিশ্রম বৃথা বোধ করিয়া তাহার জন্যও আর যত্ন করিবেন না। ৩

মহারাজ! দেহ যাত্রা নির্ব্বাহার্থ অনেক বিষয় অন্য প্রকারে সিদ্ধ আছে তদর্থ যত্ন করা নিরর্থক, দেখ ভূমি সর্ব্বত্রই আছে তাহাতে শয়ন করা যাইতে পারে, তবে শয়নার্থ শয্যার প্রয়াসের আবশ্যক কি? অপর স্বতঃ সিদ্ধ দুইটী বাহু রহিয়াছে তাহাতে মস্তক রাখিয়া অনায়াসে নিদ্রা যাইতে

পুরুধান্নপাত্র্যা দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ ॥ ৪ ॥
চীরাণি কিং পথি নসন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈরাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোপ্যশুষ্যন্।

ধাতৌ সতি উপবর্হণৈঃ উচ্ছীর্ষকৈঃ। পুরুধা বাহু প্রকারয়া অন্নপাত্র্যা ভোজন পাত্রেণ ॥ ৪ ॥

নন্ দিক্ সদ্ভাবো নাম নগ্নত্বমেব বল্কলং অন্নং তোয়ং বাসঃ স্থানঞ্চ যাচ্ঞা প্রযত্নং বিনা কথং প্রাপ্যেত তত্রাহ চীরাণি বস্ত্রখণ্ডানি। পরান্ বিভ্রতি পুষ্ণন্তি ফলাদিভির্যে গুহা গিরিদর্য্যঃ। নন্ কদাচিদেষামলাভে কিং কার্য্যং তত্রাহ অজিতো হরিঃ উপসন্নান্ শরণাগতান্ কিং অবতি নরক্ষতি কিং শব্দস্য পূর্ব্বত্রাপি সম্বন্ধঃ। উক্তঞ্চ ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।

পারা যায়, তাহা থাকিতে অন্য উপবর্হণ অর্থাৎ বালিশের প্রয়োজন কি? আর অঞ্জলি বিদ্যমান থাকিতেই বহু বিধ ভোজন পাত্রের চেষ্টায় আবশ্যক কি? অর্থাৎ যখন যাহা ভোজন করিতে ইচ্ছা হইবে তখন তাহা হস্তে রাখিয়া ভোজন করিলেই ভোজন সিদ্ধি হইবেক, এবং দিক্ ও বৃক্ষতক্ সর্ব্বত্রেই অনায়াস লভ্য, এ সকল থাকিতে পট্ট বস্ত্রের চেষ্টায় প্রয়োজন কি? ॥ ৪ ॥

যদিও দিগ্বাসাঃ হইলে শরীর নগ্ন থাকে এবং বল্কল, অন্ন, জল, বাসস্থান, এ সমস্তও বিনা যাচ্ঞায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সত্য, তথাচ তদর্থ ধনদুর্মদান্ধ ব্যক্তিদিগের সেবায় প্রয়োজন কি? পথে কি জীর্ণ বস্ত্র খণ্ড পড়িয়া থাকে না, বৃক্ষ সকল কি ফলাদি দ্বারা পরকে পোষণ করিয়া থাকে না, তাহাদের নিকট কি যাচ্ঞা করিলে তাহারা কি ভিক্ষা দেয় না? সকল নদীই কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? সমুদায় পর্ব্বতেরই গুহা

রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতিনোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্ ॥ ৫ ॥
এবং স্বচিত্তে স্বতএব সিদ্ধ আত্মা প্রিয়ো
ঽর্থো ভগবাননন্তঃ। তংনির্বৃতঃ সন্নিয়
তার্থো ভজেত সংসারহেতুপরমশ্চ যত্র ॥ ৬ ॥

যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ কথং ভক্তানুপেক্ষতে ইতি ধনেন যোদুর্ম্মদ স্তেনান্ধান্ ॥ ৫ ॥

তদা তেন কিং কর্ত্তব্যং হরিস্তু সেব্য ইত্যাহ এবং বিরক্তঃ সন্ তং ভজেত। ভজনীয়ত্বে হেতবঃ স্ব চিত্তে স্বতএব সিদ্ধঃ যত আত্মা অতএব যঃ প্রিয়ঃ তস্যচ সেবাসুখ স্বরূপৈব। অর্থঃ সত্যঃ নত্বনাত্মবন্মিথ্যা। ভগবান্ ভজনীয় গুণঃ অনন্তঃ নিত্যঃ য এবং ভূতঃ তং ভজেত নিয়তার্থঃ নিশ্চিতস্বরূপঃ। তদনুভবানন্দেন নির্বৃতঃ সন্নিতি স্বতঃ সুখাত্মত্বং দর্শিতং। কিঞ্চ যত্র যস্মিন্ ভজনে সতি সংসার হেতো রবিদ্যায়া উপরমো নাশো ভবতি ॥ ৬ ॥

কি রুদ্ধ হইয়াছে? যদি এ সমস্ত বস্তু কদাচিৎ লভ্য না হয় তাহা হইলেও ভগবান্ হরি কি শরণাগত ব্যক্তিদিগের রক্ষা করেন না? ॥ ৫ ॥

এই রূপ বিবেচনা দ্বারা বিষয় মাত্রে বিরক্ত হইয়া আপনার চিত্তে স্বতঃ সিদ্ধ আত্মার সেবা করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ তাঁহাতেই মনোধারণা করা উচিত। তিনি সত্য, অন্য২ অনাত্মের তুল্য মিথ্যা নহেন, এবং উপাস্যের যত গুণ থাকা আবশ্যক, তৎ সমুদায়ে সুসম্পন্ন ও অনন্ত অর্থাৎ নিত্য স্বরূপ। তাঁহার প্রতি নিশ্চিত রূপে মনোধারণ করিলে তদনুভবানন্দে নির্বৃত হইতে পারে, অপর, সংসারের হেতুরূপা অবিদ্যারও উপরতি হয় ॥ ৬ ॥

স্তু্যং ত্বনাদৃত্য পরমুচিন্তামৃতে পশূন
সতীং নাম কুর্য্যাৎ। পশ্যন্ জনং পতি
তং বৈতরণ্যাং স্বকর্ম্মজান্ পরিতাপাঞ্জুষাণং ॥ ৭ ॥
কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশ
মাত্রং পুরুষং বসন্তং। চতুর্ভুজং কঞ্জ

এতদেবাস্থ চিন্তা নিন্দয়া দৃঢ়য়তি ক ইতি তাং তথাভূতাং পরস্য হরে রনু চিন্তাং ধারণামনাদৃত্য পশূন্ কর্ম্মজড়ান্ বিনা। যথা পশুরেব স দেবানা মিতি শ্রুতেঃ। অসতীং বিষয় চিন্তাং কোনাম কুর্য্যাৎ তয়াচিন্তয়া বৈতরণ্যাং পতিতং তত্রচ স্বকর্ম্মজানাধ্যাত্মিকাদি ক্লেশান্ সেবমানং জনং পশ্যন্। বৈতরণী যমদ্বারস্থা নদী তত্তুল্যত্বাৎ সংসৃতি বৈঁরতনী ॥ ৭ ॥

তমেব ধারণাং সবিশেষণামাহ কেচিদিতি ষড়্‌ভিঃ। কেচিদ্বিরলাঃ স্বদেহস্য অন্তর্ম্মধ্যে যদ্ধৃদয়ং তত্র যোঽবকাশস্তস্মিন্ বসন্তং প্রাদেশস্তর্জন্যঙ্গুষ্ঠয়ো-

পশু অর্থাৎ কর্ম্ম জড় ভিন্ন অন্য কোন্ লোক ঐ প্রকার ভগবান্ হরির আরাধনায় অনাদর করিয়া বিষয় চিন্তা করিবে? বিষয় চিন্তায় রত হইলে সংসৃতি রূপ ভয়ানক বৈতরণী অর্থাৎ যম দ্বারস্থ নদীতে পতিত হইয়া স্ব ২ কর্ম্ম জন্য অধ্যাত্মিকাদি ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, ইহা দেখিলে কোন ব্যক্তির তাহাতে প্রবৃত্তি হইবে না ॥ ৭ ॥

কতক্‌গুলি লোকে স্ব ২ দেহের অভ্যন্তরে যে হৃদয় রূপ অবকাশ আছে তাহাতে বাসকারি প্রাদেশমাত্র পরিমাণ পুরুষেরই প্রতি মনো ধারণ করিয়া তাঁহারই স্মরণ করিয়া থাকেন। সেই পুরুষ চতুর্ভুজ এবং তাঁহার ভুজ চতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বিরাজমান ॥ ৮ ॥

রথাঙ্গ শঙ্খ গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ ৮ ॥
প্রসন্ন বক্তং নলিনায়তেক্ষণং কদম্ব
কিঞ্জল্ক পিসঙ্গবাসসং। লসন্মহারত্ন
হিরণ্ময়াঙ্গদং স্ফুরন্মহারত্নকিরীটকুণ্ডলং ॥ ৯ ॥
উন্নিদ্র হৃৎপঙ্কজকর্ণিকালয়ে যোগেশ্বরা
স্থাপিতপাদপল্লবং। শ্রীলক্ষণং কৌস্তুভ

বিস্তারঃ সএব মাত্রো প্রমাণং যস্যেতি হৃদয়পরিমাণং তত্রোপ চর্য্যতে। কঞ্জং পদ্মং রথাঙ্গং চক্রং ॥ ৮ ॥

নলিনং পদ্মং তদ্বৎ প্রসন্নে আয়তে দীর্ঘে ঈক্ষণে যস্য। কদম্ব কুসুমস্য কিঞ্জল্কঃ কেশর স্তদ্বৎ পিসঙ্গে পীতে বাসসী যস্য। লসন্তি মহারত্নানি যেষু-তানি স্বর্ণময়ানি কিরীট কুণ্ডলানি যস্য ॥ ৯ ॥

উন্নিদ্রং বিকসিতং যৎ হৃৎপঙ্কজং তস্য কর্ণিকৈবালয়ঃ স্থানং তস্মিন্। যোগেশ্বরৈরাস্থাপিতৌ পাদপল্লবৌ যস্য শ্রীয়েব লক্ষং চিহ্নং তদ্যুক্তং পামাদি বিহিতো মত্বর্থীয়ো ন প্রত্যয়ঃ। কৌস্তুভং রত্নং কন্ধরায়াং যস্য। অম্লানা

তাঁহার বদন অতিশয় প্রসন্ন, নয়নদ্বয় নলিন তুল্য প্রফুল্ল এবং আয়ত, বসন কদম্ব কুসুমের কেশরের ন্যায় পীতবর্ণ এবং রত্ন খচিত, স্বর্ণময় অঙ্গদ তথা কিরীট ও কুণ্ডল, অমূল্য রত্নে দেদীপ্যমান ॥ ৯ ॥

আর তাঁহার দুইটী পদপল্লব যোগেশ্বরগণ স্ব ২ বিকসিত হৃৎপদ্মের কর্ণিকারূপ আলয়ে সংস্থাপিত করিয়া সতত চিন্তা করেন এবং তিনি শ্রীবৎস রূপ চিহ্নে চিহ্নিত কৌস্তুভমণি ও অন্যান্য রত্ন তাঁহার গ্রীবাদেশে শোভমান এবং গলদেশে

রত্নকঙ্করমম্লানলক্ষ্ম্যা বনমালয়াচিতং ॥ ১০ ॥
বিভূষিতং মেখলয়াঙ্গুরীয়কৈর্ম্মহাধনৈ
র্নূপুর কঙ্কণাদিভিঃ। স্নিগ্ধামলাকুঞ্চিত
নীলকুন্তলৈ র্বিরোচমানাননহাসপেশলং ॥ ১১ ॥
অদীনলীলাহসিতেক্ষণোল্লসদ্ ভ্রূভঙ্গসংসূ
চিত ভূর্য্যনুগ্রহং। ঈক্ষেত চিন্তাময়মেন
মীশ্বরং যাবন্মনো ধারণয়াবতিষ্ঠতে ॥ ১২ ॥

লক্ষ্মীঃ শোভা যস্যাঃ তয়া বনমালয়া আচিতং ব্যাপ্তং ॥ ১০ ॥

স্নিগ্ধত্বাদি বিশিষ্টৈঃ কুন্তলৈ র্বিরোচমানে আননে যো হাসঃ তেন পেশলং সুন্দরং ॥ ১১ ॥

অদীনমুদারং যল্লীলা হসিতং তেন যদীক্ষণং তস্মিন্নুল্লসন্তো যে ভ্রূভঙ্গাঃ ভ্রূবিক্ষেপাঃ তৈঃ সংসূচিতো ভূর্য্যনুগ্রহো যেন। চিন্তাময়ং চিন্তয়া আবির্ভবন্তং ॥ ১২

অম্লানশোভাশালিনী বনমালায় বেষ্টিত ॥ ১০ ॥

অপর তাঁহার সকল অবয়ব মেখলা অঙ্গুরী এবং নূপুর কঙ্কণাদি মহামূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, আর তাঁহার বদন ঈষৎ কুঞ্চিত স্নিগ্ধ নির্ম্মল নীলবর্ণ কুন্তলে অতিশয় শোভমান এবং হাস্য দ্বারা পরম রমণীয় ॥ ১১ ॥

তাঁহার উদার লীলা হাস্য সহিত কটাক্ষপাতে চমৎকার ভ্রূভঙ্গি দেদীপ্যমানা হয়, তাহাতেই ভূরি ২ অনুগ্রহ চিহ্ন প্রকাশ পায়, অতএব যাবৎ পর্য্যন্ত ধারণায় মনঃ থাকিতে পারে তাবৎ সেই চিন্তাময় ঈশ্বরেরই চিন্তা করিবে ॥ ১২ ॥

একৈকশোঙ্গানি ধিয়ানুভাবয়েৎ পদাদি যাস
দ্ধসিতং গদাভৃতঃ। জিতং জিতং স্থানমপোহ্য
ধারয়েৎ পরং পরং শুদ্ধ্যতি ধীর্যথা যথা ॥ ১৩ ॥
যাবন্নজায়েত পরাবরেঽস্মিন্ বিশ্বেশ্বরে
দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ। তাবৎ স্থবীয়ঃ পুরু
ষস্য রূপং ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত ॥ ১৪ ॥

তস্যৈব ধ্যানমাহ একৈকশ ইতি। অনুভাবয়েৎ ধ্যায়েৎ। যদ্যৎ জিতং অযত্নতঃ স্ফুরিতং পাদ গুল্ফাদি স্থানং অবয়বং তত্তদপোহ্য ত্যক্ত্বা পরং পরং জঙ্ঘা জান্বাদি ধারয়েৎ ধ্যায়েৎ শুদ্ধ্যতি তস্মিন্ নিশ্চলা ভবতি ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত বৈরাজ ধারণায়া এতদ্ধারণাঙ্গত্বমাহ যাবদিতি। পরে ব্রহ্মাদয়োঽবরে কনিষ্ঠা যস্মাৎ। কুতঃ বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি নতু দৃশ্যে চৈতন্য ঘনত্বাৎ ভক্তিযোগঃ প্রেমলক্ষণঃ। ক্রিয়াবসানে আবশ্যক কর্ম্মানুষ্ঠানানন্তরং। অনেন কর্ম্মাপি ভক্তিযোগপর্য্যন্তমেবেত্যুক্তং ॥ ১৪ ॥

ঐ ভগবান্ গদাধারির এক একটী অঙ্গ অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে হইবেক, পাদ গুল্ফাদি যে অবয়ব অযত্নতঃ স্ফুরিত হয় সে সকলে বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন নাই। তাহা পরিত্যাগ করিয়া পর পর জঙ্ঘা জানু প্রভৃতির চিন্তা করিবে, তাহাতেই বুদ্ধি নিশ্চলা হইবে ॥ ১৩ ॥

এই রূপে যাবৎ পরাবর এবং দ্রষ্টা স্বরূপ বিশ্বেশ্বরে প্রেম লক্ষণা ভক্তিযোগ না জন্মে তাবৎ পর্য্যন্ত আবশ্যক ক্রিয়ানুষ্ঠানের পর যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার স্থূলতর রূপের স্মরণ করিবেক ॥ ১৪ ॥

স্থিরং সুখং চাসন আস্থিতো যদি র্যদাজিহা
সুরিমমঙ্গলোকং। দেশেচ কালেচ মনো
ন সজ্জয়েৎ প্রাণান্নিযচ্ছেন্মনসা জিতাসুঃ ॥ ১৫ ॥
মনঃ স্ববুদ্ধ্যা মলয়া নিযম্য ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং
নিলয়েত্তমাত্মনি। আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য

এবং তাবদাসন্নমৃত্যোঃ পুংসঃ কৃত্যমুক্তং। ইদানীং স্বচ্ছন্দ্যেব স্বয়ং দেহং ত্যক্তুমিচ্ছতঃ কৃত্যমাহ স্থিরমিতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ অঙ্গ হে রাজন্ এবং ভূতো যতি র্যদা ইমং লোকং দেহং জিহাসু র্হাতুমিচ্ছতি। তদা দেশ পুণ্যক্ষেত্রে কালেচ উত্তরায়ণাদৌ মনো ন সজ্জয়েৎ সঙ্গং ন প্রাপয়েৎ দেশ কালৌ যোগিনঃ ন সিদ্ধিহেতু কিন্তু যোগ এবেতি দৃঢ় নিশ্চয়ো ভূত্বা স্থিরং সুখকরং চাসনমাস্থিতঃ প্রাণান্নিযচ্ছেদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

এতাং বুদ্ধিং ক্ষেত্রজ্ঞে বুদ্ধ্যাদি দ্রষ্টরি নিলয়েৎ প্রবিলাপয়েৎ। তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং আত্মনি শুদ্ধে। তঞ্চ শুদ্ধমাত্মানং আত্মনি ব্রহ্মণি। অবরুধ্য

হে রাজন্! ঐ রূপে যোগকারী ব্যক্তি যদি স্বয়ং দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে পুণ্যক্ষেত্র এবং উত্তরায়ণকালের প্রতি মনোযোগ না করিয়া অর্থাৎ দেশ কাল সিদ্ধির কারণ নহে, এই রূপ নিশ্চয় করিয়া সুখকর আসনে অধ্যাসীন হইয়া মনো দ্বারা প্রাণ জয় করত প্রণায়াম করিবেন ॥ ১৫ ॥

অনন্তর নির্ম্মল বুদ্ধিযোগে মনের নিয়ম করিয়া সেই বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞে অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির দ্রষ্টা জীবেতে বিলীন করিবেন, পরে ক্ষেত্রজ্ঞকে শুদ্ধ আত্মায় লয় করিয়া সেই শুদ্ধ আত্মাকে পরব্রহ্মের সহিত ঐক্য করিবেন, তাহার পরেই নিবৃত্তি প্রাপ্ত

ধীরো লব্ধোপশান্তি র্বিরমেত কৃত্যাৎ ॥ ১৬ ॥
ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ কুতো
নু দেবা জগতাং য ঈশিরে। ন যত্র সত্ত্বং
ন রজস্তমশ্চ নবৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানং ॥ ১৭॥

একীকৃত্য লব্ধোপশান্তিঃ প্রাপ্ত নির্বৃতিঃ সন্ কৃত্যাদ্বিরমেৎ। ততঃ পরং প্রাপ্যা ভাবাৎ ॥ ১৬ ॥

তদেবাহ ন যত্রেতি। যত্র আত্ম স্বরূপে কালো ন প্রভুঃ কিমপি কর্ত্তুং ন সমর্থঃ। অতএব দেবা ন প্রভবঃ ইত্যাহ অনিমিষাং দেবানাং পরঃ প্রভুঃ কালোপি যত্র ন প্রভুঃ তত্র কুতো নু দেবাঃ প্রভবঃ স্যুঃ। দেব নিযম্যানাং জগতাং প্রাণিনাং কা বার্ত্তেত্যাহ জগতামিতি। কুতো ন প্রভবন্তীত্যপেক্ষায়াং নিরুপাধিত্বাদিত্যাহ ন যত্রেত্যাদি। যদ্বা জগৎ কারণান্যপি ন যস্য সৃষ্ট্যাদৌ প্রভবন্তীত্যাহ ন যত্রেতি বিকারোঽহঙ্কারঃ ॥ ১৭ ॥

হইয়া কৃত্য হইতে বিরত হইবেন অর্থাৎ তৎপরে আর প্রাপ্য বস্তু নাই ॥ ১৬ ॥

এই রূপে আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে দেবগণের পরম প্রভু কালও তাঁহার কিছু করিতে সমর্থ হয় না দেবতারা কি রূপে সমর্থ হইতে পারিবেন ? অপর দেবগণ জগতের ঈশ্বর তাঁহারা যদিস্যাৎ কিছু করিতে না পারিলেন তবে তাঁহাদের অধীন প্রাণিদিগের ত কথাই নাই, অর্থাৎ তাহারাও কিছু করিতে পারে না। ফলতঃ আত্ম স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে আর অন্যের প্রভুত্ব সম্ভাবনা কি ? তদবস্থায় সত্ব রজঃ অথবা তমঃ কিছুই থাকে না, এবং অহঙ্কারতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি ইত্যাদি জগৎ কারণ সকলও আর তাঁহার সৃষ্ট্যাদিতে প্রভু হয় না ॥ ১৭ ॥

পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্যন্নেতি নেতী
ত্যতদুৎ সিসৃক্ষবঃ। বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্য
সৌহৃদা হৃদোপগুহ্যার্হং পদং পদে পদে॥ ১৮॥
ইত্থং মুনিস্তূপরমেদ্ব্যবস্থিতো বিজ্ঞানদৃগ্বীর্য্য

নিরুপাধিত্বং স্ফুট ইত্যত আহ পরমিতি। যদ্যস্মাৎ অতৎ আত্ম ব্যতিরিক্তং নেতি নেতীত্যেব মুৎস্রষ্টুমিচ্ছবো দৌরাত্ম্যং দেহাদ্যাত্মত্বং বিসৃজ্য অর্হ্যস্য পূজ্যস্য শ্রীবিষ্ণোঃ পদং পদে পদে ক্ষণে ক্ষণে হৃদা উপগুহ্য আশ্লিষ্য। নান্যস্মিন্ সৌহৃদং যেষাং তথা ভূতাঃ সন্তঃ। তদ্বৈষ্ণবং পদং অতএব পরং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠমামনন্তীত্যন্বয়ঃ॥ ১৮॥

তস্মাদিত্থং ব্রহ্মত্বেন ব্যবস্থিতো মুনিরুপরমেৎ। তু শব্দেন যদি প্রযাস্যন্নিতি বক্ষ্যমাণাৎ সকাসাদ্বিশেষ উক্তঃ। তমাহ বিজ্ঞায়তেঽনেনেতি বিজ্ঞানং শাস্ত্রং তেন জাতা দৃক্ জ্ঞানং তস্যা বীর্য্যং বলং তেন সুরন্ধিতা বিহিংসিতা আশয়াঃ

ঐ যোগী আত্ম ব্যতিরিক্ত বস্তু মাত্রকে "নেতি, নেতি" অর্থাৎ ইহা নহে, ইহা নহে এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করাতে ইচ্ছা করাতে দেহাদিতে আত্ম বুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক ক্ষণে ক্ষণে শ্রীবিষ্ণুর পদকেই হৃদয় দ্বারা আলিঙ্গন করেন, তাহাতে তৎকালে অন্যত্র সৌহৃদ্য থাকে না, অতএব পণ্ডিতেরা সেই বিষ্ণুর পদকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন, ফলে সেই অবস্থায় কোন উপাধি সম্বন্ধ থাকে না॥ ১৮॥

এই রূপে বিশ্বকে ব্রহ্ম স্বরূপে ভাবনা করিয়া ঐ মুনি ক্রমে ক্রমে উপরত হইবেন। শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা তাঁহার যে জ্ঞান জন্মিবে তাহার প্রভাবে বিষয় বাসনা সকল নষ্ট হইয়া যাইবে। তাঁহার দেহত্যাগ প্রায় এই প্রকারেই হয়, যথা

স্বরক্ষিতাশয়ঃ। স্বপার্ষ্ণিণাপীড্য গুদং ততো
নিলং স্থানেষু ষট্ সূন্নময়েজ্জিত ক্লমঃ॥ ১৯।
নভ্যাং স্থিতং হৃদ্যধিরোপ্য তস্মাদুদান
গত্যোরসি তং নয়েন্মুনিঃ। ততোনু স
ন্ধায় ধিয়া মনস্বী স্বতালুমূলং শনকৈর্নয়েত্॥ ২০॥

বিষয় বাসনা যস্য সঃ। ইদানীং তস্য দেহত্যাগে প্রকারমাহ। স্বপার্ষ্ণিণা স্বাদ মূলেন গুদং মূলাধারং আপীড্য নিরুদ্ধ্য অনিলং প্রাণং উন্নময়েৎ উর্দ্ধং নয়েৎ। জিতঃ ক্লমো যেন ষটসু স্থানেষু নাভ্যাদিষু॥ ১৯॥

নাভ্যাং মণিপূরকে স্থিতং হৃদি অনাহতচক্রে মনস্বী জিতচিত্তঃ স্বতালু মূলং তস্যৈব চক্রস্যাগ্রদেশং ততো বহুধা গমন সম্ভবাৎ শনকৈরিত্যুক্তং॥ ২০॥

তিনি আপনার পাদমূল দ্বারা মূলাধার (গুহ্য রন্ধ্র) নিরোধ করিয়া অশ্রান্তভাবে নাভি ইত্যাদি ছয় স্থানে অর্থাৎ নাভি, তালুমূল, ভ্রূমধ্য, এবং ব্রহ্মরন্ধ্র, এই ছয় স্থানে প্রাণ বায়ুকে নীত করেন॥ ১৯॥

অনন্তর নাভিদেশে মনিপূরচক্রে অবস্থিত প্রাণ বায়ুকে হৃদয়স্থ অনাহতচক্রে লইয়া যান, পরে ঐ স্থান হইতে উদান বায়ুর গতিক্রমে তাহাকে বক্ষঃস্থলে অর্থাৎ কণ্ঠদেশের অধোভাগে স্থিত বিশুদ্ধ চক্রে নীত করেন, তাহার পর জিত চিত্ত হইয়া বুদ্ধি দ্বারা অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহাকে আপনার তালু মূলে অর্থাৎ ঐ বিশুদ্ধাখ্য চক্রের অগ্রভাগে অগ্রে২ লইয়া যান॥ ২০॥

তস্মাদ্ভ্রুবোরন্তরমুন্নয়েত নিরুদ্ধ সপ্তা
য়তনো নপেক্ষঃ। স্থিত্বা মুহূর্ত্তার্দ্ধমকুণ্ঠ
দৃষ্টি র্নির্ভিদ্য মূর্দ্ধন্ বিসৃজেৎ পরং গতঃ॥ ২১॥
যদি প্রযাস্যন নৃপ পারমেষ্ঠ্যং বৈহায়
সানামুত যদ্বিহারং। অষ্টাধিপত্যং গুণ

তস্মাৎ ভ্রুবোরন্তরং আজ্ঞাচক্রং নিরুদ্ধানি শ্রোত্রে নেত্রে নাসিকে মুখং চেত্যেবং সপ্তায়তনানি প্রাণমার্গা যেন সঃ। অনপেক্ষশ্চেৎ পরং ব্রহ্মগতঃ সন্ মূর্দ্ধন্ মূর্দ্ধনি ব্রহ্মরন্ধ্রে নির্ভিদ্য দেহমিন্দ্রিয়ানিচ বিসৃজেৎ॥ ২১॥

সদ্যোমুক্তিমুক্ত্বা ক্রমমুক্তিমাহ যদীতি দশভিঃ। যদিতু পারমেষ্ঠ্যং পদং প্রয়াস্যন্ ভবতি। বৈহায়সানাং খেচরাণাং সিদ্ধানাং যদ্বিহারং ক্রীড়াস্থানং কীদৃশং অষ্টাধিপত্যানি অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যানি যস্মিন্ তদপি প্রয়াস্যন্। ক গুণ

তদনন্তর প্রাণের সপ্তমার্গ যে শ্রোত্রদ্বয়, নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয় এবং মুখ, ইহাদিগকে নিরোধ পূর্ব্বক ঐ বিশুদ্ধ চক্রের অগ্রভাগ হইতে প্রাণ বায়ুকে লইয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি আজ্ঞাচক্রে নীত করেন। তৎপরে যদি একেবারে অনপেক্ষ হন অর্থাৎ কোন প্রকার ভোগাকাঙ্ক্ষা না থাকে তাহা হইলে ঐ স্থানে অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত থাকিয়া পরব্রহ্ম গত হওত ঐ প্রাণকে ব্রহ্মরন্ধ্রে নীত করিবেন, তাহার পরেই ব্রহ্মরন্ধ্র নির্ভেদ করিয়া প্রয়াণ সময়ে দেহ এবং ইন্দ্রিয় সকল পরিত্যাগ করিবেন॥ ২১॥

কিন্তু যদি সদ্যো মুক্তি লাভের অভিলাষ না থাকে অর্থাৎ যদি ব্রহ্মপদ অথবা সিদ্ধগণের ক্রীড়াস্থান কিম্বা অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য অথবা সর্ব্বত্র আধিপত্য লাভের আকাঙ্ক্ষা

সন্নিবায়ে সহৈব গচ্ছেম্মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ ॥ ২২ ॥
যোগেশ্বরাণাং গতিমাহুরন্তর্বহিস্ত্রিলোক্যাঃ
পবনান্তরাত্মনাং। ন কর্ম্মভিস্তাং গতিমাপ্নু
বন্তি বিদ্যা তপো যোগ সমাধিভাজাং ॥ ২৩ ॥
বৈশ্বানরং যাতি বিহায়সা গতঃ সুষুম্নয়া

সন্নিবায়ে গুণ সমুদায় রূপে ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্রেত্যর্থঃ। তর্হি দেহত্যাগাবসরে মনশ্চ ইন্দ্রিয়াণিচ ন ত্যজেৎ কিন্তু তৈঃ সহৈব তত্তল্লোক ভোগার্থং গচ্ছেৎ ॥ ২২ ॥

যতঃ কর্ম্মগতি বৎ ন যোগগতিঃ পরিচ্ছিন্নেত্যাহ যোগেশ্বরাণাং ত্রিলোক্যা অন্তর্ব্বহিশ্চ মহর্লোকাদিষু ব্রহ্মাণ্ডাৎ বহিশ্চ গতিমাহুঃ অত্র হেতুঃ পবনস্তান্তঃ আত্মা লিঙ্গং শরীরং যেষামিতি। বিদ্যা উপাসনা তপো ভগবদ্ধর্ম্মঃ। যোগোহষ্টাঙ্গঃ। সমাধি জ্ঞানং তান্ যে ভজন্তি তেষাং যা গতিস্তাং ॥ ২৩ ॥

তমাহ বৈশ্বানরমিত্যষ্টভিঃ। বিহায়সা আকাশেন তত্রচ ব্রহ্মলোক পথেন গতঃ সন্। তত্র প্রথমং বৈশ্বানরং অগ্ন্যভিমানিনীং দেবতাং যাতি। কেনো

হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেহত্যাগ সময়ে মনঃ এবং ইন্দ্রিয় সকল পরিত্যাগ না করিয়া তত্তল্লোক ভোগার্থ ঐ সকলের সহিত প্রাণ বায়ুর নির্গমন করিতে হইবে ॥ ২২ ॥

কর্ম্মগতির তুল্য যোগের গতি পরিচ্ছন্ন নহে, বায়ুর মধ্যে যোগিদিগের লিঙ্গ শরীর থাকে তদ্দ্বারা ত্রিলোকীর অন্তরে এবং বহির্ভাগে গমনাগমন হইতে পারে অতএব তাঁহারা উপাসনা, ভগবদ্ধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গ যোগ এবং সমাধি করিয়া যে গতি প্রাপ্ত হয়েন কর্ম্মী সকল কেবল কর্ম্ম দ্বারা সেই গতি পাইতে পারেন না ॥ ২৩ ॥

যে সকল কর্ম্মী যাগযজ্ঞাদি করেন তাঁহারা দেহান্তে

ব্রহ্মপথেন শোচিষা। বিধূত কল্কোঽথ
হরেরুদস্তাৎ প্রয়াতি চক্রং নৃপশৈশুমারং ॥ ২৪ ॥
তদ্বিশ্বনাভিং ত্বতিবর্ত্ত্য বিষ্ণোরনীয়সা
বিরজেনাত্মনৈকঃ। নমস্কৃতং ব্রহ্মবিদা

পায়েন সুষুম্নয়া নাড্যা। সাচ দেহাদ্বহিরপি বিততাস্তীত্যাহ শোচিষা জ্যোতির্ময্যা। বিধূত স্ত্যক্তঃ কল্কো মলং যেন সঃ কাপ্যসজ্জমান ইত্যর্থঃ। উদস্তা দুপরিষ্টাৎ বর্ত্তমানং হরেঃ সম্বন্ধি তারা রূপং নারায়ণাধিষ্ঠানমিত্যর্থঃ। শৈশুমারং চক্রং পঞ্চমস্কন্ধে বক্ষ্যমাণং শিশুমারাকারং জ্যোতিশ্চক্রং চক্রস্থানি আদিত্যাদি ধ্রুবান্তানি পদানি প্রযাতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

তদ্বিষ্ণোশ্চক্রং বিশ্বস্য নাভিং সূর্য্যাদ্যাশ্রয়ঃ ভূতং। আবিষ্ট লিঙ্গত্বান্নাভিশব্দস্য ন ষণ্ডত্বং। অতিবর্ত্ত্য অতিক্রম্য পরতঃ স্বর্গিণাং গত্যভাবাৎ একএব নির্ম্মলেন লিঙ্গ শরীরেণ ব্রহ্মবিদাং স্থানং অন্যৈর্নমস্কৃতং মহর্লোকমুপৈতি।

আকাশ পথে গমন করত প্রথমে ব্রহ্মলোক পথ স্বরূপা জ্যোতির্ম্ময়ী সুষুম্না নাড়ী যোগে অগ্ন্যভিমানিনী দেবতার নিকট যান, তথায় তাঁহাদের পাপ সকল ক্ষালিত হয়, তাহার পরে উপরি স্থিত হরি সম্বন্ধীয়, শিশুমারাকার জ্যোতিশ্চক্র যাহা তারকা রূপে নারায়ণের অধিষ্ঠান স্থান, তাহা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ঐ চক্রস্থ আদিত্যাদি ধ্রুবান্ত পদ সকল প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥

তদনন্তর বিশ্বের নাভি স্বরূপ সেই বিষ্ণু সম্বন্ধি চক্র নির্ম্মল লিঙ্গ শরীর দ্বারা অতিক্রমণ করিয়া অন্যের নমস্কৃত ব্রহ্মবেত্তাদিগের স্থান যে মহর্লোক যেখানে কল্পায়ুঃ ভৃগু প্রভৃতি রম-

মুপৈতি কল্পায়ুষো যদ্বিবুধা রমন্তে ॥ ২৫ ॥
অথো অনন্তস্য মুখানলেন দংদহ্যমানং
সনিরীক্ষ্য বিশ্বং। নির্যাতি সিদ্ধেশ্বর
যুষ্টধিষ্ণ্যং যদ্দ্বৈপরার্দ্ধ্যং তদুপারমেষ্ঠ্যং ॥ ২৬ ॥
নযত্র শোকো নজরা নমৃত্যু র্নার্ত্তি র্নচোদ্বেগ
ঋতে কুতশ্চিৎ। যচ্চিত্ততোঽদঃ কৃপয়াহ্

যৎ যস্মিন্ বিবুধা মহান্তং কল্পায়ুষঃ ভৃগ্বাদয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অথো অনন্তরং কল্পান্তে সতি বিশ্বং ত্রৈলক্যং অতিশয়েন দহ্যমানং নিরীক্ষ্য তত্রাপ্যুষ্ম প্রাপ্তেঃ। যৎ দ্বিপরার্দ্ধ স্থায়ি তৎ পারমেষ্ঠ্যং পদং প্রতি নির্যাতি। সিদ্ধেশ্বরৈর্যুষ্টানি ধিষ্ণ্যানি বিমানানি যস্মিন্ তৎ। উ ইতি শ্রৈষ্ঠ্যং সূচিতং ॥২৬

তদেবাহ নযত্রেতি। আর্ত্তির্দুঃখং উদ্বেগোভয়ং। কিন্তু চিত্ততো হেতো-র্যদ্দুঃখং তদৃতে তদেকং বিনা। তৎ কুতো ভবতি। অনিদং বিদাং ইদং ভগবতো ধ্যানমজানতাং প্রাণিনাং দুরন্ত দুঃখো যঃ প্রভবো জন্ম তস্মাদ্দর্শনাৎ তেষাং কৃপয়া। যদ্বা চিত্ততোদো মনঃ পিড়েতি যৎ তদ্বিনা কুতশ্চিদপি যত্র

মাণ্ হইতেছেন, তাহা প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥

অনন্তর কল্পান্ত সময়ে যখন ভগবান্ অনন্ত দেবের মুখাগ্নি দ্বারা ত্রৈলোক্য দগ্ধ হয় তখন ঐ স্থানেও উষ্মা প্রাপ্ত হওয়াতে তাহা হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, ঐ স্থান দ্বিপরার্দ্ধ কাল স্থায়ী, সেখানে সিদ্ধেশ্বরদিগের সেবিত ভূরি২ বিমান আছে ॥ ২৬ ॥

তথায় চিত্ত নিমিত্ত যে দুঃখ তাহা ভিন্ন শোক, জরা, মৃত্যু,

নিদং বিদাং দুরন্ত দুঃখং প্রভবানুদর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥
ততোবিশেষং প্রতিপদ্য নির্ভয় স্তেনাত্মনাপো
হনল মূর্ত্তিরত্বরন্। জ্যোতির্ময়ো বায়ুমুপেত্য

শোকাদয়ো ন সন্তীতি ॥ ২৭ ॥

তত্রচ ব্রহ্মলোক গতানাং প্রাণিনাং ত্রিবিধাগতিঃ। যে পুণ্যোৎকর্ষেণ গতাঃ তে কল্পান্তরে পুণ্য তারতম্যেনাধিকারিণো ভবন্তি। যেতু হিরণ্যগর্ভাদ্যুপাসনা বলেন গতাঃ তে ব্রহ্মণা সহ মুচ্যন্তে। যেতু ভগবদুপাসকাঃ তেতু স্বেচ্ছয়া ব্রহ্মাণ্ডং ভিত্বা বৈষ্ণবং পদমারোহন্তি। তত্র প্রস্তুতস্য ভগবদ্ভক্তস্য ব্রহ্মাণ্ড ভেদ প্রকারমাহ তত

দুঃখ, ভয়, এ সমস্ত কিছুই নাই। চিত্তহেতু দুঃখ এই যে ভগবানের ধ্যান না জানাতে প্রাণিদিগের দুরন্তঃ দুঃখদায়ক জন্ম অবলোকন করিয়া তাহাদের প্রতি কৃপা জন্মে ॥ ২৭ ॥

যে সকল ব্যক্তি উক্ত প্রকারে ব্রহ্মলোক গত হয়েন তাহাদের তিন প্রকার গতি হয়, যথা—যাঁহারা পুণ্যোৎকর্ষ বশতঃ সেস্থানে গমন করেন তাঁহারা কল্পান্তরে পুণ্যের তারতম্য প্রযুক্ত অধিকারী হন্, যাঁহারা হিরণ্য গর্ভাদির উপাসনা বলে তত্তৎ স্থান প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের ব্রহ্মার সহিত মুক্তি হয়, যাঁহারা ভগবানের উপাসক তাঁহারা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বৈষ্ণবলোক প্রাপ্ত হইতে পারেন। এ স্থলে ভগবদ্ভক্তেরই প্রস্তাব হইয়াছে অতএব তাঁহারই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ প্রকার কহি,

কালে বায়ুাত্মনাথং বৃহদাত্ম লিঙ্গং ॥ ২৮ ॥

ইত্যাদিনা। তত্রেয়ং প্রক্রিয়া। ঈশ্বরাধিষ্ঠিতায়াঃ প্রকৃতেঃ কেন চিদংশেন মহত্তত্ত্বং ভবতি। তস্যাংশেনাহঙ্কারঃ তস্যাংশেন শব্দতন্মাত্র দ্বারানভঃ। তস্যাংশেন স্পর্শতন্মাত্রদ্বারা বায়ুঃ। তস্যাংশেন রূপতন্মাত্র দ্বারাতেজঃ। তস্যাংশেন রসতন্মাত্রদ্বারা আপঃ। তদংশেন গন্ধতন্মাত্রদ্বারা পৃথ্বী। তৈশ্চমিলিতৈ শ্চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মকং বিরাট্ শরীরং। তস্যচ পঞ্চাশৎ কোটি বিশালস্য পৃথিব্যো বাণ্ডকটাহ বিশেষ শব্দবাচ্যা কোটিযোজন বিশালং প্রথমা বরণং। পঞ্চাশৎ কোটি বিশাল মিত্যেকে। ততোঽবাদীনাং যেঽপরিণতা অংশাঃ তান্যেবোত্তরোত্তরং দশগুণান্যাবরণানি। অষ্টমংতু প্রকৃত্যা বরণং ব্যাপকমেব। তদেবংস্থিতে পৃথিব্যাদ্যাবরণ ভেদপ্রকারঃ কথ্যতে ততোবিশেষং প্রতিপদ্য লিঙ্গদেহেন পৃথিব্যাত্মতাং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যং। নির্ভয়ঃ কথং যাস্যামীতি শঙ্কাশূন্যঃ তেনাত্মনা পৃথিবী রূপেণ তন্নিরন্তরা আপঃ প্রতি পদ্য অত্বরন্

তাহার এই প্রক্রিয়া। প্রকৃতি ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিতা হইলে তাহার কোন অংশে মহত্তত্ত্ব হয়, মহত্তত্ত্বের অংশে অহঙ্কার তত্ত্ব এবং অহঙ্কার তত্ত্বের অংশে শব্দতন্মাত্র দ্বারা আকাশ, তাহার অংশে স্পর্শতন্মাত্র দ্বারা বায়ু, তাহার অংশে রূপ তন্মাত্র দ্বারা তেজঃ, তাহার অংশে গন্ধতন্মাত্র দ্বারা পৃথিবী এই সকলের মিলন দ্বারা চতুর্দ্দশ ভুবন স্বরূপ বিরাট্ শরীর হয়। সেই বিরাট্ শরীর পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিশাল পৃথিবী তাহার প্রথমাবরণ, তাহার পরে জলাদির অপরিণত অংশ, তাহা সকল উত্তরোত্তর দশগুণ বৃদ্ধি ক্রমে দ্বিতীয়াদি আবরণ, প্রকৃতি ব্যাপক স্বরূপ অষ্টমাবরণ। তন্মধ্যে পৃথিবী

৩৭

ঘ্রাণেন গন্ধং রসনেন বৈরসং রূপঞ্চদৃষ্ট্যা
শ্বসনং ত্বচৈব। শ্রোত্রেণ চোপেত্য নভো
গুণত্বং প্রাণেন চাকূতি মুপৈতিযোগী ॥ ২৯ ॥

স্ববামকুর্ব্বন্। তত্তদাত্মত্বেন ক্লেদদাহাদি শঙ্কাভাবাৎ যথেষ্টং ভোগান্ ভুঞ্জান ইত্যর্থঃ। এবং জ্যোতির্ম্ময়ঃ সন্ কালে ভোগাব সানে বৃহদাত্মনোলিঙ্গং পরমাত্মমূর্ত্তিত্বে নোপাসনেন্দ্রং। যদ্বা শব্দাত্মনা তস্য প্রমাপকমিতি ॥ ২৮ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থানাং ভূতসূক্ষ্মানাং অতিক্রম মাহ ঘ্রাণেনাধিষ্ঠিতেন গন্ধ মুপেত্য শ্বসনং স্পার্শনং নভোগুণত্বং শব্দত্মতাং। প্রাণেন তত্তৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়েণ আকূতিং তত্তৎক্রিয়াঃ ॥ ২৯ ॥

রূপ আবরণ ভেদে প্রকার, যথা, এই লিঙ্গ দেহের দ্বারা পৃথিবী স্বরূপ হইয়া নির্ভয়ে অর্থাৎ কিরূপে যাইব এমত আশঙ্কা শূন্য হইযা ঐ পৃথিবী রূপেই তাহার অব্যাহিত জল স্বরূপ হয়েন সেই সেই স্থানে সুস্থির হইয়া ঘ্রাণ রসনাদি ইন্দ্রির দ্বারা বিচিত্র গন্ধরসাদি ভোগানন্তর অনল স্বরূপ হয়েন, তাহার পরে ঐ বায়ু স্বরূপে বৃহদাত্মার অর্থাৎ পরমাত্মার মূর্ত্তি স্বরূপ যে আকাশ, তৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৮ ॥

তদনন্তর ঐ যোগী ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা দ্বারা গন্ধ, রসনার অধিষ্ঠাতৃ দ্বারা রস, চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃ দ্বারা রূপ, ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দ্বারা স্পর্শ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দ্বারা শব্দ এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের অধিষ্ঠাতৃ দ্বারা সেই সেই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় স্বরূপ সূক্ষ্ম ভূতকে ঐ ঐ প্রকারে অতিক্রম করিবেন ॥ ২৯ ॥

সভূত সূক্ষ্মেন্দ্রিয় সন্নিকর্ষং মনোময়ং দেবময়ং
বিকার্য্যং । সংসাদ্য গত্যা সহতেন যাতি
বিজ্ঞানতত্ত্বং গুণসন্নিরোধং ॥ ৩০ ॥
তেনাত্মনাত্মান মুপৈতি শান্ত মানন্দ মানন্দময়ো

তদেবং স্থূল সূক্ষ্ম ভূতাভি ক্রমমুক্ত্যা তদাবরণ ভূতাহঙ্কার প্রাপ্ত্যা মহদাদি প্রাপ্তি মাহ সযোগী বিকার্য্যং সংসাদ্য বিজ্ঞানতত্ত্বং যাতি। বিবিধং কার্য্য মস্মেতি বিকার্য্যোহহঙ্কারঃ স ত্রিবিধঃ তামসো রাজসঃ সাত্ত্বিক ইতি। তত্রতামসাত্তদ্ভবানি ভূত সূক্ষ্মানি জায়ন্তে রাজ সাদ্বহি মুখানি দশেন্দ্রিয়াণি। সাত্ত্বিকাম্মন ইন্দ্রিয় দেবাশ্চ। তেষাংলয়ঃ তত্তদহঙ্কারে তত্র ভূত সূক্ষ্মাণা মিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সন্নিকর্ষং লয়স্থানং তামসং রাজসঞ্চ। মনোময়ং দেবময়ঞ্চ সাত্ত্বিকং প্রাপ্য।। গত্যাঐকা মতেন এবং গমনেন তেনাহঙ্কারেণ সহবিজ্ঞান তত্ত্বংমহত্তত্ত্বং যাতি ততো গুণানাং সন্নিরোধো লয়োযস্মিন্ তৎপ্রধানংযাতি ॥ ৩০ ॥ তেনাত্মনা প্রধানরূপেণ আনন্দময়ঃ সনউপাধীনামবসানেশান্ত

তাহার পরে তিনি স্থূলভূত, সূক্ষ্ম ভূত, এবং ইন্দ্রিয় সকলের লয় স্থান তথা মনোময় ও দেবময় অর্থাৎ তামস, রাজস, সাত্ত্বিক এই ত্রিবিধ যে অহঙ্কার স্বরূপ ষষ্ঠ আবরণ তাহা প্রাপ্ত হইয়া গমনক্রমে সেই অহঙ্কারের সহিত বিজ্ঞান তত্ত্ব অর্থাৎ সপ্তম আবরণ স্বরূপ মহত্তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তদনন্তর গুণ সকলের লয় স্থান যে প্রধান অর্থাৎ অষ্টম আবরণ স্বরূপা প্রকৃতি তাহাতে অবস্থিত হয়েন ॥ ৩০ ॥

তাহার পর প্রকৃতি স্বরূপে আনন্দ ময় হইয়া উপাধি সকলের অবসান হওয়াতে অবিকৃত আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে

বসানে। এতাং গতিং ভাগবতীং গতোযঃ
সবৈ পুনর্নেহ বিসজ্জতে হঙ্গ ॥ ৩১ ॥
এতে স্থতীতে নৃপ বেদগীতে ত্বয়াভি পৃষ্টেচ
সনাতনেচ। যেবৈপুরা ব্রাহ্মণ আহ তুষ্ট
আরাধিতো ভগবান্ বাসুদেবঃ ॥ ৩২ ॥

মবিকৃত মানন্দং পরমাত্মান মুপৈতি নবিসজ্জতে নাবর্ত্তত ইত্যর্থঃ॥ ৩১ ॥
এতেস্থতী মার্গৌ প্রকারাবিত্যর্থঃ। হেনৃপ অনপেক্ষো নির্ভিদ্যমূর্দ্ধন্ বিসৃজেৎ পরংগত ইতি যাসদ্যো মুক্তি রেকা স্থতিঃ। যদিপ্রয়াস্য ন্নিত্যাদিনা ক্রমমুক্তিঃ স্থতিশ্চযা। এতেস্থতী বেদেন গীতেউক্তে নতুস্বোৎ প্রেক্ষিতে। তত্রযদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামাযেস্য হৃদিস্থিতাঃ। অথমর্ত্ত্যোমৃতো ভবত্যত্রব্রহ্মসমশ্নুত ইতি সদ্যোমুক্তিঃ। তেহর্চ্চিভি রভিসং বিশন্তীত্যাদিনা ক্রমমুক্তিশ্চ বেদেনোক্তা। যদ্বানকর্ম্মভিস্তাং গতিমাপ্নুবন্তী তি দক্ষিণ মার্গস্যাপি সূচিতত্বাদেতে স্থতীইতিদ্বিবচনং। ত্বয়াভি পৃষ্টে যচ্ছ্রোতব্য মিত্যাদি প্রশ্নেন অর্থান্মুক্তি বিষয়ে দ্বেঅপি স্থতীপৃষ্ঠে। ব্রুহি যদ্বাবিপর্য্যয় মিতিচ দক্ষিণ মার্গোপ্যর্থাৎ পৃষ্টঃ। এবংতয়াচ যেপৃষ্টে,তে এতেস্থতীইত্যর্থঃ॥ ৩২ ॥

প্রাপ্ত হয়েন। হে রাজন্! যে যোগী এই প্রকারে ভগবৎ সম্বন্ধিনী গতি প্রাপ্ত হন তাঁহার আর এ সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না॥ ৩১॥

মহারাজ! এই যে দুই প্রকার গতি, যাহা আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সদ্যো মুক্তি ও ক্রম মুক্তি তাহার কথা কহিলাম, উহা আমার স্বকপোল কল্পিত নহে, এই দুই নিত্য এবং বেদে উক্ত আছে। পূর্ব্বে ভগবান্ বাসুদেব ব্রহ্মার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঐ দুই প্রকার গতি বলিয়াছিলেন॥ ৩২॥

নহ্যতোঽন্য শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতা বিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তি যোগো যতো ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥
ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্য বস্যৎ কূটস্থো রতি রাত্মন্ যতোভবেৎ ॥ ৩৪ ॥
ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।

সন্তি সংসরতঃ পুংসো বহবো মোক্ষমার্গা স্তপো যোগাদয়ঃ। সমীচীন স্ত্বয়মেবেত্যাহ নহীতি। যতোঽনুষ্ঠিতাৎ ভক্তিযোগো ভবেৎ। অতোঽন্যঃ শিবঃ সুখরূপো নির্ব্বিঘ্নশ্চ নাস্ত্যেব ॥ ৩৩ ॥

কুত্রত্রতদতআহ ভগবান্ ব্রহ্মাকূটস্থঃ নির্ব্বিকারঃ একাগ্রচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। ত্রি স্ত্রীন্ বারান্ কাৎস্ন্যেন সাকল্যেন ব্রহ্মবেদং অন্বীক্ষ্য বিচার্য্য যত আত্মনি হরৌ রতির্ভবেৎ। তদেব মনীষয়া অধ্যবসায়ৎ নিশ্চিতবান ॥ ৩৪ ॥

ননুভূতে অর্থে রতির্ভবতি অননুভূতেতু ভগবতি কথংরতিঃস্যাৎ। তত্রাহ ভগবান্ লক্ষিতঃ দৃষ্টঃ কথং স্বাত্মনা ক্ষেত্রজ্ঞান্তর্যামিতয়া।

হে রাজন্! সংসারি পুরুষদিগের মোক্ষ প্রাপ্তির পথ অনেক আছে সত্য বটে কিন্তু এই দুই পথ অপেক্ষা সমীচীন সুখ-স্বরূপ নির্ব্বিঘ্ন পথ অন্য নাই কারণ উহা অনুষ্ঠিত হইলে ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ হয় ॥ ৩৩ ॥

মহারাজ! ব্রহ্মা সমগ্রবেদ তিনবার বিচার করিয়া কিসে সেই পরমাত্মা হরিতে রতি হইতে পারে, ইহা একাগ্রচিত্তে চিন্তা করত বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

হে রাজন্! অনুভূত অর্থেই রতি হইতে পারে, অননুভূত ভগবানে কি প্রকারে রতি হইবে এস্থলে এমত আশঙ্কা ক-

দৃশ্যৈ বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈ রনুমাপকৈঃ ॥ ৩৫ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনারাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবন্নৃণাং ॥ ৩৬ ॥
পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণ
পুটেষু সংভৃতং। পুনন্তিতে বিষয় বিদূষিতা শয়ং

ঈকদৃ শৈ্য বুদ্ধ্যাদিভিঃ তদেবদ্বেধা দর্শয়তি দৃশ্যানাং জড়ানাং বুদ্ধ্যা-দীনাং দর্শনং স্বপ্রকাশং দ্রষ্টারং বিনা নঘটত ইত্যনুপপত্তিমুখেন লক্ষণৈঃ স্বপ্রকাশান্তর্যামি লক্ষকৈঃ। তথাবুদ্ধ্যাদীনি কর্ত্তৃ প্রযোজ্যানি করণত্বাৎ বাস্যাদিবদিতি ব্যাপ্তিমুখেনানুমাপকৈঃ স্বতন্ত্রশ্চ কর্ত্তা-ইত্যেব মীশ্বর সিদ্ধিঃ ॥ ৩৫ ॥

যচ্ছ্রোতব্য মিত্যাদি প্রশ্নস্য উত্তর মুপসংহরতিতস্মাদিতি ॥ ৩৬ ॥

শ্রবণফল মভিনয়েনাহ পিবন্তীতি। সতাং আত্মনঃ আত্মত্বেন প্রকা-

রিতে পারেন না যেহেতু ক্ষেত্রজ্ঞ এবং অন্তর্যামিত্ব রূপে ভগবান্ হরি সকল প্রাণীতেই দৃষ্ট হইতে পারেন অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির দর্শন দ্রষ্টাব্যতিরেকে ঘটিতে পারে না এবং বুদ্ধ্যাদি করণ হেতুক কর্ত্তার অধীন এই অনুপপত্তি ও অনুমাপক দ্বিবিধ লক্ষণ দ্বারা ঈশ্বর স্বতন্ত্র কর্ত্তা আছেন ইহা অনুভব সিদ্ধ হয় ॥ ৩৫ ॥

অতএব মনুষ্য মাত্রেরই সর্ব্বাত্ম দ্বারা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ভগবান হরির শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৬ ॥

ভগবান্ হরি ভক্তগণের আত্মার প্রকাশক, তাঁহার কথা রূপ অমৃত শ্রবণপুটে স্থাপন করিয়া যে সকল ব্যক্তি পান

ব্রজন্তি তচ্চরণ সরোরুহান্তিকং ।। ৩৭ ।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পার মহং স্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয় স্কন্ধে মহাপুরুষ সংস্থানু বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।। ২ ।। ꙮ ।।

শ্রীশুকউবাচ ।

এবমেতন্নিগদিতং পৃষ্টবান্ যদ্ভবান্মম ।

শমানস্য কথেবামৃতং। বিষয়ৈ বিদূষিতং মলিনীকৃত মাশয়ং পুনন্তি শোধয়ন্তি। তস্য চরণ পদ্মান্তিকং শ্রীবিষ্ণুপদং ব্রজন্তি ॥ ৩৭ ॥

ইতি দ্বিতীয়ে দ্বিতীয়ঃ ॥ ২ ॥ * ॥

তৃতীয়ে বিষ্ণুভক্তেস্তু বৈশিষ্ট্যং শৃণ্বতো মুনেঃ। ভক্ত্যুদ্রেকেণ তৎ কর্ম্ম শ্রবণাদর ঈর্য্যতে ॥ ০ ॥

ইদানী মন্য দেবতা ভজনস্যাপি পুত্রাদি ভজনবদেব তুচ্ছ ফলত্বেন হেয়ত্বং বক্তুং পূর্ব্বোক্ত মনু বদতি এব মিতি। মমেতি মাং। কদাচি

করেন তাঁহাদের অন্তঃকরণ বিষয় দ্বারা দূষিত হইলেও তাঁহরা তাহা শুদ্ধ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৭ ॥

ইতি দ্বিতীয়ে দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ꙮ ॥ ২ ॥ ꙮ ॥

তৃতীয়াধ্যায়ে মুনির প্রমুখাৎ বিষ্ণু ভক্তির বৈশিষ্ট শ্রবণ করিয়া রাজার তদ্ভক্ত্যুদ্রেক এবং তৎ কর্ম্ম শ্রবণে আদর বর্ণনা ॥ ০॥

শুকদেব কহিলেন মহারাজ! আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহা বলিলাম, কদাচিৎ দৈবযোগে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত, যে সকল জীব তন্মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান্, আবার তাহা-

নৃণাং যন্ম্রিয়মাণানাং মনুষ্যেষু মনীষিণাং ॥ ১ ॥
ব্রহ্ম বর্চ্চস কামস্তু যজেতঃ ব্রহ্মণঃ পতিং।
ইন্দ্র মিন্দ্রিয় কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতিং ॥ ২ ॥
দেবীং মায়ান্তু শ্রীকাম স্তেজস্কামো বিভাবসুং।
বসুকামো বসুন্রুদ্রান্ বীর্য্য কামোহথ বীর্য্যবান্ ॥ ৩ ॥

দৈব যোগেন মনুষ্যত্বং প্রাপ্তেষু জীবেষু যেমনীষিণ স্তেষাং তত্রাপি যে ম্রিয়মাণা স্তেষাং বিশেষতঃ এবমেতদ্ধরি কথা শ্রবণাদিকং নিগদিতং বিহিত মিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মণঃ পতিং বেদপতিং ব্রহ্মাণং। ইন্দ্রিয় পাটব কাম স্ত্বিন্দ্রং প্রজাপতীন্ দক্ষাদীন্ ॥ ২ ॥

মায়াং দুর্গাং বিভাসু মগ্নিং বসুকামঃ ধনার্থী বীর্য্যং প্রভাবঃ তৎকামঃ বীর্য্যবান্ সন্ রুদ্রান্ যজেৎ ॥ ৩ ॥

দের মধ্যে যাহারা তোমার ন্যায় মুমূর্ষু তাহাদিগের বিশেষ রূপে হরি কথাদি শ্রবণ করাই কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

হে রাজন্! যাহারা তাহাদিগের মধ্যে মন্দমতি তাহাদের কৃত্য বলি শ্রবণ কর, কোন কোন মনুষ্য ভিন্ন ভিন্ন কামনায় ভিন্ন ভিন্ন দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকে, যথা যে ব্যক্তির ব্রহ্ম তেজে কামনা তিনি বেদপতি ব্রহ্মার অর্চ্চনা করেন। ইন্দ্রিয়গণের পটুতা যাঁহার কামনা তিনি ইন্দ্রের পূজায় রত। প্রজাকাম পুরুষ, দক্ষাদি প্রজাপতির আরাধনায় তৎপর ॥ ২॥

শ্রীকাম ব্যক্তি দুর্গাদেবীর, তেজস্কাম পুরুষ অগ্নির, ধনকাম মানব বসুগণের এবং বীর্য্যকাম মনুষ্য স্বকণ্ঠ চ্ছেদন কার্য্যে সাহসন্বিত হইয়া রুদ্রগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

অন্নাদ্য কামস্ত্বদিতিং স্বর্গকামোদিতেঃ সুতান্।
বিশ্বান্ দেবান রাজ্য কামঃ সাধ্যান্ সংসাধকোবিশাং॥ ৪॥
আয়ুষ্কামোঽশ্বিনৌ দেবৌ পুষ্টিকাম ইলাং যজেৎ।
প্রতিষ্ঠাকামঃ পুরুষো রোদসী লোক মাতরৌ॥ ৫॥
রূপাভি কামো গন্ধর্ব্বান্ স্ত্রী কামোপ্সর উর্ব্বশীং
আধিপত্য কামঃ সর্ব্বেষাং যজেত পরমেষ্ঠিনং॥ ৬॥

অন্নাদ্যং ভোগ্যং ভোজ্যং চ অদিতেঃ সুতান্ দ্বাদশাদিত্যান্ বিশাং দেশস্থ প্রজানাং স্বাধীনতা মিচ্ছন্ সাধ্যান্ যজেৎ॥ ৪॥
ইলাং পৃথ্বীং। প্রতিষ্ঠা স্থানাদপ্রচ্যুতিঃ রোদসী দ্যাবা পৃথিব্যৌ॥ ৫
অপ্সরা চাসৌ উর্ব্বশী চ তাং॥ ৬॥

তথা ভোগ্য ভোজ্য কামী মানব অদিতির, স্বর্গকাম ব্যক্তি দ্বাদশ আদিত্যের রাজ্যার্থী মনুষ্যে বিশ্বদেবগণের এবং দেশস্থ প্রজার স্বাধীনতা ইচ্ছুক জন সাধ্য গণের অর্চ্চনা করেন॥ ৪॥

কেহ কেহ আয়ুষ্কাম পুরুষ অশ্বিনী কুমারকে কেহ বা পুষ্টি কামনায় পৃথিবীকে, অপর কতক গুলি মনুষ্য স্বস্থান হইতে অপ্রচ্যুতি কামনা করিয়া দ্যাবা ভূমিকে পূজা করেন॥ ৫॥

অপর যে ব্যক্তি রূপ কামনা করেন তিনি গন্ধর্ব্বাদিগের অর্চ্চনা করেন, এবং স্ত্রী কাম পুরুষ উর্ব্বসী অপ্সরার আরাধনায় রত হন, আর সকলের উপর আধিপত্য করিতে যাহার ইচ্ছা তিনি ব্রহ্মার উপাসনা করেন॥ ৬॥

যজ্ঞংযজেৎযশস্কামঃ কোষকামঃ প্রচেতসং।
বিদ্যাকামস্তু গিরিশং দাম্পত্যর্থে উমাংসতীং ॥ ৭ ॥
ধর্ম্মার্থ উত্তমঃশ্লোকং তন্তুংতন্বন্ পিতৃন্ যজেৎ।
রক্ষাকামঃ পুণ্যজনা নোজস্কামো মরুদ্গণান্ ॥ ৮ ॥
রাজ্যকামোমনূন্ দেবান্ নিঋৃতিং ত্বভিচরন্ যজেৎ।

যজ্ঞং যজ্ঞোপাধিং বিষ্ণুং কোষো বসুসঞ্চয়ঃ। বসুকাম ইত্যত্র ধনমাত্র মিতিভেদঃ দম্পত্য মন্যোন্য প্রীতিঃ তদেবার্থো যস্যাসঃ ॥ ৭ ॥ ধর্ম্মার্থঃ কামঃ উত্তমঃ শ্লোকোপাধিং বিষ্ণুং তন্তুং তন্বন্ সন্তান বৃদ্ধি মিচ্ছন্ রক্ষা বাধা নিবৃত্তিঃ এতৎকামঃ পুণ্যজনান্ যক্ষান্ ওজো-বলং তৎকামঃ মরুদ্গণান্ দেবান্ ॥ ৮ ॥

রাজ্যং রাজত্বং তৎকামো মনূন্ মন্বন্তরা ধিপান্ দেবান্ রাজ্ঞঃ কর্ম্ম

যশস্কাম পুরুষ যজ্ঞোপাধি বিষ্ণুর যজ্ঞ করেন, ধনসঞ্চয় কামী ব্যক্তি বরুণের আরাধনা করেন, বিদ্যার্থী পুরুষ শিবের এবং স্ত্রী পুরুষের পরস্পর প্রণয়াভি লাষী মনুষ্য উমাদেবীর পূজাকরেন ॥ ৭ ॥

আর ধর্ম্মার্থকাম পুরুষ ধর্ম্মোপাধি বিষ্ণুর, সন্তান বৃদ্ধ্যা-কাঙ্ক্ষী পিতৃগণের, রক্ষা কাম পুরুষ যক্ষের, বল কাম মনুষ্য মরুদ্গণের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

অপর রাজ্যকামী জন মন্বন্তরাধিপতি দেবগণের, শত্রুর মরণাভিলাষী পুরুষ রাক্ষসের এবং ভোগাকাঙ্ক্ষী মানব সোমদেবের অর্চ্চনা করেন। হে রাজন্! মন্দবুদ্ধি মানব দিগের এইকৃত্য বলিলাম, এখন উদার বুদ্ধি দিগের কার্য্য

কামকামো যজেৎসোমঃ মকামঃ পুরুষংপরং ॥ ৯ ॥
অকামঃ সর্ব্বকামোবা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তি যোগেন যজেত পুরুষংপরং ॥ ১০ ॥
এতাবানেব যজতা মিহ্নিঃ শ্রেয়সোদয়ঃ।

রাজ্যং তৎকামোবিশ্বান্ দেবানিতি বিশেষঃ। অভিচরন্ শত্রু মরণ মিচ্ছন্ নির্ঋতিং রাক্ষসং কাম কামো ভোগেচ্ছুঃ। অকামঃ বৈরাগ্য কামঃ পুরুষং পরং প্রকৃত্যে কোপাধি মীশ্বরং ॥ ৯ ॥

অকামঃ একান্ত ভক্তঃ উক্তানুক্ত সর্ব্বকামোবা পুরুষং পূর্ণং পরং নিরুপাধিং ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বোক্ত নানা দেবতা যজনস্যাপি সংযোগ পৃথক্ ত্বেন ভক্তিযোগ ফলত্ব মাহ এতাবানিতি। ইন্দ্রাদীনপিযজতাং ইহতত্তদ্যজনে ভাগবতানাং সঙ্গতো ভগবত্যাচলো ভাবোভক্তি র্ভবতীতি যৎ। এতা-

বলি শ্রবণ কর। যে মানবগণ সমস্ত কামক্ষয় বাসনা করেন, তিনি পুরুষোত্তম ভগবানের আরাধনায় রত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

পরন্তু মহারাজ! যাঁহাদের উদার বুদ্ধি এবং ভগবানের একান্ত ভক্ত তাঁহাদের পূর্ব্বকথিত এবং অকথিত কোন কামনা থাকুক বা না থাকুক, অথবা মোক্ষেতেই স্পৃহা হইক তাঁহারা অত্যন্ত ভক্তি যোগে নিরুপাধি পরমশ্বরের উপাসনা করেন ॥ ১০ ॥

হে রাজন্! যে সকল ব্যক্তি পুর্ব্বোক্ত ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চ্চনা করেন, তাহাদের যদিস্যাৎ তত্তৎ দেবতার অর্চ্চনা সময়ে ভগবদ্ভক্তদিগের সঙ্গদ্বারা ভগবানে অচলা ভক্তি হয়

ভগবত্য চলোভাবো যদ্ভাগবত সঙ্গতঃ॥ ১১॥
জ্ঞানংযদা প্রতি নিবৃত্ত গুণোর্ম্মিচক্র মাত্মপ্রসাদ
উতযত্র গুণেম্বসঙ্গঃ। কৈবল্য সম্মতপথস্ত্বথ ভক্তি-
যোগঃ কোনির্বৃতো হরিকথাস্মুরতিং নকুর্য্যাৎ॥
শ্রীশৌনক উবাচ॥ ১২॥

বানেব নিঃ শ্রেয়সস্য পরমপুরুষার্থস্য উদয়োলাভঃ অন্যত্তুঃ সর্ব্বং তুচ্ছ মিত্যর্থঃ॥ ১১

ভাগবত সঙ্গতঃইত্যনেন সূচিতাং হরিকথা রতিং স্তৌতি জ্ঞানমিতি। যৎযাসু কথাসু জ্ঞানং ভবতি কীদৃশং আসর্ব্বতঃ প্রতি নিবৃত্তং উপরতং গুণোর্ম্মীনাং রাগাদীনাং চক্রং সমূহো যস্মাৎ। তদ্ধেতু রাত্ম প্রসাদশ্চ যত্র যাসু মনঃ প্রসাদে হেতুঃ গুণেষু বিষয়েষু অসঙ্গো বৈরাগ্যঞ্চ। উতয়ত্রেতি পাঠে ইহামুত্রচ গুণেষ্বসঙ্গঃ। কৈবল্য মিত্যেব সম্মতঃ পন্থা যো ভক্তি যোগঃ নির্বৃতঃ শ্রবণ সুখেন অন্যত্রা নির্বৃত ইতিবা তাসু হরি কথাসু কোনরতিং কুর্য্যাৎ॥ ১২॥

তবেই তাহাদিগের পরম পুরুষার্থ লাভ, তদ্ভিন্ন সকলি তুচ্ছ॥ ১১॥

মহারাজ! হরি কথা-রতির প্রশাংসা কি করিব? হরি কথা শ্রবণ করিতে করিতে এবম্বিধ জ্ঞান উৎপন্ন হয় যে তাহাতে রাগাদি সমূহ একেবারে নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং মনঃ প্রসন্ন হয় ও তন্নিমিত্ত বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে, অতএব তাহাকেই কৈবল্য পথ স্বরূপ অথবা ভক্তি যোগ বলাগিয়া থাকে, সেই হরি কথাতে কোন ব্যক্তি রতি না করিবেক? বিশেষতঃ যে ব্যক্তি অন্যত্র শ্রবণ সুখে নিবৃত্ত হয় নাই তাহার হরি কথায় রতি হইবার বিষয় কি?॥ ১২॥

ইত্যভিব্যাহৃতং রাজা নিশম্য ভরতর্ষভঃ ।
কিমন্যৎ পৃষ্টবান্ ভূয়ো বৈয়াসকি মৃষিং কবিং ॥ ১৩ ।
এতচ্ছু শ্রূষতাং বিদ্বন্ সূত নোর্হসি ভাষিতং ।
কথা হরি কথোদর্কাঃ সতাংস্যুঃ সদসি ধ্রুবং ॥ ১৪ ॥
স বৈ ভাগবতো রাজা পাণ্ডবেয়ো মহারথঃ ।
বালঃ ক্রীড়নকৈঃ ক্রীড়ন্ কৃষ্ণে ক্রীড়াং য আদদে ॥ ১৫ ॥

অভিব্যাহৃতং উক্তং । ঋষিং পরব্রহ্মদর্শিনং কবিং শব্দ ব্রহ্মণি নিষ্ণাতং ॥ ১৩ ॥

শ্রবণেচ্ছায়াং হেতুঃ হরিকথা এবোদর্কঃ উত্তর ফলং যাসু তাঃ কথাঃ সতাং ভাগবতানাং সদসি সভায়াংস্যুঃ ॥ ১৪ ॥

এতৎ প্রপঞ্চয়তি সবাইতি দ্বাভ্যাং । কৃষ্ণে পূজাদি রূপাং ক্রীড়াং যঃ স্বীকৃত বান্ ॥ ১৫ ॥

অনন্তর শৌনক ঋষি সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূত ! রাজা পরীক্ষিত্ এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া পর ব্রহ্মদর্শী এবং বেদ পারগ সেই ব্যাস তনয় শুকদেবকে পুনর্ব্বার কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

হে বিদ্বন্ ! আমাদের তাহা শুনিতে অভিলাষ হইতেছে তাহা ও বলিতে যোগ্য হও । অহে সূত ! সে যে কথায় হরি কথাই উত্তর ফল সেই সকল কথাই ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিদিগের সভাতে হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

সেই ভগবদ্ভক্ত পাণ্ডবেয় রাজা যখন বালক ছিলেন তখন ক্রীড়নক দ্বারা ক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনাদি রূপ ক্রীড়া স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

বৈয়াসকিশ্চ ভগবান বাসুদেব পরায়ণঃ।
উরুগায় গুণোদরাঃ সতাংস্যুর্হি সমাগমে ॥ ১৬ ॥
আয়ুর্হরতি বৈপুংসা মুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণোনীত উত্তমঃ শ্লোক বার্ত্তয়া ॥ ১৭ ॥
তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং নশ্বসন্ত্যুত।

উরুগায়স্য গুণৈ রুদারা মহত্যঃ কথাঃস্যুঃ ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চবৃথৈব ক্ষীয়মাণ মায়ুঃ হরিকথয়া সফলং কুর্ব্বিত্যাশয়ে নাহ আয়ুর্হরতি ত্রিভিঃ। অসৌ সূর্য্য উদ্যান উদগচ্ছন্ অস্ত মদর্শনঞ্চ যন্ গচ্ছন্। যৎ যেন ক্ষণো নীতঃ তস্যায়ু ঋতে বর্জয়িত্বা বৃথৈব হরতি ॥ ১৭ ।

নন্বজীবন মেব তেষা মায়ুষঃ ফল মস্তু তত্রাহ তরব ইতি। তাস্যু ভোগাং শ্বাসোনাস্তি। তর্হিভস্ত্রা শ্চর্ম্মময়কোষাঃ। নন্বতাসা মাহারাদিকং নাস্তি তত্রাহ নখাদন্তি নাশ্রয়ন্তি। নমেহন্তি রেতঃ সেকং

এবং ভগবান্ ব্যাস নন্দন শুকদেব ও বাসুদেব পরায়ণ ছিলেন অতএব তাঁহারা দুই জনই সাধু, সাধুদিগের মিলনে শ্রীকৃষ্ণ গুণ দ্বারা উদারা কথাই হইয়া থাকিবে ॥ ১৬ ॥

হে সূত! দিবাকর দিন দিন উদয় অস্ত প্রাপ্ত হইয়া সকল লোকেরই আয়ুঃ বৃথা হরণ করিতেছেন, কেবল যে ব্যক্তি হরি কথায় কাল যাপন করেন তাঁহারই আয়ুঃ বৃথা নষ্ট হয় না, অতএব আমাদের জীবিত কাল বৃথা ক্ষয় হইতেছে, তুমি হরি কথা শ্রবণ করাইয়া সফল কর ॥ ১৭ ॥

অহে সূত! কেবল জীবন ধারণ করা অথবা নিশ্বাস প্রশ্বাস কিম্বা আহার বিহার করা মর্ত্যলোকের আয়ুর ফল নহে,

নখাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে ॥ ১৮ ॥
শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্র খরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ ।
ন যৎ কর্ণ পথোপেতো জাতুনাম গদাগ্রজঃ ॥ ১৯ ॥
বিলেবতোরুক্রম বিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ

মৈথুনং নকুর্ব্বন্তি কিং তর্মপি নরাকারং পশুং মত্বাহ •অপর ইতি ॥ ১৮ ॥

তদেবাহ শ্বাদিভিঃ সংস্তুতঃ সদৃশত্বেন নিরূপিতঃ। যস্য কর্ণ পথং কদাচিদপি নগতঃ সঃ। অবজ্ঞাস্পদত্বাৎ শ্বভিঃ কশ্মল বিষয়াসক্তত্বাৎ বিড়্বরাহৈঃ গ্রাম্য শূকরৈঃ। কন্টকবদ্দুখ বিষয়াসক্তত্বাদুষ্ট্রৈঃ ভার বাহিত্বাৎ খরৈস্তুল্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

তস্যাঙ্গানিচ নিষ্ফলানীত্যাহ বিলে ইতি পঞ্চভিঃ। বত ইতি খেদে।

তাহা হইলে তরু সকল কি জীবিত থাকে না? ভস্ত্রা হইতেও কি নিশ্বাস নির্গত হয় না? পশুগণ কি গ্রামেতে তৃণ ভোজন ও স্ত্রীসঙ্গ করে না? তাহাদের জীবনের কি ফল দর্শিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

অপিচ শ্রীকৃষ্ণের নাম যাহার, কর্ণ পথে কখন প্রবিষ্ট না, হয় পণ্ডিতেরা তাহাকে কুকুর, গ্রাম্য শুকর, উষ্ট্র, এবং গর্দ্দভ সদৃশ বলিয়াই নিরূপিত করিয়াছেন অর্থাৎ সে ব্যক্তি নিতান্ত অবজ্ঞাস্পদ এ প্রযুক্ত কুক্কুর তুল্য, অমেধ্য ভোজন প্রিয়তা প্রযুক্ত গ্রাম্য শুকর সদৃশ, কণ্টকের ন্যায় দুঃখদ বিষয়ে রত, এজন্য উষ্ট্রের সমান, আর পরের নিমিত্ত ভার বহন করে একারণ গর্দ্দভের তুল্য ॥ ১৯ ॥

অপর যে মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ না করে তাহার

কর্ণপুটে নরস্য। জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত
ন যোপগায়ত্যুরুগায় গাথাঃ ॥ ২০ ॥
ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং
ন নমেন্মুকুন্দং। শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ
সপর্য্যাং হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা ॥ ২১ ॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ননিরী
ক্ষতো যে। পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি

নশৃণ্বতঃ অশৃণ্বতো নরস্য যে কর্ণপুটে তে বিলে রন্ধ্রে, নচেদুপগায়তি তস্য জিহ্বা অসতী দুষ্টা দার্দ্দুরিকেব ভেকীয়াঃ জিহ্বেব ॥ ২০ ॥

পট্টবস্ত্রোষ্ণীষেণ কিরীটেন চ জুষ্টং শিরো যদি ন নমেৎ। তর্হি কেবলং ভার এব। শাবৌ মৃতস্যেব করৌ লসন্তি কাঞ্চন কঙ্কণানি যয়োস্তৌ। অন্যৎ [illegible] ॥ ২১ ॥

যেন বিষ্ণোর্মূর্ত্ত্যাদিলিঙ্গানি ন পশ্যত তে বর্হায়িতে ময়ূর পুচ্ছেন তুল্যে।

দুইটি কর্ণপুট বৃথা ছিদ্র মাত্র আর যে ব্যক্তি ভগবানের গাথা গান না করে তাহার দুষ্টা জিহ্বা ভেক জিহ্বার তুল্য ॥ ২০ ॥

আর যে মস্তক মুকুন্দ চরণার বিন্দে প্রণত না হয় তাহা পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ এবং কীরিটে সজ্জিত হইলেও কেবল ভার মাত্র, আর যে দুই হস্ত হরির সপর্য্যা না করে, তাহা কাঞ্চন কঙ্কণে দেদীপ্যমান হইলেও সেই দুই হস্ত মৃতকের হস্ত তুল্য হয় ॥ ২১ ॥

অপর যে দুই নয়ন শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তির দর্শন না করে তাহা ময়ূর পুচ্ছের সদৃশ বস্তুতঃ তাহার কোন কার্য্য কারিতা নাই, আর যে দুইপদ হরি ক্ষেত্রে গমন না করে তাহারা বৃক্ষবৎ

নানু ব্রজতো হরের্যো ॥ ২২ ॥
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রি রেণূন্ নজাতু মর্ত্যোভি
লভেত যস্তু । শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছ
বো যস্তু নবেদ গন্ধং ॥ ২৩ ॥
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমানৈ র্হরিনামধেয়ৈঃ ।
নবিক্রিয়েতাথ যদাবিকারং নেত্রেজলং গাত্ররুহেষুহর্ষঃ॥২৪॥
অথাভিধে হ্যঙ্গ মনো ঽ নুকূলং প্রভাষসে
ভাগবতপ্রধানঃ । যদাহ বৈয়াসকি রাত্মবিদ্যা

দ্রুমবজ্জন্ম ভজেতে ইতি বৃথা বৃক্ষমূল তুল্যাবিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

নাভিলভেৎ অভিতো ন স্পৃশেৎ ন ধারয়েৎ শ্রীবিষ্ণুপদ্যাঃ বিষ্ণু পদলগ্নায়াঃ নবেদেতি অবঘ্রায় নাভি নন্দেদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

অশ্মবৎ সারো বলং কাঠিন্যং যস্য বিক্রিয়া লক্ষণ মাহ অথেতি । গাত্ররুহেষু রোমসু হর্ষ উদ্গমঃ ॥ ২৪ ॥

যস্মাদ্ভক্তস্য সর্ব্বমিদং ব্যর্থং মনসোঽনু কূলঞ্চ প্রিয়ং ব্রুষে । অথ

জন্ম লাভ করিয়াছে ॥ ২২ ।

অপর হে সূত ! যে ব্যক্তি কখন ভগবদ্ভক্তের পাদ রেণু ধারণ না করে, সে ব্যক্তি জীবঞ্ছব অর্থাৎ জীবদ্দশাতেই মৃতক তুল্য, আর যে মনুষ্য শ্রীবিষ্ণুর পদলগ্না তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আনন্দিত না হয় সে নিশ্বাস সত্ত্বেও শবশরী সদৃশ ॥ ২৩ ॥

হেসূত! হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার নাজন্মে এবংবিকার হইলেও যদিনেত্রে অশ্রুএবং গাত্রে লোমাঞ্চ না হয় তবে সেহৃদয় পাষাণের তুল্যকঠিন ॥ ২৪ ॥

অহেসূত ! তুমি আমাদিগের মনের অনুকূল কথাই বলিতেছ,

৫৩

বিশারদো নৃপতিং সাধুপৃষ্টঃ ॥ ২৫ ॥

ইতিশ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয় স্কন্ধে মহাপুরুষ সংস্থানবর্ণনং তৃতীয়োধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥ ॥ ॥

শ্রীসূত উবাচ ॥

বৈয়াসকে রিতি বচ স্তত্ত্ব নিশ্চয় আত্মনঃ।
উপধার্য্যমতিং কৃষ্ণে ঔত্তরেয়ঃ সতীং ব্যধাৎ ॥ ১ ॥

অতঃ সাধুপৃষ্ঠঃ সন্ বৈয়াসকি নৃপতিংপ্রতি বদাহ তদভিধেহীতি॥ ২৫॥

॥ * ॥ ইতি দ্বিতীয়ে তৃতীয়ঃ ॥ ৩ ॥ * ॥

তুর্য্যে পরীক্ষিতা পৃষ্ঠং সৃষ্ট্যাদি হরি চেষ্টিতং। শুকেন ব্রহ্ম তৎ পুত্র সম্বাদেনোপ বর্ণ্যতে ॥ ০ ॥

রজ্ঞঃ প্রশ্নং কথয়িতুং তস্য প্রাক্তনীং স্থিতি মাহ চতুর্ভিঃ। বৈয়াসকেঃ শুকস্য। ইতি এবং আত্মন স্তত্ত্বস্য নিশ্চয়ো যস্মাৎ। তদ্বচ উপধার্য্য আকলয্য সতীং কৃষ্ণএব সেব্যোনান্য ইত্যেব ভূতাং॥ ১॥

ভগবদ্ভক্ত-শ্রেষ্ঠ আত্মবিদ্যা বিশারদ শুকদেব জিজ্ঞাসিত হইয়া রাজা পরীক্ষিতের প্রতি যাহা যাহা কহিয়াছিলেন তৎসমুদায় আমাদিগকে শ্রবণ করাও ॥ ২৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়ে তৃতীয় ॥ ॥ ৩ ॥ ॥

চতুর্থাধ্যায়ে সৃষ্ট্যাদি হরি চেষ্টিত বিষয়ে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্ন, ব্রহ্ম নারদ সম্বাদ কথন দ্বারা শুকদেব তাহার উত্তর প্রদানার্থ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন ॥ ০ ॥

সূত কহিলেন হে ঋষিগণ! ব্যাস তনয় শুকদেব এই প্রকার আত্ম তত্ত্ব নিশ্চায়ক বচন শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণেতেই বিশুদ্ধা মতি সমর্পণ করিলেন ॥ ১ ॥

আত্মজায়া সুতাগার পশুদ্রবিণ বন্ধুষু ।
রাজ্যে চাবিকলে নিত্যং বিরূঢ়াং মমতাং জহৌ॥ ২॥
পপ্রচ্ছ চেম মেবার্থং যন্মাং পৃচ্ছথ সত্তমাঃ ।
কৃষ্ণানু ভাব শ্রবণে শ্রদ্ধধানো মহমনাঃ ॥ ৩ ॥
সংস্থাং বিজ্ঞায় সংনস্য কর্ম্ম ত্রৈবর্গিকঞ্চ-যৎ ।
বাসুদেবে ভগবতি আত্মভাবং দৃঢ়ং গতঃ ।
শ্রীরাজোবাচ ॥ ৪ ॥

আত্মাদেহঃ পশবো গজাদয়ঃ ॥ ২ ॥
ইম মেবার্থং হরিলীলা লক্ষণং ॥ ৩ ॥
সংস্থাং মৃত্যুং ত্রৈবার্গিকংত্যক্ত্বা ধর্ম্মার্থ কাম প্রধানং সন্নস্য ত্যক্ত্বা আত্মভাবং পরম প্রেম্না ভগবদাত্মীয়ত্বং গতঃ প্রাপ্তঃ সন্ পপ্রচ্ছ ॥ ৪ ॥

আর আপনার দেহ, কলত্র, পুত্র, গৃহ, গজাদিপশু, এবং ধন ও বান্ধবেতে তথা সমস্ত রাজ্যে যে দৃঢ়তর মমতা ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২ ॥

হেসত্তম সকল ! আপনারা আমাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেই রাজা শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য শ্রবণার্থ শ্রদ্ধাশীল হইয়া এই বিষয় শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করেন ॥ ৩ ॥

তিনি আপনার মৃত্যু অবগত হইয়া ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম প্রধান কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ভগবান বাসুদেবে দৃঢ়তর প্রেমলাভ করিয়া শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪ ॥

সমীচীনং বচোব্রহ্মন্ সর্ব্বজ্ঞস্য তবানঘ।
তমো বিশীর্য্যতে মহ্যং হরেঃ কথয়তঃ কথাং ॥ ৫ ॥
ভুয় এবং বিবিৎসামি ভগবানাত্ম মায়য়া।
যথেদং সৃজতেবিশ্বং দুর্ব্বিভাব্য মধীশ্বরৈঃ ॥ ৬ ॥
যথা গোপায়তি বিভুর্যথা সংযচ্ছতে পুনঃ।
যাংযাং শক্তি মুপাশ্রিত্য পুরুশক্তিঃ পরঃ পুমান্।

মহ্যং মম তমোঽজ্ঞানং নশ্যতি। তব কথয়তঃ সতঃ অতঃ সমীচীনং ॥ ৫ ॥

পুনশ্চ বেদিতু মিচ্ছামি ইদং দুর্ব্বিভাব্য মবিতর্ক্যং বিশ্বং যথা সৃজতি ॥ ৬॥

গোপায়তি পালয়তি। সংযচ্ছতে সংহরতে। পুরুঃ শক্তিঃ

হেব্রহ্মন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনি হরিকথা কহিতেপ্রবৃত্ত হইতে হইতেই আমার অজ্ঞান বিনষ্ট হইল, অতএব আপনার ঐসকল কথা অতি উৎকৃষ্ট ॥ ৫ ॥

হেমুনে! ভগবান্ আত্ম মায়াদ্বারা এইবিশ্বের সৃজন করেন তদ্বিষয় পুনর্ব্বার অবগত হইতে ইচ্ছাকরি, বোধহয় ইহাঅতি দুর্জ্ঞেয়; অধীশ্বরেরাও তর্ক করিয়া ইঁহারনিশ্চয় করিতেপারেননা ॥ ৬ ॥

হেব্রহ্মন্! বহুশক্তিমান্ পরম পুরুষ যেযেশক্তি আশ্রয় করিয়া যেপ্রকারে এইজগতের পালন ও পুনশ্চসংহার করিতেছেন, এবং ক্রীড়াকারী পুরুষ যেমন ক্রীড়াকরে তদ্রূপ আপনাকে ব্রহ্মাদিরূপে ক্রীড়াকরাইয়া যেপ্রকার বিবিধআকার গ্রহণ করেণ, এ সমস্ত বর্ণনকরুন, অদ্ভুতকর্ম্মা হরিরচরিত্র অতি

আত্মনং ক্রীড়যন্ ক্রীড়যন্ করোতি বিকরোতিচ ;
নূনং ভগবতো ব্রহ্মন্ হরেরদ্ভুত কর্ম্মণঃ ॥ ৭ ॥
দুর্ব্বি ভাব্যমিবা ভাতি কবিভিশ্চাপি চেষ্টিতং ॥ ৭ ॥
যথাগুণাংস্তু প্রকৃতে র্যুগপৎ ক্রমশোপিবা ।
বিভর্ত্তি ভূরিশস্ত্বেকঃ কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণি জন্মভিঃ ॥ ৮ ॥
বিচিকিৎসিত মেতন্মে ব্রবীতু ভগবান্ যথা ।
শাব্দেব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরস্মিংশ্চ ভবান্ খলু ॥
শ্রীসূতউবাচ ॥ ৯ ॥

বহুশক্তি মান্। ক্রীড়ন্ যথা করোতি আত্মানং ব্রহ্মাদি রূপিণং ক্রীড়য়ন্ বিকরোতি বিবিধং করোতি ॥ ৭ ॥

একঃ পুরুষ রূপেণ যুগপজ্জন্মভি ব্রহ্মাদ্যবতারৈঃ ক্রমশোবা যথা প্রকৃতে গুণান্ গৃহ্লাতি ॥ ৮ ॥

বিচিকিৎসিতং সন্দিগ্ধং শাব্দে ব্রহ্মণি বিচারেণ নিষ্ণাতঃ পরস্মিন্নস্থ ভবেন ॥ ৯ ॥

আশ্চর্য্য, পাণ্ডিতগণও তর্কদ্বারা তাহা নিশ্চয় করিতে পারিবেননা ॥ ৭ ॥

হেমুনে ! সেইএক ভগবান্ পুরুষরূপে একেবারে তথাব্রহ্মমরীচ্যাদি অবতার দ্বারা ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম করতকিপ্রকারে প্রকৃতির গুণসকল গ্রহণকরেণ ॥ ৮ ॥

এবিষয়ে আমার সংশয় আছে, আপনি বিচাদ্বারা শব্দব্রহ্মস্বরূপ বেদে এবং অনুভবদ্বারা পর ব্রহ্মেদিক্ষিত হইয়াছেন, এবিষয়ের যথার্থতত্ত্ব আমাকেবলুন ॥ ৯ ॥

ইত্যুপা মন্ত্রিতোরাজ্ঞা গুণানু কথনেহরেঃ।
হৃষীকেশ মনুস্মৃত্য প্রতিবক্তুং প্রচক্রমে॥
শ্রীশুকউবাচ॥ ১০॥
নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় ভূয়সে সদুদ্ভব স্থান
নিরোধ লীলয়া। গৃহীত শক্তি ত্রিতয়ায়
দেহিনা মন্তর্ভবায়া নুপ লক্ষ্য বর্ত্মনে॥ ১১॥

উপামন্ত্রিতঃ প্রার্থিতঃ প্রচক্রমে দেবতা গুরু নমস্কারাদি রূপ মুপক্রমং কৃতবা নিত্যর্থঃ॥ ১০॥

তদেবাহ ত্রযোদশভিঃ। পরস্মৈ সর্ব্বোত্তমায়। তত্রহেতুঃ ভূয়সে অপরিমিত মহিম্নে তদ্দর্শয়তি সতঃ প্রপঞ্চস্য উদ্ভবাদিষু নিমিত্তীভূতা যা লীলা তয়া গৃহীতং ব্রহ্মাদি রূপেণ রজআদি শক্তি ত্রিতয়ং যেন তস্মৈ। অন্তর্ভবায় অন্তর্য্যামিণে। অতএব সর্ব্বান্তরত্বাৎ অনুপলক্ষ্যং বর্ত্মযস্য তস্মৈ॥ ১১॥

সূতকহিলেন রাজা পরীক্ষিৎ হরিরগুণানু কথনের নিমিত্ত এইপ্রকার প্রার্থনা করিলে, শুকদেব সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক ভগবানের স্মরণকরিয়া দেবতা এবং গুরুদেবকে নমস্কার-পূর্ব্বক প্রতিবচন দিবারউপক্রম করিলেন॥ ১০॥

শুকদেব কহিলেন; সর্ব্বোত্তম সেই পুরুষকে নমস্কার, তাঁহার মহিমার ইয়ত্তা নাই, এই প্রপঞ্চ রূপ বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় বিষয়ে, নিমিত্ত স্বরূপ যে লীলা, তদ্দ্বারা তিনি ব্রহ্মাদি রূপে রজঃ আদি শক্তি এয় গ্রহণ করেন এবং তিনি সকল দেহীর অন্তর্য্যামী অতএব তাঁহার বর্ত্ম লক্ষ্য হয় না॥ ১১॥

ভূয়ো নমঃ সদ্বৃজিনচ্ছিদেঽসতা মসম্ভবায়া
খিল সত্ত্ব মূর্ত্তয়ে। পুংসাং পুনঃ পারম হংস্য
আশ্রমে ব্যবস্থিতানা মনুমৃগ্যদাশুষে॥ ১২॥
নমো নমস্তেস্ত্বৃভায় সাত্বতাং বিদূর কাষ্ঠায়
মুহুঃ কুযোগিনাং। নিরস্ত সাম্যাতিশয়েন

বিচিত্রফল দাতৃত্ব মনু স্মরন্ প্রণমতি ভূয়ঃ পুনশ্চ নমঃ। সতাং ধর্ম্মবর্ত্তিনাং বৃজিনচ্ছিদে দুঃখহন্ত্রে। অসতা মধর্ম্মশীলানাং অসম্ভবায় অনুদ্ভবহেতবে অখিলসত্ত্ব মূর্ত্তয়ে তত্তৎ দেবাদি রূপেণ তত্তৎ ফল দায়েত্যর্থঃ সমগ্রসত্ত্বমূর্ত্তয় ইতিবা। পুনরিতি পূর্ব্বোক্তোভয় বৈলক্ষণ্যমেবাহ পারমহংস্যে প্রত্যঙ্নিষ্ঠারূপে আশ্রমে ব্যবস্থিতানাং পুংসামনুমৃগ্যং অতন্নিরসনেন পুনঃ পুন মৃ্গ্যং যদাত্ম তত্ত্বং তস্যদাশুষে দাত্রে॥ ১২॥

সাত্বতাং ভক্তানাং ঋষভায় পালকায় কুযোগিনাং ভক্তিহীনানাং বিদূরা কাষ্ঠাদিগপি যস্য দুর্ব্বিজ্ঞেয়ায়েত্যর্থঃ। তদেবং বৈষম্য প্রতীতাবপি নির্দ্দোষত্বায় অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যমাহ নিরস্তশাম্যং অতিশয়শ্চ যস্য যদ

তিনি বিচিত্র ফল দাতা, তাহাকে পুনর্ব্বার নমস্কার, তাহা হইতে ধার্ম্মিক লোকদিগের দুঃখ নিবৃত্তি হয়, এবং তিনিই অধর্ম্মশীল দিগের অনুদ্ভবের কারণ, অপর সমস্ত সত্বই তাঁহার মূর্ত্তি তিনিই আত্ম নিষ্ঠা রূপ পারমহংস্য আশ্রমে অবস্থিত পুরুষদিগের পুনঃ পুনঃ অন্বেষণীয় আত্ম তত্ত্ব প্রদান করিয়া থাকেন॥ ১২॥

অপর তিনিই ভক্ত গণের পালক এবং ভক্তি হীন মনুষ্যের দুর্জ্ঞেয়, অপর তিনি অসাম্য ও অনতিশয় ঐশ্বর্য্য দ্বারা আত্ম

রাধসা স্বধামনি ব্রহ্মণি রংস্যতে নমঃ ।। ১৩ ।।
যৎ কীর্ত্তনং যৎ স্মরণং যদীক্ষণং যদ্বন্দনং
যচ্ছ্রবণং যদর্হণং। লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি
কল্মষং তস্মৈ সুভদ্র শ্রবসে নমো নমঃ ।। ১৪ ।।
বিচক্ষণা যচ্চরণোপ সাদনাৎ সঙ্গং ব্যুদস্যো
ভয়তোঽন্তরাত্মনঃ। বিদন্তিহি ব্রহ্মগতিং
গতক্লমাস্তস্মৈ সুভদ্র শ্রবসে নমো নমঃ ।। ১৫ ।।

পেক্ষয়া অন্যস্য সাম্য মতিশয়শ্চ নাস্তি তেন রাধসা ঐশ্বর্য্যেণ স্বধা-মনি স্ব স্বরূপে ব্রহ্মণি রমমাণায় ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বসাধনেভ্যোভক্তেঃ শ্রৈষ্ঠ্যমনু স্মরন্ প্রণমতি যৎকীর্ত্তনমিতি দ্বাভ্যাং। অর্হণঃ পূজনং। সুভদ্রং সুমঙ্গলং শ্রবোযশোযস্য তস্মৈ ॥ ১৪

বিচক্ষণাবিবেকিনঃ যস্য চরণয়ো রূপসাদনাৎ উপসত্তে র্ভজনাৎ অন্তরাত্মনো মনসঃ। উভয়ত ইহপরত্রচ সঙ্গংব্যুদস্য নিরস্য গতক্লমাঃ প্রয়াসরহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

স্বরূপ পরব্রহ্মে ক্রীড়া করেন, তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার।। ১৩।।

যাঁহার কীর্ত্তন যাঁহার স্মরণ, যাঁহার দর্শন, যাহার বন্দন, যাঁহার শ্রবণ, যাঁহার অর্চ্চন, সদ্যই লোক সকলের পাপ বিনষ্ট করে, তাঁহার যশঃ সুমঙ্গল স্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার।। ১৪ ।।

যাঁহার চরণ দ্বয় সেবা করিয়া বিবেকী লোকেরা ইহকালে এবং পরকালে মনের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আয়াস শূন্য হইয়া ব্রহ্মগতি প্রাপ্ত হন সেই মঙ্গল যশস্বী ভগবানের প্রতি পুনঃ পুনঃ নমস্কার ।। ১৫ ।।

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্র
বিদঃ সুমঙ্গলাঃ। ক্ষেমং নবিন্দন্তি বিনা যদ
র্পণং তস্মৈ সুভদ্র শ্রবসে নমো নমঃ ॥ ১৬ ॥
কিরাত হূনান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কশা আভীর শুম্ভা
যবনাঃ খসাদয়ঃ। যে ন্যেচ পাপা যদপা শ্রয়া
শ্রয়াঃ শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ১৭ ॥

ভক্তি শূন্যানাং সর্ব্বসাধন বৈকল্যং দর্শয়ন্নমতি তপস্বিন ইতি। মনস্বিনো যোগিনঃ। সুমঙ্গলাঃ সদাচারাঃ। যস্মিন্ তপআদ্যর্পণং বিনা- সুভদ্র শ্রবসে ইত্যস্যাবৃত্তির্যশঃ শ্রবণাদেঃ প্রাধান্য জ্ঞাপনায় ॥ ১৬ ॥
ভক্তেঃ পরম শুদ্ধি হেতুত্বং দর্শয়ন্নাহ। কিরাতাদয়ো যেপাপ জাতয়ঃ। অন্যেচ যে কর্ম্মতঃ পাপরূপাঃ যদপাশ্রয়া ভাগবতাঃ তদা- শ্রয়াঃ সন্তঃ শুধ্যন্তি। অসম্ভাবনা শঙ্কাং পরিহরতি প্রভ বিষ্ণবে প্রভবন শীলায়েতি ॥ ১৭ ॥

তপস্বী অথবা দানশীল কিম্বা যোগী অথবা জপশীল কিং সদাচার রত কোন ব্যক্তি, যাঁহাতে আপনার তপস্যাদি কর্ম্ম, সমর্পণ না করিলে মঙ্গল প্রাপ্ত হন না, সেই সুমঙ্গল যশঃ শালী ভগবান্‌কে নমস্কার নমস্কার ॥ ১৬ ॥
কিরাত হূন অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন এবং খশ প্রভৃতি যে সকল পাপযাতি এবং অন্যান্য যে সকল ক- র্ম্মতঃ পাপ স্বরূপ, তাহারাও যে ভগবানের আশ্রিত ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ হয়, প্রভাবশালী সেই ভগবানকে নম- স্কার ॥ ১৭ ॥

৩১

স এষ আত্মাত্ম বতা মধীশ্বর স্ত্রয়ীময়ো ধর্ম্মময়
স্তপোময়ঃ। গত ব্যলীকৈ রজ শঙ্করা দিভি
র্বিতর্ক্য লিঙ্গো ভগবান্ প্রসীদতাং ॥ ১৮ ॥
শ্রিয়ঃ পতি র্যজ্ঞ পতিঃ প্রজাপতি র্ধিয়াং পতি
র্লোকপতি র্ধরাপতিঃ। পতি র্গতি শ্চান্ধক
বৃষ্ণি সাত্বতাং প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাম্পতিঃ ॥ ১৯॥

সর্ব্বোপাসত্ব মনু স্মরন্ প্রার্থয়তে সত্রষ আত্মবতাং ধীরাণং মাত্মা। আত্মত্বেনোপাস্য ইত্যর্থঃ। ত্রয়ীময়ত্বাদি বিশেষণৈ স্তত্তন্মার্গেণোপাস্যত্বং বিবক্ষিতং গতব্যলীকৈ র্নিষ্কপটৈ ভক্তৈ বিতর্ক্যং অত্যাশ্চর্য্যেণ বীক্ষণীয়ং লিঙ্গং মূর্ত্তির্যস্য সপ্রসীদত্ব ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বপালকত্ব মনুস্মরন্নাহ শ্রিয় ইতি পতিঃ সর্ব্বাপৎ সুরক্ষকঃ ॥ ১৯ ॥

সেই ভগবানই ধীর ব্যক্তিদের আত্মা অর্থাৎ আত্মতত্ত্বরূপে উপাস্য, তিনি ই বেদময়, ধর্ম্ময়, অর্থাৎ সেই সেই মার্গ দ্বারা তিনি উপাস্য, অকপটভক্ত ব্রহ্ম শঙ্করাদিও অত্যাশ্চর্য্য রূপে তাঁহার মূর্ত্তি দর্শন করেন সেই ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৮ ॥

অপিচ তিনি লক্ষ্মীর পতি, যজ্ঞপতি, প্রজাপতি, বুদ্ধির পতি, লোকের পতি, পৃথিবীর পতি, এবং অন্ধক, বৃষ্ণি, ও ভক্তদিগের সকল আপদ সময়ে রক্ষক, এবং পতি, আর তিনি সদ্ব্যক্তি দিগের পতি, সেই ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৯ ॥

যদঙ্ঘ্র্যভিধ্যান সমাধি ধৌতয়া ধিয়ানু পশ্যন্তি
হি তত্ত্ব মাত্মনঃ। বদন্তি চৈতৎ কবয়ো যথারুচং
সমে মুকুন্দো ভগবান্ প্রসীদতাং॥ ২০॥
প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতাঽজস্য
সতীং স্মৃতিং হৃদি। স্ব লক্ষণা প্রাদুরভূৎ
কিলাস্যতঃ সমে ঋষীণা মৃষভঃ প্রসীদতাং॥ ২১॥

জ্ঞানপ্রদত্ব মনু স্মরন্নাহ দ্বাভ্যাং। যদ্যাঙ্ঘ্র্যোরভি ধ্যানমেব সমাধিঃ তেন ধৌতয়া শোধিতয়া। যথারুচং রুচ্যনু সারেণ সগুণ নিগুর্ণাদি-ভেদৈঃ। যদ্বারুক্ বক্তৃ প্রতিভা যথামতীত্যর্থঃ॥ ২০॥

কিঞ্চপুরা কল্পাদৌ অজস্য হৃদি সৃষ্টি বিষয়াং স্মৃতিংবিতন্বতা যেন প্রচোদিতা সতী সরস্বতী তস্য মুখতঃ কিল প্রাদুর্ভূতা স্বানি লক্ষণানি শিক্ষাদ্যুক্তানি যস্যাঃ সা ঋষীনাং জ্ঞান প্রদানাং ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ॥ ২১॥

যাঁহার চরণদ্বয়ের ধ্যান রূপ সমাধি দ্বারা বুদ্ধি শোধিত করিয়া জ্ঞানিগণ আত্মতত্ত্ব দেখিতে পান, এবং পণ্ডিত সকল আপন্ আপন রুচির অনুসারে যাঁহাকে সগুণ এবং নির্গুণ কহিয়া থাকেন সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন॥ ২০॥

কল্পের আদিতে ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টি বিষয়াস্মৃতি বিস্তার করিতে করিতে যাঁহা কর্তৃক প্রেরিতা বেদরূপা সরস্বতী ঐ ব্রহ্মার বদন হইতে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন, জ্ঞান প্রদাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন॥ ২১॥

ভূতৈর্মহদ্ভির্যইমাঃ পুরো বিভুর্নির্ম্মায়শেতে
যদমূড় পুরুষঃ। ভুঙ্ক্তে গুণান্ ষোড়শঃ ষোড়-
শাত্মকঃসোহলংকৃষীষ্ট খিল বিদ্বচাং সিমে ॥ ২২ ॥
নমস্তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।

ইদানীং স্ববাচঃ শ্রোতৃজনাহ্লাদিনীং শৃঙ্গার করুণাদি শোভা প্রার্থয়তে ভূতৈরিতি। সমেবচাংসি অলং কৃষীষ্ট অলং করোতু। অন্যেষাং বচসা মনোনালঙ্কারা সম্ভব মাশঙ্কা তস্যান্তর্যামিত্বামাবিষ্ক-রোতি। যোমহদ্ভি র্ভূতৈরিমাঃ পুরঃ শরীরাণি সৃষ্ট্বাঽমূ পুর্ষু অন্তর্যামিতয়া শেতে বসতি। অত্র পুরুষ সমাখ্যাং প্রমাণয়তি যদ্যস্মাৎ পুরুষ ইতি। অতএব যঃ একাদশেন্দ্রিয় পঞ্চ মহাভূত রূপাণি ষোড়শ গুণান্ কলাঃ ভুঙ্ক্তে প্রকাশয়তি পালয়তীতিবা। তদাত্মনে পদ-মার্ষং। তত্রহেতুঃ যতঃ ষোড়শানা মাত্মা চেতয়িতা স্বার্থেকঃ। মত্রত্র জীবত্ব মুচ্যতে প্রার্থনা বিরোধাৎ ॥ ২২ ॥

শ্রীব্যাসং নমস্করোতি নম ইতি সৌম্যা তক্ত্যাযস্য মুখাম্বুরুহে আসবো

যে সর্ব্বগত পুরুষ মহাভূত দ্বারা এই সকল পুর অর্থাৎ শরীর সৃষ্টি করিয়া অন্তর্যামিত্ব রূপে সকলের মধ্যে বাস করি-তেছেন, তাহাতেই যাঁহার নাম পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত আছে, অতএব যিনি একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চ মহাভূত স্বরূপ ষোড়শ কলার প্রকাশক হইয়া তাঁহাদের পালন করিতেছেন, তিনি আমার বাক্য সকল অলঙ্কৃত করুন্ অর্থাৎ আমার বাক্য যাহাতে শ্রোতৃগণের আহ্লাদ জনক হইতে পারে এবম্প্রকারে ইহার শৃঙ্গার করুণাদি রসেরদ্বারা শোভা বিস্তার করুন্ ॥ ২২॥

আর সেই ভগবান্ বাসুদেব-স্বরূপ বেদব্যাসকে নমস্কার,

পপুর্জ্জান ময়ং সৌম্যা যন্মুখাম্বুরুহাসবং ॥ ২৩ ॥

এতদেবাত্মভূ রাজন্ নারদায় বিপৃচ্ছতে।

বেদগর্ভোঽভ্যধাৎ সাক্ষাদ্যদাহ হরিরাত্মনঃ। ২৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে পুরুষ সংস্থানুবর্ণনং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীনারদউবাচ।

দেব দেব নমস্তেঽস্তু ভূত ভাবন পূর্ব্বজ।

মকরন্দং তং ॥ ২৩॥

ইদানীং প্রশ্নোত্তরতয়া ব্রহ্মনারদসম্বাদং প্রস্তৌতি এতদিতি। উৎপত্তি সময় এব বেদোগর্ভো যস্য। সাক্ষাদ্ যদাহ ॥ ২৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়ে চতুর্থঃ ॥ ৪ ॥ * ॥

পঞ্চমে নারদেনাথ পৃষ্টঃ সৃষ্ট্যাদি বক্ত্যজঃ। হরের্লীলা বিরাট সৃষ্টিং কাল কর্ম্মাদি শক্তিভিঃ ॥ ০ ॥

নারদায় বিপৃচ্ছতে বেদগর্ভোঽভ্যধাদিত্যুক্তং। তত্র নারদ প্রশ্ন

ভক্তজন তাঁহার মুখ পদ্মের জ্ঞানময় মকরন্দ পান করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

হে রাজন! নারদ এই বিষয় ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহাতে আপনার প্রতি সাক্ষাৎ হরি যাহা বলেন, ব্রহ্মাও সেই কথা নারদের প্রতি বলিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়ে চতুর্থঃ ॥ ৪ ॥ ※ ॥

পঞ্চমাধ্যায়ে নারদের জিজ্ঞাসায় ব্রহ্মার সৃষ্ট্যাদি এবং হরি লীলা ও কাল কর্ম্মাদি শক্তি দ্বারা বিরাট্ সৃষ্টিকথন ॥ ০

নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হে দেব দেব!

তদ্বিজা নীহি যজ্জ্ঞা নমাত্ম তত্ত্ব নিদর্শনং ॥ ১ ॥
যদ্রূপং যদধিষ্ঠানং যতঃ সৃষ্টমিদং প্রভো।
যৎসংস্থং যৎপরং যচ্চ তত্তত্ত্বং বদতত্ত্বতঃ ॥ ২ ॥
সর্ব্বং হ্যেতদ্ভবান্ বেদ ভূতভব্য ভবৎ প্রভুঃ।

আহ দেব দেবেতি। হে ভূতভাবন। অতএব সর্ব্বেষাং পূর্ব্বজ অনাদে। জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানং তৎ সাধনং বস্তুবিজানীহি বিশেষেণ জ্ঞাপয়েত্যর্থ। কথম্ভূতং আত্মতত্ত্বং নিতরাং দৃশ্যতে যেনতৎ ॥ ১

উপলক্ষণভূতং বিশ্বমেবাত্ম জ্ঞান সাধনং অতস্তদ্বিশেষং পৃচ্ছতি। যদ্রূপং যেন রূপেণ প্রকাশতে যদধিষ্ঠানং যদাশ্রয়ং। যত যেন সৃষ্টং। যৎসংস্থং যস্মিন্ লীয়তে। যৎপরং যদধীনং। যচ্চেতি যদাত্মকং স্বতঃ সৎ কারণান্তরং বেত্যর্থঃ তস্য তত্ত্বং যাথার্থ্যং তত্ত্বতো বদ ॥ ২ ॥

নজানামীতি নবক্তব্য মিত্যাহ সর্ব্বমিতি। ভূতংজাতং। ভব্যং

হে ভূত ভাবন! হে পূর্ব্বজ! আপনাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মন! যাহাতে আত্ম তত্ত্ব দৃশ্য হয়, সেই রূপ জ্ঞান সাধন বস্তু বিশেষ রূপে জ্ঞাপন করিয়া দিউন ॥ ১॥

হে প্রভো! এই বিশ্ব যদ্রূপে প্রকাশ পায় এবং যাহা আশ্রয় করিয়া আছে, যাহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট, যাহাতে লীন হয়, যাহার অধীন এবং স্বয়ং যৎস্বরূপ অর্থাৎ ইহা আপনা হইতে হইয়াছে কি কোন কারণ স্বরূপ অন্য কাহা হইতে হইয়াছে এসকল বিষয়ের তত্ত্ব যথার্থ রূপে বলুন্ ॥ ২ ॥

হেপ্রভো! এ সমস্তই আপনি যথার্থ রূপে জ্ঞাত আছেন কেননা যাহা জন্মিয়াছে এবং যাহা জন্মিবে ও যাহা জন্মিতেছে,

করাম্ন লক বদ্বিশ্বং বিজ্ঞানাব সিতং তব ॥ ৩ ॥
যদ্বিজ্ঞানো যদাধারো যৎ পরস্ত্বং যদাত্মকঃ ।
একঃ স্থজসি ভূতানি ভূতৈরে বাত্ম মায়য়া ॥ ৪ ॥
আত্মন ভাবয়সে তানি নপরা ভাবয়ন্ স্বয়ং ।

জনিষ্যমাণং । ভবৎ আয়মানং । তেষাং প্রভুর্যতঃ ; অতোবিশিষ্টেন জ্ঞানেনাবনিতং নিশ্চিতং ॥ ৩ ॥

আস্তামিদং আদৌ তাবৎ ত্বমেবাত্মানং কথয় ইত্যাহ যদ্বো বিজ্ঞানং যস্য কস্তব বিজ্ঞানদ ইত্যর্থঃ যদাধারঃ কস্তবাশ্রয়ঃ। যৎপরো যদধীনঃ। যদাত্মকঃ যৎ স্বরূপঃ। মমতু ত্বমেব স্বতন্ত্রঃ পরমেশ্বর ইতি বুদ্ধিঃ। তব তপশ্চরণেনতু পরাশঙ্কয়া পৃচ্ছামীত্যাহ যাদ্ধেশ্চতুর্ভিঃ। একঃ অসহায়ঃ ॥ ৪ ॥

আত্মনি ভাবয়সে পালয়সি স্বয়মেব পরাভবমপ্রাপয়ন। অক্রমঃ

তৎ সমুদয়েরই আপনি প্রভু অতএব এই বিশ্ব করস্থিত আমলকী ফলের ন্যায় আপনকার বিশিষ্ট জ্ঞানদ্বরা নিশ্চিত আছে ॥ ৩ ॥

হেব্রহ্মন্ ! আপনিই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর আমার এরূপ বোধ ছিল কিন্তু আপনাকে তপস্যা চরণে প্রবৃত্ত দেখাতে আপনকার উপরেও কেহ প্রভু আছেন এমত আশঙ্কা জন্মিল, অতএব জিজ্ঞাসা করি আপনকার বিজ্ঞান দাতা কে ? আপনি কাহার আশ্রিত, এবং কোন ব্যক্তির অধীন, আর আপনকার স্বরূপই বা কি ? আপনি অসহায়, একাকী আত্মমায়া দ্বারা ভূতকরণক ভূত সকলের সৃষ্টি করেন ॥ ৪ ॥

হেব্রহ্মন ! যেমন ঊর্ণনাভি অর্থাৎ মাকড়সা আপনার

আত্মশক্তি মবষ্টভ্য ঊর্ণনাভি রিবাক্লমঃ ॥ ৫ ॥
নাহং বেদ পরং ত্বস্মিন্নাপরং নসমং বিভো।
নামরূপ গুণৈ র্ভাব্যং সদসৎ কিঞ্চিদন্যতঃ ॥ ৬ ॥
সভবানচর দ্ঘোরং যত্তপঃ সুসমাহিতঃ।

শ্রমরহিতঃ। যথোর্ণনাভি রাত্মন এবশক্তি মবষ্টভ্য সৃজতি তদ্বৎ ॥ ৫ ॥
তস্মাদহন্তু অস্মিন্ বিশ্বস্মিন পরমুত্তমং। অপর মধমং। সমং মধ্যমং সমানঞ্চ। তত্রাপি নাম মনুষ্যাদি। রূপং দ্বিপদত্বাদি। গুণঃ শুক্লাদি। তৈর্ভাব্যং সাধ্যং। তত্রাপি সদসৎ স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ কিঞ্চিদপ্যন্যতো নবেদ। কিন্তু ত্বত্ত এব সর্ব্বং ভবতীতি মনো ॥ ৬ ॥
সত।। বিশেষোপি ভবান তপোহচরদিতি যৎ তেননোহস্মান্ খেদয়সে

শক্তি অবষ্টম্ভ করিয়া অনায়াসে সুত্র নির্ম্মাণ করে তদ্রূপ আপনি আপনারশক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাকে পরাভব প্রাপ্ত না করিয়া বিনাশ্রমে সেই সকল ভুতকে আপনাতেই পালন করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

হে বিভো! এই বিশ্বমধ্যে কোন বস্তু উত্তম অথবা অধম, কিম্বা মধ্যম অথবা সমান তাহা কিছুই জানিতে পারিতেছিনা, মনুষ্যাদি নাম, দ্বিপদাদি রূপ তথা শুক্লাদি গুণদ্বারা প্রকাশ মান স্থূল ও সুক্ষ্ম যে কিছু পদার্থ, এ সকল অন্য কাহা হইতে ও হয় এমত বোধ হয় না আপনা হইতেই সকল হয় ইহা আমার নিশ্চয় ছিল। ৬ ॥

আপনি তথা বিধ হইয়া ও সমাধি পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা আচরণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমার মোহ হইতেছে,

তেন খেদয় সেনস্ত্বং পরা শঙ্কাঞ্চ যচ্ছসি ॥ ৭ ॥
এতন্মে পৃচ্ছতঃ সর্ব্বং সর্ব্বজ্ঞ সকলেশ্বর। বিজানীহি
তথৈবেদ মহং বদ্ধ্যেনুশাসিতঃ ॥ শ্রীব্রহ্মোবাচ ॥ ৮ ॥
সম্যক্ কারুণিকস্যেদং বৎসতে বিচিকিৎসিতং।
যদহং চোদিতঃ সৌম্য ভগবদ্বীর্য্য দর্শনে ॥ ৯ ॥

মোহয়সি। যতঃ পরা শঙ্কাং প্রযচ্ছসি ॥ ৭ ॥

যথৈবাহং ত্বয়ানু শাসিতঃ শিক্ষিতঃ সন্ বুদ্ধে বুধ্যেয়ং। তথা বিশেষেণ জ্ঞাপয় ॥ ৮ ॥

প্রশ্নমভি নন্দতি হেবৎস পুত্র তদেবং বিচিকিৎসিতং সন্দেহঃ তৎ পূর্ব্বক প্রশ্নোয়ং সম্যগিত্যর্থঃ। যতঃ কারুণিকস্য তবায়ং প্রশ্নঃ তত্র হেতুঃ যদ্যতঃ পরমধর্ম্মে ভগবদ্বীর্য্য প্রকাশনে প্রবর্ত্তিতোঽস্মি। অতস্ত্বং জিজ্ঞাসুরপি ময়িকৃপামেব কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অতএব আপনা হইতে অপর এক জন ঈশ্বর আছেন এমত আশঙ্কা ও জন্মিতেছে ॥ ৭ ॥

হে ব্রহ্মন আপনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সকলের ঈশ্বর আমি এই যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম তাহা বিশেষ রূপে জ্ঞাপন করুন, যেন আপনকার উপদেশে উত্তম রূপে অবগত হইতে পারি ॥ ৮ ॥

নারদের এই সকল প্রশ্নে ব্রহ্মা কহিলেন বৎস! তুমি অতি দয়াবান্ তোমার এই সন্দেহ প্রশংসিত বটে, যে হেতু এই সন্দেহ হইতেই তোমার এই প্রশ্ন হইল, তদুপলক্ষে আমি ভগবানের বীর্য্য অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্ট্যাদি কার্য্য প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হইব অতএব তুমি জিজ্ঞাসু হইয়াও আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিলে ॥ ৯ ॥

নানৃতং তব তচ্চাপি যথামাং প্রব্রবীষিভোঃ।
অবিজ্ঞায় পরং মত্ত এতাবত্ত্বং যতোহিমে॥ ১০॥
যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহং।

নন্ত্বমেব ভগবানিত্যুক্তং যথা একঃ সৃজসি ভূতানীত্যাদিনা। সত্যং যথা মামীশ্বরত্বেন প্রভাষসে তদপি তব ভাষণং নাত্যন্ত মনৃতং। যস্তঃ কারণাৎ এতাবতঃ এতাবৎ প্রভাবস্য ভাব এতাবত্ত্বং মেহস্তি। কিন্তু মত্তঃ পরমীশ্বর মবিজ্ঞায় ক্রুষে। অতঃসাদৃশ্যাত্ত্বৈবেয়ং ভ্রান্তিঃ নতু বুদ্ধি পূর্ব্বক মনৃত মিত্যর্থঃ। যতঈশ্বরান্মম এতাবত্ত্বং ত মবিজ্ঞায় ইতিবান্বয়ঃ॥ ১০॥

তর্হিকোসাবীশ্বর ইত্যপেক্ষায়াং ভক্ত্যানমস্কুর্ব্বন্নেব তং কথয়তি ত্রিভিঃ। যেন বিশ্ব প্রকাশেন রোচিতং প্রকাশিতমেব প্রকাশয়ামি সৃষ্টাভিব্যক্তিং করোমি। যথার্কাদয় শ্চৈতন্য প্রকাশ্যমেব প্রকাশয়ন্তি তথাচশ্রুতিঃ। নতত্র সূর্য্যোভাতি নচচন্দ্র তারকং নেমাবিদ্যুতো

হে পুত্র! তুমি আমাকে ঈশ্বর বলিয়া যে প্রকার কহিতেছ তোমার এ কথা নিতান্ত মিথ্যা নহে, যে হেতু আমার ঐ প্রকার প্রভাব আছে, কিন্তু আমা হইতে ও শ্রেষ্ঠতর এক জন ঈশ্বর আছেন, বোধ হয় তুমি তাহা না জানিয়া এরূপ কহিতেছে ফলতঃ সাদৃশ্য প্রযুক্ত তোমার এই ভ্রান্তি হইয়াছে, জ্ঞান পূর্ব্বক মিথ্যা কহিতেছ না॥ ১০॥

হে বৎস! স্ব প্রকাশ সেই পরমেশ্বরের প্রকাশিত বিশ্বকেই আমি সৃষ্ট্যাদি দ্বারা অভিব্যক্তি করি, যেমন চৈতন্য

যথার্কোঽগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষ গ্রহতারকাঃ ॥ ১১ ॥
তস্মৈ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি ।
যন্মায়য়া দুর্জয়য়া মাং বদন্তি জগদ্ গুরুং ॥ ১২ ॥
বিলজ্জ মানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা পথেমুয়া ।

ভা ন্তি কুতোয়মগ্নিঃ । তমেবভান্ত মনুভাতিসর্ব্বং তস্য ভাসাসর্ব্বমিদং বিভাতীতি ॥ ১০ ॥

তস্মৈনমোধীমহি যস্য মায়য়া বিমোহিতাঃ সন্তোযুষ্মদাদয়ো মাং জগদগুরুং জগৎ কর্ত্তারং বদন্তি তস্মৈ ॥ ১২ ॥

যন্মায়য়েতি মায়া সম্বন্ধোক্তে স্তস্যাদুর্জ্জয়ত্বোক্তেশ্চ তস্যাপি কিমিতি সংসারঃ নৈবেত্যাহ মৎকপট মস্যৈ জানাতীতি যস্য দৃষ্টিপথেস্থাতুং বিলজ্জমানয়েব তস্মিন্‌স্বকার্য্য মকুর্ব্বত্যা অমুয়া মায়য়া বিমোহিতাঃ অস্মদাদয়ো দুর্ধিয়ঃ অবিদ্যাবৃত জ্ঞানা এব কেবলং বিকথন্তে শ্লাঘন্তে ।

প্রকাশ্য বস্তু সকলেকেই, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

অতএব সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি, এবং তাঁহাকেই ধ্যান করি, তাঁহার দুর্জয় মায়াতে মুগ্ধ হইয়া তোমরা আমাকে জগতের গুরু বলিতেছ ॥ ১২ ॥

কিন্তু ঐ মায়া "এই মদীয় প্রভু আমার কপট জানেন," এই বলিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জিতা হয়, সুতরাং তাঁহার উপরে আপনার কার্য্য করিতে পারে না কেবল অস্মাদাদি সদৃশ দুর্ব্বুদ্ধি লোকদিগকেই মোহিত করে এবং

বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহ মিতি দুর্ধিয়ঃ ॥ ১৩ ॥
দ্রব্যং কর্ম্মচ কালশ্চ স্বভাবো জীব এবচ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ নচান্যোর্থোস্তিতত্ত্বতঃ ॥ ১৪ ॥
নারায়ণ পরাবেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।

অনেন যদ্রূপ মিত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তর মুক্তং ভবতি ॥ ১৩ ॥

তদেবং স্বস্মাদন্যং পরমেশ্বরং নিরূপ্য ইদানীং যদধিষ্ঠান মিত্যাদি নব প্রশ্নানাং সএবাধিষ্ঠানাদিকং সর্ব্বমিত্যুত্তরং বক্তুং তদ্ব্যতিরেকেণান্যস্যা সত্ত্বমাহ দ্রব্য মিতি। দ্রব্যং মহা ভূতানি উপদান রূপাণি কর্ম্ম জন্ম নিমিত্তং কাল স্তৎ ক্ষোভকঃ। স্বভাব স্তৎ পরিণাম হেতুঃ জীবো ভোক্তা বাসুদেবাৎ পরোঽন্যোর্থোনাস্তি কারণ ব্যতিরেকাৎ কার্য্যস্য ॥ ১৪ ॥

তৎ প্রপঞ্চয়তি দ্বাভ্যাং নারয়ণঃ পরং কারণং যেষাং তে। অনেনৈব শাস্ত্র যোনিত্ব প্রতিপাদনেনেশ্বরে প্রমাণং সর্ব্বজ্ঞত্বা দিকঞ্চোক্তং।

দুর্ব্বুদ্ধি দিগেরই জ্ঞান অবিদ্যাতে আচ্ছন্ন হওয়াতে তাহারাই "আমার আমার,, এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

হে নারদ! উপাদান স্বরূপ মহা ভূতাদি দ্রব্য অথবা জন্ম নিমিত্ত কর্ম্ম, কিম্বা তাহার গুণ ক্ষোভক কাল অথবা তাহার পরিণাম হেতুস্বরূপ স্বভাব, কিম্বা ভোক্তা স্বরূপ জীব, ইহাদের মধ্যে কোন বস্তুই বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহে কেন না কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না ॥ ১৪ ॥

ইহার প্রমাণ দেখ, বেদ সকল নারায়ণ পর, অর্থাৎ নারায়ণই তাহাদের পরম কারণ, দেবতা সকল নারায়ণের অঙ্গজ

নারায়ণ পরালোকা নারায়ণ পরামখাঃ ॥ ১৫ ॥
নারায়ণ পরো যোগ নারায়ণ পরস্তপঃ।
নারায়ণ পরং জ্ঞানং নারায়ণ পরাগতিঃ ॥ ১৬ ॥
তস্যাপি দ্রষ্টুরীশস্য কূটস্থস্যাখিলাত্মনঃ।
সৃষ্টং সৃজামি সৃষ্টোহমীক্ষয়ৈবাভি চোদিতঃ ॥ ১৭ ॥

দেবাশ্চ তদঙ্গাজ্জাতাঃ অতোনতদ্ব্যতিরিক্তাঃ। লোকাঃ স্বর্গাদয়ঃ তদানন্দাংশাঃ। মখাদয় স্তৎ সাধন ভূতাঃ ॥ ১৫ ॥

যোগঃ প্রাণায়ামাদিঃ। তপস্তৎ সাধ্যং চিত্তৈকাগ্র্যং জ্ঞানং তৎ সাধ্যং। গতি স্তৎ ফলং। অনেনৈতৎ সর্বং তদধীন মিত্যুক্তং ॥ ১৬ ॥

তর্হিত্বং কিং করোষী ত্যপেক্ষায়ামাহ তস্য সৃষ্টমপি তেন সৃষ্টোহং সৃজামি ঈক্ষয়া কটাক্ষেণ। তত্র হেতবঃ দ্রষ্টুরিত্যাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অর্থাৎ তাঁহা হইতে তাঁহারা কেহ ভিন্ন নহেন, স্বর্গাদি লোক সকল নারায়ণ পর অর্থাৎ তাঁহারই আনন্দের অংশ এবং যজ্ঞ সকল ও নারায়ণ পর ॥ ১৫ ॥

যোগ নারায়ণ পর, তপস্যা নারায়ণ পরা, তপস্যার সাধ্য জ্ঞান নারায়ণ পর এবং জ্ঞান সাধ্য মোক্ষ ও নারয়ণ পর অতএব সকলি তাঁহার অধীন ॥ ১৬ ॥

হে নারদ সেই নারায়ণই দ্রষ্টা অর্থাৎ সর্ব্ব সাক্ষী, ঈশ্বর, সর্ব্বকাল. ব্যাপী এবং সকলের অন্তর্যামী, তিনিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমুদয় ও তাহারই সৃষ্টি আমি তাঁহার কটাক্ষে প্রেরিত হইয়া তাঁহার সৃষ্ট সকলকেই সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ১৭ ॥

সত্ত্বং রজ স্তম ইতি নির্গুণস্য গুণাস্ত্রয়ঃ।
স্থিতি সর্গ নিরোধেষু গৃহীতা মায়য়া বিভোঃ॥ ১৮॥
কার্য্য কারণ কর্ত্তৃত্বে দ্রব্যজ্ঞান ক্রিয়াশ্রয়াঃ।
বধ্নন্তি নিত্যদা মুক্তং মায়িনং পুরুষং গুণাঃ॥ ১৯॥

নন্বু কুতোঽয়ং জীবেশ্বর বিভাগঃ। যতস্ত্বং প্রের্য্যঃ সচ প্রেরকঃ স্যাদিত্যপেক্ষয়াং জীবেশ্বর বিভাগ হেতুমাহ সত্ত্বমিতি ত্রিভিঃ নির্গুণস্যাপীশ্বরস্য এতে ত্রয়োগুণাঃ বধ্নন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কথম্ভূতাঃ তেনৈব স্বাতন্ত্র্যেণ স্থিত্যাদ্যর্থং মায়য়া গৃহীতাঃ॥ ১৮॥

বস্তুতস্তু সর্ব্বদামুক্তমপি মায়িনং মায়াবিনয়ং পুরুষং জীবং বধ্নন্তি। ক্ব কার্য্য মধিভূতং কারণ মধ্যাত্মং। কর্ত্তা অধিদৈবং তেষাং ভাবস্তত্ত্বং তস্মিন। দ্রব্য মহা ভূতানি। জ্ঞান শব্দেন দেবতাঃ ক্রিয়াঃ ইন্দ্রিয়াণি। তদাশ্রয়া তেষাং কারণ ভূতাঃ তত্তদভিমানে বধ্নন্তি॥ ১৯॥

হে পুত্র সেই বিভু পরমেশ্বর নির্গুণ কিন্তু সৃষ্টি স্থিতি লয় নিমিত্ত সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণ ত্রয় স্বাতন্ত্র্য রূপে মায়া দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকেন॥ ১৮॥

হেবৎস! ঐ তিন গুণই কার্য্য কারণ কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে অর্থাৎ অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদেব এই তিনের ধর্ম্মে দ্রব্যগুণ ক্রিয়ার আশ্রয় স্বরূপ হইয়া অর্থাৎ মহাভূত, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, ও ইন্দ্রিয় স্বরূপ হইয়া তত্তদভিমানের দ্বারা নিত্য-মুক্ত জীবকেও মায়ার বিষয় করিয়া বদ্ধ করে॥ ৯॥

সএষ ভগবান্‌লিঙ্গৈ স্ত্রিভি রেতৈ রধোক্ষজঃ।
স্বলক্ষিত গতি ব্র্হ্মন্ সর্ব্বেষাং মমচেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥
কালং কর্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষু রুপাদদে ॥ ২১ ॥
কালাদ্গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।

অতঃ সএব বশ্যমায়ঃ ত্রিভির্গুণৈর্লিঙ্গৈর্জীবানা মাবরকৈ রূপাধিভিঃ স্বষ্ঠু অলক্ষিতা গতিস্তত্ত্বং যস্য সঃ। ঈশ্বর্ভক্তৈরেব লক্ষিতা গতির্যস্যেতিবা ॥ ২০ ॥

তস্য স্বষ্টি প্রকার মাহ কালমিতি। কর্ম্ম জীবাদৃষ্টং বিবুভূষু বিবিধং ভবিতুমিচ্ছুঃ ॥ ২১ ॥

গুণানাং ব্যতিকরঃ ক্ষোভঃ সাম্যত্যাগঃ পরিণাম রূপান্তরাপত্তিঃ।

হে নারদ! সেই মায়া-শক্তিমান্ ভগবান্ অধোক্ষজ অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় পুরুষ আমার এবং সকলের ঈশ্বর। জীবের উপাধি স্বরূপ গুণত্রয় দ্বারা তাঁহার তত্ত্ব লক্ষিত হয় না কেবল তাঁহার ভক্তগণেই তাঁহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন ॥ ২০ ॥

সেই মায়েশ ভগবান্ বিবিধ প্রকারহইতে ইচ্ছা করিয়া অর্থাৎ বিশ্ব স্বষ্টির বাসনা করিয়া স্বীয় মায়া দ্বারা আপনাতে যদৃচ্ছা প্রাপ্ত কর্ম্ম অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট এবং কাল ও স্বভাব.ইাদিগকে গ্রহণ করেণ ॥ ২১ ॥

সেই ভগবান্ কালে অধিষ্ঠিত হইলে ঐ কাল হইতে গুণক্ষোভ হয় অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনি গুণের সাম্য ভাব পরিত্যাগ হয়, তাহাতেই স্বষ্ট্যর্থ উন্মথতা জন্মে, স্বভা-

কর্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ ॥ ২২ ॥
মহতস্তু বিকুর্ব্বাণাদ্রজঃ সত্ত্বোপবৃংহিতাৎ।
তমঃ প্রধানস্ত্বভবদ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়াত্মকঃ ॥ ২৩ ॥
সোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তো বিকুর্ব্বন্ সমভূৎত্রিধা।

পুরুষঃ ঈশ্বর স্তেনাধিষ্ঠিতত্বং এয়াণাং বিশেষণং মহতোমহত্তত্বস্য ॥ ২২
বিকুর্ব্বাণাৎ বিক্রিয়মাণাৎ। তস্যচ ক্রিয়া জ্ঞান শক্তিত্বাৎ ত্রিগুণত্বেঽপি রজঃ সত্ত্বাভ্যা মুপবৃংহিতত্বং। অহঙ্কারস্য ত্বাবরকত্বাত্তমঃ প্রধানত্বং। অতএবাহঙ্কার কার্য্যেষু তামস মাকাশাদিকং সাত্ত্বিকং চাল্পং। এবং তদুপাধিষু জীবেষ্বপি তথৈব তামসাধিক্যং ॥ ২৩ ॥
সচ বিকুর্ব্বন্ রূপান্তরং গচ্ছন্। ত্রৈবিধ্যমেবাহ। বৈকারিকঃ সাত্ত্বিকঃ তৈজসো রাজসঃ। যস্ত্রিধাযস্য ভেদঃ। দ্রব্য শক্তি রিত্যা-

বেতে অধিষ্ঠান করিলে রূপান্তরা পাদন হইতে থাকে এবং জীবের অদৃষ্টে অধিষ্ঠিত হইলে মহত্ত্বের উৎপত্তি হয় ॥ ২২ ॥

ঐ মহত্তত্ত্ব কাল এবং স্বভাব দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হইয়া রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণে বর্দ্ধিত হইলে তাহা হইতে তমোগুণ প্রধান দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়া স্বরূপ অর্থাৎ অধিভূত অধিদৈব এবং অধ্যাত্মরূপ কোনএক তত্ত্ব উৎপন্নহয় ॥ ২৩ ॥

তাহাকেই অহঙ্কার তত্ত্ব বলাযায়, সেইঅহংঙ্কার তত্ত্ব বিকার প্রাপ্তহইয়া তিনপ্রকার হয়, যথা বৈকারিক তৈজস, তামস, অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজস অহঙ্কার, এবং তামস অহঙ্কার,। তন্মধ্যে তামস অহঙ্কারতত্ত্বেরশক্তি দ্রব্যস্বরূপ

বৈকারিক স্তৈজসশ্চ তামস শ্চেতি তদ্ভিদা।
দ্রব্যশক্তিঃ ক্রিয়া শক্তি র্জ্ঞান শক্তি রিতি প্রভো॥ ২৪॥
তামসাদপি ভূতাদে র্বিকুর্ব্বাণাদ ভূন্নভঃ।

দীনি প্রতি লোমোম এয়াণাং লক্ষণানি। দ্রব্য মহাভুতাখ্যে শক্তি-র্যস্য। ক্রিয়াসু ইন্দ্রিয়েষু শক্তির্যস্য। জ্ঞানেষু দেবেষু শক্তির্যস্য। হে প্রভো বন্ধুং শক্ত॥ ২৪॥

ভুতাদেরিতি তামসস্য বিশেষণং। ননু তামসাৎ প্রথমং শব্দো ভবতীতি প্রসিদ্ধং। সত্যং সভুতস্য ন ভসো মাত্রা সূক্ষ্মং রূপং। গুণশ্চ অসাধারণো ব্যাবর্ত্তকো ধর্ম্মঃ শব্দ দ্বারা নভ উৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। এবমেব স্পর্শাদিম্বপি দ্রষ্টব্যং। শব্দস্য লক্ষণং লিঙ্গমিতি কুড্যান্ত-রিতেন কেনচিদুচ্চৈর্গজোগজ ইত্যুক্তে যো গজ দ্রষ্টা যশ্চ তেন দৃশ্যো

পঞ্চমহা ভূতের উপর, রাজস অহঙ্কার তত্ত্বের শক্তি ইন্দ্রিয় গণের উপর, সাত্ত্বিক অহঙ্কার তত্ত্বের শক্তি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতার উপর বর্ত্তে॥ ২৪॥

তামস অহঙ্কার তত্ত্ব, বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে আকাশের উৎপত্তি হয়, যদি ও তামস অহঙ্কার হইতে প্রথমে শব্দ হয় ইহা প্রসিদ্ধ আছে তথাপি সেই শব্দ ঐ আকাশের সূক্ষ্ম রূপ এবং অসাধারণ ধর্ম্ম অতএব শব্দ দ্বারা আকা-শের উৎপত্তি হইয়া থাকে, পরন্তু শব্দই দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের লিঙ্গ, অর্থাৎ বোধক, কেন না কোন ব্যক্তি প্রাচীরের অন্ত-রালে থাকিয়া উচ্চৈঃ রবে গজ গজ এইরূপ শব্দ করিলে গজ

৭।

তস্য মাত্রা গুণঃ শব্দো লিঙ্গং যদ্দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ ॥ ২৫ ॥
নভসোঽথ বিকুর্ব্বাণাদ ভূৎস্পর্শ গুণোঽনিলঃ।
পরন্বয়াচ্ছব্দাবাংশ্চ প্রাণ ওজঃ সহোবলং ॥ ২৬ ॥
বায়োরপি বিকুর্ব্বাণাৎ কাল কর্ম্ম স্বভাবতঃ।
উদপদ্যত বৈতেজো রূপবৎ স্পর্শ শব্দ বৎ ॥ ২৭ ॥

গজ্রঃ তয়োর্লিঙ্গং বোধকং লিঙ্গ বিশেষণত্বাৎ যচ্ছব্দস্যবগুত্বং ॥ ২৫ ॥

পরস্য নভসঃ কারণত্বেনান্বয়াচ্ছব্দবাংশ্চ রায়ুঃ তস্যৈব লক্ষণং প্রাণোদেহ ধারণং। ওজঃ সহোবলানি ইন্দ্রিয় মনঃ শরীরাণাং পাটবানি তেষাং হেতু রিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

স্বতো রূপ বত্তেজঃ বায়ু নভসোঃ কারণ ভূতয়ো রন্বয়াৎ স্পর্শ শব্দ বত্বং। এব মম্ভসঃ পৃথিব্যাশ্চ পরান্বয়াধিক্যাদ গুণাধিক্যং ॥ ২৭ ॥

দর্শক মনুষ্য এবং দৃশ্য গজের বোধ শব্দ দ্বারাই হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

অনন্তর অকাশ বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে স্পর্শ গুণ যুক্ত বায়ু উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে কারণত্বরূপে আকাশের সম্বন্ধ থাকাতে ঐ বায়ু, শব্দগুণ ও ধারণ করে। প্রাণ, ওজ, সহঃ, বল, অর্থাৎ দেহ ধারণ, ইন্দ্রিয়ের পটুতা মনের পটুতা, এবং শরীরের পটুতা, এ সমস্ত ঐ বায়ুর লক্ষণ অথাৎ বায়ু হইতেই ঐ সকল হয় ॥ ২৬ ॥

কাল, অদৃষ্ট, এবং স্বভাব বশতঃ ঐ বায়ু বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে তেজ উদ্ভব হয় তাহার স্বাভাবিক গুণ রূপ। আর বায়ু ও আকাশ ঐ তেজের প্রতি কারণ হওয়াতে তাহা ঐ বায়ুর এবং আকাশের স্পর্শ ও শব্দ গুণকে ও ধারণ করে ॥ ২৭ ॥

তেজসস্তু বিকুর্ব্বাণাদাসী দম্ভোরসাত্মকং।
রূপবৎ স্পর্শ বচ্চাম্ভোঘোষ বচ্চ পরান্বয়াৎ॥ ২৮॥
বিশেষস্তু বিকুর্ব্বাণাদম্ভসো গন্ধবান ভূৎ।
পরান্বয়া দ্রসস্পর্শ শব্দরূপ গুণান্বিতঃ॥ ২৯॥
বৈকারিকান্মনোযজ্ঞে দেবাবৈকারিকাদশ।

ঘোষঃ শব্দঃ॥ ২৮॥
বিশেষঃ পৃথ্বী পৃথিব্যাশ্চ পরাম্নায়াদন্যগাধিক্যং॥ ২৯॥
মনঃ শব্দেন তদধিষ্ঠাতাচান্দ্রোপিদ্রষ্টব্যঃ অন্যেচ দশ দেবা বৈকারিকাঃ সাত্বিকাঃহঙ্কার কার্য্যাঃ। তানাহ দিশশ্চ বাতশ্চ অর্কশ্চ প্রচেতাশ্চ অশ্বিনৌচ। এতে পঞ্চশ্রোত্র ত্বক্ চক্ষুর্জিহ্বা ঘ্রাণানা মধিষ্ঠাতারঃ। বহ্নিশ্চ ইন্দ্রশ্চ উপেন্দ্রশ্চ মিত্রশ্চ কশ্চ প্রজাপতিঃ এতেপঞ্চ বাক্পাণি

ঐ তেজঃ বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে জল উৎপন্ন হয় তাহার স্বাভাবিক গুণ রস, আর তেজঃ বায়ু আকাশ, ঐ পৃথিবীর প্রতি কারণ হওয়াতে ঐ জল তাহাদের স্ব স্ব গুণ, রূপ স্পর্শ শব্দ তাহা ও ধারণ করে॥ ২৮॥

ঐ জল বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয় তাহার স্বাভাবিক গুণ গন্ধ; জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, ঐ পৃথিবীর প্রতি কারণ হওয়াতে তাহা ঐ সমুদয়ের গুণ যে রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, তাহা ও ধারণ করে॥ ২৯॥

সাত্বিক অহঙ্কার তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহাতে মনঃ এবং মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্র উৎপন্ন হয়, আর অন্য দশটা দেবতাও সাত্বিক অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হয়, তাহারা

দিগ্বতার্ক প্রচেতোশ্বি বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্র মিত্রকাঃ ॥ ৩০ ॥
তৈজসাত্তু বিকুর্ব্বাণাদি ন্দ্রিয়াণি দশাভবন্।
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তি র্বুদ্ধিঃ প্রাণশ্চতৈজসৌ।
শ্রোত্রংত্বগ্‌ঘ্রাণ দৃক্ জিহ্বা বাগ্দোর্মেঢ়াঙ্ঘ্রি পায়বঃ ॥ ৩১॥
যদৈতেহসঙ্গতা ভাবা ভূতেন্দ্রিয় মনো গুণাঃ।
যদায়তন নির্ম্মাণে নশেকু র্ব্রহ্মবিত্তম ॥ ৩২ ॥
তদাসংহত্য চান্যোহন্যং ভগবচ্ছক্তি চোদিতাঃ।

পাদ পায়ূপস্থানাং ॥ ৩০ ॥

যতো জ্ঞান শক্তির্বুদ্ধিঃ। ক্রিয়াশক্তিঃ প্রাণশ্চ তৈজসাহঙ্কার কার্য্যৌ অতোজ্ঞান ক্রিয়া বিশেষ রূপাণীন্দ্রিয়াণ্যপি তৈজসাদভবন্নিত্যর্থঃ। তান্যাহ শ্রোত্র মিতি। দোঃপাণিঃ মেঢ্র উপস্থঃ। ক্রমস্তত্র নবিবক্ষিতঃ ॥ ৩১ ॥

এবং কারণ সৃষ্টি মুক্তা কার্য্য সৃষ্টিমাহ যদাএতে অসঙ্গতা অমিলিতা আসন্। অতএব যদা আয়তনস্য শরীরস্য নির্ম্মাণে ন শেকুঃ ॥ ৩২ ॥

সদসত্ত্বং প্রধান গুণভাবং উপাদায় স্বীকৃত্য। উভয়ং সমষ্টিব্য-

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যথাক্রমে দেবতা হয়েন ॥৩০

জ্ঞানশক্তি বুদ্ধি এবং ক্রিয়াশক্তি. প্রাণ এই দুইটী রাজস অহঙ্কার তত্ত্বের কার্য্য এনিমিত্ত রাজস অহঙ্কার তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে জ্ঞান এবং ক্রিয়ার বিশেষ রূপ দশ ইন্দ্রিয়ও উৎপন্ন হয়। যথা শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ, এবং পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মুখ॥ ৩১ ॥

হে নারদ! এইসকল ভূতেন্দ্রিয় প্রভৃতি ভাব পূর্ব্বে অমিলিতছিল সুতরাং শরীর নির্ম্মাণে শক্ত হয় নাই ॥ ৩২ ॥

অতএব ভগানের স্বীয় শক্তি তাহাদিগকে পরস্পর

সদসত্ত্ব মুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদঃ ॥ ৩৩ ॥
বর্ষপুগ সহস্রান্তে তদণ্ডমুদকেশয়ং ।
কালকর্ম্ম স্বভাবস্থো জীবো জীব মজীবয়ৎ ॥ ৩৪ ॥
সএব পুরুষস্তস্মা দণ্ডং নির্ভিদ্য নির্গতঃ ।
সহস্রোর্ব্বঙ্ঘ্রি বাহ্বক্ষঃ সহস্রানন শীর্ষবান্ ॥ ৩৫ ॥
যস্যেহাবয়বৈ র্লোকান্ কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ ।

ষ্ট্যাত্মকং শরীরং ॥ ৩৩ ॥
কাল কর্ম্ম স্বভাবান্ অধিষ্ঠায় স্থিতঃ । জীবয়তীতি জীবঃ পরমাত্মা অজীব মচেতনং । অজীবয়ৎ চেতয়তিস্ম ॥ ৩৪ ॥
নির্ভিদ্য পৃথক্ কৃত্বা স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥
তদবয়বৈলোক রচনা মাহ যস্যেতি । কটিরিতি উরুমূলয়োঃ পশ্চাৎ-

মিলিত হইতে প্রেরণ করিলেন, তাহাতেই তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া মুখ্যত্ব এবং গৌণত্ব স্বীকার পূর্ব্বক সমষ্টি ব্যষ্টি স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিল ॥ ৩৩ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ড সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জলে শয়ান ছিল পরে কাল এবং জীবাদৃষ্ট ও স্বভাবে অধিষ্ঠান করিয়া পরমাত্মা এই অচেতন অণ্ডকে সচেতন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

এবং সেই পুরুষ অণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া সহস্র মস্তক সহস্র বদন, সহস্র চক্ষুঃ সহস্র বাহু, সহস্র উরু, সহস্র চরণ বিশিষ্ট হইয়া এই অণ্ড পৃথক্ করত স্থিত হয়েন ॥ ৩৫ ॥

হে পুত্র! পণ্ডিতগণ বলেন ঐ পুরুষের অবয়ব দ্বারাই লোক সকল অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবন রচিত হয়, যথা কটিদেশ

কট্যাদিভিরধঃ সপ্ত সপ্তোর্দ্ধং জঘনাদিভিঃ ॥ ৩৬ ॥
পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষত্রমেতস্য বাহবঃ।
উর্ব্বোর্বৈশ্যোভগবতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোব্যজায়ত ॥ ৩৭ ॥
ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ।
হৃদা স্বর্লোক উরসা মহর্লোকো মহাত্মনঃ ॥ ৩৮ ॥

স্তাগঃ। জঘনং পুরোভাগঃ। অধঃ সপ্ত লোকান্ অতলাদীন্ উর্দ্ধং ভূরাদীন্ সপ্ত ॥ ৩৬ ॥

বর্ণানাং তত উৎপত্তিং দর্শয়তি পুরুষস্যেতি ব্রহ্ম ব্রাহ্মণঃ মুখমিতি কার্য্য কারণয়ো রভেদ বিবিক্ষয়োক্তং। বাহব ইতিচ। ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

ইদানী মুপাসনার্থং লোক কল্পনা ভেদান্ দর্শয়ন্ সপ্তলোক পক্ষ মাহ দ্বাভ্যাং। ভূর্লোকঃ পাতাল মারভ্য পদ্ভ্যাং কোটি পর্য্যন্তাভ্যাং ॥ ৩৮ ॥

প্রভৃতি পশ্চার্দ্ধের সপ্ত অবয়ব দ্বারা অতলাদি অধঃ সপ্তলোক এবং পুরোভাগের সপ্ত অবয়ব দ্বারা উর্দ্ধলোক নির্ম্মিত হয় ॥ ৩৬ ॥

বর্ণ সকল ও সেই পুরুষ হইতে উৎপন্ন হয়, যথা তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য, এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মে ॥ ৩৭ ॥

ইদানীং উপাসনার জন্য পণ্ডিতেরা সপ্তলোক বর্ণন করিয়া থাকেন, যথা। তাঁহার কটি দেশ পর্য্যন্ত পদ দ্বয় দ্বারা পাতাল অবধি ভূলোক কল্পিত হইয়াছে নাভিস্থলে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্লোক, বক্ষঃ স্থলে মহর্লোক, ॥ ৩৮ ॥

গ্রীবায়াং জনলোকোঽস্য তপোলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ।
মূর্দ্ধভিঃ সত্য লোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ॥ ৩৯ ॥
তৎকট্যাং চাতলং কৢপ্তমূরুভ্যাং বিতলংবিভোঃ।
জানুভ্যাং সুতলং শুদ্ধং জঙ্ঘাভ্যান্তু তলাতলং।
মহাতলন্তু গুলফাভ্যাং প্রপদাভ্যাং রসাতলং।
পাতালং পাদতলত ইতি লোক ময়ঃ পুমান্॥ ৪০ ॥

স্তনদ্বয়াদিতি উপাসনার্থত্বা দূর্দ্ধাধো ভাব বৈপরিত্যং নদোষঃ। যদ্বাস্তনৎ শব্দং কুর্ব্বৎ যদোষ্ঠদ্বয়ং তস্মাদিত্যর্থঃ। ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ সনাতনো নিত্যঃ নতুস্হজ্য প্রপঞ্চান্ত বর্ত্তীত্যর্থঃ॥ ৩৯ ॥

ইদনীং চতুর্দ্দশ লোক পক্ষং দর্শয়তি। তত্র জঘনাদিভিঃ ভূরাদয়ঃ পূর্ব্বোক্তা এব সপ্ত। কট্যাদিভি রধঃ সপ্তলোকানাহ তৎ কট্যামিতি দ্বাভ্যাং। শুদ্ধং হরি ভক্ত নিবাসত্বাৎ॥ ৪০ ॥

গ্রীবাতে জনলোক স্তনদ্বয়ে তপোলোক এবং মস্তক সকলে সত্য লোক নির্ম্মিত হইয়াছে কিন্তু বৈকুণ্ঠ নামে যে ব্রহ্মলোক তাহাসনাতন ঐ লোক স্বজ্য প্রপঞ্চের অন্তর্গত নহে॥ ৩৯ ॥

হেবৎস! অথবা এইরূপে চতুর্দ্দশ লোক কল্পনাকর, তন্মধ্যে ভূলোকাদি সত্য লোক পর্য্যন্ত কথিত হইয়াছে, সম্প্রতি অধস্তন লোক বর্ণন করি শ্রবণ কর। যথা, তাঁহার কটিদেশে অতল, উরুদ্বয়ে বিতল, জানু দ্বয়ে সুতল, জঙ্ঘাদ্বয়ে মহাতল, দুই পাদের অগ্রভাগে রসাতল এবং পদ তলে পাতাল, এইরূপে সেই পুরুষ লোকময় হইয়াছেন॥ ৪০ ॥

ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদভ্যাং ভুবর্লোকস্য নাভিতঃ।
স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধ্না ইতি বা লোক কল্পনা ॥ ৪১॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয় স্কন্ধে পুরুষ সংস্থানু বর্ণনং পঞ্চমো ঽধ্যায়ঃ ।, ৫ ॥ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ ॥

বাচাং বহ্নে মুর্খং ক্ষেত্রং ছন্দসাং সপ্ত ধাতবঃ।

ত্রিলোক পক্ষমাহ ভূলোকঃ পাতালাদি সহিতঃ ॥ ৪১ ॥

ষষ্ঠে বিরাড়্‌বিভূতিশ্চ প্রোক্তা ধ্যাত্মাদি ভেদতঃ। দৃঢ়ীকৃতঞ্চ পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বং পুরুষ সূক্ততঃ ॥ ০ ॥

ইদানীং বৈরাজস্য বিভূতিঃ সপ্রপঞ্চ মনুবর্ণ্যতে। বাচা মস্মদাদি বাগিন্দ্রিয়াণাং তদধিষ্ঠাতুর্বহ্নেশ্চ তস্য মুখং ক্ষেত্রমুৎপত্তি স্থানং ছন্দসাং গায়ত্র্যাদীনাং সপ্তানাং তস্য ধাতব স্ত্বগাদয়ঃ ক্ষেত্রং। ইত্যং

কিম্বা ত্রিলোক কল্পনা পক্ষে তাহার পাদ দ্বারা ভূলোক, নাভি দ্বারা ভুবর্লোক এবং মস্তক দ্বারা স্বর্লোক কল্পিত হইয়াছে এইরূপেই বা স্থির কর ॥ ৪১ ॥

ইতি দ্বিতীয়ে পঞ্চম ॥ ৫ ॥ ॥

ষষ্ঠাধ্যায়ে অধ্যাত্মাদি ভেদে বিরাট পুরুষের বিভূতি কথন এবং পুরুষ সুক্তদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকলের দৃঢ়ী করণ ॥ ০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন বৎস নারদ! সেই বৈরাজ পুরুষের মুখ আমাদিগের বাগিন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি স্থান, তাঁহার

হব্য কব্যামৃতান্নানাং জিহ্বা সর্ব্বরসস্যচ ॥ ১ ॥
সর্ব্বাসুনাঞ্চ বায়োশ্চ তন্নাসে পরমায়ণে ।
অশ্বিনো রোষাধীনাঞ্চ ঘ্রাণো নোদ প্রমোদয়োঃ ॥ ২ ॥
রূপাণাং তেজসাং চক্ষুর্দ্দিবঃ সূর্য্যস্য চাক্ষিণী ।

দেবানা মন্নং । কব্যং পিতৃণামন্নং । অমৃতং দতুভয়ঃ শেষো মনুষ্যাণাং তেষা মন্নানাং । সর্ব্বরসস্যচ মধুরাদেঃ ষড়্বিধস্য চকারাদস্মদাদিরসনেন্দ্রিয়স্য তদধিষ্ঠাতু র্ব্বরুণস্যচ এতস্য জিহ্বা ক্ষেত্রং । এবং সর্ব্বত্রানুক্ত মুহ্যেয়ং ॥ ১ ॥

সর্ব্বাসূনাং অস্মদাদি প্রণানাং তস্যনাশে নাসারন্ধ্রে পরমায়ণে উত্তম ক্ষেত্রে মোদ প্রমোদয়োশ্চ সামান্য বিশেষ গন্ধয়ো র্ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং পরমায়ণং ॥ ২ ॥

তেজসাং রূপপ্রকাশকানাং চক্ষুরিন্দ্রিয়ং । অক্ষিণী নেত্র গোলকে ।

ত্বক্ প্রভৃতি সপ্ত ধাতু গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দের ক্ষেত্র, তাঁহার জিহ্বা, হব্য (দেবতা দিগের অন্ন) কব্য (পিতৃলোকের অন্ন) অমৃত (এতদুভয়ের শেষ মনুষ্য দিগের অন্ন) ইহাদের ও ষড়্বিধরসের তথা আমাদিগের রসনেন্দ্রিয়ের ও তদধিষ্ঠাতৃ বরুণের ক্ষেত্র ॥ ১ ॥

তাঁহার নাসারন্ধ্র আমাদিগের প্রাণের ও বায়ুর উত্তম ক্ষেত্র, তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় অশ্বিণী কুমার ও ষধি এবং সামান্য ও বিশেষ গন্ধের পরম স্থান ॥ ২ ॥

তাহার চক্ষুরিন্দ্রিয়, রূপ এবং রূপ প্রকাশক পদার্থ সকলের উৎকৃষ্ট স্থান; তাঁহার নেত্র গোলক, স্বর্গ এবং সূর্য্যের স্থান, তাঁহার দুইটী কর্ণ বিবর, দিক্ ও তীর্থ সকলের ক্ষেত্র,

৮৫

কর্ণৌদিশাঞ্চ তীর্থানাং শ্রোত্রমাকাশ শব্দয়োঃ ॥ ৩ ॥
তদ্গাত্রং বস্তু সারাণাং সৌভগস্যচ ভাজনং।
ত্বগস্য স্পর্শবায়োশ্চ সর্ব্বমেধস্য চৈবহি ॥ ৪ ॥
রোমাণ্যুদ্ভিজ্জ জাতীনাং যৈর্বাযজ্ঞস্তু সম্ভৃতঃ।
কেশশ্মশ্রু নখান্যস্য শিলালোহা ভ্রবিদ্যুতাং ॥ ৫ ॥
বাহবো লোকপালানাং প্রায়শঃ ক্ষেম কর্ম্মাণাং ॥ ৬ ॥

সর্বত্রসপ্তম্যন্তানাং প্রথমান্তং ক্ষেত্রং দ্রষ্টব্যং। কর্ণৌ শ্রোত্রাধিষ্ঠানে। শ্রোত্রমিন্দ্রিয়ং ॥ ৩ ।

তস্য গাত্রং শরীরং বস্তূনাং যে সারাংশা তেষাং ভাজনং স্থানং। অস্যত্বক স্পর্শস্য বায়োশ্চেত্যর্থঃ। সর্ব্বস্য মেধস্য যজ্ঞস্য ॥ ৪ ॥

উদ্ভিজ্জজাতীনাং সর্ব্ববৃক্ষাণাং যৈর্বৃক্ষৈ যজ্ঞঃ সম্যক্ সাধিতঃ তেষামেব বা কেশা মেঘানাং ক্ষেত্রং পূর্ব্বং তথোক্তেঃ। শ্মশ্রূণি বিদ্যুতাং পাদকর নখানি শিলা লোহানামিতি সাদৃশ্যা দুহ্যং ॥ ৫ ॥

ক্ষেমকর্ত্তৃণাং পালন কর্ত্তৃণাং ॥ ৬ ॥

তাঁহার কর্ণেন্দ্রিয়, আকাশ ও শব্দের আশ্রয় ॥ ৩ ॥

তাঁহার শরীর যাবতীয় বস্তুর সারাংশের এবং সৌভাগ্যের ভাজন, তাঁহার শরীরের ত্বক্, স্পর্শের ও বায়ুর তথা সমস্ত যজ্ঞের স্থান ॥ ৪ ॥

তাঁহার রোম সকল যাবতীয় উদ্ভিজ্জ জাতির অথবা যে সকল বৃক্ষ যজ্ঞের সাধন সেই সকল বৃক্ষের পরম স্থান, তাঁহার কেশ, মেঘ সকলের আশ্রয়, শ্মশ্রু অর্থাৎ মুখ লোম বিদ্যুতের স্থান, এবং কর চরণের নখ, শিলা ও লৌহের ক্ষেত্র ॥ ৫ ॥

তাঁহার বাহু সকল পালন কর্ত্তা লোক পাল দিগের উৎপত্তি স্থান ॥ ৬ ॥

বিক্রমো ভূর্ভুবঃ স্বশ্চ ক্ষেমস্থ শরণস্থচ ।
সর্ব্বকাম বরস্থাপি হরে শ্চরণ আস্পদং ॥ ৭ ॥
অপাংবীর্য্যস্থ সর্গস্থ পর্জ্জনস্য প্রজাপতেঃ ।
পুংসঃ শিশ্ন উপস্থস্তু প্রজাত্যা নন্দনির্বৃ তেঃ ॥ ৮ ॥
পায়ুর্যমস্থ মিত্রস্য পরি মোক্ষস্য নারদ ।
হিংসায়াং নির্ঋতে র্মৃত্যো র্নিরয়স্য গুদং স্মৃতং ॥ ৯ ॥

বিক্রমঃ পাদন্যাসঃ ভূরাদি লোকানাং আস্পদং আশ্রয়ঃ ভূরাদি শব্দানা মব্যয়ত্বাৎ ষষ্ঠ্যালুক্ । ক্ষেমো লব্ধরক্ষণং সর্ব্বেষাং কামানাং বরস্থ বরণস্থাপি হরেরঙ্ঘ্রি রাস্পদং ॥ ৭ ॥

বীর্য্যস্থ শুক্রস্য শিশ্নোধিষ্ঠানং । উপস্থ ইন্দ্রিয়ং প্রজাত্যানন্দঃ সন্তানার্থঃ সম্ভোগঃ তেন নির্বৃতি স্তাপশান্তি স্তস্যাঃ ॥ ৮ ॥

পরিমোক্ষস্য মলত্যাগস্য । পায়ুরিন্দ্রিয়ং গুদং স্থানং নির্ঋতের লক্ষ্ম্যাঃ ॥ ৯ ॥

অপর তাঁহার পাদ বিন্যাস ভূর্লোক ভুবোলোক এবং স্বর্গ লোকের আশ্রয়, তাহার চরণ, ক্ষেম (লব্ধরক্ষণ) শরণ (ভয় হইতে রক্ষণ) এবং সকল কাম ও সকল বরের আস্পদ ॥ ৭ ॥

আর ঐ পুরুষের শিশ্ন অর্থাৎ উপস্থাধার, জল, সৃষ্টি, মেঘ, এবং প্রজাপতির ক্ষেত্র, তাঁহার উপস্থেন্দ্রিয় সন্তানার্থ সম্ভোগ দ্বারা তাপ হানির আস্পদ ॥ ৮ ॥

হেনারদ ! ঐ বৈরাজ পুরুষের পায়ু অর্থাৎ গুহ্য রন্ধ্র, যম, মিত্র, এবং মল ত্যাগের স্থান, আর তাঁহার পায়ুস্থান হিংসা অলক্ষ্মী, মৃত্যু, এবং নরকের অয়ন ॥ ৯ ॥

পরাভূতে রধর্ম্মস্য তমস শ্চাপি পশ্চিমঃ।
নাড্যো নদনদীনাঞ্চ গোত্রাণামস্থি সংহতিঃ ॥ ১০ ॥
অব্যক্ত রস সিন্ধূনাং ভূতানাং নিধনস্যচ।
উদরং বিদিতং পুংসো হৃদয়ং মনসঃ পদং ॥ ১১ ॥
ধর্ম্মস্য মম তুভ্যঞ্চ কুমারাণাং ভবস্যচ।
বিজ্ঞানস্যচ সত্ত্বস্য পরস্যাত্মা পরায়ণং ॥ ১২ ॥

তমসোঽজ্ঞানস্য পশ্চিমঃ পৃষ্ঠভাগ গোত্রাণাং গিরীনাং অস্থি সংঘাতঃ ॥ ১০ ॥

অব্যক্তং প্রধানং রসঃ অন্নাদিরসঃ সিন্ধবঃ সমুদ্রাঃ তেষাং নিধনস্য লয়স্য উদরং পদং স্থানং বিদিতং জ্ঞানিভিঃ। মনসঃ অস্মদাদি লিঙ্গ শরীরস্য ॥ ১১ ॥

তুভ্যং তব কুমারাণাং সনকাদীনাং। ভবস্য শ্রীরুদ্রস্য আত্মাচিত্তং পরমায়ণং ॥ ১২ ॥

তাঁহার পৃষ্ঠ দেশ পরাভব স্বরূপ অধর্ম্ম এবং অজ্ঞানের ক্ষেত্র, তাঁহার নাড়ী নকল নদ নদী প্রভৃতির আস্পদ, তাঁহার অস্থি সমূহ পর্ব্বত সকলের আশ্রয় ॥ ১০ ॥

আর সেই পুরুষের উদর অন্নাদি রস, সমুদ্র ও ভূত সকলের এবং তাহাদের লয়ের স্থান, তাঁহার হৃদয় অস্মদাদির লিঙ্গ দেহের আশ্রয় ॥ ১১ ॥

আর সেই পুরুষের—চিত্ত, ধর্ম্মের, আমার, তোমার, সনকাদির এবং রুদ্রের তথা বিজ্ঞান ও সত্ত্বের উত্তম ক্ষেত্র ॥ ১২ ॥

অহং ভবান ভবশ্চৈব তইমে মুন য়োগ্রজাঃ।
সুরাসুর নরানাগাঃ খগা মৃগ সরীস্থপাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষা রক্ষো ভূত গণোরগাঃ।
পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধ্রা শ্চারণাদ্রুমাঃ॥ ১৩॥
অন্যেচ বিবিধা জীবা জলস্থল নভৌকসঃ।

এবং তাবৎ পরমেশ্বরাৎ জাতং বিশ্বং ততো ন ভিন্নং যথা কুণ্ডলং সুবর্ণান্ন কৃথক্। সত্ত্ব সর্ব্ব নিয়ন্তা সর্ব্ব প্রকাশকো নিত্য মুক্ত ইত্য-র্থাদুক্তং ভবতি এতদেব পুরুষ সূক্তার্থ কথনেন দ্রঢ়য়তি। তত্র সহস্র শীর্ষেত্যর্দ্ধর্চস্য ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসী দিত্যাদেশ্চ ঋক্ এয়-স্যার্থঃ পুর্ব্বাধ্যায় এব দর্শিতঃ। পুরুষ এবেদং সর্ব্বমিত্যস্যার্থং দর্শয়তি অহং ভবানিতি সার্দ্ধত্রিভিঃ। তেঽগ্রজা ইমে সনকাদয়ঃ মরীচ্যাদয়শ্চ॥ ১৩॥
জলঞ্চ স্থলঞ্চ নভশ্চ ওকাংসি যেষাংতে। নভৌকস ইতি

হেনারদ! এই রূপে সেই মায়াশক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে সমস্ত—বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে যেমন কুণ্ডল স্বর্ণ হইতে পৃথক্ নয় তদ্রূপ এসকল তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে, কিন্তু তিনি সর্ব্ব নিয়ন্তা সর্ব্ব প্রকাশক এবং নিত্য মুক্ত, ইহা পূর্ব্বেই কহিয়াছি, পুনশ্চ কহি শ্রবণ কর। আমি, তুমি, রুদ্র, এবং তোমার অগ্রজ সেই সনকাদি, সুর, অসুর, নর, নাগ, খগ, মৃগ, সরীসৃপ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষঃ, ভূতগণ, উরগ, পশুগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধর, চারণ, বৃক্ষ॥ ১৩॥
এবং জল, স্থল, ও আকাশ—বাসি অন্যান্য বিবিধ জীব তথা

গ্রহর্ক্ষ কেতবস্তারা স্তড়িত স্তনয়িত্নবঃ ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চয়ৎ।
তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তি মধিতির্ষ্ঠতি ॥ ১৫ ॥
স্বধিষ্ণ্যং প্রতপন্ প্রাণো বহিশ্চ প্রতপত্যসৌ।
এবং বিরাজং প্রতপং স্তপত্যন্ত র্ব্বহিঃপুমান্ ॥ ১৬ ॥

সন্ধিরার্য ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বং পুরুষ এব নততঃ পৃথগিত্তার্থঃ। প্রপঞ্চেন তস্যাপরিচ্ছেদং বক্তুং সভূমি মিত্যস্যার্থ মাহ তেন পুরুষেণ বিশ্বমিতি ভূমিপদস্যার্থঃ। বিতস্তি দশাঙ্গুলস্য। অশীতি অতিশব্দস্য। সচবিতস্তি মধিকংবাপ্য তিষ্ঠতি আধিক্য মাত্রং বিবক্ষিতং ন প্রমাণং অনুপযোগা দপরিচ্ছিন্ন ত্বাচ্চ ॥ ১৫ ।

এতৎ সদৃষ্টান্ত মাহ অসৌপ্রাণ আদিত্যঃ প্রাণোবা এষ আদিত্য ইতি শ্রুতেঃ। স্বধিষ্ণ্যং মণ্ডলং প্রকাশয়ন্ যথাবহিশ্চ প্রকাশয়তি। এবং বিরাড়্দেহং প্রকাশয়ন্ ব্রহ্মাণ্ড মন্তবর্হিশ্চ প্রকাশয়তি ॥ ১৬ ॥

গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, তারা, বিদ্যুৎ, মেঘশব্দ ॥ ১৪ ॥

ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যে কোনপদার্থ এসমস্তই সেই পুরুষ, তাহা হইতে কিছুই ভিন্ন নয়। তিনি এই বিশ্বকে আবরণ করিয়া আছেন, পরন্তু স্বয়ং বিতস্তি মাত্র অর্থাৎ দশাঙ্গুল স্থান ব্যাপিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

সূর্য্য যেমন আপনার মণ্ডল প্রকাশ করত অন্তর এবং বাহিরে সকল বস্তু প্রকাশ করেন তদ্রূপ সেই পুরুষ বিরাড়্ দেহ প্রকাশ করিয়া অন্তর ও বহির্ভাগে প্রকাশ করেন ॥ ১৬ ॥

সোঽমৃতস্যাভয়স্যেশো মর্ত্যমন্নং যদত্যাগাৎ ।
মহিমৈষ ততোব্রহ্মন্ পুরুষস্য দুরত্যয়ঃ ॥ ১৭ ॥
পাদেষু সর্ব্বভূতানি পুংসস্থিতি পদোবিদুঃ ।

নিত্যমুক্তত্বং দর্শয়িতুং উত্তামৃতত্বস্য তাস্যার্থ মাহ সইতি। অভয়সোতি মন্ত্রগতাঽমৃত পদব্যাখ্যা। অন্নেনেতিপদং বিভক্তি ব্যত্যয়েন ব্যাচষ্টে মর্ত্যং মরণ ধর্ম্মকং অন্নং কর্ম্মফলং যস্মাদত্যগাৎ। অতোনকেবলং সর্ব্বাত্মকঃ কিন্তু অমৃতত্বস্য নিজানন্দস্যাপীশ্বর ইত্যর্থঃ। নন্থ প্রপঞ্চাত্মকস্য কুতোনিত্য মুক্তত্বং ইত্যাশঙ্ক্য স্তুৎ পরিহারায় এতাবানস্যে তস্যার্থ মাহ মহিমেতি। প্রপঞ্চাত্মকস্যাপ্য মৃতেশত্ব মিত্যেষ মহিমা দুরত্যয়ঃ অপারঃ প্রপঞ্চানভি ভূতত্বাদিতি ভাবঃ। মন্ত্রেণচ এতাবানস্য মহিমা বিভূতিঃ সতুজ্যায়ান্ মহত্তর ইতিবদতা ইয়মেবার্থ উক্তঃ ॥ ১৭ ॥

তদেবমীশ্বরোনিত্যমুক্তং ইত্যুক্তং তদাশ্রিতানাস্তুভূতানাং বন্দমোক্ষৌ ব্যবস্থাপ্য দর্শয়ন্ পাদোস্য বিশ্বাভূতানী তাস্যার্থ মাহ পাদেস্বিতি।

হেনারদ! যে হেতুক সেই পুরুষ মরণ ধর্ম্ম কর্ম্ম ফল অতিক্রম করিয়াছেন অর্থাৎ স্বয়ং বৈষয়িক সুখ শূন্য; অতএব তিনি কেবল সর্ব্বাত্মক নহেন কিন্তু নিজানন্দ ও অভয়ের ঈশ্বর, বিশ্বাত্মক পুরুষের নিত্য মুক্ত হওয়া অসম্ভব বটে কিন্তু তাঁহার অপার মহিমা তদ্রূপ হইয়াও নিজানন্দের ঈশ্বর হইয়াছেন ॥ ১৭ ॥

ভূরাদি যাবতীয় লোক তাঁহার অংশ, অতএব পণ্ডিতেরা বলেন তাঁহার পাদে অর্থাৎ তদীয় অংশভূত লোকে সমুদায় জীব অবস্থিত তিনিই মহর্লোকেরউপরিতন তিন লোকে যথাক্রমে অমৃত ক্ষেম এবং অভয় এইতিনবস্তু নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন অর্থাৎ ত্রিলোকীর সুখনশ্বর, মহর্লোক যদি ও ক্রমমুক্তি স্থান বটে তথাচ তত্রস্থ জন সকলকে কল্পান্তে স্থানত্যাগ করিতে হয়, এনিমিত্ত তথাকার সুখও অবিনাশী নহে, তাহার উপরিস্থ

অমৃতং ক্ষেম মভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নো ধায়িমূর্দ্ধসু ॥ ১৮ ॥

তিষ্ঠন্ত্যত্রেতি স্থিতয়ো ভূরাদি লোকাঃ তেপাদাইব পাদা অংশাযস্য স স্থিতিপাৎ তস্যপাদেষু অংশভূতেষু লোকেষু সর্ব্বান্ জীবান্বিদুঃ। মন্ত্রেতু পাদোস্য বিশ্বাভূতানীতি সামানাধি করণ্য মধিষ্ঠানা ধিষ্ঠেয়া ভেদবিবক্ষয়া। পাদ ইত্যেক বচনং সামান্যাভি-প্রায়েণেতি ব্যাখ্যাতং ভবতি। তেষু ফলবৈচিত্র্যং দর্শয়ন্ ত্রিপাদস্যা মৃতং দিবীত্যস্যার্থমাহ অস্যেশ্বরস্য সম্বন্ধি ত্রিপাদমৃতং নিত্য সুখং দিবি ঊর্দ্ধলোকেষু ন ত্রিলোক্যা মিত্যর্থঃ। তদেব ত্রিপাচ্ছন্দেনোক্তং ত্রৈবিধ্যং দর্শয়ন্নাহ ত্রয়াণাং লোকানাং মূর্দ্ধা মহর্লোক স্তস্য মূর্দ্ধান স্তদুপরিতনলোকা স্তেষু ত্রিযু যথা ক্রমং অমৃতাদিকং অধায়ি নিহিতং তত্রত্রিলোক্যাং নশ্বরমেবসুখং। মহর্লোকস্য ক্রমমুক্তি স্থানত্বেপি কল্পান্তে তত্রত্যানাং স্থান ত্যাগান্নাবিনাশি সুখং। জনলোকেতু অমৃতং অবিনাশি সুখং যাবজ্জীবং স্বস্থান পরিত্যাগাৎ কিন্তু মহর্লোক বাসিনাং কল্পান্তে ত্রিলোক দাহোষ্মা পীড়িতানাং তদাতত্র গমনাদক্ষেম দর্শন মস্তি তপোলোকে তস্যাভাবাৎ ক্ষেমমেব বক্ষ্যতিহি ত্রিলোক্যাং দহ্যমানায়াং শক্ত্যাসাঙ্কর্ষণাগ্নিনা। যান্ত্যূষ্মণা মহর্লোকাজ্জনং ভৃগ্বাদয়োঽর্দ্দিতা ইতি। সত্যলোকেত্বভয়ং মোক্ষঃ তৎপ্রত্যাসত্তেঃ॥১৮

জনলোকে অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী সুখ, কেননা যাবজ্জীবন স্বস্থান পরিত্যাগ করিতেহয়না মহর্লোক বাসীদিগের কল্পান্তে ত্রিলোক দাহ সময়ে দাহ ও তজ্জন্য উত্তাপে পীড়িতহইতে হয় সুতরাং তৎকালে সেস্থানে গমন করিলে ক্ষেমদেখা যয়না, পরন্তু তপলোকে ঐ উত্তাপের সম্ভাবনা নাই সেখানে কেবল ক্ষেমমাত্র বর্ত্তমানআছে, সত্যলোকে আরবার তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অভয় অথবা মোক্ষ দেদীপ্যমান আছে ॥ ১৮ ॥

পাদাস্ত্রয়ো বহিশ্চাসন্নপ্রজানাং যআশ্রমাঃ।
অন্তস্ত্রিলোক্যাস্তপরো গৃহমেধো বৃহদ্ব্রতঃ ॥ ১৯॥
সৃতীবিচক্রমে বিশ্বঙ্‌ সাশনানশনেউভে।
যদবিদ্যাচ বিদ্যাচ পুরুষ স্তূভয়াশ্রয়ঃ ॥ ২০ ॥

এতদেব বৈচিত্র্য মধিকারিভেদে নোপপাদয়ন্‌ ত্রিপাদূর্দ্ধ ইত্যস্যার্থ মাহ। ন প্রজায়ন্তে পুত্রাদিরূপেণেত্য প্রজাঃ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিবনস্থ যতয়ঃ তেষামাশ্রমা স্ত্রিলোক্যা বহিরাসন্‌। গৃহমেধঃ গৃহস্থ স্তুন্তঃ যস্মাৎ অবৃহদ্ব্রতঃ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতরহিতঃ ॥ ১৯॥

অয়ঞ্চাধিকারিভেদঃ একস্যৈবাবস্থা ভেদেন নত্বত্যন্ত ভিন্ন বিষয় ইতি দর্শয়ন্‌ ততোবিশ্বঙ্‌ ইত্যস্যার্থ মাহ বিবিধং সৃষ্ঠ্ অঞ্চতীতি বিশ্বঙ্‌ পুরুষঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ সৃতীমার্গৌ দক্ষিণোত্তরৌ বিচক্রমে চলতিস্ম। কথম্ভূতে সৃতী সশনানশনে ভোগাপবর্গ প্রাপ্তিসাধন ভূতে। তত্র-হেতুত্বেন পুনর্ব্বিশেষণং যদ্যতঃ অবিদ্যা কর্ম্মরূপা একাবিদ্যাচ তৎ সাধনো পাসনা রূপাহন্যা ॥ ২০ ॥

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং যতি, ইহাদিগের পুত্রাদি রূপে পুনর্জন্ম হয় না, ইহাদিগের যে তিন আশ্রম, তাহাও ঐ পুরুষের তিন পাদ অর্থাৎ তিন অংশ, ঐ তিনও ত্রিলোকীর বহিঃ স্থ। কিন্তু গ্রহস্থব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য রহিত এপ্রযুক্ত তাঁহার আশ্রম ত্রিলোকীর মধ্যে আছে ॥ ১৯ ॥

বিবিধ বস্তু সৃজনার্থে গমন কারী সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ ভোগ ও মোক্ষের সাধন স্বরূপ দুই মার্গ অর্থাৎ দক্ষিণ ও উত্তর দুই পথে ভ্রমণ করেন এনিমিত্ত তিনি কর্ম্ম রূপা অবিদ্যা, এবং উপাসনা স্বরূপা বিদ্যা এই উভয়ের ও আশ্রয় হয়েন ॥ ২০ ॥

৯৩

যস্মাদণ্ডং বিরাড্ জজ্ঞে ভূতেন্দ্রিয় গুণাত্মকঃ।
তদ্দ্রব্য মত্য গাদ্বিশ্বং গোভিঃ সূর্য্য ইবাতপন্॥ ২১॥
যদাস্য নাভ্যান্নলিনাদহ মাসং মহাত্মনঃ।
নাবিদং যজ্ঞ সম্ভারান্ পুরুষাবয় বা নৃতে॥ ২২॥

তদেবং বিরাডন্তর্বর্ত্তিনাং ফলবৈচিত্র্য মুক্ত্বা তৎকারণেশ্বরস্য তদ্বৈলক্ষণ্যং দর্শয়িতুং ততোবিরাডজায়তে তাস্যার্থমাহ যস্মাদণ্ডং যজ্ঞে তত্রচ ভূতেন্দ্রিয় গুণাত্মকো বিরাট চ জজ্ঞেসইশ্বরঃ তদ্বিশ্বং বিরাড্দেহং দ্রব্যং অণ্ডঞ্চ অতিক্রান্তবান্ সূর্য্যইবেতি পুর্ব্বোক্ত এবদৃষ্টান্তঃ॥ ২১॥

নম্বেবং পুরুষএব চেৎ সর্ব্বং তর্হি যজ্ঞস্য তৎ সাধনানাঞ্চ অপৃথগ্ভাবাৎ যজ্ঞৈঃ পুরুষারাধনং নিসিধ্যে দিত্যাশঙ্ক্য তৎ পরিহারায় মৎ পুরুষেণ হবিষেত্যাদি মন্ত্রার্থং সংগৃহ্য দর্শয়তি যদেত্যাদিনা। অস্যেতি বিরাড দেহান্তর্যামিণঃ তস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ নাভৌভবং নাভ্যং তস্মাদ্যজ্ঞস্য সম্ভরান্ সাধনানি নাপশ্যং॥ ২২॥

যাঁহা হইতে এই অণ্ড উদ্ভব হইয়াছে এবং যাঁহাতে ভূতেন্দ্রিয় গুণ স্বরূপ বিরাট্ জন্মিয়াছেন তিনি সেই ঈশ্বর। যেরূপ সূর্য্য রশ্মিদ্বারা উত্তাপদিয়া ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করেন তদ্রূপ সেই বিরাড় দেহতে ব্রহ্মাণ্ডকে অতিক্রম করিয়াছেন॥ ২১॥

হে বৎস নারদ! যখন আমি সেই পুরুষের নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার অবয়ব ভিন্ন যজ্ঞ সাধন কিছুই দেখিতে পাইলাম না॥ ২২॥

তেষু যজ্ঞস্থ পশবঃ সবনস্পতয়ঃ কুশাঃ ।
ইদঞ্চ দেব যজনং কালশ্চোরু গুণান্বিতঃ ॥ ২৩ ॥
বস্তুন্যোষধয়ঃ স্নেহা রস লৌহ মৃদোজলং ।
ঋচোযজূংষি সামানি চাতুর্হোত্রঞ্চ সত্তম ॥ ২৪ ॥
নামধেয়ানি মন্ত্রাশ্চ দক্ষিণাশ্চ ব্রতানিচ ।

তদাস্তেষু সম্ভারেষু সাধ্যেষু সৎসু পুরুষাবয়বৈরেভে সম্ভারাঃ সম্ভৃতা ময়া ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। বনস্পতয়ো যূপাঃ দেবয়জনং যজ্ঞ ভূমিঃ। ইদঞ্চেতি বচনাৎ যজ্ঞার্হে স্থানে উপবিষ্টঃ কথয়তীতি গম্যতে বহু গুণান্বিতো বসন্তাদি কালঃ॥ ২৩॥

বস্তুনি পাত্রাদীনি ওষধয়ো ব্রীহ্যাদয়ঃ। স্নেহাঃ ঘৃতাদয়ঃ। রসাম-ধুরাদয়ঃ। লোহানি সুবর্ণাদীনি মৃদশ্চা চাতুর্হোত্রং হৌত্রাদিকং কর্ম্ম॥ ২৪

নামধেয়ানি জ্যোতিষ্টোমাদীনি ঋগাদীনা মুক্তত্বাৎ মন্ত্রা ইতি স্বাহাকারাদয়ঃ। দেবতানা মনুক্রম উদ্দেশঃ। কল্পোবৌধায়নাদি কর্ম্ম পদ্ধতি গ্রন্থঃ অনেনাহং যক্ষ ইত্যেবং সংকল্পঃ। তন্ত্র মনুষ্ঠান

তখন সেই সকল যজ্ঞ সাধন সিদ্ধি করিতে হইল। আমি তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া যজ্ঞীয় পশু, যূপ (যজ্ঞীয় পশু বন্ধনার্থ কাষ্ঠ) কুশ এবং যজ্ঞ ভূমি বহু গুণান্বিত বসন্তাদি কাল॥ ২৩॥

যজ্ঞপাত্র, ধান্যাদি শস্য, ঘৃতাদি এবং মধুরাদি রস, সুবর্ণাদি ধাতু, মৃত্তিকা, জল, ঋক্ যজুঃ সাম, হোত্রাদি কর্ম্ম॥ ২৪॥

যাগাদির জ্যোতিষ্টোমাদি নাম, স্বাহাকারাদিমন্ত্র, দক্ষিণা, ব্রত, দেবতাদের উদ্দেশ, কল্প (বৌধাযণাদি কর্ম্ম পদ্ধতি গ্রন্থ) সংকল্প অর্থাৎ আমি এই প্রকারে কর্ম্ম করিব এরূপ

দেবতানু ক্রমঃ কল্পঃ সংকল্প স্তন্ত্রমেবচ ॥ ২৫ ॥
গতয়ো মতয়শ্চৈব প্রায়শ্চিত্তং সমর্পণং।
পুরুষাবয়বৈ রেতে সম্ভারাঃ সম্ভৃতাময়া ॥ ২৬ ॥
ইতি সম্ভৃত সম্ভারঃ পুরুষাবয়বৈরহং।
তমেব পুরুষং যজ্ঞং তেনৈবা যজমীশ্বরং ॥ ২৭ ॥
ততস্তে ভ্রাতর ইমে প্রজানাং পতয়োনব।
অযজন্ ব্যক্ত মব্যক্তং পুরুষং সুসমাহিতাঃ।

প্রকারঃ ॥ ২৫ ॥

গতয়ো বিষ্ণুধ্রুবাদ্যাঃ মতয়ো দেবতা ধ্যানানি। প্রায়শ্চিত্তং কৃতস্য ভগবতি সমর্পণং ॥ ২৬ ॥

সং ভৃতাঃ সম্পাদিতাঃ সংভারাযেন সোহং তেনৈব যজ্ঞেনৈব অনেন যজ্ঞেন যজ্ঞ ময় জন্তেতি মন্ত্রার্থঃ সূচিতঃ ॥ ২৭ ॥

তেন দেবা অযজন্তেত্যস্যার্থং সপ্রপঞ্চং দর্শয়তি তত ইতি দ্বাভ্যাং

বাসনা, মন্ত্র অর্থাৎ অনুষ্ঠান প্রকার ॥ ২৫ ॥

বিষ্ণু ধ্রুবাদি গতি, দেবতা ধ্যান, প্রায়শ্চিত্ত এবং সমর্পণ অর্থাৎ ভগবানেতে সমর্পণ, এই সকল যজ্ঞ সম্ভার সেই পুরুষের অবয়ব দ্বারা সম্পাদন করিলাম ॥ ২৬ ॥

আমি এইরূপে সেই পুরুষের অবয়ব দ্বারা যজ্ঞ সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া যজ্ঞস্বরূপ সেই পুরুষেরই যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম ॥ ২৭ ॥

হেবৎস! তদনন্তর প্রজাদের পতি মরীচি প্রভৃতি তোমার নয়টী-ভ্রাতা-সমাহিত হইয়া ইন্দ্রাদি রূপে ব্যক্ত এবং

ততশ্চ মনবঃ কালে ঈজিরে ঋষয়ো পরে।
পিতরো বিবুধা দৈত্যা মনুষ্যাঃ ক্রতুভির্বিভুং॥ ২৮॥
নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতং।
গৃহীত মাযোরু গুণঃ সর্গাদা বগুণঃ স্বতঃ॥ ২৯॥
সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।

ব্যক্ত মিন্দ্রাদি রূপেণ। অব্যক্তং স্বতঃ। অনেন পুরুষং জাত মগ্রত ইত্যস্যার্থো দর্শিতঃ কালে স্বস্বাবসরে॥ ২৮॥

যদধিষ্ঠান মিত্যেতৎ প্রশ্নোত্তরার্থ মুপ সংহরতি নারায়ণ ইতি। আহিতং অধিষ্ঠিতং ভগবত্বে হেতুঃ যঃ স্বতোঽগুণঃ সর্গাদৌ গৃহীতা মায়য়া উরবো গুণা যেন তস্মিন॥ ২৯॥

যৎপরস্ত্বমিত্যেতৎ প্রশ্নোত্তরং যদুক্তং স এব ভগবান সর্ব্বেষাং মম চেশ্বরঃ ইতি তদ্রূপ সংহরতি সৃজামীতি পালনন্তু স্বয়মেব করোতীত্যাহ বিশ্বমিতি। পুরুষ রূপেণ ত্রিশক্তিমায়া তাং ধারয়তীতি

স্বতঃ অব্যক্ত সেই পুরুষকে যজ্ঞের দ্বারা অর্চ্চন করেন, তৎ পরে মনুসকল স্ব স্ব অবসরে এবং অপরাপর ঋষিগণ তথা পিতৃগণ, দেবগণ, দৈত্যগণ, ও মানবেরাও যজ্ঞ দ্বারা ঐ পুরুষের আরাধনা করেন্॥ ২৮॥

সেই ভগবান্ নারায়ণেতেই এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত আছে, তিনি স্বতঃ অগুণ হইয়াও সৃষ্টির আদিতে মায়াদ্বারা মহৎ মহৎ গুণ গ্রহণ করিয়া থাকেন॥ ২৯॥

তাঁহারই নিয়োগে আমি এই বিশ্বের সৃজন করি, রুদ্রও তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া এই বিশ্বের সংহার করেন, তিনি মায়াবী স্বয়ংবিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া ইহার পালন

বিশ্বং পুরুষ রূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ ৩০॥
ইতিতেঽভিহিতং তাত যথেদমনু পৃচ্ছসি।
নান্যদ্ভগবতঃ কিঞ্চিদ্ভাব্যং সদসদাত্মকং॥ ৩১॥
নভারতীমে ঽঙ্গ মৃষোপলক্ষতে নবৈ ক্বচিন্মে
মনসো মৃষাগতিঃ। নমে হৃষীকানি পতন্ত্য

তথাসঃ॥ ৩০॥
যচ্চ ইদং বিশ্বং যদাত্মকশ্চ ত্বং ইত্যেবমাদি সর্ব্ব প্রশ্নানাং সামান্যেনোত্তরং যদুক্তং বাসুদেবাৎ পরোব্রহ্মন্ন চান্যোর্থোঽস্ত তত্ত্বত ইতি পুরুষ এবেদং সর্ব্বমিতি শ্রুত্যাচ যৎ দৃঢ়ীকৃতং তদ্রূপ সংহরতি ইতীতি কার্য্য কারণাত্মকং ভাব্যং স্বজ্যং ভগবতঃ সকশাদন্যৎ পৃথক্ ন ভবতী ত্যভিহিতং॥ ৩১॥
যত্নুক্তং এতাবত্ত্বং যতোহিমে তমবিজ্ঞায় মামীশ্বরং প্রব্রবীষীতি তদ্রূপ পাদোপ সংহরতি ন ভারতীতি যদ্যস্মান্মময়া ঔৎকণ্ঠ্যং তস্তুস্ত্যুদ্রেকঃ তদ্যুক্তেন হৃদাহরির্ধৃতঃ ধ্যাতঃ। অঙ্গ হে নারদঃ অতো-

করেন॥ ৩০॥
হেতাত! তুমি আমাকে যে রূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহা এই বলিলাম। বৎস! কার্য্য কারণ স্বরূপ স্বজ্য কোন বস্তুই সেই ভগবান্ হইতে ভিন্ন নহে॥ ৩১॥
হেপুত্র! আমি উদ্রিক্ত ভক্তি যুক্ত হৃদয়ে সেই ভগবান্ হরির ধ্যান করিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহার প্রভাবেই আমার বাক্য মনঃ এবং ইন্দ্রিয় সকলের বৃত্তি যথার্থ হইয়াছে সুতরাং আমার বাক্য মিথ্যা দেখিতে পাওনা, এবং আমার

সৎ পথে যন্মে হৃদোৎ কণ্ঠ্য বতা ধৃতোহরিঃ ॥ ৩২ ॥
সোহং সমাম্নায় ময় স্তপো ময়ঃ প্রজাপতীনা মভি
বন্দিতঃ পতিঃ। আস্থায় যোগং নিপুনঃ
সমাহিত স্তন্নাধ্য গচ্ছং যত আত্ম সম্ভবঃ ॥ ৩৩ ॥
নতোস্ম্যহং তচ্চরণং সমীয়ুষাং ভবচ্ছিদং
স্বস্ত্যয়নং সুমঙ্গলং। যোহি স্বমায়া বিভবঞ্চ

মেবাঙ্‌মন ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তয়ঃ সত্যার্থাঃ নতু মৎ প্রভাবেনেত্যর্থঃ॥ ৩২
অত্র স্বানুভব মেবান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং প্রমাণয়তি দ্বাভ্যাং সোহং সমাম্নায়াদিভিঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টোপি যোগং সমাশ্রিত্যাপি যত আত্মানো মম সম্ভবো জন্ম তমেব ন জ্ঞাতবান্ কুতোহন্যস্য বার্ত্তা। এতচ্চ তৃতীয়স্কন্ধে পাদ্মোস্তবে কথ্যতে॥ ৩৩ ॥
তদা সমীয়ুষাং শরণাগতানাং সংসার নিবর্ত্তকং মঙ্গলাবহং সুসেব্য

মনের গতিও কুত্রাপি মিথ্যা হয় না, আমার ইন্দ্রিয় সকল কখন অসৎ পথে গমন করে না ॥ ৩২ ॥

আমি বেদময় তপোময় এবং প্রজাপতি দিগের অভি-বন্দিত এবং পতি, ইহা সত্যবটে কিন্তু এপ্রকারে সর্ব্বোৎ কৃষ্ট হইয়াও এবং সমাহিত চিত্তে নিপুন যোগ আশ্রয় করিয়াও যাঁহা হইতে আমার জন্ম হইয়াছে তাঁহাকে জ্ঞাত হইতে পারিনাই অন্যে কি তাঁহাকে জানিতে পারিবে? ॥ ৩৩ ॥

অতএব তাঁহার চরণে প্রণাম করি, তাঁহার চরণের মহিমা অচিন্ত্য, তাঁহার শরণ লইলে সংসার নিবৃত্তি হয় ঐ চরণ অতিশয় মঙ্গল জনক ও সুসেব্য। হে বৎস! আকাশ যেমন আপনি আপনার অন্তঃ প্রাপ্ত হয় না তদ্রূপ তিনি স্বয়ং আ-

পর্য্যগাদ্ যথা নভঃ স্বান্তং যথা পরে কুতঃ ॥ ৩৪ ॥
নাহং নযূয়ং যদৃতাং গতিংবিদু র্নাবাম দেবঃ
কিমুতা পরে সুরাঃ। তন্মায়য়া মোহিত

ঞ্চ তস্য চরণং নতোস্মি ততঃ অচিন্ত্য মহিমত্বেন জ্ঞাত বানস্মীতি কৈমুত্যন্যায়েনাহ যোহীতি। স্ব মায়া বিস্তারং যঃ স্বয়মপি ন পর্য্যগাৎ পরিশব্দো নিষেধে এতবান্ ইতি ন জ্ঞাত বানিত্যর্থঃ অপরে কুতো জানীযু। তস্য চরণং নতোস্মীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। ননু সর্ব্বজ্ঞঃ কথং ন জানাতি অন্তাভাবাদিতি দৃষ্টান্তে নাহ যথা স্বস্যান্তং নভো ন প্রাপ্নোতি তদ্বৎ। নহি খ পুষ্পা দর্শনং সর্ব্বজ্ঞত্বং বিহন্তীতি ভাবঃ। তথাচ বক্ষ্যতি। দ্যুপতয় এবতে ন যযুরন্ত মনন্ত তয়াত্বমপি যদন্তরে ত্যাদি। শ্রুতিশ্চয়োহস্যাধ্যক্ষঃ পরমেব্যোমন্ সোহঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদেতি ॥ ৩৪ ॥

এতৎ প্রপঞ্চয়তি নাহমিতি দ্বাভ্যাং। বামদেব. শ্রীরুদ্রঃ যস্য ঋতাং গতিং পরামার্থ স্বরূপং। কিন্ত্বিদং প্রপঞ্চ রূপং তস্য মায়য়া বিনির্ম্মিতং বিচক্ষ্মহে বিদ্মঃ। তদপি আত্ম সমং স্বজ্ঞানানুরূপ মেব নতু

পনার মায়া বিস্তারের পরিচ্ছেদ করিতে পারেন না অর্থাৎ এতাবৎ ইহা বলিয়া জানিতে পারেন না অন্য জনে কি রূপে তাঁহার পরিমাণ স্থির করিবে ॥ ৩৪ ॥

আমি, তুমি, রুদ্র, এই আমরাই যাঁহার পরমার্থ স্বরূপা গতি জানিতে পারিনাই অন্য দেবগণ বা তাঁহার কি জানিবে? তাঁহার মায়াতে আমাদের সকলেরই বুদ্ধি বিমোহিত হইয়া রহিয়াছে তাহাতে অনেকে আত্ম জ্ঞানানুসারে বলিয়া থাকে, এই প্রপঞ্চ স্বরূপ বিশ্ব তাঁহার মায়া

বুদ্ধয়স্ত্বিদং বিনির্ম্মিতং চাত্মসমং বিচক্ষ্মহে ॥ ৩৫ ॥
যস্যাবতার কর্ম্মাণি গায়ন্তি হ্যস্মদাদয়ঃ।
নযং বিদন্তি তত্ত্বেন তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৩৬ ॥
সএষ আদ্যঃ পুরুষঃ কল্পে কল্পে সৃজত্যজঃ।
আত্মাত্মন্যাত্মনাত্মান সসংযচ্ছতি পাতিচ ॥ ৩৭ ॥
বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সম্য গবস্থিং

কৃৎস্নং। মোহিত বুদ্ধয় ইত্যয়ং তদজ্ঞানে প্রপঞ্চজ্ঞানেচ হেতুঃ ॥ ৩৫ ॥

নমু সর্ব্বৈপিতং বর্ণয়ন্তো দৃশ্যন্তে তত্রাহ যস্যেতি ॥ ৩৬

অবতার কর্ম্মাণি সংক্ষেপতো দর্শয়তি সএষ আদ্যো ভগবান্ যঃ পুরুষাবতারঃ সন্ সৃষ্ট্যাদি করোতি। আত্মাত্মন্যাত্মনাত্মান মিতি কর্ত্তা অধিকরনং সাধনং কর্ম্মচ স্বয়মেবেত্যর্থঃ। পুরুষোঽবতারঃ সৃষ্ট্যাদীনি কর্ম্মাণীতি সংক্ষেপোক্তিঃ ॥ ৩৭ ॥

ন যং বিদন্তি তত্ত্বেনেত্যুক্তং। কিং তৎ তত্ত্ব মিত্যপেক্ষায়ামাহ বিশুদ্ধ মিতি জ্ঞানং কেবলং সত্যং স্বরূপং। ঘটাদ্যাকার বৃত্তি জ্ঞান

দ্বারা নির্ম্মিত ॥ ৩৫ ॥

অস্মদ্বিধ সকল লোকেই তাঁহার অবতার এবং কর্ম্ম সকলের গাণ করে, সত্য, কিন্তু কেহই যথার্থ রূপে তাঁহাকে জানিতে পারে নাই ইহাতে আমি সেই ভগবানের কথা কি কহিব তাঁহাকে কেবল নমস্কার করি ॥ ৩৬ ॥

সেই আদ্য ভগবান পুরুষাবতার হইয়া কল্পে কল্পে আপনি আপনাতে আপনার দ্বারা আপনাকে সৃজন, পালন এবং সংহার করেন ॥ ৩৭ ॥

তিনি বিশুদ্ধ অর্থাৎ উপাধি শূন্য এবং সত্য ও জ্ঞান

১০১

সত্যং পূর্ণমনাদ্যন্তং নির্গুণং নিত্যমদ্বয়ং ॥ ৩৮ ॥
ঋষে বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াশয়াঃ।

ব্যবচ্ছেদার্থং বিশেষণানি বিশুদ্ধং বিষয়াকার শূন্যং। যতঃ প্রত্যক্ সর্ব্বান্তরং অতএব সম্যক্ সন্দেহাদি রহিতং। অবস্থিতং স্থিরং। যতো নির্গুণং গুণকার্য্যং হি গুণব্যতিকরাচ্চঞ্চলং ভবতি। যদ্যপি বৃত্তিজ্ঞানমপি স্বরূপ জ্ঞান মেবেতি ন চাঞ্চল্যাদি দোষ যুক্তং। তথা-প্যন্তঃকরণ বৃত্তি দোষৈস্তথা ভাতীতি ব্যবচ্ছেদাতে এভিরেব বিশে-ষণৈঃ সত্যত্ব মিতি সমর্থিতং। কিঞ্চবর্দ্ধিকার বৎ তদসত্যং দৃষ্টং ন চাস্য জন্মাদয়ঃ ষড বিকারাঃ সন্তীত্যাহ অনাদ্যন্তং জন্মনাশ রহিতং অতএব জন্মান্তরাস্তিত্ব লক্ষণোঽপি বিকারোনাস্তি। বৃদ্ধি বিপরিণা-মাপক্ষয়াশ্চ ন সন্তি যতঃ পূর্ণং সর্ব্বত্র হেতুঃ। নিত্যমদ্বয়ং নিত্যং সর্ব্বদা দ্বৈত প্রতীতি সময়েঽপি পরমার্থতোঽদ্বয় মিতি ॥ ৩৮ ॥

তত্র বিদ্বদনু ভবং প্রমাণয়তি হে ঋষে নারদ। প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়া-শয়াঃ প্রসন্ন দেহেন্দ্রিয় মনসো যদা তদা বিদন্তি অন্যদা তদজ্ঞানে কারণ মাহ যদাতু তদেব প্রকাশমান মেব অসত্যং

স্বরূপ, তিনি সকলের অন্তর্যামী, অতএব সন্দেহাদি রহিত আর তিনি নির্গুণ, এজন্য তাঁহাতে গুণক্ষোভ বশতঃ কোন চাঞ্চল্য নাই সদাই স্থির আছেন, অপর তিন জন্ম মরণ রহিত এবং সর্ব্বদা পরিপূর্ণ ও নিত্য, অদ্বৈত অর্থাৎ দ্বৈত প্রতীতি সময়েও বস্তুতঃ অদ্বৈত রূপে প্রকাশ পান ॥ ৩৮ ॥

হে নারদ! মুনি দিগের দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, যেসময় প্রসন্ন থাকে সেই সময়েই তাঁহারা ভগবানের ঐ রূপ জানিতে পারেন নচেৎ অন্য সময় প্রকাশ মান হইলেও অসৎ তর্কে

যদা তদেবাসত্তর্কৈ স্তিরো ধীয়েত বিপ্লুতং ॥ ৩৯ ॥

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ
সদসন্মনশ্চ। দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥ ৪০ ॥

স্যাত্তদা তীরোধীয়েতেতি ॥ ৩৯ ॥

অবতারান্ বিস্তরেণাহ আদ্য ইতি যাবৎ অধ্যায়সমাপ্তিঃ। পরস্য ভূম্নঃ পুরুষঃ প্রকৃতি প্রবর্ত্তকঃ। যস্য সহস্র শীর্ষেত্যাদ্যুক্তো লীলা বিগ্রহঃ স আদ্যোঽবতারঃ। বক্ষ্যতিহি ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্ম সৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্। স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধান মবাপ নারায়ণ আদি দেবঃ। যথোক্তং বিষ্ণোস্তুত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যা-ন্যথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয় ত্বণ্ড সংস্থিতং। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ইতি। যদ্যপি সর্ব্বেষা মবিশেষে ণাবতারত্ব মুচ্যতে তথাপি কালশ্চ স্বভাবশ্চ সদসদিতি কার্য্য কারণ রূপা প্রকৃতিশ্চ এতাঃ শক্তয়ঃ মনঃ আদীনি কার্য্যাণি ব্রহ্মাদয়ো গুণাবতারা দক্ষাদয়ো বিভূতয় ইতি বিবেক্তব্যং মনো মহত্তত্ত্বং দ্রব্যং মহাভূতানি, ক্রমোনাত্র বিবক্ষিতঃ বিকারোঽহঙ্কারঃ গুণঃ সত্ত্বাদিঃ বিরাট্ সমষ্টি শরীরং স্বরাট্ বৈরাজঃ স্থাস্নু স্থাবরং চরিষ্ণু জঙ্গমঞ্চ ব্যষ্টি শরীরং ॥ ৪০ ॥

বিনষ্ট হয় সুতরাং তখন তিরোহিত থাকে ॥ ৩৯ ॥

প্রকৃতির প্রবর্ত্তক যে পুরুষ তিনিই পরম ব্রহ্ম ভগবানের আদ্য অবতার, অপর, কাল, স্বভাব, কার্য্য কারণ রূপা প্রকৃতি, মহ-তত্ত্ব, মহাভূত, অহঙ্কারতত্ত্ব সত্ত্বাদি–গুণ, ইন্দ্রিয়–সকল, সমষ্টি শরীর স্বরূপ বিরাড়্দেহ, স্বরাট্ অর্থাৎ বৈরাজ পুরুষ, স্থাবর, জঙ্গম ॥ ৪০ ॥

অহং ভবো যজ্ঞ ইমে প্রজেশা দক্ষাদয়ো যে
ভবদাদয়শ্চ। স্বর্লোক পালাঃ খগলোক
পালা নৃলোক পালা স্তল লোক পালাঃ ॥ ৪১ ॥
গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর চারণেশা যে যক্ষ রক্ষো
রগ নাগ নাথাঃ। যেবা ঋষীণা মৃষভাঃ
পিতৄণাং দৈত্যেন্দ্র সিদ্ধেশ্বর দানবেন্দ্রাঃ ॥ ৪২ ॥
অন্যেচ যে প্রেত পিশাচ ভূত
কুষ্মাণ্ড যাদো মৃগপক্ষ্যধীশাঃ ॥ ৪৩ ॥

অহং ব্রহ্মা ভবঃ শ্রীরুদ্রঃ। যজ্ঞোবিষ্ণুঃ দক্ষাদয়ো যে ইমে প্রজেশাঃ তললোক পালা পাতালাদ্যধি পতয়ঃ ॥ ৪১ ॥

গন্ধর্ব্বাদীনা মীশাঃ যক্ষাদীনাং নাথাঃ। রক্ষোরগেতি সন্ধিরার্ষঃ। ঋষীণাং পিতৄণাঞ্চ শ্রেষ্ঠাঃ ॥ ৪২ ॥

প্রেতাদীনামধীশাঃ ॥ ৪৩ ॥

আমি (ব্রহ্মা) রুদ্র, বিষ্ণু, দক্ষাদি—প্রজাপতি—সকল, তোমা প্রভৃতি (নারদাদি) দেবর্ষিগণ, স্বর্গাধিপতি, ভুবলোকাধিপতি, মনুষ্য লোকাধিপতি, পাতালাদি লোকাধিপতি ॥ ৪১ ॥

গন্ধর্ব্বেশ্বর, বিদ্যাধরেশ্বর, চারণেশ্বর, যক্ষনাথ, রাক্ষস নাথ, উরগনাথ, ঋষিশ্রেষ্ঠ, পিতৃশ্রেষ্ঠ, দৈত্যেন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্র, দানবেন্দ্র, ॥ ৪২ ॥

প্রেতাধিপতি, পিশাচাধিপতি, ভূতাধিপতি, কুষ্মাণ্ডাধিপতি, যাদোধিপতি, মৃগাধিপতি খগাধিপতি, ৪৩ ॥

যৎ কিঞ্চ লোকে ভগবন্মহস্ব দোজঃ সহস্ব
দ্বলবৎ ক্ষমাবৎ। শ্রীহ্রী বিভূত্যাত্ম
বদদ্ভুতার্ণং তত্ত্বং পরং রূপবদরূপং ॥ ৪৪ ॥
প্রাধান্যতোযা নৃয আমনন্তি লীলাবতারান্
পুরুষস্য ভূম্নঃ। আপীয়তাং কর্ণ কষায়

কিং বহুনা যৎ কিঞ্চিদ্ভগবদাদি তৎ সর্ব্বং পরমেব তত্ত্ব মি-ান্বয়ঃ। ভগবদৈশর্য্য যুক্তং। মহস্বৎ তেজোযুক্তং। ওজঃসাহসী ইন্দ্রিয় মনঃ শক্তী তদ্যুক্তং। বলংদার্ঢ্যং তদ্যুক্তং। শ্রীঃ শোভা হ্রীঃ অকর্ম্ম জুগুপ্সা। বিভূতিঃ সম্পত্তিঃ আত্মা বুদ্ধিঃ তদ্যুক্তং। অর্ণোবর্ণঃ অদ্ভুতার্ণং আর্যাবর্ণ মিত্যর্থঃ। রূপমেব স্বরূপং রূপবৎ অরূপঞ্চ যৎ তৎ সর্ব্বং পরতত্ত্বং তদ্বিভূতি রিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

শুদ্ধ সত্ত্বাবতারান্ বক্তুমাহ প্রাধন্যত ইতি অসৎকথা শ্রবণৈর্যে কর্ণয়োঃ কষায়া মলাস্তান্ শোষয়ন্তী তথাতান সুপেশান্ লকারলোপ স্ত্বার্ষঃ। হে ঋষে তেতুভ্যং অনু ক্রমিষ্যে অনুক্রমেণা মৃতং ত্বয়া আপীয়তা মিত্যর্থঃ। যদ্বা আপীয়তা মিতি শত্রন্তং আপিবতাং কর্ণ কষায়

এবং লোকে যেকিছু ঐশ্বর্য্য যুক্ত, তেজোযুক্ত, ইন্দ্রিয় — শক্তি যুক্ত, মনঃশক্তি যুক্ত, বলযুক্ত, ক্ষমাযুক্ত, শোভাযুক্ত, লজ্জা যুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, বুদ্ধিযুক্ত, আশ্চর্য্যবর্ণ, তথারূপবান্ এবং অরূপ যেকিছু আছে সে সকলই পরতত্ত্ব অর্থাৎ সেই ভগবানেরই বিভূতি ॥ ৪৪ ॥

হেনারদ! সেই পরব্রহ্ম ভগবানের বরাহ এবং যজ্ঞ প্রভৃতি প্রধান২ যেসকল অবতার আছে তদ্বিয়ক চরিত্র শ্রবণ করিলে কর্ণদ্বয়েরমল দুরীভূত হয় সেই সকল সুন্দর অবতারও

শোবা নন্বুক্রমিষ্যে ত ইমান্ সুপেশান্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মনারদ সম্বাদে পুরুষ বিভূতি বর্ণনং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ ॥

যত্রোদ্যতঃ ক্ষিতি তলোদ্ধরণায় বিভ্রৎ ক্রৌড়ীং তনুং
সকল যজ্ঞময়ীমনন্তঃ। অন্তর্মহার্ণব উপাগত
মাদিদৈত্যং তংদ্রংষ্ট্রয়াদ্রিমিব বজ্রধরো দদার ॥ ১ ॥

শোবা নিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়ে ষষ্ঠঃ ॥ ৬ ॥ * ॥

সপ্তমে ভগবল্লীলা বতারা ব্রহ্মণোদিতাঃ। নারদায়তুতৎ কর্ম্ম প্রয়োজন গুণৈঃ সহ ॥ ০ ॥

যত্র যদা ক্ষিতিতলোদ্ধরণার্থং বরাহীং তনুং বিভ্রৎ সন্ উদ্যতোঽনন্তঃ তদাতং সুপ্রসিদ্ধং হিরণ্যাক্ষং দংষ্ট্রয়া দদার ॥ ১ ॥

তোমাকে বলিব ॥ ৪৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়ে ষষ্ঠ ॥ ৬ ॥ ॥

সপ্তমাধ্যায়ে ব্রহ্মাকর্তৃক নারদের নিকট ভগবানের বরাহ প্রভৃতি অবতার লীলা কথন এবং তত্তদবতারেরকর্ম্ম, তথাবিভূতি ও ভক্ত ইত্যাদি সংক্ষেপেবর্ণন ॥ ০ ॥

ব্রহ্মাকহিলেন বৎস নারদ! ভগবান্ বিষ্ণু পৃথীবির উদ্ধার নিমিত্ত যখন শূকর শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন সেইসময় মহার্ণব মধ্যে আগত প্রসিদ্ধ আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে দন্তদ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জাতোরুচেরজনয়ৎ সুযগান্ সুযজ্ঞ আকূতিসূনু
রমবানথ দক্ষিণায়াং। লোকত্রয়স্যমহতী
মহরদ্যদার্ত্তিং স্বায়ম্ভুবেন মনুনা হরিরিত্যনুক্তঃ ॥ ২ ॥
যজ্ঞেচ কর্দ্দমগৃহে দ্বিজদেব হূত্যাং স্ত্রীভিসমং ন
ভবভি রাত্মগতিং স্বমাত্রে। উচেযয়াত্ম শমলং

যজ্ঞাবতার মাহ রুচেঃ প্রজাপতেঃ সকাশাৎ তদ্ভার্যায়া আকূতেঃ সূনুঃ সুযজ্ঞো নামজাতঃ। সচ স্বভার্যায়াং দক্ষিণায়াং সুযমান্ দেবান্ অজনয়ৎ। সএব ইন্দ্রঃসন যদা আর্ত্তিমহরৎ। তদাপূর্ব্বং সুযজ্ঞ ইত্যুক্তোঽপি অনন্তরং মনুনা মাতামহেনহরিরিত্যুক্তঃ অনেন দেবোৎপাদনং লোকার্ত্তি হরণঞ্চ তস্যকর্ম্ম দর্শিতং। এবং সর্ব্বত্রা-বতার স্তৎকর্ম্মচজ্ঞেয়ং ॥ ২ ॥

কপিলাবতার মাহ কর্দ্দম প্রজাপতে র্গৃহে তদ্ভার্য্যায়াং দেবহূত্যাং জজ্ঞে। নবভিঃ স্ত্রীভিঃ ভগিনীভিঃ সহ। সচ স্বমাত্রে আত্মগতিং ব্রহ্মবিদ্যাং উক্তবান্। যয়া আত্মগতা আত্মনঃ শমলং

অপর প্রজাপতি রুচির ভার্য্যা আকূতির গর্ভে সুযজ্ঞনামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে আপনার ভার্য্যা দক্ষিণার গর্ভে সুযম প্রভৃতি দেবগণকে উৎপন্ন করেন এবং স্বয়ং ইন্দ্রহইয়া ত্রিলোকের দুঃখহরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে যদিও পূর্ব্বে সুযজ্ঞনামে প্রসিদ্ধছিলেন তথাচ মাতামহ স্বায়ম্ভুব তদবধি তাহার নাম হরি বলিয়ারাখিলেন ॥ ২ ॥

হে নারদ! তিনিকর্দ্দম প্রজাপতির ভার্য্যা দেবহূতির গর্ভে নয়টী ভগিনীর সহিত জন্ম গ্রহণকরিয়া আপনার মাতাকে ব্রহ্মবিদ্যা কহিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মাতা ব্রহ্মজ্ঞান

গুণসঙ্গপঙ্ক মস্মিন্ বিধূয় কপিলস্য গতিং প্রপেদে ॥ ৩ ॥
অত্রেরপত্য মভিকাঙ্ক্ষত আহতুষ্টো দত্তোময়াহ
মিতিযৎ ভগবান্ সদত্তঃ। যৎপাদপঙ্কজ পরাগ
পবিত্রদেহা যোগর্দ্ধিমাপুরুভয়ীং যদুহৈহয়াদ্যাঃ ॥ ৪ ॥
তপ্তংতপো বিবিধলোক সিসৃক্ষয়ামে আদৌ সনাৎ

মলিনী করণং গুণসঙ্গ রূপং পঙ্কং অস্মিন্নেব জন্মনি বিধূয় কপিলস্য গতিং মুক্তিং প্রাপ্তবতী ॥ ৩ ॥

দত্তাত্রেয়াবতার মাহ অত্রে। অহমেব তুভ্যং দত্ত ইতি যদ্যত আহ ততঃ সনাম্না দত্তো যাতঃ। স্বভক্তেভ্যো যোগৈশ্বর্য্যদানং তচ্চরিতং দর্শয়তি যস্য পাদ পঙ্কজয়োঃ যঃপরাগ স্তেন পবিত্রা দেহা যেষাংতে। উভয়ী মৈহিকী মামুষ্মিকীঞ্চ। ভুক্তি মুক্তি রূপাংবা ॥ ৪ ॥

কুমারাবতার মাহ মেমযা আদৌ যত্তপ স্তপ্তং তস্মাৎ স্বতপসঃ

দ্বারা আপনার মলীনি করণ গুণ সঙ্গরূপ পঙ্ক ধৌত করিয়া সেইজন্মেই মুক্তিপ্রাপ্তহন ॥ ৩ ॥

অপর অত্রিঋষি পুত্র কামনা করিয়া তাঁহার তপস্যা করিলে তিনি প্রসন্নহইয়া ঐমুনিকে কহিলেন আমিই তোমার পুত্রহইলাম, তন্নিমিত্তই তাঁহার নাম দত্তাত্রেয় হয়। ঐঅবতারে তিনি আপনার ভক্তগণকে যোগৈশ্বর্য্য প্রদান করেন, তাহাতে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন প্রভৃতি লোকেরাও তাঁহার পাদপদ্মের পরাগদ্বারা পবিত্রদেহ হইয়া ভোগ ও মোক্ষ স্বরূপ ঐহিক এবং পার লৌকিক সম্পত্তি লাভকরে ॥ ৪ ॥

হে নারদ! আমি বিবিধ লোক সৃজন করিতে অভিলায

স্ব তপসঃ সচতুঃ সনোঽভূৎ। প্রাক্ কল্প সংপ্লব বিনষ্ট মিহাত্মতত্ত্বং সম্যগ জগাদ মুনয়ো যদাচক্ষতাত্মন ॥৫॥ ধর্ম্মস্য দক্ষ দুহিতর্য্যজনিষ্টমূর্ত্ত্যাং নারায়ণো নরইতি স্বতপঃ প্রভাবঃ। দৃষ্ট্বাত্মনো ভগবতো নিয়মাব

মত্তপসো হেতোঃ। সহরিঃ চতুঃ সনো ভূৎ। সনৎ কুমারঃ সনকঃ সনন্দনঃ সনাতন ইতি চত্বারঃ সনশব্দা নাম্নিযস্য সঃ কথং ভূতাৎ স্বতপসঃ সনাৎ তথাগুতাৎ যদ্বা স্বতপসঃ সনাদ্দানাৎ সমর্পণাদিত্যর্থঃ। নন্দদানে। সচপূর্ব্বকল্পস্য সংপ্লবে প্রলয়ে বিনষ্টং উৎসন্ন সংপ্রদায়ং আত্মতত্ত্বং ইহ অস্মিন্ কল্পে সম্যগ্ জগাদ উক্তবান্। সম্যকৃত্ত্বং দর্শয়তি যদ্দাদিত মাত্র মেব মুনয় আত্মন্ মনসি অচক্ষত সাক্ষাদপশ্যান্ ॥৫॥

নরনারায়ণাবতার মাহ দ্বয়েন ধর্ম্মস্য পত্ন্যাং দক্ষ দুহিতরি মূর্ত্তি সংজ্ঞায়াং নারায়ণো নর ইতি মূর্ত্তি দ্বয়েন জাতঃ। কথং ভূতঃ স্বঃ অসাধারণঃ তপঃ প্রভাবো যস্য। তদেবাহ অনঙ্গস্য পৃতনাঃ দেবো

করিয়া তপস্যা করি, তাহা ভগবানেতে সমর্পণ করাতে তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া চারিটী সন নাম ধারণ করেন অর্থাৎ সনৎকুমার, সনক, সনন্দন, এবং সনাতন, এই চারি নামে ঋষি হয়েন এবং পূর্ব্ব কল্পের প্রলয়ে বিনষ্ট আত্মতত্ত্ব ঐ মুনি গণকে সম্যক রূপে বলিয়াছিলেন, তাহাদের তাঁহার উপদেশ মাত্র, স্ব স্ব অন্তঃকরণে, আত্মতত্ত্ব দেখিতে পান ॥৫॥

অপর তিনি ধর্ম্ম পত্নী মূর্ত্তির গর্ভে নারায়ণ এবং নর এই দুই মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করিয়া তপস্যায় রত হন; কন্দর্প সৈন্য অপ্সরা গণ তাঁহার তপোভ্রংশ নিমিত্ত আসিয়া-

১০৭

লোপং দেব্যস্তনঙ্গ পৃতনা ঘটিতুংনশেকুঃ ॥ ৬ ॥
কামংদহন্তিকৃতিনো ননুরোষদৃষ্ট্যা রোষংদহন্তমুত
তে নদহন্ত্যসহ্যং। সোয়ংযদন্তরমলং প্রবিশন্

হ্যপ্সরসঃ ভগবতঃ সকাশাদাত্মনঃ স্ব প্রতিরূপা উর্ব্বশ্যাদ্যাঃ স্ত্রীর্দৃষ্ট্বা। তস্য নিয়মাবলোপং ব্রতভঙ্গং ঘটয়িতুং সাধয়িতুং নশেকুঃ যদ্বা আত্মনঃ স্বস্য যোনিয়মঃ তপোনাশন রূপ স্তস্য লোপং তত্র দৃষ্ট্বা ভগবতঃ তং ঘটয়িতুং নশেকুরিতি। এতচ্চ ব্যাখ্যান মেকাদশে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

যত্র কাম বিজয়ী ক্রোধোপি বিভেতি তত্র বরাকঃ কামো ন প্রভবতীতি কিং বক্তব্য মিত্যাহ কাম মিতি। কৃতিনঃ শ্রীরুদ্রাদয়ঃ রোষযুক্তয়া দৃষ্ট্যা কামং দহন্তি। রোষং ত্বাত্মানং দহন্ত মপি তে ন দহন্তি ক্রোধেনাভি ভূয়ন্ত ইত্যর্থঃ। ননু অহো সোয়ং রোষঃ যদন্তরং যন্মধ্যং প্রবিশন্নলং বিভেতি। যদ্বাযস্যান্তর্মনঃ। কথম্ভূত মমলং

ছিল কিন্তু তাহারা ভগবানের সকাশ হইতে আগত আপনাদের প্রতি রূপ স্বরূপ উর্ব্বশী প্রভৃতি স্ত্রীগণকে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হয় সুতরাং তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ৬ ॥

রুদ্রাদি দেবতা রোষ দৃষ্টি দ্বারা কামকে দগ্ধ করেন কিন্তু সেই রোষ তাঁহাদের আত্মাকে দগ্ধ করে তাঁহারা তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারেন না, কেননা তাঁহারা স্বয়ং রোষাভি ভূত হন, পরন্তু সেই রোষ ভগবানের নির্ম্মল অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে ভয় করে ইহাতে কাম তাঁবার মনকে কিরূপে আশ্রয় করিতে পারিবে? এজন্যই অপ্সরা

বিভেতি কামঃকথংনুপুনরস্ত মনঃশ্রয়েত॥ ৭ ॥
বিদ্ধঃসপত্ন্যুদিত পত্রিভিরন্তি রাজ্ঞো বালোঽপি
সন্নুপগত স্তপসেবনানিশ　তস্মাঅদাদ্ধ্রুবগতিং
গৃণতে প্রসন্নো দিব্যাস্তুবন্তি মুনয়ো যতুপর্য্যধস্তাৎ ॥ ৮ ॥
যদ্বেণ মুৎপথ গতং দ্বিজ বাক্য বজ্র বিপ্লুষ্ট
পৌরুষ ভগং নিরয়ে পতন্তং।　ত্রাত্বার্থিতো জগতি

প্রবিশন্নিতি ॥ ৭ ॥

চরিত্রৈরেব কমপ্য বতারং সূচয়ন্তি মাতুঃ সপত্ন্যাঃ সুরুচ্যা উদিতানি বাক্যান্যেব পত্রিণো বাণাঃ তৈর্বিদ্ধো ধ্রুবঃ রাজ্ঞঃ উত্তানপদঃ অন্তি সমীপে তপসে তপস্তপ্তুং ধ্রুবপদং। যৎ যাং উপরিস্থিতাং অধস্তাৎ স্থিতাঃ দিবিভবা দিব্যাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ স্তুবন্তি যদ্বা উপরি ভৃগ্বাদয়ঃ অধস্তাৎ সপ্ত ঋষয় ইতি ॥ ৮ ॥

পৃথ্বতার মাহ যদ্বদা ঋষিভি রর্থিতঃ তদাবেণং ত্রাত্বা অন্বর্থং পুত্রপদং পুত্র ইতি নাম লেভে। পুন্নাম্নো নরকাদ্যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে

গণ তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন জন্মাইতে সমর্থ হয় নাই॥ ৭ ॥

হে নারদ! উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব পিতার সমক্ষে বিমাতার বাক্য বানে বিদ্ধ হইয়া বাল্যাবস্থাতে তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিয়াছিল; ভগবান প্রশ্নিগর্ভ—অবতারে ঐ ধ্রুবের স্তবে প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ধ্রুব পদ প্রদান করেন উপরে ভৃগু প্রভৃতি মুনি এবং অধঃসপ্তর্ষি যে পদের স্তব করিয়া থাকেন॥ ৮ ॥

অপর বেণ রাজা উৎপথ গামী হইলে দ্বিজগণ শাপ বাক্য স্বরূপ বজ্র দ্বারা তাহার পৌরুষ ও ঐশ্বর্য্য দগ্ধ করেন এবং

পুত্র পদগ্রহণেভে দুগ্ধা বসূনিব সুধাসকলাপি যেন॥ ৯॥
নাভেরসা বৃষভ আস সুদেবি সূনু র্যোবৈচচার
সমদৃগ্জড় যোগ চর্য্যাং। যৎ পার মহংস্য মৃষয়ঃ
পদমামনন্তি স্বস্থঃ প্রশান্তঃ করণঃ পরিমুক্তসঙ্গঃ॥ ১০॥

সুতঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবেতিহি পুত্র পদ-ন্যুৎপত্তিঃ কথং ভূতং দ্বিজানাং শাপ বাক্য মেব বজ্রং তেন বিপ্লুষ্টং দগ্ধং পৌকযং ভগ ঐশ্বর্য্যঞ্চ যস্যতং। চরিত্রান্তর মাহ যেন জগতি জগদর্থং বসূনি অন্নাদি দ্রব্যাণি দুগ্ধা॥ ৯॥

ঋষভাবতারমাহ অসৌহরিঃ নাভেরগ্নিধ্র পুত্রাৎ সুদেব্যাঃ সূনুরাস। নাভের্ভার্য্যা মেরুদেব্যা এব সুদেবীত্যপি সংজ্ঞা। জড়বদ্যোগেন নিত্য সমাধিনা চর্য্যাং যদিতি যাং। তত্রহেতুঃ সমদৃক। তত্রাপি হেতুঃ স্বস্থঃ স্ব স্বরূপস্থিতঃ। যতঃ প্রশান্তেন্দ্রিয়ঃ। তৎকুতঃ যতঃ পরিতো মুক্ত সঙ্গঃ॥ ১০॥

সে নরকে পতিত হয়। সেই ভগবান্ তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত পৃথু অবতারে তাহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া নরক হইতে তাহার পরিত্রাণ করত পুত্রপদকে সার্থক করেন, এবং জগতের হিতার্থ পৃথিবী হইতে ধন ও অন্নাদি সকল দোহন করেন॥ ৯॥

তিনি অগ্নিধ্র পুত্র নাভী হইতে সুদেবীর গর্ভে ঋষভ নামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সর্ব্বতো ভাবে মুক্তসঙ্গ, সমদর্শী, স্বস্থ, ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া জড়যোগচর্য্যা অর্থাৎ নিত্য সমাধি পূর্ব্বক ঐ পদের চিন্তা করেন, ঋষিগণ যাহাকে পারমহংস্য পদ বলিয়া বোধ করেন॥ ১০॥

সত্রে মমাস ভগবান হয় শীরষাথো সাক্ষাৎ সহজ্ঞ পুরুষ
স্তপনীয় বর্ণঃ। ছন্দোময়ো মখময়ো হখিল
দেবতাত্মা বাচোবভূবুরুশতীঃ শ্বসতোহস্য নস্তঃ ॥ ১১ ॥
মৎস্যো যুগান্ত শময়ে মনুনোপলব্ধঃ ক্ষৌণীময়ো নিখিল
জীব নিকায় কেতঃ। বিস্রংসিতা নুরু ভয়ে সলিলে

হয় গ্রীবাবতার মাহ সত্রে ইতি। তবো ইত্যর্থান্তরে। সএব সাক্ষাৎ ভগবান মম ব্রহ্মণঃ সত্রে যজ্ঞে হয় শীর্ষ আস তপনীয়ং সুবর্ণং তদ্বদ্বর্ণো যস্য। ছন্দোময়ঃ বেদময়ঃ। তদ্বিধেয়া যেমখাঃ তম্ময়ঃ। অমৃত ময় ইতি বা পাঠঃ। মখৈর্যজনীয়া যে অখিল দেবতা স্তদাত্মাচ অস্য শ্বসতঃ শ্বাসং মুঞ্চতঃ নস্তঃ নাসা পুটতঃ। উশতীঃ কমনীয়া বেদলক্ষণাঃ বাচো বভূবুঃ ॥ ১১ ॥

মৎস্যাবতার মাহ মৎস্যো ভাবিনা বৈবস্বতেন মনুনা দৃষ্টঃ। ক্ষৌণী ময়ঃ পৃথিবী প্রধানঃ তদাশ্রয় ইত্যর্থঃ। অতএব নিখিল জীব নিকা-

---

অপর হয় গ্রীব অবতারে সাক্ষাৎ যজ্ঞ পুরুষ সেই ভগবান হয়শীর্ষ অর্থাৎ অশ্ব শিরো ধারণ পূর্ব্বক আমার যজ্ঞে আবির্ভূত হয়েন, তখন তাঁহার সুবর্ণ সদৃশ বর্ণ হইয়াছিল। অপর বেদময় এবং বেদের বিধেয় যজ্ঞময় ও যজ্ঞের দ্বারা যজনীয় সমস্ত দেবতা স্বরূপে প্রকাশ পান। সেই সময়ে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে তাঁহাব নাসাপুট হইতে কমনীয় বেদ রূপ বাক্য সকল উৎপন্ন হইয়া ছিল ॥ ১১ ॥

হে নারদ! যুগান্ত সময়ে তিনি মৎস্য রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীর এবং চতুর্ব্বিধ জীব সমূহের আশ্রয় হইয়া ছিলেন। বৈবস্বত মনু তাঁহার ঐ রূপ দর্শন করেন। প্রলয় উপস্থিত

মুখান্ম আদায় তত্র বিজহারহ বেদমার্গান্ ॥ ১২ ॥
ক্ষীরোদধা বমর দানব যুথপানা মুন্মথ্নতা মমৃত
লব্ধয় আদিদেবঃ। পৃষ্ঠেন কচ্ছপবপু র্বিদধার
গোত্রং নিদ্রাক্ষণো হদ্রি পরিবর্ত্ত কষাণ কণ্ডুঃ ॥ ১৩ ॥
ত্রৈপিষ্ট পোরু ভয় হাস নৃসিংহ রূপং কৃত্বা ভ্রমদ্ ভ্রুকুটি

য়ানা মাশ্রয়ঃ। যে মুখাদ্বিস্রংসিতান্ গলিতান্ বেদস্য মার্গান্। বেদানাদায় তত্র যুগান্ত সলিলে বিজহারহ হর্ষেণ ॥ ১২ ॥

কূর্ম্মাবতার মাহ ক্ষীরোদধৌ কচ্ছপ বপুঃ সন্ বপুসা গোত্রং মন্দর গিরি মন্থনার্থং পৃষ্ঠেন বিধৃতবান্। কদা অমৃত লব্ধয়ে ক্ষীরাব্ধিং উন্মনৃথ্নতাং সতাং নিদ্রায়াঃ ক্ষণঃ অবসরঃ উৎসবোষস্য কৃতস্তত্রাহ। অদ্রেঃ পরিবর্ত্তঃ পরিভ্রমঃ সএব কষাণঃ কষোন ঘর্ষণ সুখ প্রদো যস্যাঃ সাকণ্ডুর্যস্য সঃ যদ্বা অদ্রি পরিবর্ত্ত এব কষঃ কষণং তেন অনতি অপযাতীতি কষাণা সাকণ্ডুর্যস্য ॥ ১৩ ॥

শ্রীনৃসিংহাবতার মাহ ত্রৈপিষ্টপাদেবাঃ তেষা মুরুভয়ং হন্তীতি তথা

দেখিয়া মহাভয়ে আমার মুখ হইতে বেদ সকল গলিত হইতে ছিল, তাহাতে ভগবান ঐ মৎস্য রূপে বেদ সকল গ্রহণ করিয়া যুগান্ত জলে বিহার করেন ॥ ১২ ॥

অপর সেই ভগবান্ আদিদেব কচ্ছপ রূপ ধারণ করিয়া অমৃত লাভার্থ ক্ষীর সাগর মন্থন কারি-দেব দানবাদিগের মন্থান দণ্ড স্বরূপ মন্দর পর্ব্বত আপনার পৃষ্ঠ দেশে ধারণ করেন। ঐ পর্ব্বতের পরিভ্রমণে তাহার পৃষ্ঠ কণ্ডুর ঘর্ষণ হওয়াতে তৎসুখে তাঁহার নিদ্রোৎসব হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

হে নারদ! নৃসিংহাবতারে তিনি দেবগণের গুরুতর ভয়

দংষ্ট্র করাল বক্ত্রং। দৈত্যেন্দ্র মাশু গদয়াভি পতন্ত
মারা দূরো নিপাত্য বিদদার নখৈঃ স্ফুরন্তং ॥ ১৪ ॥
অন্তঃ পয়স্যুরু বলেন পদে গৃহীতো গ্রাহেণ যুথপতি
রম্বুজ হস্ত আর্ত্তঃ। আহেদ মাদি পুরুষা খিল
লোকনাথ তীর্থশ্রবঃ শ্রবণ মঙ্গল নাম ধেয়ঃ ॥ ১৫ ॥
শ্রুত্বাহরি স্তমরণার্থিন মপ্রমেয় শ্চক্রায়ুধঃ পতগ

সভগবান্ কথং ভূতং রূপং ভ্রমন্ত্যো ভ্রুকট্যো দংষ্ট্রাশ্চ যস্মিন্ তৎ করালং বক্ত্রং যস্মিন তৎ। দৈত্যেন্দ্রং স্ফুরন্তং আরাৎ সমীপ এব গদয়া উপলক্ষিতং অভি পতন্তং নখৈর্বিদদার ॥ ১৪ ॥

হরিসংজ্ঞকাবতারমাহ অন্তরিতি যুগলেন গজযুথস্য পতিঃ তীর্থরূপং শ্রবো যশো যস্য সতীর্থশ্রবঃ শ্রবণেনৈব মঙ্গলং নামধেয়ং যস্য ॥ ১৫ ॥

তদ্বচনং শ্রুত্বা শরণার্থিনং তং হস্তে শুণ্ডায়াং প্রগৃহ্য। কিং কৃত্বা

নিবারণ জন্য নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং ভয়ঙ্কর ভ্রুকুটী এবং পভীষণরূপে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া দৈত্যেন্দ্র হিরণ্য কশিপুকে উরুদেশে রাখিয়া নখদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

হে পুত্র! মহাবল কুম্ভীর সরোবর মধ্যে যুথপতি মহাগজের পদধারণ করিলে ঐ যুথপতি অতিশয় কাতর হইয়া আপনার পরিত্রাণের জন্য শুণ্ডে পদ্ম গ্রহণ পূর্ব্বক "হে আদি পুরুষ! হে অখিল লোকনাথ! হে পুণ্য শ্রবঃ! হে শ্রবণ মঙ্গল নাম ধারিন্!" ইহা বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল ॥ ১৫ ॥

ভগবান্ হরি তাহার কাতর বাক্য শ্রবণে তাহাকে শরণার্থী

রাজ ভুজাধিরূঢ়ঃ। চক্রেণ নক্র বদনং বিনিপাট্য
তস্মা দ্ধস্তে প্রগৃহ্য ভগবান্ কৃপয়োজ্জহার ॥ ১৬ ॥
জ্যায়ান্ গুণৈরবরজো প্যদিতেঃ সুতানাং লোকান্
বিচক্রম ইমান্ যদথাধিযজ্ঞঃ। ক্ষ্মাং বামনেন জগৃহে
ত্রিপদচ্ছলেন যাচ্ঞামৃতে পথিচরন্ প্রভুভির্নচাল্য ॥ ১৭ ॥

নক্রস্য গ্রাহস্য বদনং বিনি পাট্য বিদার্য্য তস্মাৎবদনাৎ ॥ ১৬ ॥

শ্রীবামনাবতার মাহ অদিতেঃ সুতানাং দ্বাদশা দত্যান ং মধ্যে। অধিযজ্ঞঃ যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণুঃ। অবরজ কমনীয়ানপি গুণৈ জ্যায়ান্ জেষ্ঠঃ গুণানেবাহ যদ্যতঃ ইমান্ লোকান্ বিচক্রমে পাদন্যাসৈ রাক্রান্ত বান্। অথ প্রতিশ্রুতানন্তর মেব তত্র হেতুঃ বলেঃ ক্ষ্মাং বামন রূপেণ জগৃহে। ননূীশ্বরঃ স্বয়ং কিমিতি তথা চক্রে ইত্যাহ যাচঞাং বিনা ধর্ম্ম মার্গে বর্ত্তমানো নচাল্যঃ ঐশ্বর্য্যান্ন ভ্রংশনীয় ইতি ॥ ১৭ ॥

বোধ করিয়া পতগরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক হস্ত ধৃত চক্রদ্বারা কুম্ভীরের বদন বিদীর্ণ করিয়া ফেলেন, পরে কৃপা প্রকাশ করত শুণ্ডে ধারণ করিয়া নক্র বদন হইতে ঐ গজেন্দ্রের পরিত্রাণ সাধন করেন ॥ ১৬ ॥

অপর বামনাবতারে অদিতি পুত্র দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে তিনি কনিষ্ঠ হইয়াও গুণদ্বারা জ্যেষ্ঠ হইয়াছিলেন, কেননা পাদবিন্যাস দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করেন। অনন্তর তিনি বলিরাজের যজ্ঞে গমন পূর্ব্বক ত্রিপদ পরিমিত ভূমি গ্রহণ ছলে তাহার সমস্ত পৃথিবী হরণ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি স্বয়ং ঈশ্বর তথাচ যাচ্ঞা ভিন্ন প্রকারান্তরে ধর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তমান ব্যক্তিকে ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট করা অনুচিত বিবেচনায় ঐ রূপ কার্য্য করেন ॥ ১৭ ॥

নার্থো বলে রয় মুরুক্রম পাদশৌচ মাপঃ শিখা
ধৃতবুতো বিবুধাধি পত্যং। যোবৈ প্রতিশ্রুত মৃতেন
চিকীর্ষ দন্য দাত্মান মঙ্গ মনসা হরয়ে ভিমেনে॥ ১৮॥

ননু তর্হি যাচ্ঞয়াপি চালন মনুচিত মিত্যাশঙ্কা ত্ততো ধিকঞ্চ স্ব সালোক্যাদি দাস্যামীত্যাশয়েন কৃতবানিত্যর্থ ইতি। যদ্বিবুধার্ধি পত্যং ইদানীং বলাৎপ্রাপ্তং অপ্রেদীয় মানঞ্চ অয়ং বলেঃ পুরুষার্থো নভবতি কুত ইত্যত আহ আপ ইতি উরু ক্রমস্য পাদ শৌচং চরণ ক্ষালন রূপা আপঃ আ সর্ব্বতো ধৃতবতঃ স্ব শিখায়াং মূর্দ্ধ্নীত্যর্থঃ। কিঞ্চ শুক্রেণ বারিতঃ শপ্তোপি অঙ্গ হেনারদ প্রতিশ্রুতং বিনা অন্যৎ নচিকীর্ষৎ কর্ত্তুং নেচ্ছন্ যঃ তৃতীয় পাদ পুরানার্থং হরয়ে আত্মানং দেহ মপি অভিমেনে অঙ্গীকৃতবান। এবং স দেহং ত্রৈলক্যং শ্রদ্ধয়া দত্তবতো বিবুধাধি পত্যং অর্থো নভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

হে বৎস! বলির অনিষ্ট জন্য ভগবান্ ঐরূপ কার্য্য করেন নাই তাহাকে আপনার সালোক্য দিবার নিমিত্তই তদ্রূপ করিয়া ছিলেন, ফলতঃ যে বলি ভগবানের চরণ প্রক্ষালন জল সর্ব্বতো ভাবে আপনার মস্তকে ধারণ করিয়াছিল এবং শুক্রাচার্য্য নিবারণ করিলেও শাপ দিলেও আপন প্রতিশ্রুত ভূমিদান অন্যথা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বামন মূর্ত্তিধারী ভগবান্ হরির তৃতীয়পাদ পূরানার্থে মনে মনে আপনার দেহ তাঁহাকে দান করিতে বাসনা করিয়াছিল, ঐরূপে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া দেহের সহিত ত্রিলোক দানকারীর পক্ষে ইন্দ্র পদ কি পুরুষার্থ হইতে পারে? এজন্য ভগবান্ তাহা হরণ করিয়া ছিলেন ॥ ১৮ ॥

তুভ্যঞ্চ নারদ ভৃশং ভগবান বিবৃদ্ধ ভাবেন সাধু
পরিতুষ্ট উবাচ যোগং। জ্ঞানঞ্চ ভাগবত মাত্ম
সতত্ত্বদীপং যদ্বাসু দেব শরণা বিদুরঞ্জসৈব ॥ ১৯ ॥
চক্রঞ্চ দিক্ষ্ববিহতং দশসু স্বতেজো মন্বন্তরেষু মনু
বংশ ধরো বিভর্ত্তি। দুষ্টেষু রাজসু দমং ব্যদধাৎ
স্বকীর্ত্তিং সত্যে ত্রিপিষ্ট উশতিং প্রথয়ং শ্চরিত্রৈঃ ॥ ২০ ॥

হংসাবতার মাহ তুভ্যমিতি ভৃশং বিবৃদ্ধেন ভাবেন অত্যুদ্রিক্তয়া ভক্ত্যা পরিতুষ্ঠঃ সন্ ভক্তিযোগং সাধু যথাভবতি তথা উবাচ। জ্ঞানঞ্চেতি জ্ঞান সাধনং কিং তদ্ভাগাবতং নাম কথম্ভূতং তত্ত্বমেব সতত্ত্ব মাত্মতত্ত্বদীপকং বিবৃদ্ধ ভাবেনেতি বিশেষণস্য ফলমাহ যদিতি ॥ ১৯ ॥
তত্ত্বন্মন্বন্তরাবতার মাহ চক্রমিতি। স্বতেজঃ নিজ প্রভাব মেব চক্রং সুদর্শনং বিভর্ত্তি চক্রবদপ্রতিহত প্রভাবং বিভর্ত্তীত্যর্থঃ তদেবাহ মনু বংশপালকঃ সন এয়াণাং লোকানাং পৃষ্ঠে উপরি স্থিতে সত্য লোকেপি কমনীয়াং স্বকির্ত্তীং বিস্তারয়ন্ রাজস্থ দণ্ডং বিধত্তে ॥ ২০ ॥

হে বৎস! হংসাবতারে তোমার উদ্রিক্তা ভক্তি দেখিয়া পরিতুষ্ট হওত তোমাকে উত্তমরূপে ভক্তিযোগ এবং আত্ম তত্ত্ব প্রকাশক ভাগবত রূপ জ্ঞান বলিয়া ছিলেন। যে সকল ব্যক্তি বাসুদেবের শরণাপন্ন হয়েন, তাঁহারা ঐ জ্ঞান অনায়াসে জানিতে পারেন ॥ ১৯ ॥

অপর মন্বন্তরাবতারে ভগবান মনুবংশ পালক হইয়া দশদিকে সুদর্শন চক্র স্বরূপ অপ্রতি হত স্বীয় তেজঃ ধারণ পূর্ব্বক চরিত্র দ্বারা আপনার কমনীয় কীর্ত্তি মহর্লোক জনলোক, এবং তপোলোকের উপরিস্থ সত্যলোকে বিস্তার করত দুষ্টরাজ গণের প্রতি দণ্ড ধারণ করেন ॥ ২০ ॥

ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ স্বয়মেবকীর্ত্তি র্নাম্নানৃণাং
পুরুরুজাং রুজ আশুহন্তি। যজ্ঞেচভাগ মমৃতায়ু
রবাপরূন্ধ আয়ুষ্য বেদমনুশাস্ত্যবতীর্য্যলোকে॥ ২১ ॥
ক্ষত্রং ক্ষয়ায়বিধনোপভৃতং মহাত্মা ব্রহ্মধ্রুগুজ্ঝিত

ধন্বন্তর্য্যবতার মাহ; লোকেঽবতীর্য্য ধন্বন্তরিঃ সন পুরুরুজাং মহা রোগিনাং স্বনাম্নৈব রুজো রোগান্ হন্তি। স্বয়মেব কীর্ত্তি রিতি কীর্ত্তি-তি শয়োক্তিঃ অমৃতং মরণ শূন্যং আয়ুর্যস্মাৎ সঃ অব অবসন্নং পূর্ব্বং দৈত্যৈঃ প্রতিরুদ্ধং যজ্ঞে ভাগঞ্চ অবরুদ্ধে লভতে। অবাপরুন্ধ মিতি পাঠেপ্যয়মেবার্থঃ। আয়ুর্বিষয়ং বেদঞ্চানু শাস্তি প্রবর্ত্তয়তি ॥ ২১ ॥

পরশু রামাবতার মাহ জগতঃ ক্ষয়ায় বিধিনা দৈবেনোপভৃতং সম্বর্দ্ধিতং মৃতাবে সমর্পিত মিতিবা ব্রাহ্মণেভ্যোপি দ্রুহ্যতীতি তথা। অত উজ্ঝিতঃ পন্থা বেদমার্গো যেন অতএব নরকার্ত্তিং লিপ্সতীব-

তিনি ধন্বন্তরি রূপে অবতীর্ণ হইয়া মহারোগীদিগের রোগসকল আপনার নামদ্বারাই আশু বিনষ্ট করেন এবং তাহা হইতেই দেবগণের আয়ুঃ মরণ শূন্যহয়, তাহাতে স্বয়ং কীর্ত্তি স্বরূপ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে দৈত্যগণ যজ্ঞভাগ অবরুদ্ধ করিয়াছিল, তিনি ঐ অবতারে পুনর্ব্বার উদ্ধার করেন এবং লোকে আয়ুর্ব্বিষয়ক বেদ প্রবর্ত্তকরান্ ॥ ২১ ॥

অপর ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মদ্রোহী এবং বেদ মার্গ পরিত্যাগী হইয়া নরক যাতনা লাভে লোলুপ, অতএব, দৈব কর্ত্তৃক জগতের বিনাশার্থ সম্বর্দ্ধিত হইলে তিনি পরশুরাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া উগ্রতর বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক আপনার তীক্ষ্ণ ধার কুঠার দ্বারা সেই ক্ষত্রিয় কুলকে একবিংশতিবার বিনষ্ট

পথং নরকার্ত্তি লিপ্সু। উদ্ধস্ত্যসা ববনি্কণ্টক
মুগ্রবীর্য্য স্ত্রিঃ সপ্তকৃত্য উরুধার পরস্বধেন ।। ২২ ।।
অস্মৎ প্রসাদ সুমুখঃ কলয়া কলেশ ইক্ষাকু বংশ
অবতীর্য্য গুরোর্নিদেশে। তিষ্ঠন্ বনং সদযিতা নুজ
আবিবেশ যস্মিন্ বিরুধ্য দশকন্ধর আর্ত্তিমার্চ্ছৎ ॥ ২৩ ॥
যস্মা অদাতুদধিরূঢ ভয়াঙ্গ বেপোমার্গং সপদ্যরি পুরং

এবং ভূতং অবনেঃ কন্টক ভুল্যং ক্ষত্রং অসৌ মহাত্মা হরিঃ উদ্ধস্তি উৎ-পাটয়তি তীক্ষ্ণ ধারেণ পরশুনা ।। ২২ ।।

শ্রীরামাবতার মাহ ত্রিভিঃ অস্মাকং ব্রহ্মাদীনাং প্রসাদে সুমুখঃ কলয়া ভরতাদি রূপয়াসহ কলা মায়া তস্যা ঈশঃ গুরো র্দশরথ স্যাজ্ঞায়াং তিষ্ঠন্ সীতালক্ষ্মণাভ্যাং সহিতো বন মাবিবেশ যস্মিন্ বিরোধং কৃত্বা রাবণো নাশঃ প্রাপ্তঃ ।। ২৩ ।।

যস্মৈ রামায় উদধিঃ মার্গং দদৌ সপদি শীঘ্রং হরো যথা ত্রিপুরং দিধক্ষু স্তদ্বৎ। অরিপুরং লঙ্কাং দগ্ধু মিচ্ছোঃ ষষ্ঠীচতুর্থ্যর্থে। কথংভূতঃ

করত পৃথিবীর কণ্টক উৎপাটন করিয়া ছিলেন ।। ২২ ।।

অপর সেই মায়েশ ভগবান্ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইক্ষ্বাকু বংশে ভরতাদি অংশের সহিত শ্রীরাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন,। এবং পিতৃ আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া আপনার বনিতা সীতা ও অনুজ লক্ষণের সহিত বনে প্রবেশ করেন, তথায় দশকন্ধর রাবণ তাঁহার সঙ্গে বিরোধ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।। ২৩ ।।

মহাদেব যেমন ত্রিপুরকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ছিলেন, তদ্রূপ ঐ অবতারে তিনি অরিপুর দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলে

হরবদ্দিধক্ষোঃ। দূরে সুহৃন্মথিত রোষ সুশোণ
দৃষ্ট্যা তাতপ্যমান মকরো রগ নক্র চক্রঃ ॥ ২৪.॥
বক্ষঃস্থল স্পর্শ রুগ্ন মহেন্দ্র বাহ দন্তৈর্বিড়ম্বিত ককুব্

উদধিঃ উচং প্রাপ্তঃ যদ্ভয়ং তেনাঙ্গেষু বেপঃ কম্পো যস্য। যদ্বাপঞ্চ মীয়ং দিধক্ষো রামার্যস্তুয়ং প্রাপ্তঃ তেনাঙ্গেষু কম্পো যস্যেতি। অত্র হেতুঃ দূরে বর্ত্তমানা সুহৃৎ সীতা তয়া নিমিত্ত ভূতয়া মথিতঃ ক্ষুভিতঃ রোষস্তেন সুশোণা অত্যারুণা দৃষ্টিঃ তয়া অত্যান্তং তপ্যমানং মকরাণা মুরগাণাং নক্রানাঞ্চ চক্রং যস্মিন্ ॥ ২৪ ॥

কিঞ্চ যুদ্ধে রাবণস্য বক্ষঃস্থল স্পর্শেন রুগ্না ভগ্না যে মহেন্দ্র বাহস্য ঐরাবতস্য দন্তা তৈর্বিড়ম্বিতাঃ স্বধবলিম্না ধবলী কৃতাঃ ককুভিদক্

সমুদ্র ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া শীঘ্র তাঁহাকে পথ প্রদান করেন। সমুদ্রের ভয়ের হেতু এই যে রামচন্দ্র আপনার প্রিয়তমা বনিতা অপহৃতা হইয়া দূরে অবস্থিত হওয়াতে সাতিশয় রোষান্বিত হইয়া ছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার দৃষ্টি অরুণবর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ মকর, উরগ, ও কুম্ভির সমূহ যেন অতিশয় তাপে তাপিত হইতেছিল এবং স্বগণ সহিত আপনার বিনাশ আশঙ্কা করিয়া সমুদ্র ভয়ে কম্পিত হন ॥ ২৪ ॥

অনন্তর যুদ্ধে প্রবর্ত্তমান রাবণের বক্ষঃস্থল স্পর্শে ইন্দ্র বাহন ঐরাবত হস্তীর দন্ত ভগ্ন হইয়া দিগ দিগন্তরে পতিত হয় তাহাতে দিক সকল ঐ দন্তের ধবলিমায় প্রকাশিত হইলে সে আপনাকে দিগ্বিজয়ী জ্ঞান করিয়া স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ, সেনার মধ্যে ভ্রমণ করত অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া হাস্য করিতে

জয় উঢ়হাসং। সত্ত্বোঽসুভিঃ সহবিনেষ্যতি দার
হর্ত্তু র্বিস্ফূর্জ্জিতৈ র্ধনুষ উচ্চরতোঽধি সৈন্যে।। ২৫ ॥
ভূমেঃ সুরেতর বরূথ বিমর্দ্দিতায়াঃ ক্লেশ ব্যয়ায়
কলয়া সিত কৃষ্ণ কেশঃ। জাতঃ করিষ্যতি জনানুপ

পতিতৈঃ প্রকাশিতা ইত্যর্থঃ। যা এবংভূতাঃ ককুভো দিশঃ তাজ্জুষতে সেবতে পালয়তীতি তথা তস্য দার হর্ত্তু রাবণস্য অহো মৎসমঃ কোন্যো স্তীতি মহাগর্ব্বেণ উঢ়ঃ প্রাপ্তঃ হাসং অসুভি প্রাণৈঃ সহসদাঃ শীঘ্রং বিনেষ্যতি অপনেষ্যতি টৈর্ধনুষো বিস্ফূর্জ্জিতৈঃ টঙ্কার ঘোষৈরেব। কথম্ভুতস্য অধিসৈন্যে স্বপর সৈনামধ্যে উচ্চরতঃ উৎকর্ষেণ বিচরতঃ। ককুব্জয় রূঢ়হাস মিতিপাঠে দন্তৈকজ্জ্বলিতানাং ককুভাং জয়েন যোরূঢোহাসঃ সংজাতো গর্ব্ব স্তমপনেষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণাবতার মাহ ভূমেরিতি দশভিঃ। সুরেতরা অসুরাংশ ভূতা রাজানঃ তেষাং বরূথৈঃ সৈন্যৈ র্বিমর্দ্দিতায়া ভারেণ পীড়িতায়াঃ কলয়া রামেণ সহজাতঃ সন কোঽসৌজাতঃ সিতঃ কৃষ্ণো কেশো যস্য ভগবতঃ সএব সাক্ষাৎ। সিতকৃষ্ণ কেশত্বং শোভৈব নবয়ঃ পরিণাম কৃতং অবিকারিত্বাৎ। যদুক্তং বিষ্ণু পুরাণে। উজ্জহারাত্মন কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহাবলইতি। মহাভারতে। সচাপি কেশৌহরি রুচ্চকর্ত্ত একং শুক্ল মপরঞ্চাপি কৃষ্ণং। তৌচাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং

লাগিল, কিন্তু রামচন্দ্র ধনুষ্টঙ্কার মাত্রে স্বীয় দারাপ হারী রাবণের প্রাণের সহিত ঐ হাস্যকে অতি শীঘ্রই বিনষ্ট করিলেন ।। ২৫ ।।

অনন্তর অসুর বংশ সম্ভূত মহিপালদিগের সৈন্যভরে এই অবনী পীড়িতা হইলে, ইহার ভার হরণ জন্য সিত কৃষ্ণ কেশ ধারী সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনার অংশ রামের সহিত

লক্ষ্যমার্গঃ কর্ম্মাণিচাত্ম মহিমোপ নিবন্ধনানি ॥ ২৬ ॥
তোকেন জীব হরণং যদুলূককায়া স্ত্রৈমাসিকস্যচ
পদা শকটোপবৃত্তঃ। যদ্রিঙ্গতান্তর গতেন দিবি
স্পৃশোর্ব্বা উন্মূলনং ত্বিত রথার্জ্জুনয়োর্নভাব্যং ॥ ২৭ ॥

কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ। তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব যোসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ। কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভূব কেশোযোহসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্ত ইতি তচ্চ ন কেশমাত্রাবতারাভিপ্রায়ং কিন্তু ভারাবতরণ রূপং কার্য্যং কিয়দেতৎ মৎকেশা বেবতৎ কর্ত্তুং শক্তা বিতি দ্যোতনার্থং রামকৃষ্ণয়োবর্ণ সূচনার্থঞ্চ কেশোদ্ধরণঞ্চ মিতি গম্যতে। অন্যথা তত্রৈব পূর্ব্বাপরো বিরোধা পত্তেঃ। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি বিরোধাচ্চ। কথম্ভূতঃ পরমেশ্বরতয়া জনৈরনুপলক্ষ্যো মার্গো যস্য। তর্হীশ্বরত্বে কিং প্রমাণং অতি মানুষ কর্ম্মাণ্যযানুপপত্তি রেবেত্যাহ আত্মনো মহিমা উপ নিবধ্যতে অভিব্যজ্যতে যেষু তানি ॥ ২৬
এতদেব প্রপঞ্চয়তি তোকেনেত্যাদিনা বালেন পূতনাজীব হরণং যদ্রিঙ্গতা জানুভ্যাং গচ্ছতা অন্তর্গতেন মধ্যপ্রাপ্তেন দিবি স্পৃশোঃ অত্যুচ্চয়োঃ ইতরথা অনীশ্বরত্বে তন্ন ভাবিতব্যং॥ ২৭ ॥

স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করিয়া আত্ম মহিমা প্রকাশক বহুবিধ কর্ম্ম করেন, কিন্তু তাঁহার বর্ত্ম কেহই জানিতে পারে নাই ॥ ২৬ ॥
হে নারদ! তিনি যে স্বয়ং ভগবান্ তাহার কোন সংশয় নাই; তাহা না হইলে বালক কর্তৃক পূতনার জীবন সংহার এবং ত্রৈমাসিক শিশুর পদাঘাতে শকট নিপাত, তথা জানুদ্বারা গমন করতঃ গগণস্পর্শী অত্যুচ্চ অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া হস্তদ্বারা তাহাদের উন্মূলন ইত্যাদি যে মহদদ্ভুত কর্ম্ম, সে সকল কি ঈশ্বর ভিন্ন অপর হইতে সম্ভব হয়? ॥ ২৭ ॥

যদ্বৈব্রজে ব্রজপশূন্ বিষতোয়পীতান্ পালানজীবয়দনুগ্রহদৃষ্টি বৃষ্ট্যা। তচ্ছুদ্ধয়েতি বিষবীর্য্য বিলোলজিহ্ব মুচ্চাটয়িষ্য দুরগং বিহরন্ হ্রদিন্যাং ॥ ২৮ ॥
তৎকর্ম্ম দিব্যমিব যন্নিশি নিঃশয়ানং দাবাগ্নিনা।

বিষতোয় পীতান্ বিষময় তোয়স্য পিতং পানং যেষাঃ তান্ পালান্ গোপাংশ্চ কৃপাদৃষ্টি সুধারষ্ট্যা জীবয়িষ্যতীতি যমুনায়াং ক্রীড়ন্ উরগং কালীয়ং উচ্চাটয়িষ্যতি তৎশুদ্ধয়ে তস্যা হ্রদিন্যা নির্বিষত্বায়। অতি বিষবীর্য্যেণ বিলোলাশ্চঞ্চলাঃ জিহ্বা যস্য ॥ ২৮ ॥

দিব্যমলৌকিকং ইবেতি লোকোক্তিঃ। উন্নেষ্যতি উদ্ধরিষ্যতি। শুচিঃ গ্রীষ্মঃ তৎসম্বন্ধিনি বনে শুষ্ক ইত্যর্থঃ। অতোদাবাগ্নের্হেতো রবসিতো নিশ্চিতোঽন্তকালো যস্যতৎ। সবলঃ সরামঃ। অনধিগম্যাং দুর্জ্জেয়ং বীর্য্যং যস্যসঃ। তত্রনিশি নিঃ শয়ান মিতি কালীয় দমনে

অপর বৃন্দাবনে ব্রজস্থ যাবতীয় পশু এবং বালক সকল যমুনানার বিষময় জল পান করিলে কৃপাদৃষ্টিরূপ অমৃত বর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে যে জীবিত করেন এবং ঐ নদীর জল নির্ব্বিষ করিবার নিমিত্ত তাহাতে ক্রীড়া করিতে করিতে তত্রস্থ বিষবীর্য্য লোল-জিহ্ব কালীয় সর্পের উচ্চাটন করেন ইহাও কি অন্য হইতে হইতে পারে ? ॥ ২৮ ॥

হে বৎস ! কালীয় দমন রাত্রিতে গোপ, গোপী, বালক, তথা গাভী ও বৎস সকল স্ব স্ব নেত্র আচ্ছাদিত করিয়া নিদ্রিত হইলে তৎকালে দাবানল দ্বারা গ্রীষ্ম শুষ্কবন দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে সেই গোপাদির একেবারে অন্তকাল নিশ্চিত হয় কিন্তু দুরন্তবীর্য্যশালী সেই ভগ-

শুচিবনে পরিদহ্যমানে। উন্নেষ্যতি ব্রজমতোঽবসি
তান্তকালং নেত্রেপিধাপ্য সবলোঽনধিগম্যবীর্য্যঃ ॥ ২৯
গৃহ্নীত যদ্যদুপবন্ধ মমুষ্যমাতা শুল্বং সুতস্য নতুতত্ত
দমূষ্য মাতি। যজ্জৃম্ভতোঽস্য বদনে ভুবনানি
গোপী সম্বীক্ষ্য শঙ্কিতমনাঃ প্রতিবোধিতাসীৎ ॥ ৩০ ॥

রাত্র্যাং যমুনা তীরে নেত্রে পিধাপ্য পিহিতে কারয়িত্বা ইতি মুঞ্জাটব্যা মিতি দ্রষ্টব্যং ॥ ২৯ ॥

উপবধ্যতে হনেনেতি উপবন্ধ স্তৎসাধনং শুল্বংদাম অমুষ্যমাতা যশোদাগৃহ্লাতি তদনন্তুনমাতি বন্ধনে সাধয়িতুং নভূদিতি নপর্য্যাপ্তং ইত্যর্থঃ। গোপীযশোদা সংবীক্ষ্য দৃষ্ট্বা প্রতিবোধিতা নিজৈশ্বর্য্যং জ্ঞাপিতা আসীদিতি যৎ তচ্চকর্ম্ম দিব্যমিবেতি সর্ব্বত্র পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥

বান্ রামের সহিত দাবাগ্নি হইতে তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, একর্ম্মও তাঁহার অলৌকিক, ইহা কি অপরের সম্ভব হয়? ॥ ২৯ ॥

অপর যশোদা শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন নিমিত্ত যত যত রজ্জু গ্রহণ করেন সে সকল তাঁহার বন্ধনে পর্য্যাপ্ত হয় নাই, আর সেই শ্রীকৃষ্ণ জৃম্ভাত্যাগার্থ বদন ব্যাদান করিলে তাঁহার মুখ মধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন দৃষ্ট হইল, তাহাতে যশোদা বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য জানিতে পারিলেন। বৎস! ইহাও তাঁহার অলৌকিক, অন্যহইতে কি সম্ভবে? ॥ ৩০ ॥

নন্দঞ্চ মোক্ষ্যতি ভয়াদ্বরুণস্য পাশাদ্গোপান্ বিলেষু পিহিতান ময়সুনুনাচ। অহ্ন্যাপৃতং নিশিশয়ান মতি শ্রমেণ লোকং বিকুণ্ঠ মুপনেষ্যতি গোকুলংস্ম ॥ ৩১ ॥

গোপৈর্মখে প্রতিহতে ব্রজবিপ্লবায় দেবেভিবর্ষতি পশূন্ কৃপয়া রিরক্ষুঃ। ধর্ত্তো চ্ছিলীন্ধ্র মিব সপ্ত

বরুণস্য পাশাদ্ভয়ন্তরং তস্মান্মোচয়িষ্যতি। ময়সূনুনা ব্যোমেন অহ্নি দিবসে আপৃতং ব্যাপৃতং নিশিশয়ান মিতিচ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তিসাধনা নুষ্ঠানা ভাবোদর্শিতঃ। উপনেষ্যতি প্রাপয়িষ্যতি গোকুলবাসিনং জনং স্মেত্যাশ্চর্য্যে ॥ ৩১ ॥

দেবেইন্দ্রে পশূন্ রিরক্ষুঃ রিরক্ষয়িষু রিতার্থ। অনঘে শ্রম রহিতে এক স্মিন্নেব করে সলীলং যথাস্যাৎ তথা মহীধ্রং গোবর্দ্ধনং ধর্ত্তাধারয়িষ্যতি

আর তিনি যে নন্দকে বরুণ পাশ জন্য ভয় হইতে মোচন করেন এবং ময় দানবের পুত্র ব্যোমাসুর কর্তৃক পর্ব্বত গুহায় গোপনে সংস্থাপিত বালক গণকে যে পরিত্রাণ করেন আর যে গোকুল বাসী ব্যক্তিরা দিবসে আপন আপন কর্ম্মে ব্যাপৃত এবং রাত্রিতে শ্রান্তি বশতঃ নিদ্রিত হইয়া সময় যাপন করিত তাহাদিগকে যে বিনা সাধনে বৈকুণ্ঠ স্থান প্রাপ্ত করান ইহাও তাঁহার অলৌকিক ইহা ঈশ্বর, ভিন্ন কি অপরের সাধ্য আছে ? ॥ ৩১ ॥

অপর নন্দ প্রভৃতি গোপ গণ যজ্ঞবিঘ্ন করিলে ইন্দ্র তাহাদের প্রতি রুষ্ট হইয়া ব্রজপুর বিনাশ মানসে ক্রমাগত সপ্তদিন মুষল ধারে বারি বর্ষণ করেন তাহাতে ঐ শ্রীকৃষ্ণ কৃপান্বিত হইয়া পশুগণের রক্ষাদিনিমিত্ত ইচ্ছুক হন, এবং আপনার

দিনানি সপ্ত বর্ষো মহীধ্র মনঘৈক করে সলীলং ॥ ৩২ ॥
ক্রীড়ন্ বনে নিশি নিশাকর রশ্মি গৌর্য্যাং রাসোন্মুখঃ কলপদায়ত মূর্চ্ছিতেন । উদ্দীপিত স্মররুজাং ব্রজ ভৃদ্বধূনাং হর্ত্তু র্হরিষ্যতি শিরো ধনদানুগস্য ॥ ৩৩ ॥

উচ্ছিলীন্ধ্রং উচ্ছিন্ধ্রতং ছত্রাকমিব সপ্তবর্ষাণি বয়োযস্যসঃ ॥ ৩২ ॥
নিশিরাত্রৌ নিশাকর রশ্মিভি গৌর্য্যাং ধবলায়াং বনেক্রীড়ন্ কলানি মঞ্জুলানি পদানি যস্মিন তচ্চতৎ আয়তংদীর্ঘং মূর্চ্ছিতঞ্চ আলাপ বিশেষ যুক্তং যদ্গীতংতেন উদ্দীপিতঃ স্মরএবরুক্ যাসাং তাসাং গোপিনাং হর্ত্তুঃ শঙ্খচূড়স্য শিরোহরিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

একহস্তে অশ্রান্ত ভাবে অবলীলাক্রমে ছত্রাকের ন্যায় গোবর্দ্ধন পর্ব্বত সপ্ত দিবস ধারণ করেন কিন্তু তখন তাঁহার বয়স সপ্ত বর্ষ মাত্র ছিল, এ কার্য্যটাও অলৌকিক, ইহাও কি ঈশ্বর ব্যতিত অপর হইতে সম্ভব হয় ? ॥ ৩২ ॥

তিনি নিশাকর কিরণ দ্বারা শুভ্রা রজনীতে বন মধ্যে রাস ক্রীরার্থ উৎসুক হন সেই সময় মনোহর পদ সম্বলিত আলাপ বিশেষ যুক্ত গীত দ্বারা গোপ বধূদিগের কন্দর্প পীড়া উদ্দীপিতা হইতে ছিল, তাহাতে তাহারা তাঁহার সহিত ক্রীড়ার্থ আগমন করিলে কুবেরানুচর শঙ্খচূড় তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, তাহাতে তিনি ঐ দুষ্টের শিরশ্ছেদন করেন ॥ ৩৩ ॥

যেচ প্রলম্ব খরদর্দুর কেশ্যরিষ্ট মল্লেভকংস যবনাঃ
কপিপৌণ্ড্রকাদ্যাঃ। অন্যেচ সাল্ব কুজ বল্কল
দন্তবক্র সপ্তোক্ষ সম্বর বিদূরথ রুক্মি মুখ্যাঃ।
যেবামৃধে সমিতি শালিনি আত্তচাপাঃ কাম্বোজ
মৎস্য কুরুস্বঞ্জয় কৈকয়াদ্যাঃ। যাস্যন্ত্যদর্শন মলং
বলপার্থ ভীমব্যাজাহ্বয়েন হরিণা নিলয়ং তদীয়ং॥ ৩৪ ॥

যেচপ্রলম্বাদয় স্তেসর্ব্বে হরিণাহেতু ভূতেন তদীয়ং নিলয়ং অদর্শনং দর্শনাযোগ্যং বৈকুণ্ঠং অলং যাস্যন্তী ত্যান্তরেণান্বয়ঃ। দর্দুর ইব দর্দুরো বকঃ। ইভঃকুবলয়াপীড়ঃ। কপির্দ্বিবিদঃ। কুজোনরকঃ। যেচমৃধে আত্তচাপাঃ সমিতৌ সংগ্রামে শালন্তে শ্লাঘন্তে সমিতি শালিনঃ। নন্বপ্রলম্ব খর কপি বল্কল রুক্মি প্রমুখা বলভদ্রেণ নিহতাঃ। কাম্বোজাদয়শ্চ ভীমার্জ্জুনাদিভিঃ। শম্বরঃ প্রদ্যুম্নেন। যবনোমুচুকুন্দেন। নতু হরিণা তত্রাহ বলপার্থ ভীমেত্যাদয়ঃ ব্যাজাহ্বয়াঃ কপটনামানি যস্যসঃ তেন সপ্তোক্ষাণস্তু তেন দমিতাঃ কালান্তরে যাস্যন্তীত্যর্থঃ। এতচ্চ সর্ব্বমপি কর্ম্মদিব্যমিব তত্ত্বিতরথা নভাব্যমিতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ ॥ ৩৪ ॥

অপর প্রলম্ব, ধেনুক, বক, কেশী, বৃষাসুর, চানুর, মুষ্টিকাদি মল্ল, কুবলয়াপীড় হস্তী, কংস, যবন, ভূমিপুত্র নরক, এবং পৌণ্ড্রকাদি যে সকল ব্যক্তি, তথা অন্যান্য সাল্ব, দ্বিবিদ-বানর, বল্কল, দন্তবক্র, সপ্তবৃষ সম্বর, বিদূরথ, এবং রুক্মি প্রভৃতি যে যে শূর, আর কাম্বোজ, মৎস্য, কুরু, সৃঞ্জয়, কেকয়াদি যে যে বীর যুদ্ধে ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক বলদেব, অর্জ্জুন, ভীম প্রভৃতির হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয় ঐ বলদেবাদি শ্রীকৃষ্ণেরই নামান্তর এ প্রযুক্ত তাহারা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হওয়াতে তদীয় আলয় বৈকুণ্ঠধাম অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে, হে নারদ! ইহাও অলৌকিকের ন্যায়, ইহাও কি অন্যে সম্ভবে? । ৩৪ ॥

কালেন মীলিত ধিয়া মবমৃবশ্য নৃণাং স্তোকায়ুষাং
স্বনিগমো বত দূরপারঃ। আবির্হিত স্বনুযুগং
সহিসত্যবত্যাং বেদদ্রুমং বিটপশো বিভজিষ্যতিস্ম॥ ৩৫ ॥
দেব দ্বিষাং নিগম বর্ত্মনি নিষ্ঠিতানাং পূর্ভির্ময়েন
বিহিতাভিরদৃশ্যতূর্ভিঃ। লোকান্ ঘ্নতাং মতি বিমোহ

ব্যাসাবতার মাহ অনুযুগং মীলিতা সঙ্কুচিতা ধীর্যেষাং। স্তোক-মল্পমায়ুর্যেষাং তেষাং সনিগমঃ স্বকৃতোবেদরাশি বতঅহোদূরেপারং যাস্যেতি দুর্গম ইত্যবমৃশ্য সত্যবত্যা মাবিভূর্তঃসন্ সএব হরিঃ বিট পশঃ শাখাভেদেন॥ ৩৫ ॥

বুদ্ধাবতার মাহ দেবদ্বিষাং দৈত্যানাং নিষ্ঠিতানাং নিতরাং স্থিতানাং তদ্বলেনচ পূর্ভিঃ পুরীভিঃ অদৃশ্যতূর্ভিঃ অলক্ষ্য বেগাভিঃ। মতের্বি-মোহঃ যোগ্যতা ত্যাগোযস্মাৎমতেঃ প্রলোভঃ অযুক্তস্বীকারো

সেই ভগবান্ কালবশতঃ মনুষ্যদিগের বুদ্ধি সঙ্কুচিত এবং আয়ুঃ অল্প দেখিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, স্বকৃত দেবরাশি ইহাদের পক্ষে দুর্গম হইবে অতএব কল্পে কল্পে ব্যাসরূপে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া শাখাভেদে বেদ বৃক্ষকে বিভক্ত করেন॥ ৩৫ ॥

দেবদ্বেষী অসুরগণ বেদমার্গ অবলম্বন করিয়া তাহার বলে ময়দানব দ্বারা অলক্ষ্যবেগ পুর সকল নির্ম্মাণ করাইয়া লোক দিগকে নিহত করিতেছিল, তাহাতে সেই ভগবান্ তাহাদের বুদ্ধি ভ্রংশ নিমিত্ত বুদ্ধনামে অবতীর্ণ হইয়া পাষণ্ড বেশ বিধান

মতি প্রলোভং বেশং বিধায় বহুভাষ্যত ঔপধর্ম্ম্যং॥ ৩৬॥
যর্হ্যালয়েষ্বপিসতাং নকথাহরেঃস্যুঃ পাষণ্ডিনো
দ্বিজজনা বৃষলা নৃদেবাঃ। স্বাহাস্বধা বষড়িতিস্ম
গিরোনযত্র শাস্তাভবিষ্যতিকলে র্ভগবান্ যুগান্তে॥ ৩৭॥
সর্গে তপোঽহমৃষয়ো নবয়ে প্রজেশাঃ স্থানেঽথধর্ম্ম

যস্মাৎ তংপাষণ্ডবেশং বিধায় তেন ঔপধর্ম্মংস্বার্থে ষ্যঙ্ বহুভাষিষ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৩৬॥

কল্ক্যবতার মাহ যর্হি যদা সতামপ্যালয়েষু গৃহেষু ত্রৈবর্ণিকাঃ পাষণ্ডিনঃ স্যুঃ শূদ্রাশ্চ রাজানঃ স্যু স্তদা কল্কিরূপেণ কলেঃ শাস্তা ভবিষ্যতি। অত্রচ ব্রহ্ম নারদ সম্বাদাৎ প্রাগভাবিনো বরাহাদয়ো মন্বন্তরাবতারশ্চ ধন্বন্তরি পরশুরামৌতদা বর্ত্তেতে। শ্রীরামাদয়স্তু ভাবিনঃ তত্রক্কচি ভূতাদি নির্দ্দেশ শ্ছান্দস ইতি দ্রস্টব্যং॥ ৩৭॥

সৃষ্ট্যাদি কার্য্য ভেদেনময়া গুণাবতার বিভূতীরাহ সর্গ ইতি। স্থানে স্থিতৌ মখোবিষ্ণুঃ ধর্ম্মশ্চ মখশ্চ মনবশ্চ অমরাশ্চ অবনীশাশ্চ।

পূর্ব্বক বহুবিধ পাষণ্ডধর্ম্ম উপদেশ করেন। তাঁহার ঐ বেশ দর্শনে তাহাদের বুদ্ধিতে মোহ ও লোভ জন্মিয়াছিল॥ ৩৬॥

অনন্তর কলিযুগের অন্তে যখন সাধুদিগের আলয়েতেও হরিকথা থাকিবেক্ না এবং ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকলোক পাষণ্ডী হইবে অপর শূদ্র সকল যখন নরপাল হইবে এবং স্বাহা স্বধা বষট্ ইত্যাদি বাক্য যখন বিলুপ্ত হইবে তখন তিনি কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া কলির শাস্তা হইবেন॥ ৩৭॥

আর স্থিতি সময়ে ধর্ম্ম, বিষ্ণু, মনু, দেবতা, রাজা ইত্যাদি যে সমস্ত হয় এবং সংহার কালে রুদ্র এবং ক্রোধপরবশ

মখগন্ব মরাবনীশাঃ। অন্তে ত্বধর্ম্মহরমন্যু বশাঃ
সুরাদ্যা মায়াবিভূতয় ইমাঃ পুরুশক্তিভাজঃ॥ ৩৮॥
বিষ্ণোর্নু বীর্য্য গণনাং কতমোহর্হতীহ যঃ পার্থি-
বান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি। চস্কম্ভ যঃ স্বরহসা

অন্তে সংহারে হরোরুদ্রঃ মন্যুবশাঃ সর্পা বহুশক্তি ধারিণো ভগবত ইমা বিভূতয়ঃ॥ ৩৮॥

ইমং ময়া সংক্ষেপেণোক্তং বিস্তরেণ বক্তুং নকোপি সমর্থ ইত্যাহ বিষ্ণোরিতি। পৃথিব্যাঃ পরমাণূনপি যোবিমমে বিগণিতবান্ তাদৃশোপি কোপি বিষ্ণো বীর্য্য গণনাং কর্ত্তুমর্হতি। কথম্ভূতস্য যোবিষ্ণুঃ ত্রিপৃষ্ঠং সত্যলোকং চস্কম্ভ ধৃতবান তস্য কিমিতিচস্কম্ভ যস্মাৎ ত্রিবিক্রমে অস্খলতা প্রতিঘাত শূন্যেন স্বরহসা স্বপাদ বেগেন ত্রিসাম্যরূপং সদন মধিষ্ঠানং তস্মাদারভ্য উরু অধিকং কম্পয়ানং কম্পমানং কম্পেন যানং যস্যেতিবা। অতঃ কারণাচ্চস্কম্ভ আত্রিপৃষ্ঠমিতি বাচ্ছেদঃ সত্যলোক মভিব্যাপ্য সঃ সর্ব্বং ধৃতবা নিত্যর্থঃ। তথাচ মন্ত্রঃ বিষ্ণোর্নুকং বীর্য্যাণি প্রাবোচং যঃ পার্থিবান্যপি বিমমেরজাংসি যোস্কম্ভয়দুত্তরং সধস্থং বিচং ক্রমাণ স্ত্রেধোরু গায়ত্রা বিষ্ণবে ইতি অস্যার্থঃ বিষ্ণোর্নু বীর্য্যাণি কং প্রাবোচং কঃ প্রাবোচদিত্যর্থঃ যঃ পার্থিবানি রজাংস্যপি বিমমে সোপি যোবিষ্ণুস্ত্রেধা বিচংক্রমাণঃ ত্রিবিক্রমঃ ত্রিঃ

যেসকল সর্পাদি হইবে এসমস্তই বহুশক্তি ধারী ভগবানের মায়া বিভূতি॥ ৩৮॥

হে নারদ! তাঁহার বিভূতি এই সংক্ষেপে বলিলাম বিস্তার রূপে বলিতে কেহই সমর্থ নহে, যেব্যক্তি পৃথিবীর পরমাণু গণনা করিতে পারেন, তিনি ও তাঁহার বীর্য্য গণনা করিতে যোগ্য হননা, একদা ঐ বিষ্ণু ত্রিবিক্রম রূপ ধারণ করিলে

স্খলতাত্রিপৃষ্ঠং যস্মাত্রিসাম্য সদনা তুরুকম্পযানং ॥ ৩৯
নান্তংবিদাম্যহ মমী মুনয়োগ্রজাস্তে মায়াবলস্য
পুরুষস্য কুতোবরাযে। গায়ন গুণান্ দশশতানন
আদিদেবঃ শেষোধুনাপি সমবস্যতি নাস্যপারং ॥ ৪০ ॥
যেযাং সএষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো

কুর্ব্বন্ উত্তরং লোকং অস্কস্তুয়ৎ অবস্টব্ধবান কথংভুতং সদস্তং সহস্য সদাদেশঃ তিষ্ঠতীতি স্থাঃ তত্রস্থে দৈবেঃ সহবর্ত্তমাণমিতি ॥ ৩৯ ॥

এতৎ প্রপঞ্চয়তি নান্তমিতি পুরুষস্য যন্মায়াবলং তস্যঅন্তং নবিদামি নবেদ্মি দশশতান্যাননানি যস্য সোপি অস্য গুণান গায়ন্নধুনাপি পারং নসমবস্যতি ন প্রাপ্নোতি। ৪০ ॥

যদিনকোপিবেদ তর্হিকথং মুচ্যেরন তৎকৃপয়েবেত্যাহ যেযামিতি। দয়য়েৎ দয়াং কুর্য্যাৎ তেচ যদি নিষ্কপট মাশ্রিত চরণা ভবন্তি। তেদুস্

প্রতিঘাত শূন্য স্বীয় পাদবেগ দ্বারা ত্রিগুণের সাম্যরূপ অধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রকৃতির আবরণ অবধি লোক সকল কম্পমান হইয়াছিল তাহাতে তিনি আপনি সত্যলোক পর্য্যন্ত সমস্ত ধারণ করিয়া রাখেন ॥ ৩৯ ॥

হে বৎস! তোমার অগ্রজ মুনিগণ এবং আমি স্বয়ং ব্রহ্মা, আমরাও সেই পরম পুরুষ ভগবানের অন্ত জানিতে পারি নাই, পশ্চাৎ জাত ব্যক্তি কিরূপে জানিবে? আদিদেব অনন্ত সহস্রবদনে কতকাল তাঁহার গুণ গান করিয়াও অদ্যাবধি পার প্রাপ্ত হন নাই ॥ ৪০ ॥

পরন্তু সেই ভগবান্ যাঁহাদের প্রতি দয়া করেন, তাঁহারা যদি কপটতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার পাদপ-

যদিনির্ব্যলিকং। তেতুস্তরা মতি তরন্তি চ দেব
মায়াং নৈষাং মমাহ মিতিধীঃ শ্ব শৃগাল ভক্ষ্যে ॥ ৪১ ॥
বেদাহমঙ্গ মপরস্য হিযোগমায়াং যূয়ং ভবশ্চ
ভগবানথ দৈত্যবর্য্যঃ। পত্নীমনোঃ সচমনুশ্চ
তদাত্মজাশ্চ প্রাচীন বর্হি ঋভুরঙ্গ উতধ্রুবশ্চ ॥ ৪২ ॥

স্তরাঃ দেবমায়াং অতিতরন্তি চকারান্মায়া বৈভবং বিদন্তিচ। অথেতি বাপাঠঃ প্রত্যক্ষ মেব তেষাং মায়াতি তরণ মিত্যাহ নৈষামিতি। শ্বশৃ-গালানাং ভক্ষ্যে দেহে ॥ ৪১ ॥

অনুজ্ঞানাভাবেপি মায়ের মিতিজ্ঞানং তৎকৃপয়া বহূনামস্তীত্যাহ বেদাহ মিতি ত্রিভিঃ যূয়মিতি সনকাদীনন্তর্ভাব্য বহুত্বং। দৈত্যবর্য্যঃ প্রহ্লাদঃ। মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ তস্য পত্নীচ। তদাত্মজাঃ পুত্রৌকন্যাশ্চ। প্রাচীন বর্হিষো বিসর্গলোপ শ্ছান্দসঃ। অঙ্গোবেণপিতা ॥ ৪২ ॥

য়ের আশ্রিত হন তবেই তাহারা দুরন্ত মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন এবং মায়া বিভবও জানিতে পারেন, আর কুকুর শৃগালাদির ভক্ষ্য দেহেতেও তাঁহাদের "আমি আমার,, এরূপ কুবুদ্ধি থাকে না ॥ ৪১ ॥

হে নারদ! ভগবানের মায়ার অন্ত দুর্জ্জেয় বটে, কিন্তু তাঁহার কৃপায় "এই মায়',, এরূপ জ্ঞান অনেকের আছে, তাহার প্রমাণ দেখ, আমি তাঁহার যোগমায়া জানি এবং তোমরাও জান, অপর ভগবান্ শিব, দৈত্যশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ, স্বায়ম্ভুব মনু, মনুপত্নী শতরূপা, মনুপুত্র প্রিয়ব্রত এবং উত্তান পাদ, মনুকন্যা আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি, প্রাচীনবর্হিরিভু, বেণ-পিতা অঙ্গ, উতধ্রুব ॥ ৪২ ॥

ইক্ষাকু রৈল মুচুকুন্দ বিদেহগাধি রঘ্বম্বরীষ সগরা
গয়নাহুষাদ্যাঃ। মান্ধাত্রলর্ক শতধন্বনু রন্তিদেবা
দেবব্রতো বলি রমূর্ত্তরয়ো দিলীপঃ ॥ ৪৩ ॥
সৌভর্য্যুতঙ্ক শিবিদেবল পিপ্পলাদ সারস্বতোদ্ধব
পরাশর ভূরিষেণাঃ। যেন্যে বিভীষণ হনূমদুপে-
ন্দ্র দত্ত পার্থার্ষ্টিষেণ বিদুর শ্রুতদেববর্য্যাঃ ॥ ৪৪ ॥
তেবৈবিদন্ত্যতি তরন্তিচ দেবমায়াং স্ত্রীশূদ্রহূন শবরা

শতধনুশ্চ অনুশ্চ সন্তি রাষঃ। রন্তিদেবা ইতি পাঠঃ সুগমঃ। এক পদো এতৈঃ সহিতো দেব ব্রত ইত্যর্থ.। ৪৩ ॥

উপেন্দ্রদত্তঃ শুকঃ। বিভীষণাদয়ো বর্য্যা মুখ্যা যেষাং তেপি বিদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

কিং বহুনা সৎসঙ্গেন সর্ব্বেপি বিদন্তি ইত্যাহ তেবা ইতি অদ্ভুতাঃ ক্রমাঃ পাদন্যাসা যস্য হরেস্তৎ পরায়ণা স্তদ্ভক্তা স্তেষাং শীলে শিক্ষা

ইক্ষাকু, ঐল, মুচুকুন্দ, জনক, গাধি, রঘু, অম্বরীষ, সগর, গয়, নহুষ, মান্ধাতা, অলর্ক, শতধনু, অনু, রন্তিদেব, ভীষ্ম, বলি, অমূর্ত্তরয়, দিলীপ ॥ ৪৩ ॥

শৌভরি, উতঙ্ক, শিবি, দেবল পিপ্পলাদ, সারস্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিষেণ, এবং বিভীষণ, হনুমান, উপেন্দ্রদত্ত অর্থাৎ শুকদেব, অর্জ্জুন, আর্ষ্টিষেন, বিদুর, শ্রুতদেব প্রভৃতি যে সকল আছেন, তাঁহারাও জানেন ॥ ৪৪ ॥

হে নারদ! অধিক আর কি বলিব, যদিস্যাদ্ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ দ্বারা তাঁহাদের চরিত্র শিক্ষাকরে তাহা হইলে স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর, এসকল পাপজাতিরাও এবং হংস, গরু, শুক

অপিপাপজীবাঃ । যদ্যদ্ভুত ক্রম পরায়ণশীল শিক্ষা স্তির্য্যগ্জনা অপিকিমু শ্রুত ধারণা যে ॥ ৪৫ ॥

শশ্বৎ প্রশান্ত মভয়ং প্রতিবোধমাত্রং শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বং । শব্দোনযত্র পুরুকারক বান্

যেষাং তেতথা যদি ভবন্তি । তর্হিতেপি বিদন্তীত্যর্থঃ শ্রুতে ভগবতো রূপে ধারণা মনো নিয়মনং যেষাং তে বিদন্তীতি কিমুবক্তব্যং ॥ ৪৫ ॥

কিং তদ্ভগবতঃ স্বরূপং যস্মিন্ মনো ধারণাং বিধায় মায়াং তরন্তী ত্যপেক্ষায়া মাহ শশ্বদিতি সার্দ্ধেন । যদ্ব্রহ্মেতি বিদুর্ন্নয় স্তদৈবভগবতঃ স্বরূপং । কিং তদ্ব্রহ্ম তদাহ অজস্রং নিত্যঞ্চ তৎ সুখঞ্চ বিশোকঞ্চেতি । অজস্র সুখত্বে হেতুঃ শশ্বৎ সদা প্রশান্তং অতোনিত্য সুখ রূপং বিশোকত্বে হেতুঃ অভয়ং কুতঃ যতঃ সমং ভেদ শূন্যং অতো হভয়ং দ্বিতীয়াদ্বৈভয়ং ভবতীতি শ্রুতেঃ । তৎকুতঃ যতঃ প্রতি বোধ মাত্রং জ্ঞানৈকরসং । নন্বজ্ঞান স্যাপি নীল পিতা দ্যাকারেণ চক্ষুরাদি করণ ভেদেনচ ভেদো দৃশ্যতে । বিশুদ্ধং নির্ম্মলং । নন্বদর্শিতো

শারিকাদি তীর্য্যগ্যোনিরাও তাঁহার মায়া জানিতে পারে এবং তাহা উত্তীর্ণ হইতেও সক্ষম হয়, ইহাতে যে সকল ব্যক্তি তাঁহার রূপ শ্রবণ করিয়া সেই রূপে মনোনিয়মন পূর্ব্বক মনন করেন, তাঁহারা ঐ মায়া জানিয়া তহা অতিক্রমণ করিবেন আশ্চর্য্য কি ? ॥ ৪৫ ॥

হে বৎস ! মুনিগণ যাঁহাকে ব্রহ্মবলেন তাহাই সেই ভগবানের রূপ, তাহাই নিত্য সুখ-স্বরূপ, তাহাতে শোকের লেশ মাত্র নাই, সর্ব্বদা প্রশান্ত, অভয়, এবং ভেদশূন্য; ফলতঃ তাঁহার রূপ, বিষয় ও করণ সম্বন্ধ শূন্য নির্ম্মল জ্ঞান মাত্র, সেই

ক্রিয়ার্থো মায়া পরৈত্যভিমুখেচ বিলজ্জমানা।
তদ্বৈপদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো ব্রহ্মেতি যদ্বিদু
রজস্র সুখং বিশোকং॥ ৪৬॥
সধ্র্যঙ্ নিযম্য যতযো যম কর্ত্ত হেতিং

বিষয় করণোপরাগ রূপো মল ইত্যত আহ সদসতঃ পরং বিষয় করণ সঙ্গ শূন্যং ব্রক্তেরেব তদ্রুপ রাগো ন জ্ঞান স্যেতি ভাবঃ। নমু তথাপি জ্ঞাত্রা সহভেদঃ স্যাৎ ন আত্ম তত্ত্বং আত্মনো জ্ঞাতুঃ স্বরূপ মেবতৎ ন ততো ভিন্নং। নমুচ তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছমীতি শব্দবোধাত্ব প্রতীতেঃ কুতো বোধ রূপত্বং তত্রাহ শব্দো নযত্রেতি। আরোপিত ভ্রম নিবৃত্তাবেব শব্দস্য ব্যাপারো নতদ্বোধ ইত্যর্থঃ। নমু ভবতু নাম নিরস্ত ভেদজ্ঞান রূপত্বাৎ বিশোকং। সুখস্যতু নানা কারক সাধ্য ক্রিয়া ফলত্বাৎ কথমজস্র সুখত্বং তস্যেতাত আহ। যত্র বহু কারক সাধ্যঃ ক্রিয়ার্থঃ উৎপত্ত্যাদি চতুর্ব্বিধং ক্রিয়া ফলঞ্চ নাস্তি। ইন্দ্রিয়ৈ র্জ্ঞানাং শক্ত্যাভিব্যক্তি রিব ক্রিয়াভিরানন্দাং শস্যাভিব্যক্তি মাত্রং ক্রিয়তে। নোৎপত্ত্যা দিক মিতি ভাবঃ। ননূৎপত্ত্যাদ্য ভাবেপি মায়া মলাপ করণেন বিকার্য্যত্বং স্যাদেব ব্রীহিনা মিব তুষাপকরণেন ইত্যা শঙ্ক্যাহ মায়া অভিমুখে স্থাতুং বিলজ্জ মানৈব যস্মাৎ পরৈতি দূরতোহপসরতি ইতি॥ ৪৬॥

তস্মাদেবম্ভূতে ভগবতি নিয়মিত মনসাং কৃতার্থানাং নকিমপি কৃত্য

জ্ঞানও জ্ঞাতার স্বরূপ, কোন প্রকার শব্দ ব্যাপার তাঁহার বোধক নহে, অপর তাঁহাতে উৎপত্ত্যাদি চতুর্ব্বিধ ক্রিয়া ফলও কিছুই নাই, আর মায়াও তাঁহার অভিমুখে অবস্থিতি করিতে লজ্জিতা হইয়া দূরে প্রস্থান করে॥ ৪৬॥

হে নারদ! যতি সকল যাহাতে মনঃ স্থির করিয়া অভেদের

জহ্যুঃ স্বরাড়িব নিপান খনিত্র মিন্দ্রঃ ॥ ৪৭ ॥
সশ্রেয়সা মপিবিভু র্ভগবান্ যতোঽস্য ভাব স্বভাব বিহি
তস্য সতঃ প্রসিদ্ধিঃ । দেহে স্বধাতু বিগমেঽনু বিশীর্য্য

মস্তীত্যাহ সধ্র্যঙ্ নিযম্যেতি সহাঞ্চতীতি সধ্র্যক সহচরং মনঃ যঃপ্রতি নিযম্য যস্মিন্ স্থিরীকৃত্য যতয়ঃ যত্নশীলাঃ কর্ত্তো ভেদঃ তন্নিরাসোঽকর্ত্ত তত্রহেতি সাধনং জহ্যুঃ ত্যজেয়ুঃ অনুপযোগাত্তন্নাদ্রিয়ন্ত ইত্যর্থঃ। উপযোগা ভাবেন সাধনা নাদরে দৃষ্টান্তঃ নিপীয়তেঽস্মিন্নিতি নিপানং কূপঃ তস্য খনিত্রং খনন সাধনং যথা স্বরাট স্বয়মেব পর্য্যায়া রূপেণ বিরাজ মান ইন্দ্রোনাদত্তে তদ্বৎ। যদ্বা স্বে ইনবরাজত ইতি স্বরাট দরিদ্রঃ সযথা ইন্দ্রঃ সমৃদ্ধঃ সন্ কর্ম্মকার দশয়াং গৃহীতং নিপান খনিত্রং জাহাতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

এবং তাবদজস্র সুখং বিশোকং পরং ব্রহ্মৈব ভগবতঃ স্বরূপং। তং

সাধন যে জ্ঞান তাহাতে আর প্রয়োজন নাই ত্রই বোধে তাহাও ত্যাগ করেন অর্থাৎ দরিদ্র ব্যক্তি সমৃদ্ধি শালী হইলে কর্ম্ম কার দশায় গৃহীত কূপ খনন সাধন খনিত্রে যেমন অনাদর হয় তদ্রূপ ঐ ব্যক্তির অভেদ জ্ঞান সাধনে আর আদর থাকে না ॥ ৪৭ ॥

হে বৎস ! ব্রাহ্মণাদি বর্ণ শম দমাদি সম্পন্ন হইয়া যে সকল শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন সেই ভগবান্ হইতেই তৎ সমুদায়ের সিদ্ধি হয় এবং তিনিই ঐ সমস্ত কর্ম্মের ফল দাতা বৎস ! শুভ কর্ম্মের ফল স্বর্গেতেও হয়, কর্ম্ম কর্ত্তার মৃত্যু হওয়াতে সেখানে তাহার শরীরাভাবে ফল ভোগ করিতে হইবে না এমত আশঙ্কা করিও না, কাল বশতঃ ঐ শরীরের

মাণে ব্যোমেব তত্র পুরুষো নবিশীর্য্যতেঽজঃ ॥ ৪৮ ॥
সোঽয়ং তেঽভিহিত স্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
সমাসেন হরে র্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চয়ৎ ॥ ৪৯ ॥

প্রাপ্তবিনত্বং প্রাপ্যং কৃত্যং বা ন কিঞ্চিদস্তীত্যুক্তং। ইদানীং ততঃ প্রাক্ সএব সর্ব্বফলদাতা সর্ব্বকর্ম্ম প্রবর্ত্তকশ্চেত্যাহ সএব শ্রেয়সাং ফলানাং বিভুঃ দাতাপি তত্রহেতুঃ ভাবানাং ব্রহ্মাদীনাং স্বভাবৈঃ শমদমাদিভিঃ বিশেষণৈ র্বিহিতস্য সতঃ শুভস্য কর্ম্মণঃ যতঃ প্রবর্ত্তকাৎ প্রসিদ্ধিঃ। যদ্বা ভাবানাং মহদাদীনাং স্বভাবেন পরিণামেন বিহিতস্য সতঃ কার্য্যস্য প্রসিদ্ধিঃ সএব সর্গাদীনাং দাতেত্যর্থঃ। ননু কর্ম্ম কর্ত্তৃত্বস্য কথং সর্গাদি ফলং স্যাত্তত্রাহ স্বারম্ভক ধাতূনাং ভূতানাং বিগমে বিয়োগে সতি অনুশীর্য্যমাণেঽপি দেহে তত্রস্থং ব্যোমইব সন্তেন সহ ন বিশীর্য্যতে যতঃ অজস্তেন সহ নজাতঃ তস্য পুরুষস্য শ্রেয়সাং প্রভুরিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

অধ্যায় ত্রয় স্যার্থ মুপসংহৃত্য কথয়তি সোঽয়ং সমাসেনসংক্ষেপে ণাভিহিতঃ। তমেবাহ সদসৎকার্য্যং কারণঞ্চ হরেরন্যন্ন ভবতি। ননু হরে স্তদব্যতিরেকেন তদ্গত বিকার প্রসঙ্গঃ স্যাৎ ন অন্যস্মাৎ কারণ ভূতো হরিঃ কার্য্যব্যতিরিক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

আরম্ভক ভূত সকলের পরিণাম হইলেও উহার মধ্যে আকাশ সদৃশ যে আত্মা আছেন তাহার বিনাশ হয় না যেহেতু আত্মা দেহের সহিত জন্ম গ্রহণ করেন না ॥ ৪৮ ॥

হে তাত! সেই বিশ্ব প্রকাশক ভগবানের স্বরূপ তোমাকে কহিলাম অহে! ভগবান্ হরি ভিন্ন কার্য্যকারণ কিছুই নাই, পরন্তু তিনি কার্য্যকারণ স্বরূপ হইলেও অন্য কার্য্যকারণ হইতে ব্যতিরিক্ত ॥ ৪৯ ॥

ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতো দিতং।
সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্বিপুলীকুরু ॥ ৫০ ॥
যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি।
সর্ব্বাত্মন্যখিলাধারে ইতি সংকল্প্য বর্ণয় ॥ ৫১ ॥
মায়াং বর্ণয়তোঽমুষ্য ঈশ্বরস্যানু মোদতঃ।

অয়ঞ্চ বিভূতীনাং সংগ্রহ উদিতঃ ॥ ৫০ ॥

যথাবর্ণিতেন নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতীত্যেবং সংকল্প্য সঞ্চিন্ত্য তথা হরিলীলা প্রাধান্যেন শ্রীভাগবতং বর্ণয়। নতু ভক্তিরস বিঘাতেন কেবলং তত্ত্ব মিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

ননু লীলা মায়াশ্রয়া কিং তদ্বর্ণনে ইত্যত আহ মায়ামিতি ॥ ৫২ ॥

অহে নারদ! ইহার নাম ভাগবত, ভগবান্ ইহা আমাকে কহিয়া ছিলেন ইহা বিভূতি সকলের সংগ্রহরূপ, তুমি ইহাকে বিস্তার কর ॥ ৫০ ॥

পরন্তু বৎস! যে প্রকার বর্ণনা করিলে মনুষ্যদিগের সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বাধার ভগবান্ হরিতে ভক্তি হইতে পারে এরূপ চিন্তা করত হরি লীলার প্রাধান্য রাখিয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণন করিও ইহাতে যেন ভক্তি রসের ব্যাঘাত করিয়া কেবল তত্ত্ব বর্ণনা না হয় ॥ ৫১ ॥

অহে! যদিচ হরিলীলা মায়া শ্রয়া বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের মায়াও বর্ণন করেন এবং তাহাতে যে ব্যক্তি অনুমোদন অথবা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নিত্য সেই বর্ণন গুলি শ্রবণ করেন,

শৃন্বতঃ শ্রদ্ধয়ানিত্যং মায়য়াত্মা ন মুহ্যতি ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পার মহং স্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মনারদ সম্বাদঃ সপ্তমোহ ধ্যায়ঃ ॥ ॥ ৭ ॥ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ ॥

ব্রহ্মণা চোদিতো ব্রহ্মন্ গুণাখ্যানেহগুণস্যচ।
যস্মৈ যস্মৈ যথা প্রাহ নারদো দেবদর্শনঃ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি তত্ত্বং তত্ত্ববিদাম্বর।
হরে রদ্ভুত বীর্য্যস্য কথালোক সুমঙ্গলাঃ ॥ ১ ॥

ইতি দ্বিতীয়ে সপ্তমঃ ॥ ৭ ॥ * ॥

অষ্টমে দেহসম্বন্ধ মাক্ষিপন্নীশ জীবয়োঃ। বহূন্ পরীক্ষিদাপৃচ্ছৎ পুরাণার্থান্ বভুৎসিতান ॥ ০ ॥

ত্বমেতদ্বিপুলীকুর্ব্বিত্যুক্তং। তদেব বিপুলী করণং পৃচ্ছতি ব্রহ্মণেতি ত্রিভিঃ অগুণস্য গুণাতীতস্যাপি। দেববৎ দর্শনং যস্য ॥ ১ ॥

তাঁহার আত্মা মায়া দ্বারা কখন মুগ্ধ হয় না ॥ ৫২ ॥

ইতি দ্বিতীয়ে সপ্তম ॥ ৭ ॥ ॥

অষ্টমাধ্যায়ে রাজা পরিক্ষিৎ সংশয়-ছেত্তা শুকদেবের নিকটে বুভুৎসিত পুরাণার্থ বিষয়ে বহুবিধ প্রশ্ন করেন ॥ ০ ॥

রাজা পরীক্ষিত শুকদেব কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! দেবর্ষি নারদ গুণাতীত ভগবানের গুণ বর্ণনে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যাঁহাকে যাঁহাকে যে প্রকার অদ্ভুত বীর্য্য হরির সুমঙ্গল কথা কহিয়া ছিলেন তাহা আমি জানিতে অভিলাষ করি। ১ ॥

কথয়স্ব মহাভাগ যথাহমখিলাত্মনি।
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষে কলেবরং ॥ ২ ॥
শৃন্বতঃ শ্রদ্ধয়ানিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্ঠিতং।
নাতি দীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥ ৩ ॥
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাব সরোরুহং।

নিঃ সঙ্গং মনঃ শ্রীকৃষ্ণে নিবেশ্যেতি স্বপ্রযত্নোদর্শিতঃ ॥ ২ ॥

সোপি শ্রদ্ধয়া শৃণ্বতো নাবশ্যক ইত্যাহ শৃণ্বত ইতি স্ব প্রযত্নং বিনা ভগবান্ স্বয়মেব হৃদি বিশতি ॥ ৩ ॥

ভাব সরোরুহং হৃদয়কমলং প্রবিষ্টঃ তদ্গতং সর্ব্বং মলং ধুনোতি। সলিলস্যেতি দ্রব্যান্তর মিশ্রণাদিনা কুম্ভস্থে জলে শোধিতে তদেব কেবলং শুদ্ধ্যতি নতু নদীতড়াগাদিগতং। সএব মলঃ কুম্ভস্যান্তস্তিষ্ঠত্যেব নতু সর্ব্বথা বিলীয়তে। অতএব কিঞ্চিচ্চালনে পুনঃ ক্ষুভ্যতিচ। এবং তপোদানাদি প্রায়শ্চিত্তং ন সর্ব্বথা সর্ব্বেষাং সর্ব্বং পাপং

হে মহাভাগ! আপনি শীঘ্র বর্ণন করুন, অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণে বিষয় বাসনা শূন্য মনকে নিবেশ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করি ॥ ২ ॥

হে ব্রহ্মন! শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ করিলে মনো নিবেশার্থ অধিক প্রযত্ন করিতে হয় না, যে মানব শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহার চরিত্র শ্রবণ অথবা স্বয়ংকীর্ত্তন করেন ভগবান্ অনিতি চিরকাল মধ্যে তাঁহার হৃদয়ে স্বয়ং আসিয়া প্রবেশ করেন ॥ ৩ ॥

তিনি কর্ণরন্ধ্র রূপ দ্বার দ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে ভক্ত জনের হৃৎপদ্মের মলিনতা বিনষ্ট হইয়া যায়, যেন শরৎঋতুর

ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথাশরৎ ॥ ৪ ॥
ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণ পাদমূলং নমুঞ্চতি।
মুক্তসর্ব্বপরি ক্লেশঃ পান্থঃ স্ব শরণং যথা ॥ ৫ ॥
যদধাতু মতোব্রহ্মন্ দেহারম্ভোঽস্য ধাতুভিঃ।

ধুনোতি কিন্তু সাবশেষং তচ্চকস্যাচিদেব কিঞ্চিদেব। হৃদি প্রবিষ্ট মাত্রস্তু শ্রীকৃষ্ণঃ সদ্যোরাং সর্ব্ব পাপং নিঃশেষং হরতীত্যনেন দৃষ্টান্তে নোক্তং সলিলস্য মলং যথা শরদিতি ॥ ৪ ॥

ততশ্চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ ধৌতাত্মা নিষ্পাপঃ মুক্তাঃ সর্ব্বেরাগ দ্বেষাদয়ঃ পরিক্লেশাযেন। পান্থঃ প্রবাসা দাগতঃ স্বশরণং গৃহং যথা নমুঞ্চতি তদ্বৎ ॥ ৫ ॥

তদেবং শ্রবণোৎ স্নকা মাবিষ্কৃত্য সন্দিগ্ধানর্থান পৃচ্ছতি। অধাতু মত. ধাতবো ভূতানি তৎ সম্বন্ধ শূন্যস্য অস্যালৌকিকস্যাত্মনঃ ধাতুভি দেহারম্ভ ইতিযৎ এতৎ কিং যদৃচ্ছয়া নিমিত্তং হেতু নাবা কর্ম্মাদিনা

প্রবেশে নদী তড়াগাদির জলের মলা তিরোহিত হয় ॥ ৪ ॥

চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা নিষ্পাপ হইলে পুরুষের রাগ দ্বেষাদি ক্লেশ নিবৃত্তিপায়, তাহাতে তিনি আর শ্রীকৃষ্ণের পাদ মূল পরিত্যাগ করেন না, যেমন প্রবাস হইতে আগত পথিক আপনার গৃহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না ॥ ৫ ॥

হে ব্রহ্মন! এই অলৌকিক আত্মা ভূতাদি সম্বন্ধ শূন্য তথাচ ইহার যে ভূতাদি দ্বারা দেহারম্ভ হয় ইহাকি যদৃচ্ছা-বশতঃ হয়? অথবা কোন কর্ম্মাদি নিমিত্ত হইয়া থাকে?

যদৃচ্ছয়া হেতুনাবা ভবন্তো জানতে যথা ॥ ৬ ॥
আসীদ্যদুদরাৎ পদ্মং লোক সংস্থান লক্ষণং ।
যাবানয়ং বৈ পুরুষ ইয়ত্ত্বা বয়বৈঃ পৃথক্ ।
তাবানসাবিতি প্রোক্তঃ সংস্থাবয়ব বানিব ॥ ৭ ॥
অজঃ সৃজতি ভূতানি ভূতাত্মা যদনু গ্রহাৎ ।

ভবন্তো যথাবৎ জানতে অতঃ কথয়ন্ত্বিতিশেষঃ ॥ ৬ ॥

যশ্চাবীশ্বরঃ সোঽপ্যেতকুল্য দেহবান্ প্রোক্তঃ অতস্তস্যকো বিশেষ ইত্যাশয়েন পৃচ্ছতি অসীদিতি সার্দ্ধেন । লোকানাং সংস্থানং রচনা তদেব লক্ষণং স্বরূপং যস্যতৎ পদ্মং যস্যোদরা দাসীৎ । অসাবীশ্বরঃ ইয়ত্তা যুক্তৈঃ স্বপরিমিতৈঃ অবয়বৈরয়ং লৌকিকঃ পুরুষো যাবান্ যৎ সংখ্যকা বয়ব যুক্তঃ তাবান্ প্রোক্তঃ সংস্থাবান্ অবয়ববান্ ইবচ যঃ প্রোক্তঃ অতঃ কোবিশেষ স্তস্যেতি ॥ ৭ ॥

অবশ্যঞ্চ বিশেষো বাচ্য ইত্যাহ অজব্রহ্মা ভূতানাং বাস্ট্যাপা ধীনামাত্মা নিয়ন্তা সমস্ট্যাপাধিত্বাৎ ।যেনচ অনুগৃহ্নতা তস্যস্বরূপং

হে প্রভো ! আপনি ইহা যে রূপ জ্ঞাত আছেন আমাকে তাহা বলুন ॥ ৬ ॥

অপর হে ব্রহ্মন্ ! যে পদ্ম হইতে ঐ সমস্ত লোক রচনা হয় সেই পদ্ম যাঁহার উদর হইতে হইয়া ছিল, সেই ঈশ্বর যদি স্ব পরিমিত অবয়ব দ্বারা লৌকিক পুরুষের তুল্য আপনার পরিমাণানুরূপ অবয়ব সংস্থান বিশিষ্ট হইলেন, তবে তাঁহাতে ও লৌকিক পুরুষে বিশেষ কি ? ॥ ৭ ॥

পরন্তু লৌকিক পুরুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রভেদ আছে ইহা অবশ্য মানিতে হইবে, কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভূত

দদৃশে যেন তদ্রূপং নাভিপদ্ম সমুদ্ভবং ॥ ৮ ॥
সচাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ।
মুক্তাত্মমায়াং মায়েশঃ শেতেসর্ব্ব গুহাশয়ঃ ॥ ৯ ॥
পুরুষা বয়বৈর্লোকাঃ সপালাঃ পুর্ব্বকল্পিতাঃ।

দদৃশে দৃষ্টবান্ এতচ্চ তস্যাপি দ্রষ্টুরীশস্য কূটস্থস্যা খিলাত্মনঃ। স্রক্ষ্যংস্রক্ষ্যামি স্রষ্টোহ মিক্ষয়ৈবাভি চোদিত ইত্যাদিনা উক্তমমুদ্যতে অগ্রেতু স্পষ্টং ভবিষ্যতি ॥ ৮ ॥

প্রশ্নান্তর মাহ সচাপীতি যত্রশেতে যেন রূপেণাবতিষ্ঠতে। বিশ্বস্য স্থিত্যাদয়ো যস্মাৎ এবমাদি প্রশ্নানাং তত্ত্বতোহর্হস্যুদাহর্ত্তুমিতি সর্ব্বান্তে ক্রিয়য়া সম্বন্ধঃ ॥ ৯ ॥

প্রশ্নান্তর মাহ পুরুষস্যা বয়বৈঃ পুর্ব্বং কল্পিতাঃ যস্যেহা বয়বৈ র্লোকান্ কল্পয়ন্তীত্যাদৌ লোকৈশ্চামুষ্যাবয়বা ইতি পাতাল মেত-

সকলের স্রষ্টাও সৃষ্ট ভূত সকলের নিয়ন্তা হইয়াছেন, এবং ঐ ব্রহ্মা ভগবানের নাভি পদ্মে উদ্ভব হইয়া তাঁহার রূপ সন্দর্শন করেন ॥ ৮ ॥

হে ব্রহ্মন্! যাহাহইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইয়া থাকে সেই মাযেশ সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষ আত্মমায়া পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ অবস্থিত হন এবিষয় যথা তত্ত্ব বর্ণন করুন্ ॥ ৯

বিরাট পুরুষের অবয়বে লোকপাল সহিত লোক সকল পূর্ব্বে কল্পিতহয় ইহা শ্রবণ করিয়াছি; এবং লোক পাল সহিত লোক সকলের দ্বারা পুরুষের অবয়ব স্থান হয় ইহাও

লোকৈরমুষ্যা বয়বাঃ সপালৈরিতি শুশ্রুমঃ ॥ ১০ ॥
যাবান্ কল্পোবিকল্পোবা যথা কালোনুমীয়তে।
ভূতভব্য ভবচ্ছব্দ অয়ুর্মানঞ্চ যৎসতঃ ॥ ১১ ॥
কালস্যানু গতি র্যাতু লক্ষতেঽন্বী বৃহত্যপি।
যাবত্যঃ কর্ম্মগতয়ো যাদৃশী র্দ্বিজসত্তমঃ ॥ ১২ ॥

স্যাহি পাদমূল মিত্যাদৌচ তন্মুখাদেব শ্রুতবন্তোবয়ং ॥ ১০ ॥

এবং সন্দেহ বিপর্য্যয়াভ্যাং পৃষ্টং ইদানী মজ্ঞাতান্ বহূনর্থান্ পৃচ্ছতি যাবানিত্যাদিনা কল্পো মহান্ বিকল্পোঽবান্তরঃ। ভূতাদি শব্দো যস্য বাচক ইতিবা। সতঃ স্থূল দেহাভিমানিনো মনুষ্য পিতৃ দেবাদেঃ আয়ুষঃ প্রমাণং ॥ ১১ ॥

অনুমান প্রকারঃ পৃষ্টঃ বিশেষ প্রকারং পৃচ্ছতি কালস্যেতি। অনুগতিঃ প্রবৃত্তিঃ কর্ম্মগতয়ঃ কর্ম্মপ্রাপ্যানি স্থানানি যাদৃশীঃ যাদৃশ্যঃ ॥ ১২ ॥

আপনকার প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়াছি, এই দুইয়ের মধ্যে যথার্থ কি? তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন্ ॥ ১০ ॥

অপর মহাকল্প এবং অবান্তর কল্পের যত পরিমাণ তথা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এইতিন শব্দ যাহার বাচক এবং সেই কালের যে প্রাকারে অনুমান করাযায় আর স্থূল দেহাভিমানী মনুষ্য, পিতৃ এবং দেবাদির আয়ুর যত পরিমাণ ইত্যাদি ও যথার্থ রূপে বর্ণন করুন্ ॥ ১১ ॥

আর কালের অল্প অথবা অধিক প্রবৃত্তি যাহা যাহা লক্ষিত হয় এবং কর্ম্ম প্রাপ্য স্থান সকল যেরূপ, তৎসমুদায়ও যথা তত্ত্ব কহিতে আজ্ঞা হউক ॥ ১২ ॥

যস্মিন্ কর্ম্ম সমাবায়ো যথা যেনোপ গৃহ্যতে।
গুনানাং গুণিনাঞ্চৈব পরিণাম মভীপ্সতাং ॥ ১৩ ॥
ভূঃ পাতাল ককুব্ব্যোম গ্রহ নক্ষত্র ভূ ভৃতাং।
সরিৎ সমুদ্র দ্বীপানাং সম্ভবশ্চ তদৌকসাং ॥ ১৪ ॥
প্রমাণ মণ্ডকোষস্য বাহ্যা ভ্যন্তর ভেদতঃ।

গুণানাং সত্ত্বাদীনাং পরিণামং দেবাদি রূপ মিচ্ছতাং গুণীনাং জীবানাং মধ্যে যস্মিন্ পরিণামে কর্ম্মণাং পুণ্যপাপানাং সমবায়ঃ সমুদায়ঃ কেন কর্ম্ম সমুদায়েন কথং কৃতেন কোধিকারী দেবাদিভাবং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ভূরাদীনাং সম্ভবঃ এতানি ওকাংসি যেষাং প্রাণিনাং তেষাঞ্চ সম্ভবো যথেতি সর্ব্বত্রান্বসঙ্গঃ ॥ ১৪ ॥

বর্ণানা মাশ্রমাণাঞ্চ বিনিশ্চয়ঃ তত্তৎ স্বভাবৈর্নিধারণং ॥ ৫ ॥

অপর সত্ত্বাদি গুণের এবং পরিণাম অর্থাৎ দেবাদি রূপ অভিলাষী গুণী অর্থাৎ জীব সকলের মধ্যে যে পরিমাণে যাহার যত পাপ পুণ্য সামগ্রী অপেক্ষিত হয় অর্থাৎ কোন প্রকার সামগ্রী কি রূপে অনুষ্ঠিত হইলে কোন প্রকার অধিকারীর পক্ষে দেবাদি ভাবলব্ধ হইতে পারে এ সকল বিষয়ও যথার্থ রূপে বর্ণন করুন ॥ ১৩ ॥

হে দ্বিজ সত্তম! ভূমি, পাতাল, দিক, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, এ সমুদায়ের এবং ঐ সকল স্থান নিবাসী প্রাণিগণের উৎপত্তি যে প্রকারে হয় ॥ ১৪ ॥

অপর এই ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগের ও অন্তরের যত পরিমাণ এবং মহৎ মহৎ লোক দিগের যে রূপ চরিত্র আর ব্রাহ্মণাদি

মহতাঞ্চানু চরিতং বর্ণাশ্রম বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৫ ॥
যুগানি যুগমানঞ্চ ধর্ম্মোযশ্চ যুগে যুগে ।
অবতারানু চরিতং যদাশ্চর্য্য তমং হরেঃ ॥ ১৬ ॥
নৃণাং সাধারণো ধর্ম্মঃ সবিশেষশ্চ যাদৃশঃ ।
শ্রেণীনাং রাজর্ষিণাঞ্চ ধর্ম্মঃ কৃচ্ছে্রষু জীবতাং ॥ ১৭ ॥
তত্ত্বানাং পরিসংখ্যানং লক্ষণং হেতু লক্ষণং ।

যুগে যুগে প্রতি যুগং যোধর্ম্মঃ যচ্চ হরে রবতারানু চরিতং ॥ ১৬ ॥ সবিশেষঃ বর্ণাশ্রম নিবন্ধনঃ । শ্রেণীনাং তত্তদ্ব্যবসায়োপ জীবিনাং ব্যবহার নিয়ম লক্ষণো ধর্ম্মঃ রাজর্ষীণাং প্রজাপালনাধিকারিণাং কৃচ্ছে্রষু আপৎসু জীবতাং সর্ব্বেষাং ॥ ১৭ ॥
তত্ত্বানাং প্রকৃত্যাদীনাং পরি সংখ্যানং সংখ্যা লক্ষণং স্বরূপং হেতুতো লক্ষণং তত্তৎকার্য্য হেতুত্বেনচ লক্ষণ মিত্যর্থঃ । পুরুষা

বর্ণের ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের তত্তৎ স্বভাব দ্বারা যে রূপ নির্ণয় হয় ॥ ১৫ ॥

আর যত প্রকার যুগ ও যুগের যত পরিমাণ প্রত্যেক যুগে যে যে ধর্ম্ম এবং ভগবান্ যে যে অবতারে যে যে আশ্চর্য্য চরিত্র প্রকাশ করেন ॥ ১৬ ॥

অপর মনুষ্য দিগের সাধারণ ধর্ম্ম যে প্রকার এবং বর্ণাশ্রম নিবন্ধন বিশেষধর্ম্ম যদ্রূপ তথা ব্যবসায়োপজীবী লোক দিগের ব্যবহার বিষয়ের নিয়ম রূপ ধর্ম্ম ও প্রজাপালনে অধিকারী রাজর্ষি দিগের ধর্ম্ম যে রূপ ॥ ১৭ ॥

এবং আপদে পতিত মনুষ্য মাত্রের আপাৎ কালীন যে যে ধর্ম্ম, আর প্রকৃতি আদি তত্ত্বসকলের সংখ্যা, তাহাদের স্বরূপ,

পুরুষারাধন বিধি র্যোগস্যা ধ্যাত্মিকস্যচ ॥ ১৮ ॥
যোগেশ্বরৈশ্বর্য্য গতি লিঙ্গ ভঙ্গস্তু যোগিনাং।
বেদোপ বেদ ধর্ম্মাণা মিতিহাস পুরাণযোঃ ॥ ১৯ ॥
সংপ্লবঃ সর্ব্বভূতানাং বিক্রমঃ প্রতিসংক্রমঃ।
ইষ্টাপূর্ত্তস্য কাম্যানাং ত্রিবর্গস্যচ যোবিধিঃ ॥ ২০ ॥

রাধনস্য বিধিঃ দেবপূজায়াঃ প্রকারঃ অষ্টাঙ্গযোগস্যচ বিধিঃ ॥ ১৮ ॥

যোগেশ্বরাণা মৈশ্বর্য্যেণানিমাদিনাযা অর্চ্চিরাদি গতিঃ। লিঙ্গ শরীরস্য ভঙ্গঃ লয়ঃ বেদা ঋগ্বেদাদয়ঃ উপবেদা আয়ুর্ব্বেদাদয়ঃ। ধর্ম্মা ধর্ম্মশস্ত্রাণিতেষাং ইতিহাস পুরাণয়োশ্চগতিঃ ॥ ১৯ ॥

সংপ্লবঃ অবান্তর প্রলয়ঃ। যদ্বাসম্যক্ প্লবন মুদ্ভবঃ বিক্রমঃস্থিতি প্রতিসংক্রমো মহাপ্রলয়ঃ। ইষ্ঠংবৈদকং কর্ম্ম। পূর্ত্তং স্মার্ত্তং। বাপীকূপ তড়াগাদি দেবতায় তনানিচ। অগ্নিপ্রদান মারামঃ পূর্ত্ত-মিত্যভিধীয়তে ইতি। তত্রচ কাম্যানাং অগ্নি হোত্রাদীনাং বিধিঃ ত্রিবর্গস্য ধর্ম্মার্থ কামানাং বিধিঃ অবিরোধ প্রকারঃ ॥ ২০ ॥

তত্তৎ কার্য্যনিমিত্তদ্বারা তাহাদের লক্ষণ, দেব পূজার প্রকার এবং অষ্টাঙ্গ যোগের বিধি ॥ ১৮ ॥

অপর যোগেশ্বর দিগের অনিমাদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা অর্চ্চি-রাদি গতি, যোগীদিগের লিঙ্গশরীরের লয় তথা ঋক্ যজুঃ সামাদি বেদ, আয়ুর্ব্বেদাদি উপবেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ এসকলের স্বরূপ ॥ ১৯ ॥

আর ভূত সকলের উৎপত্তি, স্থিতি, এবং মহা প্রলয় যদ্রূপ, বৈদিক ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের তথা অগ্নি হোত্রাদি কাম্য কর্ম্মের যে রূপ বিধি এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিতয়ের অবি-রোধ প্রকার ॥ ২০ ॥

যোবানু শায়িনাং সর্গঃ পাষণ্ডস্তচ সম্ভবঃ।
আত্মনো বন্ধমোক্ষৌচ ব্যবস্থানং স্বরূপতঃ॥ ২১॥
যথাত্ম তন্ত্রো ভগবান্ বিক্রিড়ত্যাত্ম ময়য়া।
বিসৃজ্য বা যথামায়া মুদাস্তে সাক্ষিবদ্বিভুঃ॥ ২২॥
সর্ব্বমেতচ্চ ভগবান্ পৃচ্ছতো মেনু পূর্ব্বশঃ।
তত্ত্বতো র্হস্যুদাহর্ত্তুং প্রপন্নায় মহামুনে॥ ২৩॥
অত্র প্রমাণং হিভবান্ পরমেষ্ঠী যথাত্মভূঃ।

অনুশায়িনাং লীনোপাধীনাং জীবানাং আত্মনো জীবস্য ব্যবস্থানং বন্ধমোক্ষাতিরিক্ত স্বরূপে নাবস্থানং॥ ২১॥

উদাস্তে প্রলয়ে॥ ২২॥

চশব্দাদ পৃষ্টমপি॥ ২৩॥

প্রমাণং সম্যক্ জ্ঞাতা। যতস্তব ব্রহ্মনারদ ব্যাসক্রমেণ সম্প্রাদায়ো

অপিচ লীনোপাধি জীব সকলের যে প্রকার সৃষ্টি হয়, পাষণ্ড দিগের যে রূপ উৎপত্তি, জীবের যদ্রূপে বন্ধ ও মোক্ষ এবং তাহার যে প্রকারে স্বরূপে অবস্থান হয়॥ ২১॥

আর স্বতন্ত্র বিভু ভগবান্ প্রলয় কালে যে প্রকারে মায়া দ্বারা সাক্ষীর ন্যায় থাকিয়া ক্রীড়া করেন।॥ ২২॥

হে ভগবন! এই যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম এবং অন্যান্য যাহা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই তৎ সমুদয় আনুপূর্ব্বিক যথার্থ রূপে বর্ণন করুন্॥ ২৩॥

হে মহামুনে! যদ্রূপ আত্মযোনি ব্রহ্মা এ সকল বিষয় সম্যক্ রূপে জানেন, আপনি ও তদ্রূপ সম্যক জ্ঞাতা, আপনা

১৪৯

অপরে চানু তিষ্ঠন্তি পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বজৈঃ কৃতং ॥ ২৪ ॥
নমেঽসবঃ পরায়ান্তি ব্রহ্মন্ননশনাদিভিঃ।
পিবতোঽচ্যুত পীযূষং তদ্বাক্যাব্ধি বিনিঃ স্থতং ॥ ২৫ ॥
শ্রীসূত উবাচ।
সউপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা কথয়ামিতি সৎপতেঃ।

স্তীতি সামান্য ন্যায়েনাহ অপরেচেতি। যদ্বা ত্বদন্যোঽপরে প্রায়শো গতানুগতিকা এব ন তত্ত্ববিদ ইত্যাহ অপরেচেতি ॥ ২৪ ॥

নন্ন তবানশন ছিজকোপাভ্যাং ব্যাকুল চিত্তস্য কুতঃ শ্রবণং তত্রাহ নেতি। ন পরাযন্তি নাপ গচ্ছন্তি ন ব্যাকুলা ভবন্তীত্যর্থঃ। অচ্যুত কীর্ত্তি পীযূষং পিবতঃ ॥ ২৫ ॥

উপামন্ত্রিতঃ পৃষ্টঃ সংশ্চাসৌ পতিশ্চেতি তস্য ॥ ২৬ ॥

ভিন্ন অন্যব্যক্তি সকল গতানু গতিক, অর্থাৎ লোক দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান নাই, পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা যাহা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা অনুষ্ঠান করে ॥ ২৪ ॥

হে ব্রহ্মন্! আপনকার বাক্যরূপ সমুদ্র হইতে বিনিসৃত ভগবানের কীর্ত্তিরূপ অমৃত পান করাতে আমার অনশনাদি জন্য ক্লেশ হইবেনা, সুতরাং তজ্জন্য আমার চিত্ত ব্যাকুল হইবার সম্ভাবনা নাই, আমি স্থির চিত্তে শ্রবণ করিতে পারিব আপনি বলুন ॥ ২৫ ॥

সূত কহিলেন হে ঋষিগণ! ব্রহ্মরাত শুকদেব রাজা পরীক্ষিত কর্তৃক সাত্বত পতি শ্রীকৃষ্ণের গুণকথনার্থ এইরূপে

ব্রহ্মরাতো ভৃশংপ্রীতো বিষ্ণুরাতেন সংসদি॥ ২৬॥
আহভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতং।
ব্রহ্মণে ভগবৎ প্রোক্তং ব্রহ্মকল্পে উপাগতে॥ ২৭॥
যদ্যৎ পরীক্ষিদৃষভঃ পাণ্ডূনা মনু পৃচ্ছতি।
আনু পূর্ব্বেণ তৎসর্ব্ব মাখ্যাতু মুপচক্রমে॥ ২৮॥

ইতি শ্রীভাগবতে [মহাপুরাণে] পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বয়াসিক্যাং দ্বিতীয় স্কন্ধে পরীক্ষিৎ প্রশ্নোঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮

শ্রীশুক উবাচ।

ব্রহ্মকল্পে সৃষ্ট্যুপক্রমে। ভাগবতাখ্যানেনৈব প্রশ্নানা মুত্তরং দাতু মুপক্রান্তবান্ ইত্যর্থঃ॥ ২৭॥

পাণ্ডূনা মৃষভঃ শ্রেষ্ঠঃ আনুপূর্ব্বেণেতি প্রস্তাবক্রমো হত্রবিবক্ষিতঃ।

॥ * ॥ ইতি দ্বিতীয়েঽষ্টম ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

রাজ প্রশ্নোত্তরং বক্ষান্ ব্রহ্মণে হরিণোদিতং। কথয়ামাস নবমে শুকোভাগবতং পুনঃ॥ ০॥

জিজ্ঞাসিত হওয়াতে অতিশয় প্রীত হইলেন॥ ২৬॥

এবং সৃষ্টির উপক্রমে ভগবান্ ব্রহ্মাকে বেদতুল্য যে পুরাণ কহিয়াছিলেন সেই ভাগবত পুরাণ কহিতে আরম্ভ করিলেন॥ ২৭॥

অপর পাণ্ডুবংশাবতংস রাজাপরীক্ষিত্ যাহা যাহা জিজ্ঞসা করিলেন প্রস্তাব ক্রমে ক্রমশঃ তৎসমুদায়ের উত্তর দানার্থও প্রবৃত্ত হইলেন॥ ২৮॥

ইতি দ্বিতীয়ে অষ্টমঃ॥ ৮॥ * ॥

নবমাধ্যায়ে রাজার প্রশ্নের উত্তর দানার্থ ভগবদুক্ত ভাগবত কথন॥ ০॥

আত্মামায়া মৃতে রাজন্ পরস্যানু ভবাত্মনঃ।
নঘটেতার্থ সম্বন্ধঃ স্বপ্নদ্রষ্টুরিবা ঞ্জসা॥ ১॥
বহুরূপ ইবাভাতি মায়যা বহুরূপয়া।
রমমাণো গুণেস্বস্য্যা মমাহমিতি মন্যতে॥ ২

তত্রযত্তাবদুক্তং যদধাতু মত ইত্যনেন জীবস্য কথং দেহসম্বন্ধ ইতি তত্রোত্তর মাহ আত্মনো হবে র্মায়ামন্তরেণ। অনুভবরূপস্যাত্মনঃ। অর্থেন দৃশ্যেন দেহাদিনা সম্বন্ধঃ। অঞ্জসা তত্ত্বতো নঘটতে তত্রহেতুঃ পরস্যেতি স্বপ্নদ্রষ্টুর্যথা স্বপ্নদেহাদিনা সম্বন্ধো নঘটতে তদ্বৎ॥ ১॥
সংসারোপি মায়য়ৈবেত্যাহ বহুরূপঃ বালযুবাদি রূপঃ দেব নরাদি রূপশ্চ আভাতি। গুণেষু দেহাদিষু॥ ২॥

দেহ সম্বন্ধ শূন্য জীবের দেহ সম্বন্ধ কিরূপে হয় ইত্যাদি যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন তদুত্তর শুকদেব কহিতে লাগিলেন। মহারাজ! আত্মা জ্ঞান স্বরূপ, যেমন স্বপ্ন দর্শক ব্যক্তির স্বপ্ন দৃষ্ট দেহাদির সম্বন্ধ ঘটেনা তাহার ন্যায় আত্মার অর্থাৎ জীবের দেহ সম্বন্ধ যথার্থতঃ ঘটেনা সত্য বটে, কিন্তু ভগবানের মায়া দ্বারা তাহা হইতে পারে॥ ১॥

হে রাজন! এই সংসারও ভগবানের মায়াদ্বারা উৎপন্ন, তাঁহারই বহুরূপা মায়া দ্বারা জীব, বাল্য যৌবনাদি দেহান্বিত এবং দেব মনুষ্যাদি বহুরূপ হইয়া প্রকাশ পান, আর মায়ার গুণে দেহেতে আসক্ত হইয়া "আমার আমি," ইত্যাদি অভিমান করিয়া থাকে॥ ২॥

যর্হিবাব মহিম্নি স্বে পরস্মিন্ কালমায়য়োঃ ।
রমেত গত সম্মোহ স্ত্যক্তোদাস্তে তদোভয়ং ॥ ৩ ॥
আত্মতত্ত্ব বিশুদ্ধ্যর্থং যদাহ ভগবানৃতং ।

অতএব ভক্তিযোগেন তন্নিরাসে সতি মোক্ষোপি ঘটত ইত্যাহ যর্হীতি। বাবশব্দ এবার্থে স্ব এব মহিম্নি যদারমেত তদেবাহ কাল মায়য়োঃ পুরুষ প্রকৃত্যোঃ পরস্মিন্ তদা উভয়ং অহং মমেত্যচ ত্যক্ত্বা-উদাস্তে পরিপূর্ণ স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে। তদুক্তং ময়া সম্মোহিতোজীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং। পরোপিমনুতে ইনর্থং তৎকৃতং চাভিপদ্যতে। অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগ মধোক্ষজে। লোকস্যা জানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত সংহিতা মিতি ॥ ৩ ॥

যচ্চোক্তং পরমেশ্বরস্যাপি দেহ সম্বন্ধা বিশেষাৎ কথংভক্ত্যামোক্ষঃ স্যাদিতি আসীৎ যদুদরাৎ পদ্ম মিত্যাদিনা তত্রাহ আত্মনোজীবস্য তত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থং তত্ত্বজ্ঞানার্থং তদ্বেবেদেব। কিংতৎ যত্তপ আদিনা

কিন্তু ভগবানের ভক্তিযোগ দ্বারা ঐ মায়ার নিরাশ করিতে পারিলে পুনর্ব্বার মোক্ষ হয় অর্থাৎ জীব যখন ভগবদ্ভক্তি যোগ দ্বারা প্রকৃতি পুরুষের পর স্বরূপ স্বকীয় মহিমাতে ক্রীড়া করেন, তখন গতমোহ হইয়া "আমার আমি,, ইত্যাদি দ্বৈতবুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পরি পূর্ণ স্বরূপে অবস্থিত হন ॥ ৩ ॥

হে. রাজন্! ব্রহ্মার ভগবান্ অকপট তপস্যায় তুষ্ট হইয়া আপনার সত্য ও চিন্ময় রূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক যে তপস্যাদি উপাসনা কহিয়াছিলেন, জীবের তত্ত্বজ্ঞানার্থ তাহাই আবশ্যক। মহারাজ! ভগবানের যে মূর্ত্তির কথা কহিলাম তাহা যোগ মায়া

ব্রহ্মণে দর্শয়ন্ রূপ মব্যলীক ব্রতাদৃতঃ ॥ ৪ ॥
স আদি দেবো জগতাং পরোগুরুঃ স্বধিষ্ণ্য মাস্থায় সিসৃক্ষয়ৈ ক্ষত। তাং নাধ্য গচ্ছদ্দৃশ মত্রসম্মতাং প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ বিধির্যয়া ভবেৎ ॥ ৫ ॥

স্বভজনং ভগবান্ ব্রহ্মণে আহ কিং কুর্ব্বন্ স্বীতং সত্যং চিদ্ঘনং রূপং দর্শয়ন্। দর্শনে হেতুঃ অব্যলীকেন ব্রতেন তপসা আদৃতঃ সেবিতঃ সন্ অয়ংভাবঃ জীবস্য অবিদ্যয়া মিথ্যারূপদেহ সম্বন্ধঃ। ঈশ্বরস্যতু যোগমায়য়া চিদ্ঘনলীলা বিগ্রহাবির্ভাব ইতি মহান্ বিশেষঃ। অতস্তু স্তদ্ভজনান্মোক্ষোপপত্তিরিতি ॥ ৪ ॥

ভগবদ্ভজনাদেব তত্ত্বজ্ঞান মিত্যেতৎ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ ব্রহ্মণোপি তত্ত্বজ্ঞানং তৎ প্রসাদাদেবেতি দর্শয়িতু মিতিহাসমাহ স ইত্যাদিনা। পরোগুরু র্ভক্তিরহস্যোপদেষ্টা। স্বধিষ্ণ্যং পদ্মং আস্থায় অধিষ্ঠায় তস্যাধিষ্ঠানান্বেষণায় পূর্ব্বং জলে নিমগ্নঃ পশ্চাৎ পরাবৃত্য স্বধিষ্ণ্যে স্থিত্বেত্যর্থঃ। ঐ ক্ষত এতৎকথং স্রষ্টব্য মিত্যালোচিতবান্ তাং দৃশং প্রজ্ঞাং। তত্রসৃষ্টিবিষয়ে সম্মতাং অব্যভিচারিণীং বিধিঃ প্রকারঃ ॥ ৫

দ্বারা হইয়া থাকে ঐ মূর্ত্তি চিদ্ঘন লীলা বিগ্রহ মাত্র, কিন্তু জীবের দেহ সম্বন্ধ অবিদ্যা দ্বারা অযথার্থ রূপে কল্পিত, অতএব ভগবানের ঐ মূর্ত্তির উপাসনাদ্বারা জীবের মোক্ষ হয় ॥ ৪ ॥

হে রাজন্! অন্যের কথা আর কি বলিব ব্রহ্মারও তত্ত্ব জ্ঞান তাঁহারই প্রসাদে হয়। জগতের পরম গুরু অর্থাৎ ভক্তি রহস্যের উপদেষ্টা ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে বাসনা করিয়া ভগবানের নাভি পদ্মে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক এই বিবেচনা করিয়াছিলেন কি রূপে সৃষ্টি করি, তিনি অনেক কাল চিন্তা করিয়াও এই জগৎ নির্ম্মাণ কি প্রকারে হইতে পারে তদ্বিষয়ে অব্যভিচারিণী প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই ॥ ৫ ॥

সচিন্তয়ন্ দ্ব্যক্ষর মেকদাম্ভস্যু পাশৃণোৎ দ্বির্গদিত বচো বিভুঃ। স্পর্শেষু যৎ ষোড়শ মেক বিংশং নিষ্কিঞ্চনানাং নৃপ যদ্ধনং বিদুঃ॥ ৬॥
নিশম্য তদ্বক্তৃদিদৃক্ষয়া দিশো বিলোক্য তত্রান্যদ পশ্যমানঃ। স্বধিষ্ণ্য মাস্থায় বিমৃষ্য

সৃষ্টিং চিন্তয়ন কদাচিৎ দ্ব্যক্ষরং বচঃ অম্ভসি উপাশৃণোৎ উপসমীপে শ্রুতবান্ তে অক্ষরে দর্শয়তি কাদয়ো মাবসানাঃ স্পর্শাঃ তেষু যৎ ষোড়শং তকারঃ যচ্চৈক বিংশং পকারঃ বচসো নিদ্দেশার্থং তদর্থমাহ হে নৃপ নিষ্কিঞ্চনানাং ত্যক্তধনানাং ধনং যদ্বিদুঃ যেন তপোধনাঃ প্রসিদ্ধাঃ। তচ্চদ্বির্গদিতং তপ তপেতি লোটো মধ্যম পুরুষৈক বচনং তমাবীপ্সাং সাদর বিধিরূপা মশৃণোদিত্যর্থঃ॥ ৬॥
এবং নিশম্য তস্য বচসো বক্তুর্দিদৃক্ষয়া ততঃপ্রচলিত মন দিশো-

পরন্তু তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে কদাচিৎ নিকটেতেই দুইবার কথিত এই দুইটী অক্ষর তাঁহার শ্রবণ গোচর হইল সেই দুই অক্ষর এই, ক অবধি ম পর্য্যন্ত পঞ্চ বিংশতি স্পর্শ বর্ণ, তন্মধ্যে ষোড়শ অক্ষর "ত" এবং এক বিংশতি অক্ষর "প" এই দুইটী দুইবার উচ্চারিত শুনিলেন হে নৃপ! ঐ শব্দটী নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ ধনত্যাগী পুরুষ দিগের পরম ধন; এনিমিত্ত মুনিগণ তপোধন নামে প্রসিদ্ধ আছেন॥ ৬॥

সে যাহা হউক ঐ বাক্য কর্ণ গোচর হইলে কোন্ ব্যক্তি উহা কহিলেন তাহাকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া ব্রহ্মা আশ্চর্য্য প্রকাশ পুরঃসর চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন কিন্তু সেস্থানে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, পরে

তদ্ধিতং তপস্যু পাদিষ্ট ইবাদধে মনঃ ॥ ৭ ॥
দিব্যং সহস্রাব্দ মমোঘ দর্শনো জিতানিলাত্মা
বিজিতো ভয়েন্দ্রিয়ঃ। অতপ্যত স্মাখিল লোক
তাপনং তপস্তপীয়াং স্তুপতাং সমাহিতঃ ॥ ৮ ॥

ধিলকা পুনঃ স্বধিষ্ণ্য মাস্থায় কেনচিৎ প্রত্যক্ষং নিযুক্তইব তচ্চাত্মনো হিতং বিমৃশ্য তপসি মনোধৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অতঃ সঃ অখিলানাং লোকানাং তাপনং প্রকাশকং তপঃ অতপাত কৃতবান্ তপতপেত্যস্য বচসোঽর্থে হ্যমোঘং দর্শনংযস্য। জিতঃ অনিলঃ আত্মা মনশ্চয়েন। বিজিতান্যু ভয়েন্দ্রিয়ানি জ্ঞানকর্ম্মাত্মকানি যেন তপতাং তপশ্চরতাং মধ্যেতপীয়ান্ অতিশয়েন তপস্বী ॥ ৮

পুনর্ব্বার আপনার স্থানে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক উহাতে আপনার হিত বিবেচনা করিয়া প্রত্যক্ষ যেন কোন ব্যক্তি নিযুক্ত করিতেছেন এবম্প্রকার জ্ঞান করত তপস্যার্থ মনঃ নিশ্চয় করিলেন ॥ ৭ ॥

“তপ তপ„ এই বাক্যের অর্থ তাঁহার অমোঘ বোধ হইল, অতএব প্রাণ এবং মনঃ জয় করিয়া জ্ঞান, কর্ম্ম উভয় বিধ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্ব্বক দেব পরিমাণে সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। ঐ তপস্যাতেই অখিল লোকের প্রকাশ হয় এবং তজ্জন্যই ব্রহ্মা তপশ্চারী দিগের মধ্যে অতিশয় তপস্বী বলিয়া বিখ্যাত আছেন ॥ ৮ ॥

তস্মৈস্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ সন্দর্শয়ামাস
পরং ন যৎ পরং। ব্যপেত সংক্লেশ বিমো-
হসাধ্বসং স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈ রভিষ্টুতং॥ ৯।
প্রবর্ত্ততে যত্র রজ স্তম স্তয়োঃ সত্বঞ্চমিশ্রং
নচকাল বিক্রমঃ। নযত্রমায়া কিমুতা

তস্মৈব্রহ্মণে স্বলোকং বৈকুণ্ঠাখ্যং পরংশ্রেষ্ঠং যতঃ পর মুৎকৃষ্টং অন্যন্নাস্তি। তমেবলোক মনুবর্ণয়তি পঞ্চভিঃ। ব্যপেতাঃ সংক্লেশা দয়োযস্মাৎ স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ যদ্বা স্বস্যদৃষ্টং দর্শন মস্তিযেষাং আত্মবিদ্ভি রিত্যর্থঃ॥ ৯॥

তাভ্যাং মিশ্রং সত্বঞ্চ নবর্ত্ততে কিন্তু শুদ্ধমেব সত্বং কালবিক্রমো-

---

ব্রহ্মার ঐ রূপ তপস্যাতে ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার পরম শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইলেন, ঐ লোকে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ রূপ পঞ্চ মহাক্লেশ, তথা মোহ ভয় ইত্যাদির লেশ মাত্র নাই; সৎপুণ্য শালী মানবেরা সর্ব্বদাই তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন॥ ৯

আর সে স্থানে রজোগুণ বা তমো গুণের প্রভাব নাই এবং ঐ দুই গুণে মিশ্রিত সত্ব গুণও তথায় প্রবেশ করিতে পারেনা, আর সেস্থানে কাল কৃত বিনাশও হয়না, অধিক কি মায়াও সেস্থানে যাইতে পারেনা ইহাতে অপর শোক মোহাদির কথা কি বলিব? অর্থাৎ সেস্থানে উহাদের থাকি-বার অধিকার নাই, এনিমিত্ত তত্রত্য ভগবৎ পারিষদ গণকে

১৫

পরেহরে রন্তুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥ ১০॥
শ্যামাবদাতা শতপত্রলোচনাঃ পিসঙ্গবস্ত্রাঃ
সুরুচঃ সুপেশসঃ। সর্ব্বেচতুর্ব্বাহব উন্মিষ
ন্মণিপ্রবেক নিষ্কাভরণাঃ সুবর্চ্চসঃ॥ ১১॥
প্রবাল বৈদুর্য্য মৃণাল বর্চ্চসঃ পরি
স্ফুরৎ কুণ্ডল মৌলি মালিনঃ॥ ১২॥

নাশঃ। অপরে রাগলোভাদয়ঃ নসন্তীতি কিমুত বক্তব্যং। অনুব্রতাঃ পার্ষদাঃ॥ ১০॥

শ্যামা অবদাতা উজ্জ্বলাশ্চ পদ্মনেত্রাঃ পীতাম্বরাঃ সুরুচঃ অতিরমণীয়াঃ সুপেশসঃ অতি সুকুমারাঃ। উন্মিষন্ত ইব প্রভাবন্তো মণি প্রবেকাঃ মণ্যুত্তমা যেষু তানি নিষ্কানি পদকান্যাভরণানি যেষাং। সুবর্চ্চসঃ অতি তেজস্বিনঃ॥ ১১॥

প্রবলাদিবদ্বর্চ্চো বর্ণো যেষাং তেপরি স্ফুরন্তি কুণ্ডলানি মৌলয়ো মালাশ্চ সন্তি যেষাং॥ ১২॥

সুর এবং অসুরগণে নিরন্তর পূজা করিয়া থাকেন॥ ১০॥

ঐ স্থানে যেসকল পারিষদগণ আছে তাহাদের শরীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চক্ষুঃ পদ্ম সদৃশ, পীত বসন পরিধান, অতি কমনীয়, সকুমার আকার, সকলেই চতুর্ভুজ, এবং অতিশয় প্রভাবশালী, তথা মণি যুক্ত পদক প্রভৃতি আভরণে ভূষিত এবং সকলেই অতিশয় তেজস্বী॥ ১১॥

অপর তাহাদিগের বর্ণ প্রবাল, বৈদুর্য্য ও মৃণালের তুল্য, আর তাহারা সকলেই দীপ্তিশালী, কুণ্ডল এবং মৌলী ও মালা ধারণ করিয়াছেন॥ ১২॥

ভ্রাজিষ্ণুভির্যঃ পরিতো বিরাজতে লসদ্বিমানা
বলিভি র্মহাত্মনাং । বিদ্যোত মানঃ প্রমদো
ত্তমাদ্যুভিঃ সবিদ্যুদভ্রাবলিভি র্যথা নভঃ ॥ ১৩ ॥
শ্রীর্যত্ররূপিণ্যুরুগায় পাদযোঃ করোতিমানং
বহুধা বিভূতিভিঃ । প্রেঙ্খাশ্রিতাযা কুসুমা
করানুগৈ র্বিগীয়মানা প্রিয়কর্ম্মগায়তী ॥ ১৪ ॥

পার্ষদানন্বুবর্ণ্য পুনরপি লোক মনু বর্ণয়তি ভ্রাজিষ্ণুভি র্দেদীপ্যমানাভিঃ প্রমদোত্তমানাং দিবঃ কান্তয়ঃ তাভির্বিদ্যোত মানঃ সহবিদ্যুদ্ভিঃ বর্ত্তমানাঃ সবিদ্যুত স্তাভিরভ্রাবলিভিঃ । তত্র বিদ্যুত ইব স্ত্রিয়ঃ অভ্র পঙক্তয় ইব বিমানানি নভইব লোকঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীঃসম্পদ্রূপিণী মূর্ত্তিমতী মানং পূজাং বিভূতিভি র্ম্মানা বিভবৈঃ প্রেঙ্খং আন্দোলনং শ্রিতাকুসুমাকরো বসন্তঃ তদনুগা ভ্রমরা তৈর্ব্বিবিধং গীয়মানাঃ স্বয়ন্তু প্রিয়স্য হরেঃ কর্ম্ম গায়ন্তীতি অর্থঃ ॥ ১৪ ॥

আর ঐ বৈকুণ্ঠের চতুর্দ্দিকে মহাত্মাদিগের বিমান শ্রেণী দেদীপ্যমান, তাহাতে ঐস্থানের অতিশয় শোভা হইয়াছে আর প্রমদোত্তমাদিগের রূপলাবন্য দ্বারাও শোভিত, ফলতঃ বিদ্যুত সহ মেঘ শ্রেণী গগণ মণ্ডলে উদিত হইলে তাহার যদ্রূপ শোভাহয়, ঐ স্থান সতত তদ্রূপে বিরাজ মান ॥ ১৩ ॥

ঐস্থানে সম্পত্তি রূপিণী লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া নানা বিধ বিভবদ্বারা ভগবানের পাদদ্বয়ের পূজা করিতেছেন, কিন্তু বসন্তের অনুগত ভ্রমর সকল ঐ লক্ষ্মীর নানা প্রকার গান করাতে তাঁহাকে আন্দোলন আশ্রয় করিতে হইয়াছে, পরন্তু তিনি আত্ম প্রিয় হরির কর্ম্ম সকল গান করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

দদর্শতত্রাখিল সাত্বতাং পতিং শ্রিয়ঃ পতিংযজ্ঞ
পতিং প্রজাপতিং। সুনন্দনন্দ প্রবালর্হণাদি
ভিঃস্বপার্ষদাগ্রৈঃ পবিষেবিতুং বিভুং ॥ ১৫ ॥
ভৃত্য প্রসাদাভি মুখং দৃগাসবং প্রসন্নহাসারুণ
লোচনাননং। কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতু-
র্ভুজং পীতাংশুকং বক্ষসি লাক্ষিতং শ্রিয়া ॥ ১৬ ॥
অধ্যার্হণীয়া সনমাস্থিতং পরং বৃতং চতুঃ ষোড়শ

য এবস্তুতো লোকঃ তত্র তস্মিন্॥ ১৫ ॥
ভৃত্যানাং প্রসাদে হভিমুখং দৃগের আসব ইব দ্রস্টৃণাং হর্ষকরী যস্য তংপ্রসন্ন হাস সকণ লোচণঞ্চ আননং যস্য। বক্ষসি স্থিতযাচ শ্রিয়া লক্ষিতং অলঙ্কৃতং॥ ১৬ ॥
অধ্যর্হণীয়ং বরিষ্ঠং সিংহাসনং চতস্রঃ প্রকৃতি পুরুষ মহদহঙ্কৃতি রূপাঃ ষোড়শ একাদশেন্দ্রিয় পঞ্চ মহাভূতাখ্যাঃ। পঞ্চতন্মাত্র রূপাশ্চ

ব্রহ্মা দেখিলেন ঐ বৈকুণ্ঠলোকে সুনন্দ, নন্দ, প্রবল, অর্হণ, ইত্যাদি প্রধান২ পারিষদগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অখিল ভক্তের পতি এবং জগৎপতি ভগবান্ শ্রীপতি সেবিত হইতেছেন॥ ১৫ ॥

তিনি ভক্তগণের প্রতি প্রসাদ বিস্তারার্থ যেন অভি মুখ হইছেন, তাঁহার দৃষ্টি যেন দর্শক দিগের হর্ষ কারিণী হইয়াছে, অপর তাঁহার বদন হাস্যযুক্ত, লোচন অরুণ বর্ণ, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, এবং তাঁহার চারিটী হস্ত, আর বক্ষঃ স্থল লক্ষ্মী দ্বারা আলঙ্কৃত॥ ১৬ ॥

অপর তিনি উত্তম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত এবং প্রকৃতি

পঞ্চশক্তিভিঃ। যুক্তং ভগৈঃ স্বৈরিতরত্র
চাধ্রুবৈঃস্বএবধামন্রমমাণমীশ্বরং ॥ ১৭ ॥
তদ্দর্শনাহ্লাদ পরিপ্লুতান্তরো হৃষ্যত্তনু প্রেম
ভরাশ্রুলোচনঃ। ননাম পাদাম্বুজ মস্য বিশ্ব
সৃগ্‌যৎপারমহংস্যেন পথাধিগম্যতে ॥ ১৮ ॥

শক্তয়ঃ তাভির্বৃতং। স্বৈর্ভগৈঃ স্বাভাবিকৈ রৈশ্বর্য্যাদিভি রিতরত্র যোগিষু অধ্রুবৈঃ আগন্তুকৈঃ সাধারণৈ রিত্যর্থঃ এবং সত্যপি সএব ধামন্ স্ব স্বরূপ এব রমমাণং অতএব ঈশ্বরং ॥ ১৭ ॥

তস্যাদর্শনেন যআহ্লাদ স্তেন পরিপ্লুতং ব্যাপ্তং অন্তর মন্তঃ করণং যস্য। হৃষ্যন্তী রোমাঞ্চিতা তনুর্যস্য। প্রেমভরেণাশ্রূণি লোচনেষু যস্য। বিশ্বসৃক্ ব্রহ্মা পারমহংস্যেন পথাজ্ঞান মার্গেণ ॥ ১৮ ॥

পুরুষ মহৎ অহঙ্কার এইচারি তথা একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ, অপর পঞ্চতন্মাত্র এই পঞ্চ শক্তিতে পরিবেষ্টিত। আর স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যে এবং যোগী দিগের আগন্তুক ঐশ্বর্য্যে সম্পন্ন। পরন্তু এই প্রকার হইয়াও আপনার স্বরূপে রমিত হইতেছেন ॥ ১৭ ॥

ভগবানের ঐরূপ দর্শন করিয়া ব্রহ্মার অন্তঃকরণ আহ্লাদে ব্যাপ্ত ও শরীর লোমাঞ্চিত হইল আর প্রেম ভরে লোচন দ্বয় হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার সেই পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন, যাহা কেবল জ্ঞান মার্গদ্বারাই লভ্য হয় ॥ ১৮ ॥

তংপ্রীয়মাণং সমুপস্থিতং কবিং প্রজাবিসর্গে
নিজশাসনার্হণং। বভাষঈষৎ স্মিতরোচিষা
গিরা প্রিয়ঃ প্রিয়ং প্রীতমনাঃকরেস্পৃশন্ ॥
শ্রীভগবানুবাচ ॥ ১৯ ॥
ত্বয়াহং তোষিতঃ সম্যগ্বেদ গর্ভ সিসৃক্ষয়া।
চিরংভৃতেন তপসা দুস্তোষঃ কূটযোগিনাং ॥ ২০ ॥

তংব্রহ্মাণং শ্রীভগবান বভাবে প্রজাবিসর্গে কার্য্যে নিজশাসনার্হণং স্বনিয়োগার্হং প্রজাবিসর্গে সমুপস্থিত মিতি বাম্বয়ঃ ঈষৎ স্মিতেন রোচি দীপ্তিঃ শোভা যস্যাঃ তয়াগিরা ॥ ১৯ ॥

বেদ গর্ভেতি সম্বোধয়ন্ বেদান্ সঞ্চারয়তি। সিসৃক্ষয়া হেতুনা চিরং সংভৃতেন তপসাঽহং সম্যক্ তোষিতঃ দুস্তোষ স্তোষয়িতু মশক্যঃ॥২০॥

ব্রহ্মাকে দেখিয়া ভগবান্ বিবেচনা করিলেন, আমার নিয়োগ যোগ্য প্রজা সৃষ্টি কার্য্যে ইনি উপস্থিত হইয়াছেন, ঐ বিষয়ে ইহাঁকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক, অতএব অতি-শয় সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক আপনার হস্তদ্বারা তাঁহার হস্ত স্পর্শ করত ঈষদ্ধাস্য করণক শোভাশালী বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

হেবেদগর্ভ! তুমি সৃষ্টি করিবার মানসে বহুকাল তপস্যা করিয়াছ তোমার সেই চির সঞ্চিত তপস্যায় আমার পরি-তোষ জন্মিয়াছে। কপট যোগীদিগের আমি দুস্তোষ অর্থাৎ তাহারা আমার সন্তোষ জন্মাইতে পারেনা ॥ ২০ ॥

বরংবরয় ভদ্রংতে বরেশং মাভিবাঞ্ছিতং।
ব্রহ্মন্ শ্রেয়ঃ পরি শ্রামঃ পুংসাং মদ্দর্শনাবধি॥ ২১॥
মনীষিতানুভাবোঽয়ং মম লোকাব লোকনং।
যদুপ শ্রুত্য রহসি চকর্থ পরমন্তপঃ॥ ২২॥

মাইতি মাং শ্রেয়সাং ফলানাং পরিশ্রামঃ সাধন প্রয়াস. মমদর্শন মর্যাদৈষস্য সতথা ততোঽধিকং শ্রমফলং নাস্তীত্যর্থঃ॥ ২১॥
এতচ্চ মৎ কৃপয়ৈব ত্বয়া প্রাপ্ত মিত্যাহ মনীষিত মিচ্ছা। তুভ্যমিদং দাতব্যং ইতি যা মমেচ্ছা তস্যা অনুভাবোয়ং। কোসৌতমাহ মম-লোকস্যাব লোকনং যৎ নচেদং ময়ৈব তপোবলেন প্রাপ্তব্য মিতি স্বাতন্ত্র্যং মন্যস্ব তৎ প্রবৃত্তে রপি মৎ কৃতত্বা দিত্যাহ রহসি তপ তপেতি। তদ্বচ উপশ্রুত্য পরং তপশ্চকর্থ কৃতবানসি॥ ২২॥

অতএব তোমার কুশল হউক, তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে ব্রহ্মন্! আমার দর্শনই ফল সাধনার্থ পরিশ্রমের সীমা, তদপেক্ষা আর অধিক ফল নাই॥ ২১॥

হে ব্রহ্মন্! তুমি যে আমার লোক দর্শন করিলে, তাহা আমার ইচ্ছার প্রভাব অর্থাৎ তোমাকে আমার দেখাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল, তন্নিমিত্তই তুমি দেখিতে পাইলে? তুমি চিরকাল তপস্যা করিয়া আপনার তপোবলে এস্থান দর্শন পাইলে এমত বিবেচনা করিওনা, তোমার তপস্যায় প্রবৃত্তির প্রবর্তক কে? নির্জনে "তপ তপ,, এই বাক্য শুনিয়াইত তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলে॥ ২২॥

প্রত্যাদিষ্টং ময়া তত্র ত্বয়ি কর্ম্ম বিমোহিতে।
তপোমে হৃদয়ং সাক্ষাদাত্মাহং তপসোঽনঘ ॥ ২৩ ॥
সৃজামি তপসৈবেদং গ্রসামি তপসা পুনঃ।
বিভর্ম্মি তপসা বিশ্বং বীর্য্যং মেদুশ্চরং তপঃ ॥
শ্রীব্রহ্মোবাচ ॥ ২৪ ॥
ভগবান্ সর্ব ভূতানা মধ্যক্ষোবস্থিতো গুহাং
বেদহ্য প্রতিরুদ্ধেন প্রজ্ঞানেন চিকীর্ষিতং ॥ ২৫ ॥

তদপিত্বাং প্রতি ময়ৈবাদিষ্টং উপদিষ্টং কদা তত্র তদাস্বষ্ট্যারম্ভে ত্বয়ি কর্ম্মণি কার্য্যার্থে বিমোহিতে সতি কিঞ্চ তপোনাম মমৈব শক্তিঃ আত্মা স্বরূপং যস্য জ্ঞান ময়ং তপ ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৩ ॥

গ্রসামি সংহরামি। বিভর্ম্মি পালয়ামি বীর্য্যং শক্তিঃ ॥ ২৪ ॥

অধ্যক্ষঃ অধিষ্ঠিত গুহায়াং বুদ্ধাববস্থিতঃ। যদ্যপি বেদ তথাপীতি উত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥

হে ব্রহ্মন্! ঐ "তপ তপ" বাক্য দ্বারা তোমাকে উপদেশ করি। হে অনঘ! তপস্যাই আমার হৃদয় এবং আমিও স্বয়ং তপস্যার স্বরূপ ॥ ২৩ ॥

আমি তপস্যা দ্বারাই এই জগতের সৃজন করি তপস্যা দ্বারাই এই বিশ্বের পালন করি, তপস্যা দ্বারাই এ সমুদায়কে পুনর্ব্বার সংহার করি; অতএব দুশ্চর তপস্যাই আমার শক্তি ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে ভগবন্! আপনি সমস্ত প্রাণীর অধিষ্ঠাতা এবং সকলের বুদ্ধিতে অবস্থিত, ইহাতে আপনার যাহা করিতে অভিপ্রেত, যদিও নির্ম্মল বুদ্ধিদ্বারা তাহা স্বয়ং জ্ঞাত আছেন ॥ ২৫ ॥

তথাপি নাথ মানস্য নাথ নাথায় নাথিতং।
পরাবরে যথারূপে জানীয়াং তে ত্বরূপিণঃ ॥ ২৬ ॥
যথাত্ম মায়া যোগেন নানা শক্ত্যুপবৃংহিতং।
বিলুম্পন্ বিসৃজন গৃহ্নন্ বিভ্রদাত্মানমাত্মনা।
ক্রীড়স্য মোঘ সংকল্প উর্ণনাভির্যথোর্ণুতে।

নাথমানস্য যাচমানস্য উপতপ্য মানস্যেতিবা। হে নাথ নাথায় আশংস প্রযচ্ছ। নাথিতং যাচিতং। নাথ্ব নাথ্ব যাচঞোপতাপৈ-শ্বর্য্যাশীঃ সুনাথিত মেবাহ পরাবরে ইতি। পরং সূক্ষ্মং অবরং স্থূলং তেচরূপং যথা জানীয়াং॥ ২৬ ॥

যথাচ ত্বং ক্রীড়সি তথা তদ্বিষয়াং মনীষাং ময়ি দেহীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। নানা শক্ত্যুপ বৃংহিতং বিশ্বং বিলুম্পান সংহরন্ বিবিধং সৃজন্ বিভ্রৎ পালয়ন আত্মনা স্বয়মেবাত্মানং ব্রহ্মাদি রূপং গৃহ্নন্ ক্রীড়সি। উর্ণুতে

তথাপি হে নাথ! আমি যাচ্ঞা করিতেছি আমার যাচিত প্রদান করুন্। হে প্রভো! আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনি স্বয়ং অরূপ তবে আপনকার স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপ কি প্রকারে হয়? ॥ ২৬ ॥

হে মাধব! আপনি নানাবিধ শক্তি বিশিষ্ট এই জগৎকে যে প্রকারে বিবিধরূপে সৃজন্ পালন, সংহার করত স্বয়ং ব্রহ্মাদিরূপ ধারণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করেন এবং উর্ণনাভি অর্থাৎ মাকড়সা যেমন আপনার শরীর আচ্ছাদিত করে তাহার ন্যায় যে প্রকারে আত্ম গোপন করেন সেই প্রকারে তদ্বিষ-

১৬৫

তথা তদ্বিষয়াং ধেহি মনীষাং ময়ি মাধব ॥ ২৭ ॥
ভাগবচ্ছিক্ষিত মহং করবাণি হ্যতন্দ্রিতঃ।
নেহমানঃ প্রজাসর্গং বধ্যেয়ং যদনুগ্রহাৎ ॥ ২৮ ॥
যাবৎ সখা সখ্যু রিবেশতে কৃতঃ প্রজাবিসর্গে
বিভজামি ভো জনং। অবিক্লবস্তে পরিকর্ম্মণি

ঊর্ণাভি রাত্মনা মাচ্ছাদয়তি ॥ ২৭ ॥

তৎকিং স্রষ্টে কৃবিঘ্ন এবং তত্ত্বজ্ঞানং প্রার্থয়সে নেত্যাহ ভগবতা ত্বয়াশিক্ষিতং অনুশিষ্টং অতন্দ্রিতঃ সন্ করিষ্যামি। তর্হি কিমনেন তত্ত্বজ্ঞানেন তত্রাহ যস্মাদেবস্তু তাত্ত্বানু গ্রহাৎ প্রজাসর্গ মীহমানঃ কুর্ব্বন্নপি অহঙ্কারাদিভির্ব্বদ্ধো নভবেয়মিতি ॥ ২৮ ॥

অবশ্যঞ্চ মদো ভবিতা সতু কঞ্চিৎ কালং মাভুদিতি প্রার্থয়তে যাব দিতি ভোঈশ ত্বেতয়া লৌকিকস্য সখ্যুঃ সখেবাহং কৃতঃ। করস্পর্শাদিনা সমত্বেন সম্মানিতঃ সন প্রজা সর্গ রূপে তব পরিকর্ম্মণি সেবায়াং স্থিতোঽবিক্লবোঽব্যাকুল এব যাবজ্জনং বিভজামি উত্তম মধ্য-

য়ক বুদ্ধি আমাকে প্রদান করুন্ ॥ ২৭ ॥

আমি অনলস হইয়া আপনকার শাসন পালন করিব, কারণ আপনকার অনুগ্রহ থাকিলে প্রজা সৃষ্টি বিষয়ে চেষ্টা করিয়াও অহঙ্কারাদি দ্বারা বদ্ধ হইব না ॥ ২৮ ॥

হে ঈশ! আপনি করস্পর্শনাদি দ্বারা লৌকিক সখার ন্যায় আমাকে সম্মানিত করিলেন, এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, প্রজা সৃষ্টিরূপ আপনকার সেবায় অবস্থিত হইয়া অব্যাকুলচিত্তে যাবৎ পর্য্যন্ত উত্তম মধ্যম অধম ভেদে লোক সকলের সৃজন করি তাবৎ পর্য্যন্ত হে ভগবন্! আমার মনে উৎকট

স্থিতো মামে সমুন্নদ্ধ মদোঽজ মানিনঃ ॥
শ্রীভগবানুবাচ ॥ ২৯ ॥
জ্ঞানং পরম গুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ৩০ ॥
যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপ গুণ কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞান মস্তুতে মদনু গ্রহাৎ ॥ ৩১ ॥

মাদি ভেদেন স্বজানি তাবৎ তৎ সম্মান দাতাদহমপ্যজঃ স্বতন্ত্র ইতি মানিনো মে সমুন্নদ্ধ উৎ কটো মদো মাভূৎ যদ্বা মদো মাসমুন্নদ্ধ মাসমুন্নহ্‌তাঃ উদ্রিক্তো নভবেদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

জ্ঞানং শাস্ত্রোত্থং বিজ্ঞান মনুভবঃ রহস্যং ভক্তিঃ সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামীত্যাদি নির্দ্দেশাৎ তস্যাঙ্গং সাধনং ॥ ৩০ ॥

যাবান্ স্বরূপতঃ যথাভাবঃ যাদৃক্ সত্ত্বাবান্। যানিরূপাণি গুণাঃ কর্ম্মাণি চ যস্য ॥ ৩১ ॥

মদ যেন উদ্ভব না হয় অর্থাৎ আপনি আমাকে সম্মান করিলেন ইহাতে আমার মনে এমত অভিমান না হয় যে আমিও একজন স্বতন্ত্র পুরুষ ॥ ২৯ ॥

অনন্তর ব্রহ্মার এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি শাস্ত্রার্থ জ্ঞান, অনুভব, ভক্তি এবং ভক্তির সাধন এই সকল গ্রহণ কর আমি বলিতেছি॥ ৩০

আর আমার যে প্রকার স্বরূপ, যাদৃক্ সত্ত্ব, আর আমার গুণ ও কর্ম্ম যেরূপ আমার অনুগ্রহে এসকলের যথার্থ জ্ঞান তোমার হউক ॥ ৩১।

অহমেবা সমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎপরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং ॥ ৩২ ॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীযেত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।

এতদেব সম্যগুপদিশন্ যাবানিত্যস্যার্থং স্ফুটয়তি অহমেবাগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং আসংস্থিতঃ নান্যৎ কিঞ্চিৎ যৎসৎস্থূলং অসৎসূক্ষ্মং পরং তয়োঃ কারণং প্রধানং তস্যাপ্যন্ত মু খতয়া তদামষ্যেব লীনত্বাৎ। অহঞ্চ তদাআসমেব কেবলং নচান্যদকরবং। পশ্চাৎ সৃষ্টে রনন্তর মপ্যহমেবাস্মি। যদেতদ্বিশ্বং তদপ্যহ মেবাস্মি। প্রলয়ে যোঽব-শিষ্যেত সোঽপ্যহমেব। অনেন চানাদ্যন্তাদদ্বিতীয়ত্বাচ্চ পরি-পূর্ণোহমিত্যুক্তং ভবতি ॥ ৩২ ॥

যথাত্ম মায়াযোগেনেত্যনেন মায়য়া অপিপৃষ্টত্বাদ্বক্ষ্যমাণোপ যোগিত্বাচ্চ মায়াংনিরূপয়তি ঋতেঽর্থং বিনাপি বাস্তবমর্থং যদ্যতঃ কিমপ্যনিকক্তং আত্মন্যধিষ্ঠানে প্রতীয়েত তৎআত্মনো মম মায়াং

হে ব্রহ্মন্! এই সৃষ্টির পুর্ব্বে আমিই ছিলাম, অন্য কিছুই ছিলনা স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের কারণ যে প্রকৃতি তহাহাও ছিলনা, তৎকালে ঐ প্রকৃতি অন্তর্মুখতা রূপে বিলীন থাকে, পরন্তু তৎকালে কেবল আমি ছিলাম কিন্তু কিছুই করি নাই অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকি। সৃষ্টিরপূর্ব্বেও আমি আছি, এইযে জগৎ দেখিতেছ ইহাও আমিই এবং প্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও আমি, ফলতঃ আমি অনাদি অনন্ত এবং অদ্বিতীয় প্রযুক্ত পূর্ণ স্বরূপ ॥ ৩২ ॥

হে ব্রহ্মন্! আমার মায়ার স্বরূপ এইযে, যেবস্তু কোন অর্থ ভিন্ন প্রতীয় মান হয় এবং সৎ হইলেও আত্মাতে প্রতীয়

তদ্বিদ্যা দাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ ॥ ৩৩ ॥
যথামহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চা বচেম্বনু।
প্রবিষ্টান্য প্রবিষ্টানি তথাতেষু নতেম্বহং ॥ ৩৪ ॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।

বিদ্যাৎ যথা আভাসো দ্বিচন্দ্রাদিরিতি অর্থংবিনাপ্রতীতৌ দৃষ্টান্তঃ যথা তমঃইতি সতোঽপ্রতীতৌ ॥ ৩৩ ॥

যথাভাস ইত্যেতৎ স্পষ্টয়তি যথা মহাভূতানি ভৌতিকেষু অনু সৃষ্টে রনন্তরং প্রবিষ্টানিতেষু উপলভ্য মানত্বাৎ। অপ্রবিষ্টানিচ প্রাগেব কারণতয়া তেম্বাবিদ্যমানত্বাৎ তথাতেসু ভূতভৌতিকেম্বহং নচতেম্বহং এবস্তূতা মমসত্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

সাধনমাহ। আত্মন স্তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং বিচার্য্যং। তদেবাহ অন্বয়ঃ কার্য্যেষু কারণত্বেনানুবৃত্তিঃ। কারণাবস্থায়াঞ্চ

ভান হয় না তাহাই আমার মায়া, যেমন দুই চন্দ্র অর্থবিনা প্রতীতি মাত্র হয়, আর যেমন অন্ধকার বস্তুতঃ একটা পদার্থ হইলেও তাহা প্রকাশ পায় না তাহার ন্যায় মায়াও কখন কখন আত্মাতে প্রকাশ হয় না ॥ ৩৩ ॥

হে ব্রহ্মন! মহাভূত সকল যেমন সৃষ্টির পরে ভৌতিক পদার্থে প্রবেশ করে কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহাদের কারণ হওয়াতে সে সকলে অপ্রবিষ্ট থাকে, তদ্রূপ আমিও ভৌতিক পদার্থে প্রবিষ্ট এবং ঐ ভূত সকলে অপ্রবিষ্ট আছি অর্থাৎ আমার সত্তা ঐ রূপ ॥ ৩৪ ॥

যে ব্যক্তি আপনার তত্ত্ব জিজ্ঞাসু তিনি ইহা বিবেচনা করিবেন কোন্ বস্তু কার্য্য সকলে কারণ রূপে অনুগত এবং

অন্বয় ব্যতি রেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৩৫ ॥
এতন্মতঃ সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।
ভবান কল্প বিকল্পেষু নবিমুহ্যতি কর্হিচিৎ ॥
শ্রীশুকউবাচ ॥ ৩৬ ॥
সংপ্রাদিশ্যৈব মজনো জনানাং পরমেষ্ঠিনং।

তেভ্যোব্যতিরেকঃ। তথাজাগ্রদাদ্য বস্থাসু তত্ত্বং সাক্ষিতয় রেকশ্চ সমাধ্যাদৌ। এবমন্বয় ব্যতিরেকশ্চ সমাধ্যাদৌ ব্যতিরেকাভ্যাং যৎস্যাৎ সব্বত্র সর্ব্বদাচ তদেবাত্মেতি ॥ ৩৫
যৎপার্থিতঃ নেহমানঃ প্রজাসর্গমিতি তৎপ্রসাদীকরো ন্মতঃ সম্যগনুতিষ্ঠ। সমাধিনা চিত্তৈকাগ্র্যেণ। কল্পে বিবিধা সৃষ্টয়ঃ তেষুবিমোহং কর্তৃত্বাদ্যভিনিবেশং নযাস্যতা
এবং সং প্রাদিশ্য উপদিশ্য জনানাং পরমেষ্ঠিনং পরমে

কারণাবস্থায় তাহা হইতে পৃথক্
স্থার সাক্ষী স্বরূপে থাকেন, সমা
হে ব্রহ্মন! এই রূপ অন্বয় এবং
তিনিই আত্মা ॥ ৩৫ ॥

অহে! তুমি একাগ্রচিত্তে আ
এইরূপ করিলে কল্পে কল্পে
হইবে না, অর্থাৎ "আমি কর্ত্তা,,
মার কখন হইবে না ॥ ৩৬ ॥

শুকদেব কহিলেন মহারাজ! ভ
পরম আধিপত্যে স্থিত ব্রহ্মাকে

পশ্যত স্তস্য তদ্রূপ মাত্মনো ন্যরুণদ্ধরিঃ ॥ ৩৭ ॥
অন্তর্হিতেন্দ্রিয়ার্থায় হরয়ে বিহিতাঞ্জলিঃ।
শুশ্রূষমাণঃ শীলেন প্রশ্রয়েণ দমেনচ ॥ ৩৮ ॥
প্রজাপতি র্ধর্ম্মপতি রেকদা নিয়মান্ যমান্।
ভদ্রং প্রজানা মন্বিচ্ছন্নাতিষ্ঠৎ স্বার্থ কাম্যয়া ॥ ৩৯ ॥
তং নারদঃ প্রিয়তমো রিকথাদানা মনুব্রতঃ।
শুশ্রূষমাণঃ শীলেন প্রশ্রয়েণ দমেন নচ।

স্থিতঃ ব্রহ্মাণঃ আত্মন স্তদ্রূপং ন্যরুণৎ অন্তর্হিতবান্ ॥ ৩৭ ॥

অন্তর্হিত ইন্দ্রিয়ার্থঃ প্রত্যক্ষরূপং যেন তস্মৈ বদ্ধাঞ্জলিঃ সন্ ॥ ৩৮ ॥

তদনন্তরং পূর্ব্বোক্তো ব্রহ্মনারদ সম্বাদঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ প্রজাপতি রিতি পঞ্চভিঃ। প্রজানাং ভদ্রমন্বিচ্ছন বিমৃশন্ সৈবস্বার্থ কাম্যা স্বপ্রয়ো জনেচ্ছা তয়াযমনিয়মানাতিষ্ঠৎ ॥ ৩৯ ॥

রিকথদানাং পুত্রাণাং মধ্যে প্রিয়তমঃ তৎপিতরং সেবমানঃ শীলা-

তাঁহার সম্মুখেই আপনার সেই রূপ তিরোহিত করিলেন ॥ ৩৭ ॥

ভগবান্ যে রূপে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছিলেন তাহা অন্তর্হিত করিলে সর্ব্বভূতাত্মা ব্রহ্মা তাঁহাকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক এই সৃষ্টি, পূর্ব্বে যে রূপ ছিল সেই প্রকার সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩৮

হে রাজন! তদনন্তর ব্রহ্মার সহিত নারদের কথোপকথন হয়। এক দিবস ধর্ম্মপতি ঐ প্রজাপতি প্রজা সকলের মঙ্গল অন্বেষণ করিতে করিতে আপনার প্রয়োজন সাধন মানসে যম নিয়মাদি তপস্যা আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

তাহাতে তাঁহার দক্ষাদি পুত্রগণের মধ্যে প্রিয়তম পুত্র

মায়াং বিবিদিষন্ বিষ্ণোর্মায়েশস্য মহামুনিঃ।
মহাভাগবতো রাজন্ পিতরং পর্য্যতোষয়ৎ ॥ ৪০ ॥
তুষ্টং নিশাম্য পিতরং লোকানাং প্রপিতামহং।
দেবর্ষিঃ পরি পপ্রচ্ছ ভবান্ যন্মানু পৃচ্ছতি ॥ ৪১ ॥
তস্মাইদং ভাগবতং পুরাণং দশ লক্ষণং।
প্রোক্তং ভগবতা প্রাহ প্রীতঃ পুত্রায় ভূতকৃৎ ॥ ৪২ ॥

দিনা পরিতোষয়ামাস। কিমিচ্ছন্ বিষ্ণোর্মায়াং বিবিদিষন্ ॥ ৪০ ॥
নিশাম্য দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ মামাং ॥ ৪১ ॥
ভগবতা চতুঃ শ্লোক্যা সংক্ষেপেণ প্রোক্তং বিস্তরেণ প্রাহদশলক্ষণানি লক্ষনীয়া অর্থা বিদান্তে যস্মিন্ ॥ ৪২ ॥

নারদ মায়েশ বিষ্ণুর মায়া জানিতে অভিলাষ করিয়া তাঁহার সমীপে গমন করিলেন, এবং শীল, বিনয়, এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্ব্বক বিবিধ প্রকার তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! নারদের ঐ প্রকার শুশ্রূষায় তদীয় পিতা ব্রহ্মার পরিতোষ জন্মিল ॥ ৪০ ॥

নারদ লোক সকলের প্রপিতামহ আপন পিতা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট দেখিয়া এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ ॥ ৪১ ॥

ভগবান পূর্ব্বে চারিটী শ্লোকে সংক্ষেপে যে ভাগবত কহিয়াছিলেন, ভূত কর্ত্তা ব্রহ্মা প্রীত হইয়া সেই ভাগবত স্বীয় পুত্র নারদের নিকট বিস্তর করিয়া বলিলেন। হে রাজন্! তাহাতে দশটী অর্থ ছিল ॥ ৪২ ॥

নারদঃ প্রাহ মুনয়ে স্বরসত্যা স্তটে নৃপ।
ধ্যায়তে ব্রহ্ম পরমং ব্যাসায়ামিত তেজসে॥ ৪৩॥
যদুতাহং ত্বয়া পৃষ্টো বৈরাজাৎ পুরুষা দিদং।
যথাসীত্তদুপাখ্যাস্তে প্রশ্নানন্যাংশ্চ কৃৎস্নশঃ॥ ৪৪॥
ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীভাগবত প্রবৃত্তির্নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

তৎ সংপ্রদায়তো ভাগবতং ময়া জ্ঞাতমিত্যাশেয়েনাহ নারদইতি॥৪৩
ভাগবত ব্যাখ্যানেনৈব তৎ প্রশ্নানা মুত্তরং দাস্যামীত্যাহ যদুতেতি। পুরুষাবয়বৈর্লোকাঃ সপালাঃ পূর্ব্বকল্পিতা ইত্যাদিনা বৈরাজাৎ পুরুষাদিদং বিশ্বং কথমাসীদিতি যদহং ত্বয়া পৃষ্টঃ তদ্‌যথাবদুপাখ্যাস্যামি শৃণ্বিতি॥ ৪৪॥

॥ * ॥ ইতি দ্বিতীয়ে নবমঃ॥ * ॥ ৯॥ * ॥

ঐ ভাগবত সম্প্রদায় ক্রমে আমি জ্ঞাত হইয়াছি। মহামুনি বেদব্যাস সরস্বতী নদীর তীরে আসীন হইয়া যখন ভগবানের ধ্যান করিতে ছিলেন তখন ঐ নারদ যদৃচ্ছা ক্রমে এক দিবস তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে ঐ ভাগবত উপদেশ করেন॥ ৪৩॥

হে রাজন্‌! তুমি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ বৈরাজ পুরুষ হইতে এই বিশ্ব কি রূপে উৎপন্ন হয়? ঐ শ্লোক চতুষ্টয় ব্যাখ্যা দ্বারাই আমি তোমার ঐ প্রশ্নের ও অন্যান্য প্রশ্নেরও উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর॥ ৪৪॥

ইতি দ্বিতীয়ে নবম॥ * ॥ ৯॥ * ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥
অত্রসর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণ মূতয়ঃ।
মন্বন্তরে শানুকথা নিরোধ মুক্তিরাশ্রায়ঃ ॥ ১ ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানা মিহ লক্ষণং।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতে নার্থেন চাঞ্জসা ॥ ২ ॥

ততো ভাগবতব্যাখ্যা দ্বারৈব দশমেস্ফুটং। রাজপ্রশ্নোত্তরং বক্তুমারেভে বাদরায়ণিঃ ॥ ০ ॥

দশলক্ষণং পুরাণং প্রাহেত্যুক্তং তানি দশলক্ষণানি দর্শয়তি। অত্রেতি মন্বন্তরাণিচ ঈশানু কথাশ্চেতিদ্বন্দঃ। সর্গাদয়োহত্র দশার্থা লক্ষ্যন্তে ॥ ১ ॥

নন্বেব মর্থভেদাৎ শাস্ত্রভেদঃস্যাৎ তত্রাহ দশমস্যাশ্রয়স্য বিশুদ্ধ্যর্থং তত্ত্বজ্ঞানার্থং নবানাং লক্ষণং স্বরূপংএকস্যৈব প্রাধান্যান্নায়ং দোষ ইত্যর্থঃ। নন্বত্র নৈবং প্রতীয়তে অতআহ শ্রুতেন শ্রুত্যৈব স্তুত্যাদি স্থানেষু অঞ্জসা সাক্ষাৎ বর্ণয়ন্তি অর্থেন তাৎপর্য্য বৃত্ত্যাচ তত্তদাখ্যানেষু ॥ ২ ॥

দশমাধ্যায়ে ভাগবত ব্যাখ্যাদ্বারা ব্যক্ত রূপে শুকদেব রাজার প্রশ্নের উত্তর দান আরম্ভ করিলেন ॥ ০ ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ঐ ভাগবতে দশটী অর্থ আছে, যথা সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি, এবং আশ্রয়, এই দশটা অর্থ লক্ষিত হয় ॥ ১ ॥

যদিও এই দশটী অর্থ পরস্পর ভিন্ন, তথাচ ইহাতে শাস্ত্র ভিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ দশম পদার্থ যে আশ্রয় তাহার তত্ত্বজ্ঞানার্থ মহাত্ম গণ কোথাও শ্রুতি দ্বারা কোথাও সাক্ষাৎ কোথাও তাৎপর্য্য দ্বারা অন্য নয়টার লক্ষণ বর্ণন করেন ॥ ২ ॥

ভূতমাত্রেন্দ্রিয় ধিয়াং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ।
ব্রহ্মণো গুণ বৈষম্যা দ্বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥
স্থিতি বৈকুণ্ঠ বিজয় পোষণং তদনুগ্রহঃ।

সর্গাদীনাং প্রত্যেক লক্ষণমাহ ভূতানি আকাশাদীনি মাত্রাণি শব্দাদীনি ইন্দ্রিয়াণিচ ধীশব্দেন মহদহঙ্কারৌ। গুণানাং বৈষম্যাৎ পরিণামাৎ ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরাৎ কর্ত্তুঃ ভূতাদীনাং যদ্বিরাট্ রূপেণ স্বরূপতশ্চ জন্ম স সর্গঃ পুরুষো বৈরাজ স্তৎকৃতঃ পৌরুষঃ চরাচর সর্গো বিসর্গ ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

বৈকুণ্ঠস্য ভগবতো বিজয়ঃ সৃষ্টানাং তত্তন্মর্য্যাদা পালনেনোৎ কর্ষঃ স্থিতিঃ স্থানং স্বভক্তেষু তস্যানুগ্রহঃ পোষণং। তদনুগৃহীতানাং সতাং মন্বন্তরাধিপতীনাং ধর্ম্মঃ সদ্ধর্ম্মঃ কর্ম্মণাং বাসনাঃ যেএতস্ক সন্তানে উয়ন্তে কর্ম্মভিঃ সংতন্যন্তে ইত্যূতয়ঃ। যদ্বা বৃদ্ধ্যর্থাৎ সংশ্লে-

---

হে রাজন! গুণত্রয়ের পরিণাম হেতু কর্ত্তা পরমেশ্বর হইতে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র তথা একাদশ ইন্দ্রিয়, মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কার তত্ত্ব, এসকলের বিরাট্ রূপে ও স্বরূপে যে উৎপত্তি তাহারই নাম সর্গ, আর ব্রহ্মা হইতে যে চরাচর সৃষ্টি তাহার নাম বিসর্গ ॥ ৩ ॥

অপর সৃষ্ট জীব দিগের তত্তৎ মর্য্যাদা পালন দ্বারা যে উৎকর্ষ তাহার নাম স্থিতি। আর স্বীয় ভক্তের প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ তাহার নাম পোষণ। এবং কর্ম্মের বাসনার নাম ঊতি, ঐ ঊতি সুকৃতি দুষ্কৃতি নিবন্ধন

মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্ম ঊতয়ঃ কর্ম্ম বাসনাঃ ॥ ৪ ॥
অবতারানু চরিতং হরেশ্চাস্যানু বর্ত্তিনাং।
পুং সামীশ কথা প্রোক্তা নানাখ্যানোপ বৃংহিতাঃ ॥ ৫ ॥
নিরোধোঽস্যানু শয়ন মাত্মনঃ সহ সক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৬ ॥

যার্থাদ্বা বয়তে র্ধাতোরিদং রূপং ঊয়ন্তে কর্ম্মভি র্বর্দ্ধন্তে সংশ্লিষ্যন্তে ইত্যর্থেবা ঊতয়ঃ ॥ ৪ ॥

হরেরবতারানু চরিতং তস্যানু বর্ত্তিনাঞ্চ সতাংকথা ঈশানুকথাঃ প্রোক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অস্যাত্মনো জীবস্য হরে র্যোগনিদ্রা মনুপশ্চাৎ শক্তিভিঃ সহ শয়নং লয়ঃ নিরোধঃ। অন্যথারূপং অবিদ্যয়া অধ্যস্তং কর্ত্তৃত্বাদি হিত্বা স্বরূপেণ ব্রহ্মতয়া ব্যবস্থিতি র্মুক্তিঃ ॥ ৬ ॥

ন্ধনের হেতু। অপিচ ভগবানের অনুগৃহীত সাধু ব্যক্তিদিগের যে ধর্ম্ম তাহার নাম মন্বন্তর ॥ ৪ ॥

আর ভগবান্ হরির অবতার চরিত্র ও তাঁহার অনুবর্ত্তী সাধুদিগের কথা তাহার নাম ঈশকথা। ঐ কথা নানাবিধ আখ্যানে পরিবর্দ্ধিত আছে ॥ ৫ ॥

হে রাজন! ভগবান হরি যোগ নিদ্রা অবলম্বন করিলে পশ্চাৎ জীবের আত্ম উপাধির সহিত যে লয়, তাহার নাম নিরোধ, আর অন্যথা রূপ অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা আরোপিত কর্ত্তৃত্বাদি অভিনিবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব-রূপে যে অবস্থিতি তাহার নাম মুক্তি ॥ ৬ ॥

আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতশ্চাধ্যবসীয়তে।
সআশ্রয়ঃ পরংব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে ॥ ৭ ॥
যোঽধ্যাত্মিকোয়ং পুরুষ সোসাবেবাধি দৈবিকঃ।
যস্তত্রো ভয় বিচ্ছেদঃ পুরুষো হ্যাধি ভৌতিকঃ ॥ ৮ ॥
একমেকতরাভাবে যদানোপলভামহে।

আভাসঃ সৃষ্টিঃ নিরোধো লয়শ্চ যতোভবতি অধ্যবসীয়তে প্রকাশতেচ সব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি প্রসিদ্ধ আশ্রয়ঃ কথ্যতে ॥ ৭ ॥

আশ্রয় রূপমপরোক্ষানু ভবেন স্পষ্টং দর্শয়িতু মধ্যাত্মাদি বিভাগ মাহ যোঽয় মাধ্যাত্মিকঃ পুরুষশ্চক্ষুরাদিকরণাভিমানী দ্রষ্টাজীবঃ সত্রবাধিদৈবিক শ্চক্ষুরাদ্যধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদিঃ তত্রৈকস্মিন্নেবোভয়ঃ দ্বিরূপো বিচ্ছেদো যস্মাৎ স আধিভৌতিক শ্চক্ষুর্গোলোকাদ্যুপ লক্ষিতো দৃশ্যোদেহঃ পুরুষ ইতি পুরুষস্য জীবস্যোপাধিঃ সবাএব পুরুষোঽন্নরসময় ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ৮ ॥

একমেকতরাভাব ইত্যেতেষাং অন্যোন্য সাপেক্ষ সিদ্ধত্বেনানা

আর যাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি ও লয় হয় এবং যাহা হইাত এই বিশ্ব প্রকাশ পায়, তিনি পরম ব্রহ্ম ও পরমাত্মা নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহাকেই আশ্রয় বলাযায় ॥ ৭ ॥

হে রাজন! চক্ষুরাদিকরণাভিমানীদ্রষ্টাজীবস্বরূপ আধ্যাত্মিক পুরুষ তিনিই আধিদৈবিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গণের সূর্য্যাদি রূপ অধিষ্ঠাতা। এবং ঐ উভয় ভিন্ন চক্ষুর গোলকাদি বিশিষ্ট যে দৃশ্য দেহ তাহাকে অধিভূত পুরুষ অর্থাৎ পুরুষ রূপ জীবের উপাধি জানিবে ॥ ৮ ॥

উক্ত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতয়ের অভাব হইলে একটীকে

ত্রিতয়ং তত্র যোবেদ সআত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ ॥ ৯ ॥
পুরুষোহণ্ডং বিনির্ভিদ্য যদাসৌ সবিনির্গতঃ।

স্বত্বং দর্শয়তি তথাহি। দৃশ্যংবিনা তৎপ্রতীতানুমেয়ং করণং ন সিদ্ধ্যতি নাপিদ্রষ্টা নচ তদ্বিনা কারণ প্রবৃত্ত্যানুমেয় স্তদধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদিঃ নচতং বিনা কারণং প্রবর্ত্ততে নতদ্বিনাদৃশ্য মিত্যেবমেক তরস্যাভাবে একং নোপ লভামহে তত্রতদা তন্ত্রিতয়ং আলোচনাত্মকেন প্রত্যয়েন যেবেদ সাক্ষিতয়া পশ্যতি সপরমাত্মা আশ্রয়ঃ তেষামপি পরস্পর মাশ্রয়ত্ব মস্ত্যেবেতি তদ্ব্যবচ্ছেদার্থং বিশেষণং স্বাশ্রয়ঃ অনন্যাশ্রয়ঃ সচাসাবন্যেষামাশ্রয়শ্চেতি। তথাচ ভগবান্ বক্ষ্যতি দৃগ্রূপমার্কং বপুরত্ররন্ধ্রে পরস্পরং সিদ্ধ্যতি যঃ স্বতঃখে। আত্মা যদেষা মপরো যআদ্য স্বয়ানুভূত্যা খিলসিদ্ধসিদ্ধি রিতি। এতেনৈক ব্যভিচারিত্বাৎ তেষাং মায়াময়ত্বমপ্যুক্তং। অতএব পুরুষাবয়বৈর্লোকা সপালাঃ পূর্ব্বকল্পিতাঃ। লোকৈরমুষ্যাবয়বাঃ সপালৈ রিত্যনেনোক্তো বিরোধোপি পরিহৃতঃ ॥ ৯ ॥

উক্তমেবা ধ্যাত্মা দিবিভাগং প্রপঞ্চয়ন যদুক্তাহংত্বয়া পৃষ্টো বৈরাজাৎ পুরুষাদিদং। যথাসীত্তদুপাখ্যাস্যেইতি প্রতিজ্ঞাতং তদুৎ

আমরা দেখিতে পাই না, যিনি সাক্ষি স্বরূপে ত্রিতয়কে আলোচনা রূপ প্রত্যয় দ্বারা দেখিতেছেন সেই পরমাত্মাই আশ্রয় কিন্তু তিনি অনন্যাশ্রয় অর্থাৎ তাঁহার আশ্রয় কেহ নাই ॥ ৯ ॥

হে রাজন! বৈরাজ পুরুষ অণ্ড নির্ভেদ পূর্ব্বক নির্গত হইয়া আপনার নিবাস জন্য স্থান অন্বেষণ করত স্বয়ং শুদ্ধ এপ্রযুক্ত পবিত্র-গর্ভোদক নামে জলের সৃষ্টি করিলেন এবং

আত্মনোঽয়ন মন্বিচ্ছন্নপোঽস্রাক্ষীৎ শুচিঃ শুচীঃ ॥ ১০ ॥
তাস্ববাৎসীৎ স্বসৃষ্টাসু সহস্রং পরিবৎ সরান্।
তেন নারায়ণো নাম যদাপঃ পুরুষোদ্ভবাঃ ॥ ১১ ॥
দ্রব্যং কর্ম্মচ কালশ্চ স্বভাবো জীবএবচ।
যদনু গ্রহতঃ সন্তি নসন্তি যদুপেক্ষয়া ॥ ১২ ॥

পত্তিপ্রকার মাহ পুরুষ ইত্যাদিনা পুরুষো বৈরাজঃ অণ্ডং বিনির্ভিদ্য পৃথক্কৃত্বা নির্গতঃ পৃথক্স্থিত ইত্যর্থঃ। অয়নংস্থান মন্বিচ্ছন্ বিমৃশন্ যতঃ শুচিঃ স্বয়ং অতঃ শুচীঃ শুদ্ধা অপঃ গর্ভোদক সংজ্ঞা অস্রাক্ষীৎ সসর্জ্জ ॥ ১০ ॥

অপ্সু বাসং নারায়ণ নামনিরুক্ত্যা স্পষ্টয়তি তেন অপ্সু বাসেন যদ্যস্মাৎ পুরুষোনরঃ তস্মাদুদ্ভবো যাসাংতাঃ নারাআপো অয়ন মস্যেতি নারায়ণ ইত্যর্থঃ। তদুক্তং আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। তস্যতা অয়নং পূর্ব্বংতেন নারায়ণঃ স্মৃত ইতি ॥ ১১ ॥

তস্য প্রভাবমাহ। দ্রব্যং উপাদানং কর্ম্মাদীনি নিমিত্তানি জীবো ভোক্তা। যস্যানু গ্রহাৎ সন্তি কার্য্যক্ষমা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

স্বসৃষ্ট ঐ জলে সহস্র বৎসর যাবৎ তিনি বাস করিলেন ॥ ১০

হে নৃপ! সেই পুরুষের নাম নর অর্থাৎ জল তাঁহার অয়ন (বাসস্থান) হওয়াতে, তাহার নাম নারায়ণ হইয়াছে ॥ ১১ ॥

হে রাজন্! তাঁহার প্রভাব কি বলিব? পৃথিব্যাদি উপাদান সামগ্রী এবং কর্ম্ম, কাল, স্বভাব, ইত্যাদি নিমিত্ত সকল, আর জীব অর্থাৎ ভোক্তা ইহারা তাঁহার অনুগ্রহেই কার্য্য ক্ষম হয়, এবং তাঁহার উপেক্ষায় অভাব সদৃশ হয় ॥ ১২

একো নানাত্ব মন্বিচ্ছন্ যোগতল্পাৎ সমুত্থিতঃ।
বীর্য্যং হিরণ্ময়ং দেবো মায়য়া ব্যসৃজত্রিধা।
আধিদৈব মথা ধ্যাত্ম মধিভূত মিতি প্রভুঃ।
অথৈকং পৌরুষং বীর্য্যং ত্রিধা ভিদ্যত তচ্ছৃণু॥ ১৩॥
অন্তঃ শরীর আকাশাৎ পুরুষস্য বিচেষ্টতঃ।
ওজঃ সহো বলং জজ্ঞে ততঃ প্রাণো মহানসুঃ॥ ১৪॥

যোগ এব তল্পঃ শয্যা তস্মাৎ বীর্য্যং গর্ভরূপং দেহং হিরণ্ময় মিব প্রকশ বহুলং তস্যৈব প্রপঞ্চঃ অথেত্যাদিনা॥ ১৩॥

অন্তঃ শরীরে যঃ আকাশ স্তস্মাৎ ক্রিয়াশক্ত্যা তত্রবিবিধং চেষ্টমানস্য সতঃ ওজঃইন্দ্রিয় শক্তিঃ। সহোমনঃ শক্তিঃ। বলং দেহ শক্তিঃ। ততঃ ক্রিয়াশক্ত্যাত্মকাৎ সূক্ষ্মাৎ রূপাৎ প্রাণ, সূত্রাখ্য মহান্ মুখ্যঃ অসুঃ প্রাণঃ সর্ব্বেষাং॥ ১৪॥

এক সেই পরমেশ্বর যোগ রূপ শর্য্যা হইতে উত্থানের পর নানারূপ গ্রহণার্থ বাসনা করিয়া মায়াদ্বারা প্রকাশ বহুল গর্ভরূপদেহকে তিন প্রকার করিয়া সৃজন করিলেন, অর্থাৎ এক গর্ভরূপ দেহকে আধি দৈবিক, আধ্যাত্মিক, এবং আধি ভৌতিক এই তিন প্রকার করিয়া বিভিন্ন করিলেন, ইহার বিবরণ শ্রবণ কর॥ ১৩॥

তিনি ক্রিয়া শক্তি দ্বারা নানা প্রকার চেষ্টা আরম্ভ করিলে, তাঁহার শরীরান্তর্গত যে আকাশ তাহা হইতে ওজ (ইন্দ্রিয় শক্তি) সহ (মনঃ শক্তি) বল (দেহশক্তি) এবং ঐ ত্রিবিধ শক্ত্যাত্মক সূক্ষ্ম শরীর হইতে সূত্র নামক মহৎ অর্থাৎ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রাণ উৎপন্ন হয়॥ ১৪॥

অনুপ্রাণন্তি যং প্রাণাঃ প্রাণন্তং সর্ব্বজন্তুষু।
অপানন্ত মপানন্তি নরদেবমিবানুগাঃ ॥ ১৫ ॥
প্রাণেনাক্ষিপতা ক্ষুৎ তৃড়ন্তরা জায়তে বিভোঃ।
পিসতো যক্ষতশ্চ প্রাঙ্মুখং নিরভিদ্যত ॥ ১৬ ॥
মুখত স্তালু নির্ভিন্নং জিহ্বা তত্রোপ জায়তে।

মহত্ত্বং দর্শয়তি অম্বিতি প্রাণাইন্দ্রিয়াণি যং 'প্রাণন্তং চেষ্টাং কুর্ব্বন্তং অনুপশ্চাৎ প্রাণন্তি' চেষ্টাং কুর্ব্বন্তি। অপানন্তং চেষ্টাং ত্যজন্তং অনু অপানন্তি চেষ্টাং ত্যজন্তি রাজান মনুভৃত্যা ইব॥ ১৫ ॥

আক্ষিপতা চালয়তা নিমিত্তেন ক্ষুৎ ড়াদিকঞ্চ বিরাট জীবা ভেদেনোপাসনার্থ মুক্তং জায়তে স্ম ততোজক্ষতঃ ভক্ষয়িতু মিচ্ছতঃ ইত্যর্থঃ। প্রাকপ্রথমং নিরভিদ্যত বিভক্ত মভূৎ॥ ১৬ ॥

তালুঅধিষ্ঠানং জিহ্বাইন্দ্রিয়ং নানা রসো বিষয়ঃ বরুণশ্চ দেবতা

ভৃত্যগণ যেমন রাজার অনুবর্ত্তী হয় তদ্রূপ ঐ প্রাণ চেষ্টা যুক্ত হইলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রাণী দিগের ইন্দ্রিয় সকল চেষ্টান্বিত হয় এবং ঐ প্রাণ চেষ্টা ত্যাগ করিলে, ইন্দ্রিয় সকলের চেষ্টা ত্যাগ হয়॥ ১৫ ॥

ঐ প্রাণের সঞ্চালনে বিরাট্ জীবের ক্ষুধা তৃষ্ণা জন্মে, অনন্তর তিনি ভোজন এবং পান করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমতঃ তাঁহার মুখ বিভক্ত হইল ॥ ১৬ ॥

পরে ঐ মুখ হইতে তালু অর্থাৎ জিহ্বার অধিষ্ঠান নির্ভিন্ন হয়তাহাতে জিহ্বা অর্থাৎ রসনেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, তদনন্তর নানা রস এবং তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা বরুণ জন্মেন ঐ রস

ততো নানা রসো জজ্ঞে জিহ্বয়া যো ধিগম্যতে ॥ ১৭ ॥
বিবক্ষো মুখতো ভূম্নো বহ্নি র্বাখ্যাহৃতং তয়োঃ।
জলে চৈতস্ত সুচিরং নিরোধঃ সমজায়ত॥ ১৮ ॥
নাসিকে নিরভিদ্যেতাং দোধুয়তি নভস্বতি।
তত্রবায়ু গন্ধবহো গ্রাণো নাস জিঘৃক্ষতঃ ॥ ১৯ ॥
যদাত্মান ন্নিরালোক মাত্মানঞ্চ দিদৃক্ষতঃ।

বিষয় ইত্যেত চ্চতুষ্টয় মনুক্ত মপ্যাহুঃ॥ ১৭॥

বিবক্ষো র্বক্তু মিচ্ছোঃ মুখত এব বহ্নি দেবতা বাক ইন্দ্রিয়ং ব্যাহৃতং ভাষণং তয়োরিতি ইন্দ্রিয় দেবতাধীনত্বং কর্ম্মণো দর্শয়তি॥ ১৮॥

নভস্বতি প্রাণবায়ৌ দোধূয়মানে ২ত্যন্তং প্রচলতি সতি। তত্র নাস নাসিকায়াং বায়ুর্দ্দেবতা গন্ধং বহতীতি তথা অনেন গন্ধো বিষয়ো দর্শিতঃ। ঘ্রাণইন্দ্রিয়ং জিঘৃক্ষতঃ গন্ধং গ্রহীতু মিচ্ছতঃ॥ ১৯

নিরালোকং প্রকাশশূন্যং আত্মীদিতিশেষঃ নির্ম্মাক্ষিক মিতি বদ-

সকলেরজ্ঞান জিহ্বা দ্বারাই হইয়া থাকে॥ ১৭॥

অপর বাক্য বলিতে ইচ্ছা করিলে ঐ মুখ হইতে বাক্য এবং তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা অগ্নির উৎপত্তি হয়, কিন্তু তিনি যখন জলে শয়ান ছিলেন, তখন সুদীর্ঘ কাল ঐ ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ ছিল॥ ৮॥

অনন্তর তিনি যখন গন্ধ গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলেন, তখন তাঁহার ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় জন্মে এবং প্রাণ বায়ুর অতিশয় সঞ্চালনে দুই নাসিকা ও নাসিকার বিষয় গন্ধ এবং তাহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বায়ু উৎপন্ন হন॥ ১৯॥

যখন এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ শূন্য ছিল তখন আত্মদেহ

নির্ভিন্নে অক্ষিণী তস্য জ্যোতিশ্চক্ষু র্গুণগ্রহঃ ॥ ২০ ॥
বোধ্যমানস্য ঋষিভি রাত্মন স্তজ্জিঘৃক্ষতঃ।
কর্ণৌচাস্য বিভিদ্যেতাং দিশঃ শোত্রং গুণগ্রহঃ ॥ ২১ ॥
বস্তুনো মৃদুকাঠিন্য লঘু গুর্ব্বোষ্ণ শীততাং।
জিঘৃক্ষত স্ত্বগ্ নির্ভিন্না তস্যাং রোম মহীরুহাঃ।

ব্যষ্টী ভাবঃ। তদাআত্মানং দেহং চকারা দন্যচ্চ বস্তু দিদৃক্ষতঃ অক্ষিণী স্থানং জ্যোতি রাদিত্যো দেবতা চক্ষু রিন্দ্রিয়ং ততঃ গুণস্য রূপস্য গ্রহঃ গ্রহণং অনেন রূপং বিষয়ো দর্শিতঃ ॥ ২০ ॥

ঋষিভির্বেদৈ র্বোধ্যমানস্য। তদাত্মনঃ প্রবোধনং গ্রহীতুমিচ্ছতঃ ততো গুণ গ্রহঃ শব্দ গ্রহণং ॥ ২১ ॥

মৃদুত্বঞ্চ কাঠিন্যঞ্চ লঘুত্বঞ্চ গুরুত্বঞ্চ আউষ্ণত্বঞ্চ ইষদুষ্ণত্বং শীততা শ্চেতার্থঃ। যদ্যপ্যাত্তুষ্ণত্ব মপি তেজিন্দ্রিয় বিষয় এব তথাপি তস্য জিঘৃক্ষা ভাবাৎ উষ্ণমিত্যুক্তং। গুর্ব্বোষ্ণেতিপাঠে গলাদেশশ্ছান্দসঃ। বস্তুন

ও অন্যান্য বস্তু দেখিতে বাসনা হইলে চক্ষুর গোলক, চক্ষু রিন্দ্রিয় এবং তাহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সূর্য্যের সৃষ্টি হয়, ঐ ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপের গ্রহণ হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

তদনন্তর বেদ সকলের আত্ম প্রবোধক শব্দ গ্রহণ করিতে অভিলাষ হইলে কর্ণদ্বয় এবং কর্ণেন্দ্রিয় তথা তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা দিক্ এই সকলের উৎপত্তি হয় তাহাতে শব্দের গ্রহণ হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

পরে বস্তু সকলের মৃদুত্ব, কঠিনত্ব, লঘুত্ব, গুরুত্ব, উষ্ণত্ব, শীতত্ব এই সকল ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বসনা হইলে ত্বক্ অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান চর্ম্ম, এবং রোম কূপ, ত্বগিন্দ্রিয়, তাহার

তত্রচান্ত র্বহির্ব্বাত স্ত্বচালব্ধ গুণোবৃতঃ ॥ ২২
হস্তৌরুরুহতুস্তস্য নানা কর্ম্ম চিকীর্ষয়া।

এতান্ ধর্ম্মান্ জিঘৃক্ষত স্ত্বঙ্নির্ভিন্না ত্বগিন্দ্রিয়া ধিষ্ঠানংচর্ম্ম জাত মিত্যর্থঃ। তস্যাং রোমাণি ইন্দ্রিয়ং মহীরুহাশ্চ দেবতা জাতাঃ। বস্তুনি হস্তেনা তোলিতে লঘুত্ব গুরুত্বয়ো র্জ্ঞানার্ত্তয়ো রপি ত্বগিন্দ্রিয় বিষয়ত্বমিতি পৌরাণিকাঃ। তত্রত্বচি অন্তর্ব্বহিশ্চ বাতো বায়ুর্ব তঃ আবৃত্য স্থিতঃ কির্ত্তার নিষ্ঠাকথংভূতঃ ত্বচালব্ধো গুণঃ স্পর্শোযেন। অয়মর্থঃ ত্বগিন্দ্রিয় মেববহিঃ কণ্ডূতি সহিতং স্পর্শং গৃহ্লাৎ রোম শব্দেনোচ্যতে তত্রমহীরুহাণাং দেবতাত্বং। অন্তর্ব্বহিশ্চ স্পর্শং গৃহ্নত তদেব ত্বকশব্দে নোচ্যতে তত্র বাতো দেবতা। তথাচ তৃতীয়ে বক্ষ্যতি। ত্বচমস্য বির্নির্ভিন্নাং বিবিশু র্ধিষ্ণ্য মোষধিঃ। অংশেন রোমভি কণ্ডুং যৈরসৌ প্রতিপদ্যতে। নির্ভিন্নান্যস্য চর্ম্মাণি লোক পালো নিলোবিশৎ। প্রাণেনাংশেন সংস্পর্শং যেনাসৌপ্রতি পদ্যত ইতি। তত্রচর্ম্মাণীতি চর্ম্মোপলক্ষিতা ত্বগিত্যর্থঃ। প্রাণেনাংশেনেতি প্রাণবায়ু ব্যাপ্তেন ত্বগিন্দ্রিয়েণেত্যর্থঃ। বহ্বৃচ শ্রুতৌ ত্বেক এবাংশো নির্দ্দিষ্টঃ। ত্বক্নিরভিদ্যত ত্বচোলোমানি লোমভ্য ওষধি বনস্পতয় ইতি ॥ ২২ ॥

রুরুহতুঃ নির্ভিন্নৌ। বলমিন্দ্রিয়ং। ইন্দ্রোদেবতা। তদুভয়াশ্রয়ং

অধিষ্ঠাতৃদেবতা বৃক্ষ ইত্যাদি উদ্ভব হয়। ঐ ত্বচের অন্তরে এবং বহির্ভাগে বায়ু আবরণ করিয়া থাকাতে তদ্দ্বারা স্পর্শ জ্ঞান সম্পন্ন হয় ॥ ২২ ॥

অপর তাঁহার নানা কর্ম্ম করিতে বাসনা হইলে হস্তদ্বয় এবং তদিন্দ্রিয় স্বরূপ বল ও তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা ইন্দ্রের জন্ম

তয়োস্তু বলবানিন্দ্র আদান মুভয়াশ্রয়ং ॥ ২৩ ॥

গতিংজিগীষতঃ পাদৌ রুরুহাতেভি কামিকাং ।

পদভ্যাং যজ্ঞং স্বয়ং হব্যং কর্ম্মভিঃ ক্রিয়তে নৃভিঃ ॥ ২৪ ॥

নিরভিদ্যত শিশ্নোবৈ প্রজানন্দামৃতার্থিনঃ ।

আদানং কর্ম্ম ॥ ২৩ ॥

অভিকামিকাং অভীষ্টাং বিহিতামিত্যর্থঃ । পদ্ভ্যাং সহযজ্ঞো বিষ্ণুরেব স্বয়ং তদধিষ্ঠাতৃ রূপেণ স্থিতঃ । কর্ম্মভির্নৃভিতি গত্যাখ্য কর্ম্মশক্তি রিন্দ্রিয় মুক্তং । হব্যং ক্রিয়তে ইতি গতি প্রাপ্যং যজ্ঞার্থং দ্রব্যং বিষয় ইত্যুক্তং । নৃভিরিতি ব্যষ্টি জীবেষ্বপি ইয় মেবরীতি দর্শয়ন্ নরাধিকারত্বং যজ্ঞাদীনাং দর্শয়তি ॥ ২৫ ॥

প্রজা অপত্যং আনন্দোরতিঃ । অমৃতং স্বর্গাদি তদর্থিনঃ । শিশ্নো রধিষ্ঠানং । উপস্থ ইন্দ্রিয়ং । প্রজাপতি শ্চাসীদিতিজ্ঞেয়ং । তদুভয়াশ্রয়ং ইন্দ্রিয় দেবতাশ্রয়ং কামানাং স্ত্রীসম্ভোগানাং সর্ব্বঙ্কি

হয় । ঐ হস্তদ্বয়ের কর্ম্ম গ্রহণ ॥ ২৩ ॥

আর অভীষ্ট-গতি জয় করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার পদদ্বয়ের উৎপত্তি হইল, এবং যজ্ঞ মূর্ত্তি স্বয়ং বিষ্ণু ঐ পদদ্বয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে অবস্থিত হইলেন। মনুষ্য গণ তদ্যোগে গতি নামক কর্ম্ম শক্তি দ্বারা যজ্ঞাদি করিয়া থাকে অতএব নামক কর্ম্ম শক্তিই ঐ পদের ইন্দ্রিয় এবং যজ্ঞ সাধন দ্রব্যই তাহার বিষয় ॥ ২৪ ॥

অপর সন্তানোৎপত্তি এবং রতি তথা স্বর্গ ইত্যাদি বিষয়ে কামনা হওয়াতে তাঁহার উপস্থ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান স্বরূপ শিশ্ন এবং উপস্থ ইন্দ্রিয় আর তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা প্রজাপতির উদ্ভব হইল, স্ত্রী সম্ভোগাদিসুখ, ঐ ইন্দ্রিয় এবং তদধিষ্ঠাতৃ

উপস্থ আসীৎ কামানাং প্রিয়ং তদুভয়াশ্রয়ং ॥ ২৫ ॥
উৎসিসৃক্ষোর্ধাতুমলং নিরভিদ্যত বৈগুদং।
ততঃ পায়ুস্ততোমিত্র উৎসর্গ উভয়াশ্রয়ঃ ॥ ২৬ ॥
আসিসৃপ্সোঃ পুরঃ পুর্য্যা নাভিদ্বারমপানতঃ।
তত্রাপানস্ততোমৃত্যুঃ পৃথকত্বমুভয়াশ্রয়ং ॥ ২৭ ॥
আদিৎসোরন্নপানানামাসন কুক্ষ্যান্ত্রনাড়য়ঃ।

প্রিয়ং সুখং ॥ ২৫ ॥

ধাতুমলং ভুক্তান্নাদীনামসারাংশঃ তান্তু্যিচ্ছোঃ। গুদপায়ু মিত্রোৎসর্গা অধিষ্ঠানেন্দ্রিয় দেবতা বিষয়াঃ ॥ ২৬ ॥

পুর্য্যাদেহাৎ পুরঃ দেহান্তরাণি আসৃপ্সোঃ সর্বতো গন্তুমিচ্ছোঃ নিরভিদ্যতেত্যনুষঙ্গঃ। অপানতঃ অপগচ্ছতঃ পৃথক্‌ত্বং মরণং। নাভ্যাদীন্যধিষ্ঠানাদীনি নাভ্যাংহি প্রাণাপানয়োর্বন্ধবিশ্লেষে মৃত্যুরিতি প্রসিদ্ধং ॥ ২৭ ॥

অন্নপানানাং আদিৎসোঃ সংগ্রহেচ্ছোঃ কুক্ষিশ্চ আন্ত্রাণিচ নাড্যা

দেবতার অধীন ॥ ২৫ ॥

অপিচ ভুক্ত অন্নাদির অসার অংশ ত্যাগ করিতে বাঞ্ছা হওয়াতে গুহ্যরন্ধ্র ও তদিন্দ্রিয় পায়ু এবং তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা মিত্রের সৃষ্টি হইল। মল ত্যাগ এই ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ॥ ২৬ ॥

আর এক দেহ হইতে অন্য দেহে সর্ব্বতো ভাবে গমন ইচ্ছা হওয়াতে নাভি দ্বার-অপান এবং মৃত্যুর উদ্ভব হইল। নাভি দেশে প্রাণ বায়ু ও অপান বায়ুর বিশ্লেষ হইলেই মৃত্যু হয়, অতএব বহির্গমনশীল অপান বায়ুরও পৃথকত্বও সৃষ্টি হয় ॥ ২৭

অপর অন্ন পানাদি সংগ্রহ করিতে বাসনা করিলে, উদর,

নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ তযো স্তুষ্টিঃ পুষ্টি স্তদাশ্রয়ে ॥ ২৮ ॥
নিদিধ্যাসো রাত্ম মায়াং হৃদয়ং নিরভিদ্যত।
ততোমনশ্চন্দ্র ইতি সংকল্পঃ কামএবচ ॥ ২৯ ॥
ত্বক চর্ম্ম মাংস রুধির মেদো মজ্জাস্থিধাতবঃ।

শচাসন অন্ত্রকুক্ষিরধিষ্ঠানং অন্নঃ সংগ্রহে অন্ত্রং করণ মিন্দ্রিয় স্থানীয়ং। নাড্যস্তু প্রাণসংগ্রহে। তয়োর্নাড্যন্ত্র বর্গয়ো ক্রমেণ নদাঃ সমুদ্রাশ্চ দেবতে। তুষ্টিরুদর ভরণং। পুষ্টিস্তু রস পরিণামতঃ স্থৌল্যং তদাশ্রযে তদুভয়নিমিত্তে তত্রাপ্ত সংগ্রহেচ্ছোঃ কুক্ষ্যন্ত্র সমুদ্র তুষ্টয় ইতি চতুষ্টয়ং। পেয় সংগ্রহেচ্ছোঃ কুক্ষিনাড়ী নদীপুষ্টয় ইতি বিবেকঃ ॥ ২৮ ॥

নিদিধ্যাসো নিতরাং চিন্তয়িতু মিচ্ছোঃ। কামোঽভিলাষঃ। হৃদয় মনশ্চন্দ্র সংকল্পা অধিষ্ঠানাদয়ঃ ॥ ২৯ ॥

তদেব মধিদেবাদিভেদং বিভজ্যোদিংক্ত্বা তদংশভূতানাং স্বরূপমাহ

অন্ত্র, এবং নাড়ীর উৎপত্তি হইল, তন্মধ্যে কুক্ষি অধিষ্ঠান, অন্ত্র অন্ন সংগ্রহে এবং নাড়ী পান সংগ্রহে ইন্দ্রিয়, অন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সমুদ্র, এবং নাড়ীর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা নদী, তুষ্টি অর্থাৎ উদর ভরণ, পুষ্টি অর্থাৎ রস পরিণাম দ্বারা শরীরে স্থূলতা এই দুই বিষয় অন্ত্র এবং নাড়ী হইতে হয় ॥ ২৮

আর আত্ম মায়ার বিষয় চিন্তা করিতে বাসনা করিলে হৃদয়, মনঃ, সংকল্প, অভিলাষ, এবং মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা চন্দ্র এই সকলের সৃষ্টি হইল ॥ ২৯ ॥

অপিচ দেহের স্থূল ত্বক্ এবং তদুপরি সুক্ষ্ম চর্ম্ম, তথা মাংস, শোণিত, মেদঃ, মজ্জা, অস্থি, এই সপ্ত ধাতু, ভূমি,

ভূম্যপ্তেজো ময়াঃ সপ্ত প্রাণো ব্যোমাম্বুবায়ুভিঃ ॥ ৩০

গুণাত্মকানীন্দ্রিয়াণি ভূতাদি প্রভবাগুণাঃ।
মনঃ সর্ব্ব বিকারাত্মা বুদ্ধির্বিজ্ঞান রূপিণী ॥ ৩১ ॥

ত্বগিতি দ্বাভ্যাং। ত্বক্ স্থূলঃ চর্ম্ম তদুপরিস্থিতং সূক্ষ্মং ত্বগাদয়ো হস্থান্তাঃ দ্বন্দ্বৈক বদ্ভাবেন নির্দ্দিষ্টাঃ সপ্তযে ধাতবঃ তে ভূম্যপ্ তেজো ময়াঃ তেষাং পাঞ্চভৌতিকত্বেপি বায়ুবাকাশয়ো রাশ্রয় রূপত্বেন সংবর্দ্ধকত্বা ভাবাদেবমুক্তং ॥ ৩০ ॥

গুণাত্মকানি গুণেষু শব্দাদিষু আত্মা যেষাং বিষয়াভিমুখ স্বভাবানীত্যর্থঃ। গুণাঃ শব্দাদয়োভূতাদি রহঙ্কারঃ ততঃ প্রকর্ষেণ ভবন্তীতি তথা অহঙ্কার কল্পিত শোভন স্বভাবা নবস্তুত ইত্যর্থঃ। অত্রহেতুঃ যতোমনঃ সর্ব্ববিকারাণাং আত্মা স্বরূপং বুদ্ধি স্তথা ভূতার্থ বিজ্ঞান রূপিণী নতু পরমার্থ গ্রাহিণীতি বৈরাগ্যার্থ মুক্তং অনেনৈব বুদ্ধিমনসোঃ স্বরূপশ্চোক্তং ॥ ৩১ ॥

জল, এবং তেজঃ এই তিন হইতে হইল। যদিও সৃষ্টবস্তু পাঞ্চ ভৌতিক তথাপি বায়ু এবং আকাশ ঐ সকলকে সম্বর্দ্ধিত করেনা এপ্রযুক্ত ঐ দুয়ের সম্বন্ধ গণ্য হয় নাই, আর আকাশ, জল, এবং বায়ু, এই তিন হইতে প্রাণ বায়ুর উৎপত্তি হইল ॥ ৩০ ॥

এবং বিষয়াভিমুখস্বভাব ইন্দ্রিয় গণ, তথা শব্দাদি গুণ সকল অহঙ্কার হইতে উদ্ভব হয় অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে তাহাদের শোভন স্বভাব কল্পিত হয়, বস্তুতঃ তাহারা তদ্রূপ নহে। আর সর্ব্ব বিকার স্বরূপ মনঃ এবং ভূতার্থ বিজ্ঞান রূপিণী বুদ্ধির সৃষ্টি হয় ॥ ৩১ ॥

এতদ্ভাগবতোরূপং স্থূলং তে ব্যাহৃতংময়া ।
মহ্যাদিভিশ্চাবরণৈ রষ্টভি বহিরাবৃতং ॥ ৩২ ॥
অতঃপরং সূক্ষ্মতম মব্যক্তং নির্বিশেষণং ।
অনাদি মধ্য নিধনং নিত্যং বাঙ্মনসঃ পরং ॥ ৩৩ ॥
অমুনী ভগবদ্রূপে ময়াতে হ্যনু বর্ণিতে ।

উপসংহরতি এতদিতি প্রকৃত্যা মহাষ্টভিঃ ॥ ৩২ ॥

স্থূল মুক্ত্বা সূক্ষ্মং সমষ্টি লিঙ্গশরীর মাহ অতঃপর মমা কারণভূতং সূক্ষ্মতমং অতীন্দ্রিয়ং যতোঽব্যক্তং তৎকৃতঃ যতোনির্বিশেষণং । তৎকৃতঃ অনাদিমধ্য নিধনং উৎপত্তি স্থিতি লয় শূন্যং নিত্যং সদৈক রূপং অপক্ষয়াদিশূন্য মিত্যর্থঃ অতএব বাক্‌চ মনশ্চেতি দ্বন্দ্বৈক্যং তস্মাৎপরং ॥ ৩৩ ॥

উপাসনার্থং ভগবত্যারোপিতং রূপদ্বয় মপবদতি অমুনীতি ন

হে রাজন্! ভগবানের স্থূল রূপ এই প্রকার, তাহা তোমাকে কহিলাম, ঐ স্থূলরূপের বহির্ভাগে পৃথিব্যাদি অষ্ট আবরণে আবৃত আছে ॥ ৩২ ॥

মহারাজ! এই যে স্থূল রূপ বর্ণন করিলাম ইহা ভিন্ন সূক্ষ্মরূপ-লিঙ্গ শরীরও আছে, তাহা ঐ স্থূল শরীরের কারণ স্বরূপ, তাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, যে হেতু তাহার কোন বিশেষণ নাই এবং তাহা উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়শূন্য, ওসর্ব্বদা এক রূপ অর্থাৎ অপক্ষয়াদি রহিত এপ্রযুক্ত বাক্য ও মনের অগোচর ॥ ৩৩ ॥

হে রাজন! ভগবানের এই যে স্থূলও সূক্ষ্ম দুই প্রকার রূপ আরোপিত হইয়া থাকে তদুভয়ই তোমার নিকট বর্ণন

১৮৭

উভে অপিন গৃহ্ণন্তি মায়াসৃষ্টে বিপশ্চিতঃ ॥ ৩৪ ॥
সবাচ্য বাচক তয়া ভগবান্ ব্রহ্মরূপধৃক্ ।
নাম রূপ ক্রিয়াধত্তে সকর্ম্মা কর্ম্মকঃ পরঃ ॥ ৩৫ ॥
প্রজাপতীন্ মনূন দেবানৃষীন্ পিতৃ গণান্ পৃথক্ ।
সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব্বান্ বিদ্যাধ্রা সুর গুহ্য কান ।
কিন্নরাপ্সরসো নাগান্ সর্পান্ কিং পুরুষান্নরান্ ।
মাতৃ রক্ষঃ পিশাচাংশ্চ প্রেত ভূত বিনায়কান ॥ ৩৬ ॥

গৃহ্নন্তি নবস্তুতোহঙ্গী কুর্ব্বন্তি যতো মায়াসৃষ্টে ॥ ৩৪ ॥

যদ্রূপ গুণকর্ম্মক ইতি যদুক্তং ভগবতা ব্রহ্মাণং প্রতিতৎপ্রপঞ্চয়িতুং ব্রহ্মাদিরূপাণি তৎ কর্ম্মাণি চাহ স ইত্যাদিনা। ইত্থং ভাবেনেতাতঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন। সভগবান্ ব্রহ্মরূপ ধৃক সন বাচ্য বাচক তয়া বাচকতয়া নামানি বাচ্যতয়া রূপাণি ক্রিয়াশ্চধত্তে সৃজতীত্যর্থঃ। মায়য়া সকর্ম্মা সব্যাপারঃ সন্। বস্তুতস্তু অকর্ম্মকঃ ॥ ৩৫ ॥

এতৎ প্রপঞ্চয়তি প্রজাপতীনিতি। সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। দ্বিতীয়ান্ত্যানাং ধত্তে ইত্যনেনান্বয়ঃ। তত্রপ্রজাপত্যাদীনি নামানি তদ্বাচ্যানি রূপাণি তৎ কর্ম্মাণিচ জ্ঞেয়ানি পৃথক তত্তদবান্তর ভেদেন ॥ ৩৬ ॥

করিলাম, কিন্তু ঐ দুই রূপই মায়া কল্পিত, এইনিমিত্ত পণ্ডিতেরা তাহা বস্তুত অঙ্গীকার করেননা ॥ ৩৪ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মরূপ ধারণ করিয়া বাচকত্ব রূপে নাম এবং বাচ্যত্বরূপে রূপ ও ক্রিয়া সৃষ্টি করেন। যদিও তিনি বস্তুতঃ অকর্ম্মক তথাচ মায়া দ্বারা সকর্ম্মা অর্থাৎ ব্যাপার বিশিষ্ট হয়েন ॥ ৩৫ ॥

প্রজাপতি, মনু, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অসুর, যক্ষ, কিন্নর, অপ্সরা, নাগ, সর্প, কিংপুরুষ, নর, মাতৃগণ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রেত, বিনায়ক, ॥ ৩৬ ॥

কুষ্মাণ্ডোন্মাদ বেতালান্ যাতুধানান্ গ্রহানপি ।
মৃগান্ খগান্ পশূন্ বৃক্ষান্ গিরীন্নৃপ সরীসৃপান্ ॥ ৩৭ ॥
দ্বিবিধাশ্চতুর্বিধা যেঽন্যে জলস্থল নভৌকসাঃ ॥ ৩৮ ॥
কুশলা কুশলা মিশ্রাঃ কর্ম্মণাং গতয়াস্ত্বমাঃ ।
সত্ত্বং রজ স্তমইতি তিস্রঃ সুর নৃ নারকাঃ ॥ ৩৯ ॥

গিরীনিত্যস্যানন্তরং নৃপেতি সম্বোধনং ॥ ৩৭ ॥

দ্বিবিধাঃ স্থাবর জঙ্গম রূপেণ চতুর্ব্বিধা জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জ-রূপেণ জল স্থল নভাংসি ওকাংসি যেষাং তানপি সৃষ্ট ইতি পূর্ব্বেণৈব

যচ্চ রাজ্ঞাপৃষ্টং যাবতাঃ কর্ম্ম গতয়ো যাদৃশী দ্বিজসত্তমেতি তস্যাপি প্রসঙ্গা দনেনৈবোত্তর মাহ কুশলা উত্তমাঃ অকুশলা নীচাঃ মিশ্রাইতি পদান্তরং মিশ্রা মধ্যমাঃ । কর্ম্মণাং পুণ্যাপুণ্য মিশ্রাণাং । গতয়ঃ কলানি সত্ত্বাদি ভেদেন কর্ম্ম গতি বৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়তি সত্ত্বমিতি সার্দ্ধেন সত্ত্বাদয়ঃ তিস্রো গতয়ঃ । সুরাদি শব্দা ঋষ্যাদীনামুপ লক্ষণার্থাঃ ॥ ৩৯ ॥

কুষ্মাণ্ড, উন্মাদ, বেতাল, রাক্ষস, গ্রহ, মৃগ, পক্ষী, পশু, বৃক্ষ, পর্ব্বত, সরীসৃপ। হে মহারাজ! এই সকলের সৃষ্টি তিনিই করেন॥ ৩৭ ॥

আর স্থাবর, জঙ্গম, এই দ্বিবিধ ভূত তথা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, এই চতুর্ব্বিধ ভূত, তথা জলচর, ভূচর, খেচর, এ সকলের সৃষ্টিও ঐ পুরুষ হইতে হয় ॥ ৩৮ ॥

হেরাজন! ইহাদের মধ্যে উত্তম, মধ্যম অধম আছে, তাহাদিগের পুণ্য পাপ এবং মিশ্রিত পাপ পুণ্যের গতি অর্থাৎ ফলও আছে। মহারাজ! দেবতা মনুষ্য, এবং নারকী এই তিন প্রকার শরীর প্রাপ্তি, সত্ত্ব, রজঃ, এবং তমঃ এই তিন গুণের ফল॥ ৩৯ ॥

তত্রাপ্যেকৈকশো রাজন্ ভিদ্যন্তে গতয়স্ত্রিধা।
যদৈকৈকতরোঽন্যাভ্যাং স্বভাব উপহন্যতে ॥ ৪০ ॥
স এবেদং জগদ্ধাতা ভগবান্ ধর্ম্মরূপ ধৃক্।
পুষ্ণাতি স্থাপয়ন্ বিশ্বং তির্য্যঙ্ নর সুরাদিভিঃ ॥ ৪১ ॥
ততঃ কালাগ্নি রুদ্রাত্মা যৎসৃষ্টমিদমাত্মনঃ।
সংনিযচ্ছতি তৎকালে ঘনানীক মিবানিলঃ ॥ ৪২ ॥

অন্যাভ্যাং গুণাভ্যাং স্বভাবো গুণঃ উপহন্যতে অনুবিধ্যতে ॥ ৪০ ॥
ব্রহ্মরূপেণ স্রষ্টৃত্বমুক্ত্বা বিষ্ণুরূপেণ পালকত্ব মাহ সএব ভগবান্ তির্য্যগাদ্যবতারৈরিদং বিশ্বং স্থাপয়ন্ পালয়ন্ ধর্ম্মরূপেণ পুষ্ণাতি ভোগৈঃ সম্বর্দ্ধয়তি ॥ ৪১ ॥
রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তৃত্বমাহ তত ইতি। আত্মনঃ সকাশাদ্যদিদং সৃষ্টং তৎসংনিযচ্ছতি সংহরতি ॥ ৪২ ॥

হে রাজন! ঐ তিন গুণের মধ্যেও এক একটীর গতি উত্তম মধ্যম অধম ভেদে তিন২ প্রকার হইয়া নয় প্রকার হয়, কারণ, এক একটী গুণ অন্য দুই গুণে অনুবিদ্ধ হইয়া থাকে, যথা রজঃ স্বভাব মনুষ্য সত্বসভাবমিশ্রগুণের আধিক্য প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ হয়, এবং তমঃ স্বভাব মিশ্রণের আধিক্য প্রযুক্ত শূদ্রত্ব লাভ করেন, এই প্রকার অন্যান্য গুণেরও হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

সে যাহা হউক জগদ্বিধান কর্ত্তা ভগবানই পশু, নর, দেবতা, ইত্যাদি অবতার দ্বারা এই বিশ্বকে পালন করত বিষ্ণুরূপী হইয়া ভোগ দ্বারা সম্বর্দ্ধন করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

এবং তিনিই যুগান্ত সময়ে কাল, অগ্নি, এবং রুদ্র রূপ হইয়া বায়ু যেমন মেঘাবলিকে ছিন্ন ভিন্ন করে তাহার ন্যায় আত্মসৃষ্ট এই বিশ্বের সংহার করিবেন ॥ ৪২ ॥

ইত্থংভাবেন কথিতো ভগবান্ ভগবত্তমৈঃ।
নেত্থংভাবেন হিপরং দ্রষ্টুমর্হন্তি সূরয়ঃ॥ ৪৩॥
নাস্য কর্ম্মাণি জন্মাদৌ পরস্যানু বিধীয়তে।
কর্ত্তৃত্ব প্রতি যেধার্থং মায়য়া রোপিতংহিতৎ॥ ৪৪॥
অয়ন্তু ব্রহ্মণঃ কল্পঃ সবিকল্প উদাহৃতঃ।

কর্ত্তৃত্বাদ্যপবাদেন দর্শনস্য শুদ্ধিমাহ ইত্থং ভাবেন স্রষ্টৃত্বাদি রূপেণ। তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ সোহকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েত্যাদি শ্রুত্যা কথিতঃ। সূরয়স্তু পরং কেবলং এবং রূপেণৈব দ্রষ্টুং নার্হন্তি॥ ৪৩॥

তৎকিং মতঃ অস্য বিশ্বস্য জন্মাদৌ কর্ম্মণি পরস্যেশ্বরস্য ইত্থং ভাবঃ কর্ত্তৃত্বং নাস্তি শ্রুত্যাপি তাৎপর্য্যেণ নপ্রতি পাদ্যতে কিন্তু অনুবিধীয়তে অনুবর্ণ্যতে। কর্ত্তৃত্ব প্রতিষেধার্থং। হিযতো মায়য়া তৎ আরোপিতং প্রকাশিতং তথাচ শ্রুতিঃ। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং। ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরু রূপ ঈয়তে ইত্যাদ্যাঃ॥ ৫৪॥

উক্ত মর্থমুপসংহরতি অয়ন্ত্বিতি। ব্রহ্মণঃ সম্বন্ধী কল্পো মহাকল্পঃ বিকল্পোঽবান্তরঃ তৎসহিতঃ উদাহৃতঃ উদাহরণত্বেন সংক্ষেপত উক্তঃ

হে রাজন সাধু ব্যক্তিরা এই প্রকার স্রষ্টৃত্বাদি রূপে ভগবানের স্বরূপ কহিয়া থাকেন কিন্তু পণ্ডিত গণ কেবল এই রূপেই তাঁহাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন না॥ ৪৩॥

মহারাজ! বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি এবং সংহার ইত্যাদিতে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব নাই শ্রুতিরও ঐরূপ তাৎপর্য্য দেখা যায় না তাহা কেবল মায়াদ্বারা আরোপিত হয়, তাহার প্রতি ষেধ নিমিত্তই শ্রুতিতে ঐ রূপ বর্ণন করেন॥ ৪৪॥

হে রাজন! ব্রহ্মার অবান্তর কল্পের সহিত এই মহা কল্প উদাহরণ স্বরূপে সংক্ষেপে উক্ত হইল। অর্থাৎ মহাকল্পে

বিধিঃ সাধারণো যত্র সর্গাঃ প্রাকৃত বৈকৃতাঃ ॥ ৪৫ ॥
পরিমাণঞ্চ কালস্য কল্প লক্ষণ বিগ্রহং ।
যথাপুরস্তাদ্ব্যাখ্যাস্যে পাদ্মং কল্পমথো শৃণু ।
শ্রীশৌনক উবাচ ॥ ৪৬ ॥
যদাহনো ভবান্ সূত ক্ষত্তা ভাগবতোত্তমঃ ।

কথং ভূতঃ যত্র মহাকল্পে প্রাকৃতা মহদাদি সর্গা অবান্তর কল্পেচ বৈকৃতাঃ স্থাবরাদি সর্গা ইত্যয়ং বিধিঃ প্রকারঃ অন্যৈ মর্হাকল্পাদিভিঃ সাধারণঃ ॥ ৪৫ ॥

বক্ষ্যমাণং বিস্তারং প্রতিজানীতে পরিমাণং স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ কল্পস্য লক্ষণং ইয়ান্ এবং রূপ ইতি তদ্বিগ্রহং অবান্তর কল্পং মন্বন্তরাদি রূপং বিভাগঞ্চ যথাবৎ বিস্তরেণ পুরস্তাৎ তৃতীয় স্কন্ধে ব্যাখ্যাস্যামি । তত্রচ পাদ্মং কল্পং অথো ইতি কার্ৎস্নেন ব্যাখ্যায়মানং শৃণু ॥ ৪৬ ॥

যদর্থং সৃষ্ট্যাদি নিরূপণং তদেব সাক্ষাৎ শ্রোতুকামঃ কথান্তরং

প্রাকৃত মহদাদির সৃষ্টি, অবান্তর কল্পে বৈকৃত স্থাবরাদির সৃষ্টি এই বিধি অন্য মহাকল্পাদির সহিত সাধারণ ॥ ৪ ॥

হে রাজন্ ! কালের স্থূল এবং সূক্ষ্মপরিমাণ তথা কল্পেরলক্ষণ, অর্থাৎ তাহা যদ্রূপ ও তাহার অবান্তর কল্প অর্থাৎ মন্বন্তরাদি রূপ বিভাগ যত প্রকার এসমস্ত বিস্তার পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিব, সম্প্রতি পাদ্মকল্পের ব্যাখ্যা করি শ্রবণ কর ॥ ৪৬ ॥

শৌনক ঋষি এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন ! হে সূত ! তুমি বলিয়া ছিলে পরম ভাগবত বিদুর দুস্ত্যজ বন্ধু বর্গ পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীস্থ যাবতীয়